আয়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরঃ

কবিরাজ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রি-

তর্কদর্শনতীর্থায়ুর্ব্বেদাচার্য্যেণ

প্রণীতঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণ

প্রকাশিতঃ

১৩৪৩

কলিকাতা

পি, ৪৬নং মাণিকতলা স্পার।

মূল্য ৩৲ টাকা

FOREWORD

BY

Mahamahopadhyaya
Dr. Bhagabat Kumar Goswami, Shastri, M.A., Ph.D.

Formerly Ashutosh Professor of Sanskrit, Calcutta University.

If the pristine glory of Ayurveda is to be fully revived, it must be done only by the traditional method with strict adherence to the fundamental truths as revealed to the Ayurvedic sages of old. Ayurveda is not exactly an empirical science as the term is commonly understood. Ayurvedic teachers have claimed, from time immemorial, that the eternal truths concerning the human constitution, in the main, like all other eternal truths, were divinely communicated to man through competent seers—seers who concentrated their mind upon the human constitutional aspect of Creation and received the inspiration of the first truths in the process of exclusive devotion to and meditation upon the Source of all inspirations. Upon those Soul to soul communications they built the Ayurveda Shastra. The progress of Ayurveda in its adaptation to the changing needs of human constitution—and the mundane order is changing in all directions under the fundamental impulse of its nature (*prakriti*)—has been traditionally recorded in the works of the seers and sages from generation to generation, from teacher to pupil. These teachers themselves in all cases ultimately subjected their accumulated empirical knowledge to the test of constitutional yoga in order to grasp the subsidiary truths as adapted to the first truths. Thus while empiricism had its place in the Ayurvedic scheme, the scheme itself, in the main, developed on the lines implied in the revealed truths. Ayurveda in this way has been more concerned with the revelations of Yoga than with pure empiricism.

It is a gratifying sign of India's revival, the revival of Indian culture and thought, that in this most important field also there

have now come forward workers who have earnestly taken upon themselves the task of explaining the basic truths of Ayurveda and indicating the healthy way of bringing the shastra up to date. These enthusiastic exponents of Ayurveda have full faith in the inner power of growth or rather adaptability of the Shastra. They have full faith in the traditional methods, the methods of Yoga. They have nothing to do with any 'borrowed science' in this connection, however good and useful that may be in its own sphere. They would rather resort to further Yoga concentration to bring back to sight the lost portion or neglected portions of their old Shastra. The purely empirical science of the West has certainly its own use—and nobody denies that it has done immense service to the art of healing—but mere empiricism is not in the Ayurvedic line. So long as the lost and neglected portions of the Shastra are not thoroughly regained in Yogic knowledge, the sincere exponents of Ayurveda will rather leave the ailments concerned to be treated in the western method wholly, but they will refuse to compromise in a matter of fundamental principle and will be no party to passing off as Ayurvedic what is not Ayurvedic at all. Surely it is wisdom to have the true best of everything and to freely acknowledge the service of others when that service is required. Engrafting is not permissible, nor possible either, where there is a fundamental difference in genus.

If the world of men needs the services of Western healing art or medical science, it has also need for Ayurvedic treatment, as it has been preserved traditionally in many spheres. Let man have the best of both and understand the best of both—in their essential purity. Let not what are constitutionally different be mixed up to the confusion and discomfort of ailing humanity.

For the above reason every sincere well-wisher of genuine Indianism will welcome a clear exposition of the basic principles of Indian Ayurveda—the Ayurveda of the Rishis and sages. And my friend Pundit Yogendranath Tarkatirtha, who is eminently fitted for the task by his saintly and devotional habits and by his vast knowledge of the Ayurvedic lore, and who has acquired large experience as a teacher and practitioner of the Ayurvedic system and knows how to turn his knowledge and experience

to profit—to the service of ailing humanity, has now come forward with his work, AYURVIJNANA RATNAKARA, in the pages of which he unfolds the basic truths of Ayurveda in a really masterly way. For the *sampradaya*—the present generation of the teachers and the taught in Ayurveda—he has, in clear and concise language in Sanskrit, given his expositions, while for the mass of his readers he has given full Bengali explanations of his original expositions, thus doing justice to the modes of thought and expression of the Ayurvedic sages on the one hand and bringing the Ayurvedic knowledge within easy reach of the common people on the other. Pundit Yogendranath is certainly to be congratulated on the success of his present effort. It is sincerely to be hoped that it will be followed by expositions of the remaining portions of the Shastra. Bengal can ill afford to be denied the fruits of his ripe scholarship, saintly devotion, and genuine Indian outlook in this most important branch of Shastric knowledge.

As for the present work, it is entirely devoted to an examination of the truths that form the very basis of human constitution, the constructive, preservative and disruptive energies in human constitution—the energies that account for the ever-changing nature of human body. One can easily see from his explanations that the author has had no difficulty in reviewing human body as an integral unit of creative energy, a definite part and parcel and an epitome in itself of the whole body of Creation. To know the part—the *vyashti*—one must understand the whole—the *samashti*. Here is the clue to the whole Yoga system with which Ayurveda is concerned. One who has mastered these truths or key positions can confidently march on to conquer the whole position of Ayurveda in the fullness of time. Hence the supreme value of this part of the work, and I have no misgiving that it will be hailed with delight by the Bengali public as a genuine attempt to revive the glory of Ayurveda.

ভূমিকা।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার গোস্বামী, শাস্ত্রী,

এম্-এ, পিএইচ্ ডি,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ সংস্কৃতাধ্যাপক লিখিত

ইংরাজি ভূমিকার বঙ্গানুবাদ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গৌরব যদি পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক তাঁহাদেব অবলম্বিত সনাতন সাধন ধারা অনুসরণ এবং তাঁহাদের ঋষিদৃষ্টির সম্মুখে আয়ুর্ব্বেদের যে মূলতত্ত্বসমূহ প্রতিভাত হইয়াছিল সেই সকলের প্রতি পরম নিষ্ঠা সংরক্ষণ কবিয়াই তাহা করিতে হইবে। ভূয়োদর্শন বা বহু পরীক্ষার ফলে মানুষের যে জ্ঞান লাভ হয়, আয়ুর্ব্বেদ ঠিক সেইরূপ নহে। স্মবণাতীত কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই দাবী করিয়া আসিতেছেন যে, স্থূলতঃ দেহতন্ত্রের মূলসত্যগুলি, শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় মুলসত্যই লৌকিক জ্ঞান নহে, পরন্তু তাহা ঈশ্বরানুকম্পালব্ধ ঋষিজ্ঞান। আয়ুর্ব্বেদেব ঋষিরা শ্রীভগবানের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব দেহতন্ত্রেব উপর তাঁহাদের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমস্ত জ্ঞানের, সমস্ত প্রেরণার যিনি আদি কারণ সেই পরম পুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিনিরত হইয়া ধ্যানযোগে আয়ুর্ব্বেদের মূলসত্যগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পূর্ণযোগ স্থাপিত হইলে সেই যোগের ফলে জীবাত্মার মধ্যে যে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হয় তাহাই আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি।

এই পার্থিব জগতে প্রকৃতির প্রেরণার বশে সর্ব্বদিকেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মানব দেহতন্ত্রের এই পরিবর্ত্তন-জনিত প্রয়োজন হেতু আয়ুর্ব্বেদের যে ক্রম বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা ঋষি ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রণীত গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ এবং পুরুষানুক্রমে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রবহমান রহিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ পুঞ্জীভূতজ্ঞান নির্ব্বিচারে গ্রহণ না করিয়া পুনরায় ধ্যানযোগে তাহার সত্যতা নিরূপণ করিতেন। যেখানে তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানরাশির আয়ুর্ব্বেদের মূল সত্যসমূহের সহিত সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত সেইখানেই তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে আয়ুর্ব্বেদে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের স্থান যথোচিত থাকিলেও প্রধানতঃ ঈশ্বরানুকম্পালব্ধ দেহতন্ত্রসম্বন্ধীয় মূলতত্ত্বগুলির ধারা অবলম্বন করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের ক্রমোন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিভূমি পরীক্ষামূলক জ্ঞান নহে, কিন্তু ধ্যানপরায়ণ ঋষিদের প্রাণে শ্রীভগবানের আলোকপাতে যে দিব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই ইহার ভিত্তি।

ভারতের এবং ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় ভাব ও চিন্তাধারার পুনরভ্যুত্থানের এই একটি আনন্দদায়ক চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে যে এই অতি প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদক্ষেত্রেও নূতন নূতন কর্ম্মিগণ অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা এবং কোন্ প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় যুগোপযোগী করা যাইতে পারে তাহারও নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের এই পরমোৎসাহী সেবক ও ব্যাখ্যাতৃগণ ইহার যে এখনও উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব এই সত্যে বিশ্বাসবান্।

আয়ুর্ব্বেদকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা স্বীকার করেন। অথচ আয়ুর্ব্বেদের সনাতন সাধনধারা যোগের দ্বারা সত্যোপলব্ধির পন্থায় তাঁহারা পূর্ণ আস্থাবান। ভিন্ন জাতীয় কোনও চিকিৎসাবিজ্ঞান স্ব স্ব ক্ষেত্রে যতই উৎকৃষ্ট এবং উপকারী হউক না কেন, তাহা হইতে তাঁহারা কিছু ধার করিয়া নিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। কালক্রমে বা অব্যবহারের ফলে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধুনা লুপ্ত ও উপেক্ষিত অংশগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য বরং তাঁহারা পুনরায় ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবেন। কেবল পরীক্ষামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে মানবের আরোগ্য বিধানে বহু উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু পরীক্ষামূলক জ্ঞানের পথ আয়ুর্ব্বেদের নিজস্ব পথ নহে। আয়ুর্ব্বেদের সেবকগণ যতদিন না আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত ও উপেক্ষিত অংশসমূহ সম্বন্ধীয় সত্যজ্ঞান যোগবলে সূক্ষ্ম জগৎ হইতে—সকল সত্যের আশ্রয় পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নিকট হইতে—না পুনরায় আহরণ করিতেছেন, ততদিন বরং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ব্যাধির প্রতিকার সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাতে ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু তবুও মূলতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহারা কোথাও কাহারও সহিত আপোষ করিবেন না, অথবা যাহা আয়ুর্ব্বেদীয় নহে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় বলিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইবেন না।

বস্তুতঃ প্রত্যেক বিষয়ের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই বরণীয়, এবং যাহার দ্বারা যখন যে কল্যাণ সাধিত হয় পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করাই প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ। যেখানে মূল প্রকৃতিগত প্রভেদ রহিয়াছে সেখানে একটির সহিত আর একটি জুড়িয়া একীভূত করিয়া দেওয়া উচিত নহে, তাহা সম্ভবও নহে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যদি মানুষের থাকে, যুগ পরম্পরায় যে সনাতন প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু ক্ষেত্রে সংরক্ষিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহারও প্রয়োজনীয়তা মানুষের আছে। দুইটির যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং খাঁটী, মানুষ তাহাই গ্রহণ করুক্ এবং তাহারই সমাদর করুক্, কিন্তু প্রকৃতিগত যেখানে প্রভেদ রহিয়াছে সেখানে পরস্পরের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া ব্যাধিক্লিষ্ট জনগণের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা এবং ক্লেশ উৎপাদনের প্রয়োজন নাই।

উল্লিখিত কারণে যাঁহারা খাঁটী ভারতীয় ভাবের সমাদর করেন, আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্বগুলি, যাহা ঋষি এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ দান করিয়া গিয়াছেন, যদি পুনরায় লোকসমাজে সহজ ও সরলভাবে সেইগুলি ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। আমার বন্ধু পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ, যিনি পূত চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগী, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাঁহার পাণ্ডিত্য বিশাল, যিনি শিক্ষক হিসাবে এবং চিকিৎসক হিসাবে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে ভূয়োদর্শন জনিত বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং লব্ধজ্ঞান কি ভাবে রোগক্লিষ্ট জনগণের সেবায় নিয়োজিত করিতে হয় তাহা অবগত আছেন, তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য তিনি বিশিষ্ট যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার **"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান রত্নাকর"** গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রভূত পাণ্ডিত্যের সহিত তিনি আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের অধুনাতন শিক্ষক এবং বিদ্যার্থী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি সংস্কৃতে বিশদ অথচ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা দিয়া সাধারণ পাঠকের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন পূর্ব্বতন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের প্রণালীর সহিত তিনি যোগরক্ষা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই সাধারণ শ্রেণীর লোকদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানলাভ সহজ এবং সুগম করিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ যে তাঁহার এই উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়। আমি সরলপ্রাণে এই আশা পোষণ করি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্যান্য অংশগুলিরও এইরূপ ব্যাখ্যা তিনি প্রকাশ করিবেন। বাঙ্গালা

দেশ তাঁহার পরিপক্ক পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার পূত ঐকান্তিক সাধনা, তাঁহার খাঁটী ভারতীয় ভাবের ফললাভ হইতে কিছুতেই বঞ্চিত হইতে চাহে না।

আলোচ্য গ্রন্থে মানবদেহতন্ত্র সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যে সকল মূল তত্ত্ব, মানব শরীরের গঠনকারী, রক্ষাকারী এবং ধ্বংসকারী যে ত্রিশক্তি, যাহার ক্রিয়ার ফলে মানব শরীরে নিত্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহারই তিনি অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে কেহ বুঝিতে পারিবেন যে গ্রন্থকার, যে সৃজনীশক্তি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিতে কার্য্য করিতেছে, মানবশরীরও যে সেই শক্তিরই একটী পূর্ণ লীলাক্ষেত্র ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত, এবং মানবদেহেই যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান, সেই তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইয়াছেন। ব্যষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে জানিতে হইলে সমষ্টিকেও জানা প্রয়োজন। যে মূল যৌগিক ভিত্তির উপর আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা তাহার গুপ্ত সন্ধান আমরা এখানে পাই। এই মূল তত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানরাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানগুলি যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানরাজ্যের সমগ্রভূমি অধিকার করিবার জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইতে সক্ষম। এই হেতু এই গ্রন্থখানি মহামূল্যবান্। আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের একটী ঐকান্তিক প্রয়াস হিসাবে গ্রন্থখানি যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নাই।

সূচীপত্রম্

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সূচীপত্রং সমাপ্তম্

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

দোষাগোচরতাং গতোঽপি নিতরাং দোষাকরালঙ্কৃতঃ
সত্যা সঙ্গমুপাশ্রিতোঽপি যতিষু প্রাপ্তো বিশালং যশঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমেধিতোঽপি নিয়তং ভিক্ষাব্রতী দিক্‌পটঃ
কাম্যঃ কামহরঃ প্রপূরয়তু নঃ কামং প্রকামং শিবঃ ॥১

নির্দ্দোষং দোষরাশীনামশেষপ্রতিপত্তয়ে।
বন্দে বৃন্দারকৈর্বন্দ্যমবন্ধ্যকরুণং শিবম্ ॥২

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণং নিরুক্তিশ্চ।

অথ আয়ুর্ব্বেদোক্তদোষত্রয়নিরূপণে কর্ত্তব্যে আদৌ তাবদায়ুর্ব্বেদঃ কঃ ইত্যাশংসায়াং আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিরুচ্যতে—তত্র আয়ুস্তাবচ্চতুর্ব্বিধং, হিতমহিতং সুখং দুঃখঞ্চ; যস্মিন্ খলু শাস্ত্রে কীদৃশমায়ুর্হিতমহিতং বা কীদৃশং, কীদৃশং কেষাং বা আয়ুঃ সুখকরং, কীদৃশং কেষাং বা তদ্দুঃখকরং, কিন্তাবদায়ুষঃ পরিমাণং, দীর্ঘায়ুষামল্পায়ুষাঞ্চ কিং লক্ষণং, তথা আয়ুষঃ স্বরূপঞ্চ কিমিতি সর্ব্বং বিবেচিতমস্তি স এব আয়ুর্ব্বেদ ইত্যুচ্যতে ॥১॥

কিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির আয়ু হিতকর? কাহারই বা অহিতকর? কিরূপ আয়ু সুখকর? কিরূপ আয়ু দুঃখকর? দীর্ঘায়ুলাভের পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য হিতকর? কোন্ কোন্ দ্রব্যই বা অহিতকর? আয়ুর পরিমাণ ও আয়ুর স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলে ॥১॥

অন্যচ্চ—

আয়ুর্ব্বেদয়তীতি আয়ুর্ব্বেদঃ। কথমিতি চেদুচ্যতে—স্বরূপতঃ সুখাসুখতঃ হিতাহিততঃ প্রমাণাপ্রমাণতশ্চ। যতশ্চ আয়ুষ্যাণি অনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি বেদয়ত্যতোঽপি আয়ুর্ব্বেদঃ ॥২॥

যে শাস্ত্র আয়ুর বিষয় জানাইয়া দেয় তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। কিরূপে জানাইয়া দেয়? ইহা যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, কিরূপ ব্যক্তির আয়ু সুখপ্রদ? কাহার দুঃখপ্রদ? কাহার আয়ু জগতের পক্ষে হিতকর? কাহার বা অহিতকর? কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘায়ু? কে বা স্বল্পায়ু? যে শাস্ত্র এই সমস্ত বিষয় জানাইয়া দেয়, এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর পক্ষে হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপদেশ আছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ ॥২॥

অপরঞ্চ—

যস্মিন্ শাস্ত্রে আয়ুর্বিদ্যতে যেন বা আয়ুর্বিন্দতি স আয়ুর্ব্বেদঃ ॥৩॥

যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় অর্থাৎ আয়ুর স্বরূপ বর্ণিত আছে, যে শাস্ত্র অধ্যয়নে আয়ুর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়, অথবা যে শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখকর আয়ু ও দুঃখকর আয়ুর বিষয় বিবেচনা করা যায়, অথবা যে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ ॥৩॥

তথা—আয়ুর্ব্বেদয়তি জ্ঞাপয়তি প্রকৃতিজ্ঞানরসায়নদূতারিষ্টাদ্যুপদেশাদিত্যতোঽপ্যায়ুর্ব্বেদঃ ॥৪॥

সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির প্রকৃতি, রসায়ন, শুভ ও অশুভসূচক দূত ও অরিষ্ট লক্ষণ ইত্যাদির উপদেশ দ্বারা যে শাস্ত্র আয়ুর বিষয় অর্থাৎ এই ব্যক্তি স্বল্পায়ু এই ব্যক্তি মধ্যমায়ু এই ব্যক্তি দীর্ঘায়ু এই সমস্ত বিষয় জানাইয়া দেয় তাহাই আয়ুর্ব্বেদ ॥৪॥

কিঞ্চ—

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিরায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে ॥৫॥

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্ব্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ ॥৬॥

কোন্ দ্রব্য আয়ুর পক্ষে হিতকর ও কোন্ দ্রব্য অহিতকর, অথবা কিরূপ আয়ু হিতকর কিরূপ আয়ু অহিতকর তাহা এবং রোগের নিদান ও তাহার প্রতিকারের বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে পণ্ডিতগণ তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলেন। যে হেতু, এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলে দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে পারা যায় ও এই শাস্ত্রোক্ত আহার বিহাররূপ সদাচার পালন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারা যায় এই নিমিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক ইহা আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥৫—৬॥

অথ আয়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনম্।

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণনিরুক্তী প্রদর্শ্য ইদানীং প্রয়োজনং দর্শয়তি—ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্ ॥৭॥

বিষম অর্থাৎ ক্ষীণ ও প্রবৃদ্ধ ধাতুসমূহের সমতা বিধানই আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ॥৭॥

কিঞ্চ—

আয়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ ॥৮॥

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগমুক্তি ও সুস্থ ব্যক্তি যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেই বিষয়ে উপদেশ দানই আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের উদ্দেশ্য ॥৮॥

অন্যচ্চ—

আয়ুস্তন্ত্রে সমুদ্দিষ্টঃ সুস্থো ভবতি যাদৃশঃ।
তস্য যদ্রক্ষণং তদ্ধি চিকিৎসায়াঃ প্রয়োজনম্ ॥৯॥

আয়ুর্ব্বেদে সুস্থের লক্ষণ বলা হইয়াছে; সেই সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাই চিকিৎসা অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন ॥৯॥

প্রকারান্তরং যথা—

আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশে তু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥১০॥

ধর্ম্ম অর্থ ও সুখলাভের উপায়স্বরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধালু হইবেন অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম পালন করিবেন ॥১০॥

এতেনৈতদুক্তং ভবতি যৎ, আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধানপালনেন দীর্ঘায়ুর্লাভো ভবতি ; তচ্চ দীর্ঘায়ুষ্ট্বং ধর্ম্মাদ্যর্জ্জনে সহায়কং ভবতি, অতশ্চ দীর্ঘায়ুর্লাভ এব আয়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনমিতি ॥১১॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম পালন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় ও সেই দীর্ঘায়ুই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব লোক আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম পালন করুক, ইহাই আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের উদ্দেশ্য ॥১১॥

অথ আয়ুষঃ স্বরূপনিরূপণম্।

নন্বু আয়ুর্ব্বেদয়তীতি আয়ুর্ব্বেদ ইত্যুক্তং, তত্র কিন্তাবদায়ুরিত্যাশংসায়ামায়ুষঃ স্বরূপং নিরূপ্যতে—

শরীরেন্দ্রিয়পঞ্চক-মন-আত্মনাং পরস্পরসংযোগ এব আয়ুঃপদবাচ্যঃ। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তস্যায়ুষঃ ধারি-জীবিত-নিত্যগানুবন্ধাশ্চত্বারঃ শব্দাঃ পর্য্যায়ত্বেনাভিহিতাঃ। দেহং ধারয়তি পূতিভাবাদ্রক্ষতীতি ব্যুৎপত্ত্যা ধারিশব্দঃ সিদ্ধঃ। এবং জীবয়তি প্রাণান্ ধারয়তীতি জীবিতম্। নিত্যং গচ্ছতি প্রতিক্ষণং ক্ষয়ং যাতীতি নিত্যগঃ। এবঞ্চ অনুবধ্নাতি বাল্য-কৌমারাদ্যপরাপরশরীরাদিসংযোগরূপেণ নিত্যমনুসরতীতি অনুবন্ধঃ ॥১২॥

পঞ্চ মহাভূতের সংযোগে সমুৎপন্ন ভোগায়তন এই দেহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও আত্মা এই কয়েকটী পদার্থের সংযোগই আয়ুঃপদবাচ্য। ইহাদের সকলেরই সংযোগ ব্যতীত কেবলমাত্র এক দুই বা তিনটী পদার্থের সংযোগকে আয়ুশব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ এই কয়েকটী আয়ুর পর্য্যায়। ধারি শব্দের অর্থ যে দেহকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ পচন ভাব হইতে রক্ষা করিতেছে। প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া ইহার নাম জীবিত। নিত্যই গমন করিতেছে অর্থাৎ প্রতিদিনই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া ইহার আর একটি

নাম নিত্যগ। অনুবন্ধ শব্দের অর্থ অপরাপর অর্থাৎ বাল্য কৈশোর পৌগণ্ড ইত্যাদি শরীরের সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই যাহা অনুবর্ত্তন করিতেছে, দেহস্থিতিকালের মধ্যে কোন সময়ের জন্যই বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না ॥১২॥

কিঞ্চ—

শরীর-জীবয়োর্যোগো জীবনং, তেনাবচ্ছিন্নঃ কালঃ আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদেন আয়ুষ্যাণি অনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা তেষাং সেবনত্যাগাভ্যাসজেনারোগ্যেণ আয়ুর্ব্বিন্দতি, তেনৈব হেতুনা পরস্যাপি আয়ুর্ব্বেত্তি চ ॥১৩॥

দেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগই জীবন বা জীবিতের লক্ষণ, সেই জীবনাবচ্ছিন্ন কালকেই আয়ু বলে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র জানা থাকিলে কোন্ কোন্ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম আয়ুর পক্ষে হিতকর, কোন্ কোন্ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম আয়ুঃক্ষয়কর ইহা বিচার করিয়া হিতকর দ্রব্যের ব্যবহার ও অহিতকর দ্রব্যের পরিত্যাগ দ্বারা নীরোগ থাকিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় এবং এই সমস্ত হেতু দ্বারাই অপরেরও স্বল্পায়ুষ্ট্ব, দীর্ঘায়ুষ্ট্ব, ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারা যায় ॥১৩॥

অপরঞ্চ—

চৈতন্যানুবৃত্তিরায়ুরিত্যপি তস্য স্বরূপম্ ॥১৪॥

চেতনার অনুবর্ত্তনের নামই আয়ুঃ, চৈতন্যের অপগম হইলে আয়ুরও অভাব হয় ॥১৪॥

অথ আয়ুর্ব্বেদাধিকরণপুরুষস্য নিরূপণম্।

চৈতন্যানুবৃত্তেরায়ুর্লক্ষণত্বে তচ্চৈতন্যং কিমধিষ্ঠানক-মিত্যস্য অবশ্যজ্ঞাতব্যত্বাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠান-পুরুষ-নিরূপণ-মুখেন মিলিতশরীরাদীনামেকতমস্য অভাবে আয়ুষঃ তথা সত্ত্বাত্মশরীরসমুদায়াত্মক-চিকিৎসনীয়-পুরুষস্য চ অভাবো ভবতি ইতি প্রদর্শ্যতে। যথা পরস্পরসংযুক্তং দণ্ডত্রয়ং দৃঢ়ম্ অবস্থাতুমর্হতি, তথা সত্ত্বাত্মশরীরাণাং ত্রয়াণাং পরস্পর-

সংযোগাদেব লোকঃ অবস্থাতুং শক্নোতি, এষামেকতমস্যাপ্য-ভাবে স ক্ষণমপি অবস্থাতুং নৈব শক্নোতি। এবঞ্চ স এব সত্ত্বাত্ম-শরীরসমুদায়াত্মকঃ পুরুষো রোগারোগ্যচিকিৎসাদি-কর্ম্মণামধিষ্ঠানমিতি মন্তব্যম্ ॥১৫॥

সত্ত্ব অর্থাৎ মন, শরীর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহসমন্বিত দেহ এবং আত্মা এই তিনটী ত্রিদণ্ডের ন্যায়। তিনটী দণ্ডকে ঈষৎ বক্রভাবে সংযুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান করিয়া রাখিলে ঐ তিনটী পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া রাখে, কোনটিই পড়িয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের একটিকে অপসৃত করিলে যেমন সব কয়টিই পড়িয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্বাদি তিনটীর সংযোগে প্রাণিসমূহ অবস্থান করিতেছে, ইহাদের একটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেই অপর দুইটিরও বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মন, আত্মা ও শরীরসমুদায়রূপ এই পুরুষেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥১৫॥

কিঞ্চান্যদপি পুরুষস্বরূপং যথা—

পঞ্চমহাভূত-শরীরিসমবায়ঃ পুরুষঃ। অস্মিন্ ক্রিয়া, অয়-মেবাধিষ্ঠানম্ ॥১৬॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও জীবাত্মা ইহাদের সংযোগে সঞ্জাত জীবই পুরুষপদবাচ্য। এই পুরুষেই ক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা ক্রিয়া প্রযোজ্য এবং এই পুরুষই অধিষ্ঠান অর্থাৎ রোগের আশ্রয়। এস্থানে শরীর ইন্দ্রিয় ইত্যাদির উল্লেখ না থাকিলেও পঞ্চ মহাভূত শব্দ দ্বারাই তাহাদিগকে বুঝাইবে, কারণ, শরীরেন্দ্রিয়াদি ভৌতিক পদার্থ ॥১৬॥

অথায়ুষো বিঘ্নকারণনির্দ্দেশঃ।

ইদানীং সংযুক্তস্য সত্ত্বাত্ম-শরীর-রূপস্য পুরুষস্য জীবিতা-পর-নাম্নঃ আয়ুষো বিঘ্নকারণং প্রদর্শ্যতে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক-চতুর্ব্বর্গ-সাধনে স্বাস্থ্যমেব প্রধান-হেতুত্বেন গণনীয়ং, বিবিধা ব্যাধয়স্তু ধর্ম্মাদিসাধনহেতুভূতস্য তস্য স্বাস্থ্যস্য তথা জীবনস্য চ বিঘ্নজনকা ভবন্তি, অতঃ তন্নি-বারণার্থম্ আয়ুর্ব্বেদবিহিতাচারঃ অবশ্যমেব পালনীয় ইতি ॥১৭॥

আরোগ্য বা স্বাস্থ্যই মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের প্রধান কারণ; যে হেতু রুগ্ন ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্যেই অক্ষম। বহুবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে মানব সমূহের অভীপ্সিত সেই আরোগ্য ও কল্যাণপ্রদ বা সুখকর জীবনের বিনাশ হইতেছে। ইহা মনুষ্যদিগের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ। অতএব আয়ুর্ব্বেদবিহিত আচার সকল পালন করা কর্ত্তব্য ॥১৭॥

অথ রোগাধিকরণনির্দ্দেশঃ।

রোগাঃ কেন প্রকারেণ জীবনস্য বিঘ্নভূতা ভবন্তি ইত্যাশংসায়াং শরীর-মনসোঃ রোগাধিকরণত্বং নিরূপ্যতে—

শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ ॥১৮॥

শরীর ও মনই রোগসমূহের আধার অর্থাৎ শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়াই রোগসমূহ আত্মপ্রকাশ করে। শরীর ও মন যেমন রোগের আশ্রয়, তেমনই আবার সুখ অর্থাৎ আরোগ্যেরও তাহারাই আশ্রয়। এই সুখ বা আরোগ্যের কারণ কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের সমযোগ ॥১৮॥

অন্যচ্চ—

তে এতে মনঃ-শরীরাধিষ্ঠানাঃ ॥১৯॥

মন ও শরীরই রোগসমূহের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ॥১৯॥

অপরঞ্চ—

তেষাং কায়মনোভেদাদধিষ্ঠানমপি দ্বিধা ॥২০॥

দেহ ও মন ভেদে সেই রোগসমূহের অধিষ্ঠান দুই প্রকার ॥২০॥

অত্রেদমবগন্তব্যং যথা—

সত্ত্বাত্ম-বিযুক্তং শরীরং ন রোগাধিষ্ঠানং, ন বা শরীরাত্ম-বিযুক্তং সত্ত্বমপি; তাদৃশশরীরস্য সুখ-দুঃখাদিজ্ঞানাভাবাৎ, তাদৃশ-সত্ত্বস্যাপি নিরবলম্বনত্বাৎ অণুত্বাচ্চ; এবঞ্চ যতো হনিষ্ট-স্বভাবা রোগাঃ শরীরং সত্ত্বঞ্চ অধিষ্ঠায় প্রাদুর্ভবন্তি, তত এব স্বস্য অনিষ্টকারিত্বরূপপ্রভাবেণ জীবিতস্য অপহর্ত্তারো ভবন্তি ॥২১॥

মন ও আত্মবিযুক্ত শরীর অথবা শরীর ও আত্মবিযুক্ত মন রোগের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ শরীরের সুখ-দুঃখাদি বোধ অসম্ভব এবং তাদৃশ মনও নিরবলম্বন এবং অতিশয় সূক্ষ্ম। অতএব অহিতস্বভাব রোগসমূহ যে হেতু শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, সেই হেতু স্বীয় অনিষ্টকারিতার প্রভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগরূপ আয়ু বা জীবনকে অপহরণ করিতে সমর্থ হয় ॥২১॥

শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ ইত্যনেন ব্যাধীনামাশ্রয়ঃ প্রদর্শিতঃ। তত্র স্বস্থজ্ঞানমন্তরেণ ব্যাধিজ্ঞানস্যাসম্ভবাদাদৌ স্বস্থস্বরূপং প্রদর্শ্যতে।

অথ স্বস্থলক্ষণম্।

সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে ॥২২॥

সাম্য অর্থাৎ বাতাদি, রসাদি, মলাদি ও রজঃ প্রভৃতির যে সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতি বা আরোগ্য নামে অভিহিত হয় ॥২২॥

ননু যদি ধাতুসাম্যমেব প্রকৃতিরুচ্যতে, তদা রাত্রি-দিন-ভোজনানাং তাসু তাসু আদি-মধ্যান্তাবস্থাসু শ্লেষ্মপ্রকোপাদিনা নিত্যং ধাতুবৈষম্যমস্তি; তৎ কুতো ধাতুসাম্যম্? ইত্যত আহ,

সুখ-সংজ্ঞকমারোগ্যম্ ॥২৩॥

সুখসংজ্ঞকমিত্যাদি। সুখহেতুঃ সুখং, সুখসংজ্ঞকমিত্যত্র সংজ্ঞকগ্রহণাৎ পরমার্থতোঽসুখমপি লোকে সুখমিতি যৎ ব্যবহ্রিয়তে, তদিহ গৃহ্যতে ইতি দর্শয়তি, যেন দিবা-রাত্রি-ভোজনাবস্থাদিজনিতং ধাতুবৈষম্যং স্বল্পমুদ্বেজকং বিকারাকর্তৃত্বেন সুখমিতি ব্যবহ্রিয়তে, তেন যো হ্যল্পঃ স নাস্ত্যেব ইতি কৃত্বা অল্পেঽপি ধাতুবৈষম্যে ধাতুসাম্যব্যবহারঃ সিদ্ধো ভবতি ॥২৪॥

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে,—ধাতুসাম্যই প্রকৃতি, এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ধাতুসাম্য কিরূপে হইতে পারে? কারণ, রাত্রি, দিন এবং ভোজনের আদি মধ্য ও শেষে কফ পিত্ত বায়ুর নিত্যই প্রকোপ হয়, অতএব ধাতুবৈষম্য-ত নিত্যই বিদ্যমান। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহা কিছু সুখসংজ্ঞক অর্থাৎ সুখের হেতু বা সুখজনক তাহাই আরোগ্য বা স্বাস্থ্য নামে অভিহিত হয়। সুখ শব্দে সুখের হেতু, অর্থাৎ যাহা সুখজনক তাহাই আরোগ্য। 'সংজ্ঞক' এই শব্দটী দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, বাস্তবিক পক্ষে অসুখকর হইলেও লোকসমূহ যাহা সুখ বলিয়া মনে করে এস্থানে তাহারই গ্রহণ করা হইয়াছে। দিবা-রাত্রি প্রভৃতির কালবিশেষে যে ধাতুবৈষম্য হয় তাহা স্বল্প উদ্বেগজনক এবং কোনরূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না; এই হেতু লোকে তাহাকে সুখ মনে করে, "যাহা অল্প তাহা নাই-ই" এই নীতি অনুসারে অল্প পরিমাণ ধাতুবৈষম্যকে বৈষম্য বলিয়াই মনে করে না; সাম্য বলিয়াই অভিহিত করে ॥২৪॥

কিঞ্চ—

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥২৫॥

যাহার বাতাদি দোষত্রয়, রসাদি সপ্তধাতু, মূত্র, পুরীষ ও স্বেদাদিমলসমূহ সমভাবে আছে, জঠরাগ্নি সমভাবে বিদ্যমান, যে ব্যক্তি নিজের কর্ত্তব্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনে সমর্থ, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্ল, যাহার চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, যাহার মন বেশ প্রফুল্ল, সেই ব্যক্তিই সুস্থ বা নীরোগ নামে অভিহিত হয় ॥২৫॥

এতেন এতদপি উক্তং ভবতি যৎ, দোষাণাম্ অগ্নীনাং ধাতূনাং মলানাং ক্রিয়াণাঞ্চ সাম্যং, তথা আত্মেন্দ্রিয়মনসাং প্রসাদ এব প্রকৃতিঃ, তদেব চ আরোগ্যলক্ষণম্; যত উক্তং—
দোষসাম্যমরোগতা ॥২৬॥

দোষসমূহেরই সমভাবে অবস্থিতিই আরোগ্য ॥২৬॥

অথ ব্যাধিলক্ষণম্।

অথেদানীং ব্যাধেঃ স্বরূপং প্রদর্শ্যতে।
বিকারো ধাতুবৈষম্যম্।

ধাতূনাং বাতাদীনাং রসাদীনাং রজঃপ্রভৃতীনাঞ্চ বৈষম্যং স্ব-মানাৎ ন্যূনত্বম্ অধিকত্বং বা, বিকারঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ, অস্বস্থতা, ব্যাধিরিতি যাবৎ ॥২৭॥

ধাতু অর্থাৎ বাতাদি, রসাদি ও রজঃপ্রভৃতির বৈষম্য অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অল্পতা বা আধিক্যই বিকার অর্থাৎ প্রকৃতিবৈপরীত্য এবং তাহাই অস্বাস্থ্য বা ব্যাধি নামে অভিহিত হয় ॥২৭॥

বিকারো ধাতুবৈষম্যম্ ইতি যদুক্তং, তত্র বিকারশব্দং স্পষ্টয়িতুমাহ, বিকারো দুঃখমেব চ। দুঃখং দুঃখহেতু-র্ব্বিকারঃ, শরীর-মনসোর্যঃ দুঃখহেতুঃ, স এব বিকারো ব্যাধিরিত্যর্থঃ ॥২৮॥

যে কিছু ব্যাপার দেহ ও মনের দুঃখজনক তাহাই ব্যাধি ॥২৮॥

তথা—তদ্দুঃখসংযোগাঃ ব্যাধয় ইতি যদুক্তং, তত্র বিবিধং দুঃখম্ আদধতি ইতি ব্যাধয় ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্য পুরুষস্য দুঃখায় কায়-বাঙ্মানসপীড়ায়ৈ যেষামাগন্তুপ্রভৃতীনাং সংযোগঃ তে আগন্তুপ্রভৃতয়ঃ ব্যাধয়ঃ ॥২৯॥

যাহা কিছু বিবিধ প্রকার দুঃখ বা ক্লেশ উৎপাদন করে তাহাই ব্যাধি। শারীরিক ও মানসিক যে কোন আগন্তুক ভাব পুরুষের কায়িক বাচনিক বা মানসিক পীড়াজনক হয়, সেই আগন্তুক প্রভৃতিই ব্যাধি নামে অভিহিত হয় ॥২৯॥

অপরঞ্চ—

রোগস্তু দোষবৈষম্যম্ ॥৩০॥

বায়ু পিত্ত ও কফের বৈষম্য অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রমাণ অপেক্ষা হ্রাস বা বৃদ্ধিই রোগ, অর্থাৎ পীড়াজনক ॥৩০॥

অন্যচ্চ—

রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে ॥৩১॥

আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, যাহা দুঃখপ্রদ তাহাই রোগ। জ্বর প্রভৃতিই রোগশব্দবাচ্য ॥৩১॥

অপরঞ্চ—

দোষ-দূষ্য-সংমূর্চ্ছনাবিশেষো জ্বরাদিরূপো ব্যাধিরিতি ॥৩২॥

দোষের অর্থাৎ দূষিত বায়ু পিত্ত কফের সহিত দূষ্যের অর্থাৎ রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর যে বিজাতীয় সংযোগ তাহাই ব্যাধি ॥৩২॥

অথ দুঃখস্য ত্রৈবিধ্যনির্দ্দেশঃ।

তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধিরিতি যদুক্তং, তত্র তদ্দুঃখসংযোগঃ তয়োঃ শরীর-শরীরিণোঃ শরীর-মনসোর্ব্বা দুঃখায় যস্য সংযোগঃ স ব্যাধিরিতি। তৎ দুঃখং ত্রিবিধম্—আধ্যাত্মিকম্, আধিভৌতিকম্, আধিদৈবিকমিতি। আধ্যাত্মিকমিত্যত্রাত্মশব্দেন সমনস্কং শরীরমুচ্যতে। তচ্চ সপ্তবিধে ব্যাধৌ উপনিপততি ॥৩৩॥

দেহ ও দেহাভিমানী দেহীর অথবা দেহ ও মনের দুঃখদায়ক ব্যাপারই ব্যাধি অর্থাৎ দেহ ও দেহী অথবা দেহ ও মনের যে দুঃখদায়ক সংযোগ তাহাই ব্যাধি। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে সেই দুঃখ তিন প্রকার। বাত পিত্ত কফরূপ শারীর এবং রজঃ ও তমোগুণরূপ মানস-দোষজাত যে পীড়া তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। হিংস্রপ্রাণিকৃত যে পীড়া তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ ও দূষিত ঋতু, বিদ্যুৎ, উল্কা, বজ্রপাত ও পিশাচাদি কৃত যে পীড়া তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ। পূর্ব্বে যে আধ্যাত্মিক শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে সে স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা মনের সহিত শরীরকেও বুঝিতে হইবে। আদিবল-প্রবৃত্ত, জন্মবলপ্রবৃত্ত প্রভৃতি সপ্তবিধ ব্যাধি এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্ভূত ॥৩৩॥

অথ ব্যাধেঃ সপ্তবিধত্বনির্দ্দেশঃ।

তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ যথা—আদিবলপ্রবৃত্তাঃ, জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ, দোষবলপ্রবৃত্তাঃ, সংঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ, কালবল-প্রবৃত্তাঃ, দৈববলপ্রবৃত্তাঃ, স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ইতি ॥৩৪॥

সেই সপ্তবিধ ব্যাধি কি, তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে—'আদিবলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ গর্ভাধানসময়ে পিতামাতার দূষিত শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন কুষ্ঠাদি রোগ। 'জন্মবলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় মাতার অনুচিত আহার-বিহারজাত

অন্ধতা বাধির্য্য প্রভৃতি রোগ। 'দোষবলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ মিথ্যা আহার বিহার জন্য বাতাদি কুপিত হইয়া জ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ উৎপাদন করে তাহা। 'সঙ্ঘাত-বলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধাদি হইতে প্রাপ্ত অথবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণজন্য আঘাতাদি। 'কালবলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ ঋতুবৈষম্যজাত রোগসমূহ। 'দৈববল-প্রবৃত্ত' অর্থাৎ বজ্রাঘাত উল্কাপাত দেবতাদিগের ক্রোধ ইত্যাদি জন্য রোগ। 'স্বভাববলপ্রবৃত্ত' অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্ষুধা পিপাসা বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ॥৩৪॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রাক্ বিকারো ধাতুবৈষম্যমিত্যাদি যদুক্তং তত্র ধাতু-শব্দেন যদুচ্যতে তৎ প্রদর্শ্যতে।

অথ ধাতুনির্দ্দেশঃ।

বাতপিত্তকফাঃ রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি চ ধাতবঃ ॥১॥

বাত পিত্ত কফ রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র ইহারাই ধাতু-শব্দবাচ্য ॥১॥

অত্রেদং বোধ্যং, ধাতুশব্দেন রসরক্তাদীনামেব রূঢ়িত্বেঽপি বাতাদীনামপি অবিকৃতানাং শরীরধারকত্বাৎ ধাতুশব্দেন নির্দ্দেশঃ শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ কৃতঃ। তৎ যথা—বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ, তৈরেব অব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ-সন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতে, আগারমিব তিসৃভিঃ স্থূণাভি-রতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে ॥২॥

যদিও ধাতু শব্দে রসরক্তাদি সাতটিকেই বুঝায়, তাহা হইলেও অবিকৃত বাত পিত্ত কফকেও শাস্ত্রকারগণ ধাতু শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন, কারণ,

তাহারাও দেহকে ধারণ করিয়া আছে। তাহার প্রমাণ—বায়ু পিত্ত ও কফই দেহোৎপত্তির হেতু, তিনটি স্তম্ভের সাহায্যে যেমন গৃহ স্থিরভাবে অবস্থান করে, সেই রূপ দেহের অধঃ অর্থাৎ পক্বাশয়ে, মধ্য অর্থাৎ পচ্যমানাশয়ে ও উর্দ্ধ অর্থাৎ আমাশয়ে অবস্থিত অবিকৃত সেই বায়ু পিত্ত ও কফ নামক তিনটী পদার্থ দ্বারা এই শরীর ধৃত হইয়া আছে। এই জন্যই এই দেহকে কেহ কেহ ত্রিস্থূণ বলিয়া থাকেন। স্থূণা অর্থাৎ স্তম্ভ বা খুঁটি ॥২॥

অন্যচ্চ—

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥৩॥

চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু যেমন বিসর্গ অর্থাৎ বলদান, আদান অর্থাৎ বল গ্রহণ বা হরণ ও বিক্ষেপ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদির বিবিধ ভাবে প্রবর্ত্তন দ্বারা এই বাহ্যজগৎকে ধারণ বা পালন করিতেছে, কফ পিত্ত ও বায়ুও ঠিক সেইরূপ ভাবেই এই দেহ-জগৎকে ধারণ বা পালন করিতেছে ॥৩॥

অন্যচ্চ—

ধাতবঃ দোষধাতুমলাঃ শরীরধারণসামান্যাৎ ॥৪॥

শরীরধারণ বিষয়ে সাম্যবশত ধাতুশব্দে বাতাদিদোষ, রসাদিধাতু ও মূত্র-পুরীষাদি মলকে বুঝায়। এই কয়েকটী পদার্থের কোন একটির অভাব হইলেই দেহের বিনাশ হয় বলিয়া ইহারা সকলেই ধাতুশব্দবাচ্য ॥৪॥

অথ ধাতুদোষমলানাং নিরুক্তিঃ।

ধারণাদ্ধাতবঃ প্রোক্তা মলিনীকরণান্মলাঃ।
দূষণাচ্চ রসাদীনাং দোষা ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৫॥

এই বায়ু পিত্ত কফ শরীরকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়; শরীরকে মলিন অর্থাৎ বিকৃত করে বলিয়া ইহারা মল এবং রসাদি ধাতুকে দূষিত করে বলিয়া দোষ নামেও অভিহিত হয় ॥৫॥

সম্প্রতি ধাত্বপরপর্য্যায়াণাং বাতপিত্তকফানাং দোষাণাং ব্যুৎপত্তিং বিবক্ষুঃ দোষেষু বায়োরেব প্রাধান্যাৎ আদৌ বায়োর্ব্ব্যুৎপত্তিমাহ।

অথবায়োর্নিরুক্তিঃ।

তথাচ—

বা গতি-গন্ধনয়োরিতি গমনার্থকাৎ বা-ধাতোঃ বাতি গচ্ছতি বাপয়তি গময়তি ইতি বা ব্যুৎপত্ত্যা ত-প্রত্যয়েন বাত ইতি, য়ু-প্রত্যয়েন চ বায়ুরিতি পদং সিদ্ধম্। এবঞ্চ শারীরো যো ভাবঃ সহায়ান্তরনিরপেক্ষঃ সন্ দেহান্তঃ ইতস্ততঃ সঞ্চরতি তথা পিত্তাদীন্ রসাদীংশ্চ ভাবান্তরান্ স্থানাৎ স্থানান্তরং চালয়তি চ, স এব বায়ুসংজ্ঞকো জ্ঞেয়ঃ। সংজ্ঞেয়ং পারিভাষিকী, তথা চ শারীরেণ যেন পদার্থ-বিশেষেণ রসাদয়ো ধাতবঃ স্বাশয়াদাশয়ান্তরং গত্বা তত্রস্থ-ধাতূন্ পোষয়ন্তি, মল-মূত্রাদয়ো নিঃসরন্তি, আকুঞ্চন-প্রসারণ-ভ্রমণ-গমন-নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ সম্পদ্যন্তে, যশ্চ ভাবঃ শিরা-স্নায়ু-পেশ্যাদি-বিভাগং করোতি, তমেব ভাবং মহর্ষয়ো বায়ুরিতি সংজ্ঞয়া অভিদধতি। দোষান্তরাণাং ধাতূনাং মলানাঞ্চ চালনে বায়োরেব কর্ত্তৃত্বং, যতঃ তেষাং দেহান্তঃ সঞ্চরতামপি পঙ্গুত্বাৎ ন স্বতঃ সঞ্চরণক্ষমত্বং, বায়ুরেব তান্ যত্র যত্র চালয়তি তত্রৈব অবস্থায় স্বাং স্বাং ক্রিয়াং সম্পাদয়ন্তি ॥৬॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বায়ু পিত্ত কফকে ধাতুও বলে, দোষও বলে, সম্প্রতি সেই বায়ু পিত্ত কফ নামক দোষ বা ধাতুর ব্যুৎপত্তি বলা যাইতেছে। ঐ দোষ সমূহের মধ্যে বায়ুই প্রধান, এজন্য অগ্রে বায়ু শব্দের ব্যুৎপত্তি বলা যাইতেছে। গমনার্থক "বা" ধাতুর উত্তর "ত" প্রত্যয় করিয়া "বাত" আর "য়ু" প্রত্যয় করিয়া বায়ু এই দুইটি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গমন করে অথবা গমন করায় অথবা ব্যাপ্ত করায় ইহাই বায়ু বা বাতশব্দের রূঢ়ার্থ। দৈহিক যে পদার্থ কাহারও সাহায্য না লইয়া দেহমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে এবং পিত্ত, কফ, রস ও রক্তাদি পদার্থ-সমূহকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই "বায়ু" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা;

ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে—শারীরিক যে পদার্থ রসাদি ধাতুসমূহকে নিজ নিজ স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত করিয়া সেই সেই স্থানস্থ ধাতুসমূহকে পোষণ করায়, মল মূত্রাদিকে নিঃসরণ করায়, যাহা দ্বারা আকুঞ্চন প্রসারণ ভ্রমণ গমন গ্রহণ শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যে পদার্থ শিরা স্নায়ু পেশী প্রভৃতির বিভাগ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, মহর্ষিগণ তাহাকেই বায়ুনামে অভিহিত করিয়াছেন। দেহাভ্যন্তরে পিত্ত শ্লেষ্মা মল মূত্র ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহারা পঙ্গু, নিজের বলে তাহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে না। একমাত্র বায়ুই তাহাদের পরিচালনকর্ত্তা, বায়ু তাহাদিগকে যে স্থানে লইয়া যায়, তাহারা সেই স্থানেই অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, এজন্য বায়ুকেই প্রধান বলা হইয়াছে ॥৬॥ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ ॥৭॥

পিত্ত কফ মল ও ধাতুসমূহ সকলেই পঙ্গু, অর্থাৎ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে অসমর্থ। মেঘ যেমন বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে স্থানে নীত হয় সেই স্থানেই জল বর্ষণ করে, পিত্তাদিও সেইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে স্থানে নীত হয় সেই স্থানেই নিজ নিজ ক্রিয়া প্রকাশ করে ॥৭॥

অথ দেহসঙ্ঘটনে বায়োঃ প্রভাবনির্দ্দেশঃ।

উক্তঞ্চ, দোষাণাং নেতা, দোষাণাং দোষধাতুমলানাং নেতা প্রেরক ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দেহসঙ্ঘটনে শিরাধমন্যাদ্যন্তঃ শৌষির্য্যসম্পাদনে তথা পেশী-শিরা-স্নায়্বন্ত্রাদিবিভাগে চ রজোগুণাত্মকস্য বায়োরেব কর্ত্তৃত্বমুক্তম্। যথা—

অসৃজঃ শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরো মতঃ।
তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি
ততোঽস্যান্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিনঃ ॥
উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাৎ রুক্ম-সারবৎ।
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে ॥
যথার্থমূষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।

অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা ॥
মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ
শিরাণাঞ্চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনাঞ্চ খরস্তথা।
আশয্যাভ্যাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবম্ ॥৮॥

রক্ত ও শ্লেষ্মার সার অংশ পিত্তের দ্বারা যে সময় পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বায়ু তাহার অনুগমন করিয়া অন্ত্র গুদ ও বস্তি উৎপাদন করে। সমান বায়ু দ্বারা আধ্মাপিত অগ্নি সহযোগে পচ্যমান কফ রক্ত ও মাংসের সারভাগ জিহ্বারূপে পরিণত হয়। বায়ু পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রয়োজনানুযায়ী স্রোতসমূহ বিদীর্ণ করে, অর্থাৎ মাংসাদিকে বিদীর্ণ করিয়া প্রাণাদিবাহী দ্বাবিংশতিসংখ্যক স্রোত উৎপাদন করে। এই বায়ু মাংসমধ্যে প্রবেশ করিয়া পেশী বিভাগ করে, ও মেদের স্নেহভাগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শিরা ও স্নায়ুবিভাগ করে। ঐ বায়ু কোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত হইয়া আমাশয়াদি সপ্তবিধ আশয় সৃষ্টি করে ॥৮॥

বায়ুরয়ং রজোগুণাত্মকঃ, রজোবহুলো বায়ুরিতি বচনাৎ। রজশ্চ সর্ব্বভাবানাং প্রবর্ত্তকং, রজোগুণঃ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং প্রবর্ত্তকঃ, প্রেরকঃ প্রবৃত্তিদায়ক ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ রজোগুণকার্য্যং, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ামপ্যুক্তং, "রজঃ কর্ম্মণি ভারত!" ইতি, রজোগুণ এব কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি তস্যার্থঃ। ইমমেব ব্যাপারমুপজীব্য তন্ত্রবিশেষে রজোগুণাত্মকস্য বায়োঃ রজোগুণাত্মকেন সৃষ্টিকর্ত্রা বিধাত্রা সহ তুলনা কৃতা ইতি দৃশ্যতে ॥৯॥

এই বায়ু রজোগুণবহুল, যে হেতু, বায়ু রজোগুণপ্রধান এইরূপ উক্তি আছে। স্থানান্তরেও উক্তি আছে, রজোগুণ সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়ক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! রজোগুণই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। এই ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া কোন তন্ত্রকর্ত্তা রজোগুণাত্মক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিত রজোগুণাত্মক বায়ুর তুলনা করিয়াছেন ॥৯॥

অথ বায়োর্গুণাঃ।

ইদানীং বায়োঃ গুণাঃ প্রদর্শ্যন্তে—

রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ ॥১০॥

বায়ু রূক্ষ শীত লঘু সূক্ষ্ম চল বিশদ ও খরগুণবিশিষ্ট ॥১০॥

অথ রূক্ষলক্ষণম্।

তত্র রূক্ষঃ স্নিগ্ধবিপরীতঃ। তথা চ—

রূক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ ॥১১॥

স্নিগ্ধের বিপরীত রূক্ষ। কোন বস্তু রূক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে ইহা কর্কশতা ও কাঠিন্যের জনক। বল ও বর্ণের হ্রাসকারী ও স্তম্ভক এবং খরস্পর্শ ॥১১॥

অন্যত্রাপ্যুক্তং—

রূক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্ ॥১২॥

রূক্ষ দ্রব্য অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক ॥১২॥

অথ শীতলক্ষণম্।

শীতঃ উষ্ণবিপরীতঃ। তথা চ—

হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃড়্দাহস্বেদজিৎ ॥১৩॥

শীতলদ্রব্য আহ্লাদজনক স্তম্ভক অর্থাৎ অতিসার ও রক্তপ্রবৃত্তিরোধক। মূর্চ্ছা পিপাসা দাহ ও ঘর্ম্মপ্রশমক ॥১৩॥

অথ লঘুলক্ষণম্।

লঘুর্গুরুবিপরীতঃ। তথা চ—

লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা ॥১৪॥

লঘুগুণবিশিষ্ট দ্রব্য গুরুর বিপরীত। উহা লেখন (কোন স্থান আঁচড়াইয়া বা ছড়িয়া গেলে যে ভাব হয় তাহাকে লেখন বলে) অথবা কৃশতাকারক। ঐ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিলে আভ্যন্তরিক ক্লেদ সমূহ নির্গত হইয়া গিয়া দেহের কৃশতা ও ব্রণাদির শুষ্কতা সম্পাদিত হয়, এবং রোপণ অর্থাৎ ক্ষতস্থান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

তথাচ—

লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকিচ ॥১৫॥

লঘুদ্রব্য উৎকৃষ্ট পথ্য, কফনাশক ও সত্বর পরিপাক প্রাপ্ত হয় ॥১৫॥

অথ সূক্ষ্মলক্ষণম্।

সূক্ষ্মঃ স্থূলবিপরীতঃ। অনেন গুণেন বায়ুঃ দেহান্তঃ সুসূক্ষ্মশিরাদিষু প্রবিশ্য স্বলক্ষণং প্রদর্শয়তি। তথা চ—

সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ ॥১৬॥

সূক্ষ্ম দ্রব্য সূক্ষ্মতা গুণদ্বারা শরীরস্থ অতিসূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহের মধ্যে সত্বর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ॥১৬॥

অন্যচ্চ—

দেহস্য সূক্ষ্মছিদ্রেষু বিশেৎ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে।
তদ্‌যথা সৈন্ধবং ক্ষৌদ্রং নিম্বতৈলং রুবূদ্ভবম্ ॥১৭॥

যে দ্রব্য দেহের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় তাহাকে সূক্ষ্ম বলে। যেমন সৈন্ধব লবণ, মধু, নিম্ব তৈল, এরণ্ড তৈল ইত্যাদি ॥১৭॥

অথ চলগুণলক্ষণম্।

চলঃ স্থিরবিপরীতঃ। অনেন গুণেন বায়ুঃ দেহান্তঃ সর্ব্বত্রৈব অবাধং বিচরিতুং সমর্থো ভবতি ॥১৮॥

চলগুণবিশিষ্ট দ্রব্য স্থিরের বিপরীত। বায়ু নিজের এই গুণ দ্বারা দেহমধ্যে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ॥১৮॥

অথ বিশদগুণলক্ষণম্।

বিশদঃ পিচ্ছিলবিপরীতঃ ; ধূলিস্পর্শবৎ স্পর্শগুণবিশিষ্টঃ। তথা চ—

বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ ॥১৯॥

বিশদগুণ পিচ্ছিলগুণের বিপরীত, কিছু ধূলি লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যেরূপ অনুভূত হয় তাহাকেই বিশদ বলে। উহা পিচ্ছিলের বিপরীত। উক্তগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ক্লেদশোষক ও ব্রণপূরক ॥১৯॥

অথ খরগুণলক্ষণম্।

খরঃ শ্লক্ষ্ণবিপরীতঃ, গোজিহ্বাস্পর্শবৎ স্পর্শগুণ-বিশিষ্টঃ হস্তপরামর্শেন জ্ঞাতব্যঃ ॥২০॥

গো-জিহ্বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যে ভাব অনুভূত হয়, তাহাকেই খর বলে। উহা শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মসৃণের বিপরীত ॥২০॥

অত্রেদং বোদ্ধব্যং, রূক্ষাদীনাং জ্যায়স্ত্বাদভিধানং, তেন দারুণাদয়োঽপি গুণা বোদ্ধব্যাঃ। তথাচ, রূক্ষ-লঘু-শীত-দারুণ-খর-বিশদাঃ ষড়িমে বাতগুণা ভবন্তি। দারুণস্য শোষকত্বাৎ স কাঠিন্যং করোতি। রৌক্ষ্যঞ্চ বায়োরধিকং, স্নেহসাধ্যত্বাদ্বায়োঃ, অতো রূক্ষত্বম্ অগ্রেঽভিহিতং, যদ্যপি বৈশেষিকে অনুষ্ণাশীতো বায়ুঃ, তথাঽপি ইহ শীতেন বৃদ্ধি-দর্শনাৎ উষ্ণেন প্রশমদর্শনাচ্চ শীত এব বায়ুঃ ; তথা কেবল-বাতারব্ধে রোগে শীতদর্শনাচ্চ। যচ্চ পিত্তযুক্তস্য উষ্ণত্বং, তৎ যোগবাহিত্বাৎ, যথা—পাষাণস্য যেন দ্রব্যেণ শীতে-নোষ্ণেন বা যোগো ভবতি তদ্‌গুণানুবিধানং, তথা বায়োরপি ইতি ॥২১॥

রূক্ষ শীত প্রভৃতি কয়েকটি গুণ ব্যতীতও দারুণ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গুণ বায়ুতে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় আছে বলিয়া এস্থানে তাহাদের উল্লেখ না করিয়া অধিক পরিমাণে অবস্থিত এই কয়টিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানান্তরে দারুণগুণটিও বায়ুর বলিয়া উল্লেখ আছে ; যথা—রূক্ষ লঘু শীত দারুণ খর ও বিশদ এই ছয়টী বায়ুর গুণ। তন্মধ্যে দারুণ শব্দের অর্থ কঠিন। দারুণগুণশিষ্ট বায়ু শোষক বলিয়া সে ক্লেদাদিকে শোষণ করিয়া কাঠিন্য সম্পাদন করে। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি গুণের মধ্যে রূক্ষগুণের ভাগই বায়ুতে অধিক থাকায় অগ্রে রূক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। বায়ুতে যে রূক্ষতার আধিক্য আছে. তাহার প্রমাণ, স্নিগ্ধ ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর শান্তি হওয়া। স্নিগ্ধ রূক্ষের বিপরীত। বৈশেষিক দর্শনে বায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ বলা হইলেও শীতে ও শীত ক্রিয়ায় বায়ুর

বৃদ্ধি আর উষ্ণকালে ও উষ্ণক্রিয়ায় যখন শান্তি হইতে দেখা যায় তখন বায়ু শীতলই, নাতিশীতোষ্ণ নহে। বিশেষতঃ কেবল বায়ুজন্য রোগে শীতই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে যে পিত্তসংযুক্ত বায়ুতে উষ্ণতা অনুভূত হয়, সে কেবল বায়ু যোগবাহী বলিয়া, যেমন একখণ্ড প্রস্তরে কোনও শীতল দ্রব্য রাখিলে তাহা শীতল ও উষ্ণদ্রব্য রাখিলে উষ্ণ হয়, বায়ুও সেইরূপ উষ্ণ পিত্তের সংযোগে উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়॥২১॥

অথ বায়োঃ স্বরূপম্।

বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুঃ, বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্ব্বিশ্বমিদং সর্ব্বং, প্রভুর্ব্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥২২॥

অবিকৃত বায়ুই আয়ু অর্থাৎ জীবনধারণের মূল, বায়ু বিকৃত হইলে প্রাণিসমূহ সুস্থ থাকিতে পারে না। বায়ু বলস্বরূপ, বায়ু দেহীদিগের ধারণকর্ত্তা, অর্থাৎ দেহ স্থিতির মূল, এই সমস্ত বিশ্বই বায়ুর স্বরূপ, অর্থাৎ বায়ুর প্রভাবে অবস্থিত। বায়ুবিহীন হইলে প্রাণিসমূহ মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে পারে না, অতএব বায়ুই সমস্ত বিষয়ের প্রভু, অর্থাৎ নিগ্রহে ও অনুগ্রহে সমর্থ॥২২॥

অপরঞ্চ যথা—

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাত্তথৈবচ॥
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণম্॥
অব্যক্তঃ ব্যক্তকর্ম্মা চ রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ খরঃ।
তির্য্যগো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এবচ॥
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্।
আশুকারী মুহশ্চারী পক্বাধানগুদালয়ঃ॥

ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণযুক্তঃ, অণিমাদিগুণযুক্ত ইত্যর্থঃ। স্বয়ম্ভুত্বে হেতুত্রয়মাহ, স্বাতন্ত্র্যাৎ স্বধর্ম্মবিষয়ে, নিত্যভাবাৎ নিত্যস্য হি কারণরহিতত্বেন স্বাতন্ত্র্যম্, অতশ্চ স্বয়ম্ভুত্বং, সর্ব্বগত্বাচ্চেতি যো হি সর্ব্বগতঃ স স্বয়ম্ভুঃ, আকাশবৎ।

চকারাৎ সূক্ষ্মত্বমপি পরমাণোরিব স্বয়ম্ভূত্বে হেতুঃ সমুচ্চীয়তে। কথং পুনরস্য সর্ব্বগত্বম্ ? যাবতা পার্থিবদ্রব্যমূর্ত্তেষু বায়ু-র্নাস্তি ইত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি, সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বাত্মা, কারণ-কার্য্যাত্মকত্বেন সর্ব্বরূপঃ, অথবা সর্ব্বপ্রয়ো-জনহেতুঃ। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ইতি কুতঃ? ইত্যাহ, স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষ্বিত্যাদি, স্থিতির্জীবনম্, অব্যক্তোঽদৃশ্য-মূর্ত্তিঃ, ব্যক্তকর্ম্মা প্রকটক্রিয়ঃ। শীত ইতি অসংযুক্তস্য বায়োর্গুণোঽয়ং, সংযুক্তস্তু উষ্ণোঽপি। খরঃ খরস্পর্শঃ, কর্কোটফলবৎ। তির্য্যগ্‌গঃ তির্য্যগ্‌গামী। দ্বিগুণঃ শীত-স্পর্শ-গুণঃ। রজোবহুল ইতি ত্রিগুণত্বেঽপি উৎকর্ষবিশেষাৎ রজঃপ্রবলত্বমস্য। অচিন্ত্যবীর্য্যঃ অচিন্ত্যশক্তিঃ, সা চ শক্তিঃ শরীরে দোষমূত্রপুরীষাদিবিভাগাবয়ববাদিসংস্থানকরণং, শরীরে সঞ্চরতো বায়োঃ দোষ-ধাতু-মলসংবহনাদিভিঃ, বহিস্তু সঞ্চরতস্তস্য ধরণীধারণাদিভিরচিন্ত্যশক্তির্ব্বিজ্ঞেয়া। দোষাণাং নেতা দোষ-ধাতু-মলানাং প্রেরক ইত্যর্থঃ; অন্যে তু বায়োরপি বায়ুরেব নেতা ইতি দোষাণামিত্যত্র বহুবচনং সমর্থয়ন্তি। রোগসমূহরাট্ রোগসমূহে রোগহেতুবৃন্দে পিত্ত-কফরক্তাদৌ রাজতে শোভতে ইতি রোগসমূহরাট্। আশু-কারী শীঘ্রমত্যয়কারিত্বাৎ। প্রকৃতিভূতোঽপি মুহুর্মুহুশ্চর-তীতি মুহুশ্চারী। পক্বাধানগুদৌ স্থানমস্য ইতি ॥২৩॥

এই বায়ু ভগবান অর্থাৎ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, স্বয়ম্ভূ স্বকর্ম্মবিষয়ে স্বতন্ত্র, পিত্তকফাদির ন্যায় কাহারও অধীন নহে। বায়ু নিত্য অর্থাৎ কারণবিহীন, অত এব স্বতন্ত্র, সর্ব্বগামী আকাশ যেমন স্বয়ম্ভূ বায়ুও তেমন সর্ব্বগামী, এবং এই কারণেই স্বয়ম্ভূ। শ্লোকমধ্যে যে "চ" শব্দটী আছে তদ্দ্বারা তাহার সূক্ষ্মত্ব বুঝাইতেছে, সূক্ষ্ম পরমাণু যেমন স্বয়ম্ভূ, বায়ুও সূক্ষ্ম বলিয়া সেইরূপ স্বয়ম্ভূ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ অর্থাৎ কারণস্বরূপ, যে হেতু বায়ু সমস্ত ভূতের

উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ, এই জন্যই সর্ব্বলোককর্তৃক নমস্কৃত, তিনি স্বয়ং অব্যক্ত অর্থাৎ অমূর্ত্ত, কিন্তু ব্যক্তকর্ম্মা অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা প্রকটিত, রূক্ষ, পিত্তের সহিত অসংস্পৃষ্ট বায়ু শীত, কিন্তু পিত্তসংস্পৃষ্ট বায়ু উষ্ণ, কাঁক্‌রোল ফল যেমন খরস্পর্শ বায়ুও তদ্রূপ খর, অর্থাৎ যে পদার্থে বায়ুর আধিক্য থাকে তাহা খরস্পর্শ। তির্য্যগ্‌গ অর্থাৎ বক্রভাবে গমনশীল, সাধারণতঃ বায়ু অধোগামী হইলেও তির্য্যগ্‌গামিতাও তাহার আর একটি লক্ষণ, দ্বিগুণ অর্থাৎ শীত ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট ; বায়ুতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিলেও রজোগুণেরই আধিক্য থাকায় রজোগুণবহুল, অচিন্ত্যবীর্য্য, বায়ুর শক্তি চিন্তার অতীত, তাহার প্রভাবকে লোকে ধারণাও করিতে পারে না, এই শক্তি দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে দোষ-ধাতু-মল-মূত্রাদির বিভাগ ও অবয়বসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশ কার্য্য সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত দোষ ধাতু মল ইত্যাদির স্থানান্তরীকরণ ও বহির্নিঃসরণাদি ক্রিয়াও বায়ুর শক্তিপ্রভাবেই সম্পাদিত হয়। বাহ্যিক বায়ুও ঐ অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ধরণী-ধারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। বায়ু পিত্তাদিদোষ রসরক্তাদিধাতু ও মূত্রপুরীষাদি মলসমূহের প্রেরক অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ তত্তৎ স্থানে চালক ; কেহ কেহ বলেন বায়ু কেবল পিত্তাদিরই প্রেরক নহে, পঞ্চবিধ বায়ুর মধ্যে একতম বায়ু অন্যতম বায়ুরও প্রেরক হয়। রোগের হেতুভূত পিত্তকফরক্তাদির মধ্যে প্রধানরূপে বিরাজিত থাকে বলিয়া ইহাকে রোগসমূহরাট্‌ বলে। বায়ু সত্বর বিপত্তিজনক ; প্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও দেহমধ্যে মুহুর্মুহু স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণশীল। ইহার প্রধান স্থান পক্কাশয় ও অপানদেশ ॥২৩॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বার্থানর্থকরণে বিশ্বস্যাস্যৈককারণম্।
অদুষ্ট-দুষ্ট-পবনঃ শরীরস্য বিশেষতঃ ॥
স বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
স্রষ্টা ধাতা বিভুর্ব্বিষ্ণুঃ সংহর্ত্তা মৃত্যুরন্তকঃ ॥২৪॥

প্রকৃতিস্থ বায়ু এই জগতের বিশেষতঃ দেহের সর্ব্ববিধ শুভসম্পাদনে আর দূষিত বায়ু উহাদিগের সর্ব্ববিধ অনিষ্টসম্পাদনের একমাত্র মুখ্য কারণ। এই দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি, বিনাশ ও শোষণাদি শুভাশুভ সমস্ত ক্রিয়া এই বায়ু দ্বারাই সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা যায়। বিশ্ব অর্থাৎ সমস্ত শুভ

বিষয়ের হেতু বলিয়া ইহাকে বিশ্বাত্মা বলা হয়। বাহ্যিক আভ্যন্তরিক যাহা কিছু রূপ বা স্বভাব, সে সমস্তই এই বায়ুরই কার্য্য, এজন্য এই বায়ু বিশ্বরূপ। এই বায়ু প্রজাপতি অর্থাৎ প্রাণিসমূহের পালনকর্ত্তা, এই বায়ুই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা, বহির্জগৎ বায়ুমণ্ডলের দ্বারাই ধৃত হইয়া আছে, আর প্রাণাপানাদি দ্বারা দেহ-জগৎ ধৃত হইয়া আছে, এই বায়ু বিভু অর্থাৎ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সংহারকর্ত্তা, অতএব ইহা মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর কার্য্য বায়ুই সম্পাদন করে বলিয়া ইহা মৃত্যু নামেও অভিহিত হয়, আর এই বায়ুই সকলের অন্তক অর্থাৎ সাক্ষাৎ যম ॥২৪॥

তত্র রূক্ষো লঘুঃ শীতঃ খরঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽনিলঃ ॥২৫॥

দোষসমূহের মধ্যে বায়ু রূক্ষ লঘু শীত খর সূক্ষ্ম ও চলগুণবিশিষ্ট ॥২৫॥

অপরঞ্চ—

রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রূক্ষো লঘুশ্চলঃ ॥২৬॥

বায়ু রজোগুণবহুল সূক্ষ্ম শীতল রূক্ষ লঘু ও চঞ্চল ॥২৬॥

অন্যচ্চ—

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রূক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ ॥
খরো মৃদুর্যোগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃত্তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ ॥২৭॥

বায়ু শীঘ্রকারী, রজোগুণাত্মক সূক্ষ্ম রূক্ষ শীতল লঘু চঞ্চল খরস্পর্শ মৃদু এবং যোগবাহী, ইহা দোষ ধাতু মল প্রভৃতিকে স্থানান্তরে নীত করে এবং তেজের সহিত সংযোগে দাহ ও সোমসংযোগে শীত উৎপাদন করে ॥২৭॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথ প্রকৃতেঃ কারণানি।

ইদানীং প্রকৃতিস্থ-বায়োঃ কার্য্যাভিধানাৎ প্রাক্ বাত-প্রকৃতিপুরুষলক্ষণং দর্শয়িতুম্ আদৌ প্রকৃতেঃ কারণং প্রদর্শ্যতে, তদ্‌যথা—শুক্র-শোণিত প্রকৃতিং, কাল-গর্ভাশয়-প্রকৃতিম্, মাতুরাহার-বিহারপ্রকৃতিং, মহাভূতবিকার-প্রকৃতিঞ্চ গর্ভশরীরমপেক্ষতে। শুক্র-শোণিত-কাল-গর্ভাশয়-প্রসৃত্যাহার-বিহার-মহাভূতবিকারা হি যেন যেন দোষেণা-ধিকতমেন একেন অনেকেন বা সমনুবধ্যন্তে, তেন তেন দোষেণ গর্ভোঽনুবধ্যতে, স স দোষঃ তস্য গর্ভশরীরস্য প্রকৃতিরুচ্যতে মনুষ্যাণাং গর্ভাদিপ্রবৃত্তা ॥১॥

সম্প্রতি প্রকৃতিস্থ বায়ুর কার্য্য বলিবার পূর্ব্বে বাতপ্রকৃতি পুরুষের লক্ষণ বলা প্রয়োজন, কিন্তু লক্ষণ বলিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই দেখান যাইতেছে। গর্ভস্থ সন্তানের দেহ পিতার শুক্র, মাতার আর্ত্তব, শীতোষ্ণাদি কাল, গর্ভাশয়, মাতার আহার বিহার এবং পঞ্চ মহাভূতের বিকাররূপ প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে, অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তিকালে শুক্র-শোণিতে যে দোষের আধিক্য থাকে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি যে কালে গর্ভ হয়, সেই কালে যে দোষের আধিক্য হয়, গর্ভাশয়ে যে দোষের আধিক্য থাকে, মাতা যে সমস্ত দ্রব্য আহার ও যেরূপ আচারাদির অনুষ্ঠান করেন, ভৌতিক প্রকৃতিও সে সময়ে যে অবস্থায় থাকে, গর্ভস্থ সন্তানের দেহও তদনুসারেই গঠিত হয়, এই শুক্র-শোণিতাদি যে যে দোষের দ্বারা অনুবদ্ধ হয়, গর্ভস্থ শিশুও সেই সেই দোষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, অতএব মানবগণ গর্ভস্থ থাকিতে থাকিতেই সেই সেই দোষপ্রকৃতি অর্থাৎ কেহ বাতপ্রকৃতি কেহ পিত্তপ্রকৃতি ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত হয় ॥১॥

অন্যচ্চ—

সপ্ত প্রকৃতয়ো ভবন্তি, দোষৈঃ পৃথক্ দ্বিশঃ সমস্তৈশ্চ।
শুক্র-শোণিতসংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন.................... ॥২॥

পৃথক্ পৃথক্ দোষ জন্য তিনটি, দ্বিদোষ জন্য তিনটি ও ত্রিদোষ জন্য একটি এই সাতপ্রকার প্রকৃতি হয়। গর্ভোৎপত্তিকালে শুক্র-শোণিত যে সময় মিশ্রিত হয় সেই মিশ্রিত শুক্র-শোণিতে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের দ্বারাই মানবের প্রকৃতি উৎপন্ন হয় ॥২॥

শুক্রার্ত্তবস্থৈর্জন্মাদৌ বিষেণেব বিষক্রিমেঃ।
তৈশ্চ তিস্রঃ প্রকৃতয়ো হীন-মধ্যোত্তমাঃ পৃথক্ ॥
সমধাতুঃ সমস্তাসু শ্রেষ্ঠো নিন্দ্যা দ্বিদোষজাঃ।
শুক্রাসৃগ্-গর্ভিণীভোজ্য-চেষ্টা-গর্ভাশয়াদিষু ॥
যঃ স্যাদ্দোষোঽধিকস্তেন প্রকৃতিঃ সপ্তধোদিতা ॥৩॥

বিষ হইতে যেমন বিষজ কীট উৎপন্ন হয়, সেইরূপ গর্ভাধানকালে পিতার শুক্র ও মাতার আর্ত্তবে যে দোষ অবস্থান করে সেই সেই দোষ দ্বারা হীন মধ্য ও উত্তম পৃথক্ পৃথক্ এই তিন প্রকার প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। বাতপ্রকৃতি হীন, পিত্ত-প্রকৃতি মধ্যম ও কফপ্রকৃতি উত্তম; তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি সমধাতু অর্থাৎ যাহার তিনটি দোষই সমানভাবে থাকে, সেই সমদোষপ্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ, দ্বিদোষজপ্রকৃতি নিন্দনীয়। শুক্র আর্ত্তব গর্ভবতীর আহার আচার ও গর্ভাশয়াদিতে যে যে দোষের প্রাবল্য থাকে, সেই সেই দোষানুসারেই গর্ভস্থ সন্তানের প্রকৃতি হয়, ঐ প্রকৃতি সাত প্রকার ॥৩॥

অত্রৈবং বিচার্য্যম্—ননু যদা বাতাদয়োঽধিকাঃ শুক্রার্ত্তবে তিষ্ঠন্তি, তদা কুতঃ শরীরস্য নিষ্পত্তির্ভবতীতি? তথা হি, যো দোষাণামধিকভাবঃ, সৈব বিকৃতিঃ, তৎ কথং দোষা আধিক্যং প্রাপ্তাঃ প্রকৃতেঃ কারণতামুৎসহন্তে? বিকৃতত্বাৎ; ন হি বিকৃতিঃ কদাচিৎ প্রকৃতেঃ কারণমিতি বক্তুং যুজ্যতে, কারণসদৃশেন চ কার্য্যেণ ভবিতব্যমিত্যা-

শঙ্ক্য সপরিহারং দৃষ্টান্তমাহ, বিষেণেব বিষক্রিমেরিতি। *যথা বিষেণ জীবিতনাশহেতুনা বিষক্রিমেঃ জীবনং দৃশ্যতে,* তথা এতৈঃ দূষণস্বভাবৈরপি প্রমাণাধিকৈর্দ্দোষৈঃ শুক্রার্ত্তবস্থৈরেব জন্মাদৌ শরীরস্য নিষ্পত্তির্ভবতীতি ॥৪॥

এস্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, শুক্রার্ত্তবে যদি বাতাদি দোষের কোনও একটি দোষ অধিক থাকে, তাহা হইতে শরীরোৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দোষের যদি আধিক্য ঘটে, তাহাকেও ত বিকৃতিই বলিতে হইবে, এ অবস্থায় দোষাধিক্য প্রকৃতির কারণ ইহা কিরূপে বলা চলে? কারণ দোষের আধিক্য-ত বিকৃতি, বিকৃতি প্রকৃতির কারণ, ইহা বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কেননা কারণানুরূপই কার্য্য হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন, বিষ জীবননাশের হেতু হইলেও সেই বিষ হইতেই যেমন কীটের উৎপত্তি ও তাহাকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়, সেইরূপ দোষসমূহ স্বভাবত দূষক হইলেও জন্মের আদিতে অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় শুক্র ও আর্ত্তবে অবস্থিত প্রমাণাধিক দোষসমূহ দ্বারাই শরীর উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহারা বিশেষ কোন বিকার উৎপাদন করে না, এই জন্যই প্রকৃতি বলা হইয়াছে ॥৪॥

অথ বাতপ্রকৃতের্লক্ষণং।

ইদানীং বাতপ্রকৃতের্লক্ষণং প্রদর্শ্যতে—বাতস্তু রূক্ষো লঘুঃ চলঃ বহুঃ শীঘ্রঃ শীতঃ পরুষঃ বিশদঃ। তস্য রৌক্ষ্যাৎ বাতলা রূক্ষাপচিতাল্পশরীরাঃ, প্রততরূক্ষক্ষামভিন্নমন্দসক্তজর্জ্জরস্বরাঃ, জাগরূকাশ্চ ভবন্তি, লঘুত্বাচ্চ লঘুচপলগতিচেষ্টাহারব্যাহারাঃ, চলত্বাদনবস্থিতসন্ধ্যস্থিভ্রূহন্বোষ্ঠজিহ্বাশিরঃস্কন্ধপাণিপাদাঃ, বহুত্বাৎ বহুপ্রলাপকণ্ডরাশিরাপ্রতানাঃ, শীঘ্রত্বাৎ শীঘ্রসমারম্ভক্ষোভবিকারাঃ, শীঘ্রোত্রাসরাগবিরাগাঃ, শ্রুতগ্রাহিণঃ, অল্পস্মৃতয়শ্চ, শৈত্যাৎ শীতাসহিষ্ণবঃ, প্রততশীতকোদ্বেপকস্তম্ভাঃ, পারুষ্যাৎ পরুষকেশশ্মশ্রুরোমনখদশনবদনপাণিপাদাঙ্গাঃ, বৈশদ্যাৎ স্ফুটিতাঙ্গাবয়বাঃ সততসন্ধিশব্দগামিনশ্চ ভবন্তি। তে এবং-গুণযোগাৎ বাতলাঃ

প্রায়েণ অল্পবলাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পাপত্যাশ্চাল্পসাধনাশ্চাধন্যাশ্চ ভবন্তি ॥৫॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি রূক্ষ ক্ষীণ ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট ও জাগরণশীল হয়, তাহার কণ্ঠস্বর নিরন্তর রূক্ষ, ক্ষীণ, ভগ্নকাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ খন্‌খনে, অত্যন্ত মৃদু, অস্পষ্ট ও জর্জ্জর হয়। বায়ুর রূক্ষগুণের দ্বারা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। গতি, চেষ্টা, আহার ও বাক্য অত্যন্ত লঘু ও চঞ্চল হয়। ইহা লঘুগুণের কার্য্য। দেহের সন্ধিস্থলসমূহ, অস্থি ভ্রূ হনু ওষ্ঠ জিহ্বা মস্তক স্কন্ধ হস্ত পদ ঐ সমস্ত অত্যন্ত অস্থির হয় অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি এই সমস্ত অঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গী করে। ইহা চলগুণের কার্য্য। এই ব্যক্তি অতিরিক্ত অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে ; তাহার দেহে মোটা মোটা শিরা কণ্ডরা প্রভৃতি উদ্‌গত হয়। ইহা বহুগুণের কার্য্য। যে কার্য্য করিব মনে করে অতি সত্বর তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, অল্প কারণেই মনের ক্ষোভ ও বিকার উপস্থিত হয়, সামান্য কারণেই অতি সত্বর ভয় পায়। অতি সামান্য কারণেই কাহার উপর অনুরাগ বা বিরাগ উপস্থিত হয় ; যাহা একবার শ্রবণ করে তাহা তৎক্ষণাৎ শিক্ষা করিয়া ফেলে, কিন্তু স্মৃতিশক্তি বড়ই অল্প হয়। এ সমস্ত শীঘ্র গুণের কার্য্য। শীত সহ্য করিতে একেবারেই পারে না, এবং সর্ব্বদাই শীত কম্প ও শরীরে জড়তা অনুভব করে। ইহা শৈত্যগুণের কার্য্য। কেশ শ্মশ্রু বা দাড়ি গাত্ররোম নখ, দন্ত মুখ হাত পা ও অঙ্গসমূহ কর্কশ হয়। ইহা পারুষ্যগুণের কার্য্য। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ফাটা ফাটা হয় ও গমনকালে সন্ধিস্থানসমূহে ফট্ ফট্ শব্দ হয়। ইহা বিশদগুণের কার্য্য। এই সমস্ত গুণসম্পন্ন হওয়ায় বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি প্রায়ই দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয়, তাহার সন্তান ও সাংসারিক উপকরণ খুব বেশী হয় না, অধিক ধন উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় না ॥৫॥

অন্যচ্চ—

তত্র জাগরূকঃ, শীতদ্বেষী, দুর্ভগঃ, স্তেনঃ, মৎসরী, অনার্য্যঃ, গান্ধর্ব্বচিত্তঃ, স্ফুটিতকরচরণঃ, অতিরূক্ষশ্মশ্রু-নখকেশঃ, ক্রোধী, দন্তনখখাদীচ ভবতি।

অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ
কৃশ-পরুষো ধমনীততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা
বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ ॥

অব্যবস্থিতমতিশ্চলদৃষ্টির্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ॥
বাতিকাশ্চাজগোমায়ু-শশাখূষ্ট্রশুনাং তথা।
গৃধ্রকাকখরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ॥৬॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি সর্ব্বদা জাগরণশীল, শীতদ্বেষী, দুর্ভাগ্য, চোর, ঈর্ষ্যাপরবশ, অসভ্য, গীতাসক্ত, হাত পা ফাটা ফাটা, শ্মশ্রু (দাড়ি) নখ ও কেশসমূহ রূক্ষ, ক্রোধনস্বভাব, দন্ত ও নখদংশনকারী হয়। অত্যন্ত অস্থিরপ্রকৃতি হয়। কাহারও সহিত মিত্রতা করিলে সে মিত্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কৃতঘ্ন, কৃশ ও কর্কশ দেহ, সর্ব্বশরীরে শিরাব্যাপ্ত, অসম্বদ্ধভাষী হয়। অত্যন্ত দ্রুতগামী সর্ব্বদা ভ্রমণশীল ও অস্থিরচিত্ত হয়। স্বপ্ন দেখে যেন সে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। অব্যবস্থিত মতি ও চঞ্চল দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহার রত্ন ধন মিত্র ও সঞ্চয় অতি অল্পই হয়। সে ব্যক্তি অসম্বদ্ধভাবে যাহা তাহা বলিয়া যায়। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির স্বভাব, ছাগল, শৃগাল, খরগোস্, উষ্ট্র, ইন্দুর, কুকুর, শকুন, কাক ও গর্দ্দভের তুল্য হয়॥৬॥

অপরঞ্চ—

প্রায়োঽত এব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যা
দোষাত্মকাঃ স্ফুটিতধূসরকেশগাত্রাঃ।
শীতদ্বিষশ্চলধৃতিস্মৃতি-বুদ্ধিচেষ্টা-
সৌহার্দ্দ্যদৃষ্টিগতয়োঽতিবহুপ্রলাপাঃ॥
অল্পবিত্তবলজীবিতনিদ্রাঃ
সন্নসক্তচলজর্জ্জরবাচঃ।
নাস্তিকা বহুভুজঃ সবিলাসাঃ
গীতহাসমৃগয়াকলিলোলাঃ॥
মধুরাম্লপটূষ্ণসাত্ম্যকাঙ্ক্ষাঃ
কৃশদীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযাতাঃ।
ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চার্য্যা
ন চ কান্তাদয়িতা বহুপ্রজা বা॥

নেত্রাণি চৈষাং খরধূসরাণি
বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমানি।
উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে
শৈলদ্রুমাংস্তে গগনঞ্চ যান্তি॥

অধন্যা মৎসরা ধ্যাতাঃ স্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ।
শ্বশৃগালোষ্ট্রগৃধ্রাখুকাকানূকাশ্চ বাতিকাঃ॥৭॥

বায়ুকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি প্রায়ই দুষ্টস্বভাব হয়। তাহাদের কেশ ধূসরবর্ণ ও গাত্র ফাটা ফাটা হয়। তাহাদের ধৈর্য্য, স্মৃতি, বুদ্ধি, চেষ্টা, সৌহার্দ্দ্য, দৃষ্টি ও গতি অতিশয় চঞ্চল হয়। তাহারা শীতদ্বেষী বহুভাষী অল্পায়ু অল্পবল অল্পনিদ্র ও অল্পবিত্ত হয়। তাহাদের বাক্য অত্যন্ত ক্ষীণ অথবা জড়ান জড়ান হয়, কাহারও বা কথা বলিবার সময় স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া নির্গত হয়। কাহারও বা ভগ্নকাংস্য পাত্রের শব্দের ন্যায় স্বর নির্গত হয়। তাহারা নাস্তিক, বহুভোজী, বিলাসী, গীতাসক্ত, হাস্যপ্রিয়, মৃগয়াসক্ত ও কলহপ্রিয় হয়। মধুর অম্ল লবণরস ও উষ্ণদ্রব্য তাহাদের পক্ষে উপকারী ও তাহাতেই তাহারা অভিলাষী হয়। তাহারা কৃশদেহ ও দীর্ঘাকৃতি হয়। গমনকালে দুপ্ দাপ্ শব্দ করিয়া যায়, অথবা পায়ের সন্ধিস্থানসমূহে ফট্ ফট্ করিয়া শব্দ হয়। তাহাদের শরীর বেশ দৃঢ় হয় না, তাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অসাধু প্রকৃতি হয়। স্ত্রীর প্রিয় হইতে অথবা বহু সন্তান লাভ করিতে পারে না। ইহাদের চক্ষু ধূসরবর্ণ, কর্কশ, গোলাকার, কুদর্শন এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় নিষ্প্রভদৃষ্টি হয়। নিদ্রাকালেও তাহারা যেন তাকাইয়া আছে এইরূপ মনে হয়। স্বপ্নে দেখে যে, সে যেন পর্ব্বতে বৃক্ষে ও আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, অধন্য অর্থাৎ অসভ্য বা ধনহীন, ঈর্ষ্যালু এবং চোর হয়। তাহাদের জঙ্ঘার মাংসপিণ্ড অত্যন্ত উন্নত হয়। তাহাদের স্বভাব কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, শকুনি, ইন্দুর ও কাকের তুল্য হয়॥৭॥

অপিচ—

অল্পকেশঃ কৃশো রূক্ষঃ বাচালশ্চলমানসঃ।
আকাশচারী স্বপ্নেষু বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥৮॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির কেশ অত্যন্ত বিরল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, তাহারা কৃশ ও রূক্ষ-শরীর হয়, অত্যন্ত বাচাল ও অস্থিরচিত্ত হয়। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে, যেন আকাশে উড়িয়া যাইতেছে॥৮॥

অথ বায়োঃ প্রাধান্যে কারণনির্দ্দেশঃ।

ইদানীং দোষেষু বায়োঃ প্রাধান্যং তথা অগ্রে বাতস্যৈব উক্তেঃ কারণং প্রদর্শ্যতে।

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাৎ বলিত্বাদন্যকোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাৎ বহুরোগত্বাৎ দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ ॥৯॥

বিভুত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতাবশতঃ, শীঘ্রকারিতাবশতঃ, পিত্ত ও কফ অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া, পিত্ত-কফাদিকে প্রকুপিত করে বলিয়া, স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বলিয়া, এবং বায়ু জন্য রোগের সংখ্যা অনেক বলিয়া দোষসমূহের মধ্যে বায়ুই প্রবল বা প্রধান ॥৯॥

অন্যচ্চ যথা—

পবনস্তেষু বলবান্ বিভাগকরণাৎ মতঃ ॥১০॥

রসরক্তাদি এবং মূত্রপুরীষাদিকে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ করে বলিয়া দোষ সমূহের মধ্যে বায়ুই বলবান্ ॥১০॥

অথ বায়োঃ স্থানানি।

ইদানীং বায়োঃ স্থানানি প্রদর্শ্যন্তে—বস্তিঃ, পুরীষাধানং, কটি, সক্‌থিনী, পাদৌ, অস্থীনি বাতস্থানানি, তত্রাপি পক্বাশয়ো বিশেষেণ বাতস্থানম্ ॥১১॥

বস্তি পুরীষাধান অর্থাৎ মলাশয় বা পক্বাশয়, কটিদেশ, উরুদ্বয়, পাদদ্বয়, অস্থিসমূহ, বায়ু এই সমস্ত স্থানে অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান ॥১১॥

অত্রৈবং বোধ্যং—যদ্যপি প্রাণাদিভেদেন পঞ্চধা বিভক্তস্য বায়োঃ "স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরঃকণ্ঠজিহ্বাস্যকর্ণনাসিকাঃ" ইত্যাদিনা মস্তকাদীনি স্থানানি নিরূপিতানি, তথাপি বস্ত্যাদীন্যেব বিশেষতঃ স্থানানি জ্ঞেয়ানি, এষ্বেব স্থানেষু বাতবিকারাণাং প্রায়শঃ উৎপন্নত্বাৎ, উৎপন্নানাঞ্চ তেষাং দুর্জ্জয়ত্বাৎ। অত্র চ বিজিতে বাতে সর্ব্বেষামেব বাতরোগাণাং নিবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি ॥১২॥

অপিচ—

তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণীগুদসংশ্রয়ঃ, তদুপরি অধো নাভেঃ পক্কাশয়ঃ ইতি ॥১২॥

তাহার মধ্যে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, শ্রোণী ও অপানদেশ বায়ুর আশ্রয়স্থান। শ্রোণী ও অপানদেশের উপরিভাগে ও নাভির অধোভাগে পক্কাশয়, ঐ পক্কাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান ॥১২॥

কিঞ্চ—

পক্কাশয়কটিসক্থি-শ্রোত্রাস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্কাধানং বিশেষতঃ ॥১৩॥

পক্কাশয়, কটিদেশ, উরুদ্বয়, কর্ণ, অস্থি ও স্পর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বক্ এই সমস্ত স্থানে বায়ু অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে পক্কাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান ॥১৩॥

পক্কাশয়স্য বায়োঃ প্রধানস্থানত্বেন বিধানে সৃষ্টিকর্ত্তু-রয়মভিপ্রায়োঽনুমীয়তে যৎ, ওদনপাককর্ম্মণি যথা সূপকারঃ প্রজ্বলিতচুল্ল্যাং স্থালীং সংস্থাপ্য স্থাল্যন্তঃ সলিলং তণ্ডুলঞ্চ দত্ত্বা চুল্ল্যধঃ ব্যজনানিলেন অগ্নিং সন্ধুক্ষয়তি, তেন চ স্থালীস্থমন্নং যথাযথং পচ্যতে, এবং দেহাভ্যন্তরেঽপি আমাশয়রূপস্থালীস্থং সলিলস্থানীয়ক্লেদকশ্লেষ্মণা ক্লিন্নীভূতং ভুক্তদ্রব্যং পচ্যমানাশয়স্থো জাঠরানলো যথাযথং পচতি, পচ্যমানাশয়াধোবর্ত্তী পক্কাশয়স্থঃ অবিকৃতবায়ুশ্চ তমনলং সন্ধুক্ষয়তি, এবঞ্চ তদন্নং যথাযথং পচ্যতে ইতি। অগ্নি-স্থানাদধো বায়োঃ স্থানে বিহিতে অগ্নিসন্ধুক্ষণদ্বারেণৈব যথা সম্যক্ পাকঃ সম্পদ্যতে ন তথা স্থানান্তরে। পচ্যমানাশয়স্থঃ অন্নপাচকঃ প্রধানাগ্নিঃ স্বস্থানে এব অবস্থায় আত্মশক্ত্যা ভৌতিকাগ্নীনাং ধাত্বগ্নীনাঞ্চ বলং বিধায় দেহধারণকর্ম্মণি সহায়কো ভবতি, তস্য চ প্রধানাগ্নের্বলহ্রাসে অন্যেষাং সর্ব্বেষামেবাগ্নীনাং নিয়তং বলহ্রাসো ভবেৎ; এবং

পক্বাশয়স্থো বায়ুরপি স্থানান্তরস্থিতানাং বায়ূনাং বলবিধানং কৃত্বা দেহধারণকর্ম্মণি সহায়কো ভবতি। তস্য বায়ুস্তরাণাং বলবিধায়কস্য পক্বাশয়স্থবায়োঃ বলহ্রাসে অন্যেষাং সর্ব্বেষামেব বায়ূনাং নিয়তং বলক্ষয়ো জায়তে ইতি জ্ঞাতব্যম্ ॥১৪॥

সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বোচ্চে আমাশয়ে জলস্থানীয় শ্লেষ্মার, তন্নিম্নে পচ্যমানাশয়ে পিত্তাত্মক জঠরাগ্নির এবং সর্ব্বনিম্নে পক্বাশয়ে বায়ুর প্রধান স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ায় একটী সুন্দর শৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সাংসারিক পাকপ্রণালীর সহিত ইহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। যেমন পাচক প্রজ্বলিত চুল্লীতে পাকপাত্র স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে জল ও তণ্ডুলাদি প্রদান পূর্ব্বক চুল্লীর অধোভাগে ব্যজন সঞ্চালনে অগ্নিকে উদ্দীপিত করে এবং তদ্দ্বারা পাত্রস্থ অন্নের পাকক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হয়, দেহাভ্যন্তরেও সেইরূপ পচ্যমানাশয়ে অবস্থিত জঠরানল, সলিলস্থানীয় ক্লেদক শ্লেষ্মা দ্বারা আর্দ্রীভূত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সাধন করে, এবং পচ্যমানাশয়ের অধোভাগে পক্বাশয়ে অবস্থিত বায়ু সেই জঠরানলকে উদ্দীপিত করে। অগ্নিস্থানের নিম্নে বায়ুর স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তদ্দ্বারা অগ্নির উদ্দীপনা সম্যক্‌রূপে সাধিত হওয়া সহজ হইয়াছে। এই পচ্যমানাশয়ে অবস্থিত অন্নপাচক প্রধান অগ্নি অর্থাৎ জঠরানলই স্বীয় শক্তি প্রভাবে শরীরস্থ ভৌতিকাগ্নি ও ধাত্বগ্নি প্রভৃতির বল বিধান করে এবং ইহার তেজ ক্ষীণ হইলে অপরাপর অগ্নির তেজও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ পক্বাশয়বর্ত্তী বায়ু প্রধানরূপে স্থানান্তরস্থিত বায়ুর বল বিধান করে, এবং ঐ বায়ুর বলক্ষয়ে অপরাপর বায়ুও দুর্ব্বল হইতে থাকে ॥১৪॥

অথ প্রকৃতিস্থবায়োঃ কর্ম্মাণি লক্ষণানি চ।

ইদানীং প্রকৃতিস্থবায়োঃ কর্ম্মাণি লক্ষণানি চ প্রদর্শ্যন্তে। বায়ুস্তন্ত্রযন্ত্রধরঃ, প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানামুচ্চাবচানাং, নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুদ্‌যোজকঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানার্থানামভিবোঢ়া, সর্ব্বশরীরধাতুব্যূহকরঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য, প্রবর্ত্তকো বাচঃ, শ্রোত্র-স্পর্শনয়োর্মূলং, হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ, সমীরণোঽগ্নেঃ, ক্ষেপ্তা বহির্মলানাং, স্থূলাণু-

স্রোতসাং ভেত্তা, কর্ত্তা গর্ভাকৃতীনাং, আয়ুষোঽনুবৃত্তিপ্রত্যয়-হেতুভূতঃ ॥১৫॥

বায়ু তন্ত্র অর্থাৎ শরীররূপ যন্ত্রকে অথবা শরীরস্থ সন্ধিসমূহকে ধারণ করিয়া আছে। বিবিধ চেষ্টার প্রবর্ত্তক, অনিষ্টবিষয়ক মনোভাবের নিয়ামক ও ইষ্টবিষয়ক মনোভাবের প্রবর্ত্তক, ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্যোগকারক, অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়ক, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের অভিবাহক অর্থাৎ গ্রাহক, শারীরিক ধাতুসমূহের রচয়িতা, সর্ব্বদেহের সংযোজক, অর্থাৎ অবয়বসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশক, বাক্যের প্রবর্ত্তক, শ্রবণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রধান কারণ, হর্ষ ও উৎসাহের মূল, অগ্নির উদ্দীপক, মলমূত্রাদির নিঃসারক, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহের ভেদক, অর্থাৎ শিরা ধমনী প্রভৃতির মধ্যে ছিদ্রকারক, গর্ভস্থ শিশুর হস্তপদাদির অভিব্যঞ্জক, ও আয়ুস্থিতির কারণস্বরূপ, অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতিস্থ থাকিলে মানব দীর্ঘজীবী হয় ॥১৫॥

কিঞ্চ—

অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেৎ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্ ॥১৬॥

যাহার বায়ু অবিকৃত ও স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দেহমধ্যে অব্যাহতভাবে বিচরণ করিতে পায়, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে শত বর্ষাধিক অর্থাৎ একশত বিংশতি বৎসর কাল জীবিত থাকে ॥১৬॥

অপিচ—

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-চেষ্টাধাতুগতিঃ সমা।
সমো মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্ ॥

তত্র উৎসাহস্তাবৎ কার্য্যসম্পাদনায় সুদৃঢ়াগ্রহঃ, যদ্যপ্যয়ং মানসো ভাববিশেষঃ, তথাঽপি অবিকৃতবায়োরেব কর্ম্মতয়া শাস্ত্রকৃদ্ভির্নির্দ্দিষ্টঃ, যতো বায়ুঃ রজোগুণবহুলঃ, রজশ্চ সর্ব্বভাবানাং প্রবর্ত্তকমিতি প্রাগেবোক্তম্, এবঞ্চ সর্ব্বভাবপ্রবর্ত্তক-রজোগুণাত্মকত্বেন বায়োরেব শারীরাণাং মানসানাঞ্চ সর্ব্বেষামেব ভাবানাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ উৎসাহস্যাপি স এব

মূলতয়া নির্দ্দিষ্টঃ। উচ্ছ্বাসশ্চ বাহ্যবায়োর্দেহান্তরাকর্ষণং, নিশ্বাসশ্চ অন্তরাকৃষ্টস্য তস্য নাসারন্ধ্রেণ মুখরন্ধ্রেণ বা বহির্নিঃসরণম্। স্বপ্নকালে নির্ব্যাপারতয়া মৃতবৎ পতিতানামপি জীবানাং নিশ্বাসোচ্ছ্বাসদর্শনেনৈব জীবনসত্তা অনুমীয়তে লোকৈঃ। চেষ্টা চ আকুঞ্চনপ্রসারণাদানগমনাগমনপ্রভৃতয়ঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ, তস্যাশ্চ স্নায়োঃ কর্ম্মত্বেঽপি বাতপ্রেরিতা এব স্নায়বঃ উক্তবিধাঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্তীত্যতঃ মুখ্যত্বেন বায়োরেব চেষ্টাহেতুত্বং বোধ্যম্। গতিমতাং সমো মোক্ষঃ গতিমতাং স্বাশয়স্থানাং মূত্রপুরীষস্বেদরজসাং ধাতুমলানাঞ্চ যথাকালে বহির্নিঃসরণং, পঙ্গূনামেতেষাং বায়ুরেব নিঃসারয়িতা; এতানি খলু অবিকৃতস্যৈব বায়োঃ কর্ম্মাণি ॥১৭॥

অবিকৃত বায়ু কার্য্যে উৎসাহ উৎপাদন, স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়াসম্পাদন, সর্ব্ববিধ চেষ্টা, রসাদিধাতুসমূহকে অন্যধাতুতে লইয়া গিয়া তাহার পুষ্টিসম্পাদন, বহির্নিঃসরণোন্মুখ মূত্রপুরীষাদির স্বাভাবিকভাবে নিঃসরণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করায়।

উৎসাহ অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সুদৃঢ় আগ্রহ। যদিও তাহা মানসিক ভাববিশেষ, তথাপি শাস্ত্রকারগণ তাহাকে প্রকৃতিস্থ বায়ুর কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যে হেতু, বায়ু রজোগুণবহুল, রজোগুণ যে সর্ব্বভাবের প্রবর্ত্তক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বহিঃস্থিত বায়ুর দেহাভ্যন্তরে আকর্ষণকে উচ্ছ্বাস এবং অভ্যন্তরে আকৃষ্ট বায়ুর নাসিকা বা মুখ দ্বারা পরিত্যাগকে নিশ্বাস বলে। নিদ্রাকালে জীবগণ সর্ব্ববিধ চেষ্টাশূন্য হইলেও ঐ উচ্ছ্বাস এবং নিশ্বাস দর্শনেই তাহাদের জীবনসত্তা অনুমিত হয়। চেষ্টা অর্থাৎ আকুঞ্চন প্রসারণ গ্রহণ গমন ও আগমনাদিরূপ ক্রিয়াবিশেষ। তাহা যদিও স্নায়ুর কার্য্য, তথাপি স্নায়ুসমূহ বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই উক্তবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়া প্রধানত বায়ুকেই চেষ্টার হেতু বলা হইয়াছে। স্ব স্ব আশয়ে অবস্থিত গতিশীল মল মূত্র স্বেদ ও রজঃ প্রভৃতির "সম মোক্ষ" অর্থাৎ সমতা রক্ষা করিয়া যথাকালে নিঃসারণ করাও অবিকৃত বায়ুরই

কার্য্য। কারণ মলাদি স্বভাবতঃ পঙ্গু, বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই তাহারা গতিশীল হইয়া থাকে ॥১৭॥

তথাচ—

সর্ব্বা হি চেষ্টা বাতেন স প্রাণঃ প্রাণিনাং মতঃ ॥১৮॥

প্রকৃতিস্থ বায়ুদ্বারাই প্রাণিগণের সমস্ত চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ঐ বায়ুই তাহাদিগের প্রাণস্বরূপ ॥১৮॥

অপরঞ্চ—

দোষধাত্বগ্নিসমতাং সম্প্রাপ্তিং বিষয়েষু চ।
ক্রিয়াণামানুলোম্যঞ্চ করোত্যকুপিতোঽনিলঃ ॥১৯॥

অন্যচ্চ—

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-চেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ।
সম্যক্ গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ ॥
অনুগৃহ্লাত্যবিকৃতঃ হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্ ॥২০॥

অবিকৃত বায়ু কার্য্যে উৎসাহ, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যম, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে তাহার নিঃসারণ, ধাতুসমূহের স্ব স্ব কার্য্যে যথাযথভাবে প্রবৃত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে সামর্থ্য, এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন করে। অবিকৃত বায়ুই হৃদয়, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং চিত্তকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ তাহাদিগকে অবিকৃত রাখিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করাইতেছে ॥২০॥

অথ প্রকৃতিস্থবাহ্যবায়োঃ প্রভাবাদিনির্দ্দেশঃ।

শারীরবায়োঃ প্রসঙ্গেন ইদানীং প্রকৃতিভূতস্য বাহ্য-বায়োরপি প্রভাবাদিকং প্রদর্শ্যতে। প্রকৃতিভূতস্য খল্বস্য লোকে চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি, তদ্‌যথা—ধরণীধারণং, জ্বলনোজ্জ্বালনম্, আদিত্যচন্দ্রনক্ষত্রগ্রহগণানাং সন্তানগতি-বিধানং, সৃষ্টিশ্চ মেঘানাম্, অপাং বিসর্গঃ, প্রবর্ত্তনং স্রোতসাং, পুষ্পফলানাং চাভিনির্বর্ত্তনম্, উদ্ভেদনঞ্চ

ঔদ্ভিদানাম্, ঋতূনাং প্রবিভাগঃ, প্রবিভাগো ধাতূনাং, ধাতুমানসংস্থানব্যক্তিঃ, বীজাভিসংস্কারঃ, শস্যাভিবর্দ্ধনম্, অবিক্লেদোপশোষণে অবৈকারিকবিকারাশ্চেতি ॥২১॥

প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতিস্থ বাহ্য বায়ুর প্রভাব বর্ণিত হইতেছে। বহির্জগতে সঞ্চরণশীল প্রকৃতিস্থ বায়ুই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, বায়ু না থাকিলে প্রাণিসমূহ মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারেনা, এ জন্য বায়ুই পৃথিবীর ধারক। অগ্নিপ্রজ্বালন সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের পর্য্যায়ক্রমে উদয়াস্তাদি গতিসম্পাদন, মেঘসমূহের উৎপাদন, জলবর্ষণ, নদীর স্রোতসমূহের প্রবাহণ,: যথাকালে পুষ্প ও ফলসমূহের উৎপাদন, উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্কুরোৎপাদন, শীত-গ্রীষ্মাদিভেদে ঋতুসমূহের বিভাগসম্পাদন, পার্থিব ধাতুসমূহের পার্থক্যসম্পাদন, ধাতু অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ প্রস্তরাদির পরিমাণ ও আকারাদির অভিব্যক্তিকরণ, ধান্য-বীজাদির অঙ্কুরোৎপাদন, অঙ্কুরিত শস্যসমূহের বৃদ্ধিসম্পাদন, পাকিবার পূর্ব্বেই যাহাতে শস্যসমূহ পচিয়া না যায় সেইরূপ শক্তিসঞ্জনন, অভিনব পক্ব শস্যসমূহের আর্দ্রতাশোষণ ইত্যাদি ঐ বায়ুর কার্য্য ॥২১॥

প্রকৃতিস্থস্য বহির্বায়োর্গুণবর্ণনাপ্রসঙ্গেন স্থানপরিবর্ত্তনার্থং প্রবাসং জিগমিষূণাং বিজ্ঞানার্থং সামুদ্রবাতাদীনাং গুণাঃ প্রদর্শ্যন্তে, তত্র যঃ খলু বায়ুরবাধং প্রবহতি, তথা দুষ্টগন্ধবাষ্পবালুকাপাংশুধূমাদ্যসংস্পৃষ্টশ্চ, স এব বিশুদ্ধঃ। সমুদ্রোত্থিতশ্চ স উক্তসর্ব্ববিধদোষাসংস্পৃষ্টত্বাৎ দুষ্টরোগবীজাণুসম্পর্কশূন্যত্বাৎ লবণাক্তজলীয়পরমাণুমিশ্রিতত্বাচ্চ স্বাস্থ্যকামিনামতীব হিতকরঃ; বিশেষতশ্চ বাতকফারব্ধফুপ্‌ফুসীয়বিকারক্ষয়শ্বাসাদ্যার্ত্তানামমৃতোপমঃ, যতঃ লবণো হি রসঃ বায়ুপ্রশমকঃ তীক্ষ্ণঃ স্তম্ভবন্ধসঙ্ঘাতবিলয়নকরশ্চ, তৈক্ষ্ণ্যাৎ সঙ্ঘাতবিলয়নকরত্বাচ্চ সঃ গ্রন্থীভূতস্য শ্লেষ্মণঃ সঙ্ঘাতং ভিনত্তি, দ্রবীকরোতি, স্থানান্তরং চালয়তি চ; এবঞ্চ, তথাবিধলবণসংস্পৃষ্টজলীয়পরমাণুমিশ্রঃ সামুদ্রো মারুতঃ উচ্ছ্বাসবেগেন ধমনীভিঃ উরঃস্রোতঃ প্রবিশ্য স্ব-

সংসৃষ্টস্য লবণাংশস্য তৈক্ষ্ণ্যাৎ সজ্ঞাতবিলয়নকরত্বাচ্চ ফুপ্‌ফুসস্থ-বাতকফগ্রন্থিং ভিত্ত্বা দ্রবীকৃত্য চ স্থানান্তরং চালয়তি তথাবিধং শ্লেষ্মাণং, পোষয়তি চ তত্রত্যং স্নায়ু-জালং, ততশ্চ মার্গাবরোধকশ্লেষ্মণোঽপগমাৎ বায়ুরপ্য-বাধং গন্তুমর্হতি; এবঞ্চ কফেন মার্গাবরোধাৎ প্রকুপিতস্য শ্বাসোৎপাদকস্য বায়োর্নির্বাধং বিচরণক্ষমত্বেন শ্বাসাদয়ঃ, ফুপ্‌ফুসীয়-বাতকফজনিতগ্রন্থিবিলয়েন চ যক্ষ্মাদয়োঽপি নিবর্ত্তন্তে। পরন্তু এবংপ্রভাবোঽপি স বর্ষাসু বিপরীত-মেব ফলং জনয়তি, যতঃ তদা হি তত্র বর্ষাস্বভাবজং শৈত্যাধিক্যং জায়তে; শীতো হি বাতকফয়োর্বর্দ্ধকঃ কফ-সজ্ঞাতকরশ্চ। এবঞ্চ এক এব বায়ুঃ একস্মিন্নেব দেশে ঋত্বনুসারতঃ শুভাশুভং দ্বিবিধমেব ফলমুৎপাদয়তি; অতশ্চ বার্ষিকঃ সঃ স্বাস্থ্যকামিনাং বিশেষতশ্চ ক্ষয়াদ্যার্ত্তানাং ন হিতকর এব। যদি কশ্চিৎ ক্ষয়শ্বাসকাসাদিপরি-পীড়িতঃ স্বাস্থ্যলাভায় ক্ষয়াদ্যার্ত্তানাং সামুদ্রো বায়ুর্হিতকরঃ ইতি নিশ্চিত্য বিশুদ্ধসমীরণোপভোগার্থং সমুদ্রতীরে বাসং কল্পয়েৎ, ন পরিহরেচ্চ অতিশীতলং তং বায়ুং প্রমাদাৎ, ধ্রুবং তদা শৈত্যাধিক্যাৎ ফুপ্‌ফুসীয়স্রোতঃস্থ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়াৎ, সঞ্চিতস্য চ পুনঃ সংহতত্বাচ্চ বিকারাভিবৃদ্ধ্যাঽ নতিচিরং বিপদমেবাসাদয়েৎ; অতঃ স্বাস্থ্যকামিভিঃ ঋতুস্বভাবাদিকমপ্যপেক্ষণীয়মিতি। ন কেবলং ক্ষয়াদ্যার্ত্তা-নামেব সামুদ্রো বায়ুঃ পথ্যঃ, উন্মাদামবাতাদিষ্বপি কেষুচিৎ রোগেষু স পথ্যত্বেন বোদ্ধব্যঃ। পরন্তু গ্রহণ্যতীসারাম্লশূল-শোথোদরপাণ্ডুকামলাশ্লীপদাদিষু লবণবহুলভূমিঃ তাদৃশঞ্চ জলং বিশেষেণ বর্জনীয়মেব।

স্বাস্থ্যলাভার্থং স্থানান্তরবাসপ্রসঙ্গাৎ পার্ব্বত্যদেশং জিগমিষূণামববোধায় তত্রত্যবায়ুগুণা অপি বর্ণ্যন্তে—শৈল-শিখরপ্রবাহিতো বায়ুঃ শৌক্ষ্যাৎ নৈর্ম্মল্যাৎ নিম্নপ্রদেশসম্ভূত-দুষ্টরোগবীজাণুভিঃ দুর্গন্ধার্দ্রবাষ্পাদিভিরসংস্পৃষ্টত্বাচ্চ, নিম্ন-ভূমিপ্রবাহিতস্য তাদৃশস্য বায়োঃ ঊর্দ্ধোৎপতনাক্ষমত্বাচ্চ ফুপ্‌ফুসীয় ব্যাধিপীড়িতানামতীব হিততমো ভবতি, স্বকীয়-শৌক্ষ্যাৎ নৈর্ম্মল্যাৎ সঞ্চিতং শ্লেষ্মাণং হন্তি, আপ্যায়য়তি চ ফুপ্‌ফুসীয়-শিরাজালং, নিবারয়তি চ শ্লেষ্মোৎপত্তিম্ ; অতঃ শৈল-শিখরপ্রবাহিতো বায়ুরপি স্বাস্থ্যান্বেষিণাং সুখপ্রদো ভবতীতি মন্তব্যম্ ।

পরন্তু পর্ব্বতীয়স্য বায়োর্হিতকারিত্বেঽপি "দার্জ্জিলিং" "শিলম্"ইত্যাদি শৈলপ্রদেশেষু বৃষ্টিবাহুল্যেন কফাভিবৃদ্ধি-র্জায়তে ; ততশ্চ কফপ্রধানশোষজ-ক্ষয়াদিব্যাধিপীড়িতানাং বৃষ্টিবহুলবর্ষাদ্যৃতৌ স ন তাদৃশহিততমঃ। কিঞ্চ "শিলম্" ইত্যাখ্যশৈলশিখরে শৈত্যাসাত্ম্যানাং শিশূনাং গলশুণ্ডী-কণ্ঠশালূকাদয়ঃ শ্লেষ্মজ-গলরোগাঃ প্রায়শঃ পরিদৃশ্যন্তে ; অতস্তত্রত্যাঃ শিশবঃ যথা তৈস্তৈঃ আমযৈর্নাক্রান্তা ভবেয়ুঃ তথা অতিশৈত্যাদ্‌বিশেষেণ রক্ষণীয়াঃ ।

স্বাস্থ্যলাভার্থং ভ্রমণার্থং বা শৈলপ্রদেশং গন্তু-কামানাং বিজ্ঞানার্থং তত্রত্যজলগুণোঽপি কিঞ্চিৎ বর্ণ্যতে। তথা হি তত্রত্যজলে ক্বচিৎ লৌহপরমাণবঃ, ক্বচিদভ্র-পরমাণবঃ, ক্বচিচ্চ উভয়পরমাণব এব, ক্বচিদ্বা সৌধ-পরমাণবঃ (চুণের অংশ) বাহুল্যেন উপলভ্যন্তে। তত্র লৌহপরমাণুমিশ্রিতজলপানেন অতিসারগ্রহণ্যম্লপিত্ত-শূল-শোথপ্লীহযকৃদর্শঃপাণ্ডুমেদোমেহকুষ্ঠ-রক্তহীনতা-বিষমজ্বর

প্রভৃতয়ো রোগাঃ প্রশমং যান্তি। পরন্তু তজ্জলম্ এতেষাং হিতকরমপি ক্রূর-কোষ্ঠানাং ন বিশেষতয়া উপযোগি ভবতি।

দৃশ্যতে হি বৈদ্যনাথ-মধুপুর-গিরিধি-সিমুলতলা-ভুবনেশ্বর-রাঁচি-ঘাট্‌শিলা-শিলমিত্যাদিকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্লীহ-যকৃদ্‌গ্রহণীশোথাগ্নিমান্দ্যাতিসারপাণ্ডুদকোদরশ্লীপদাদি-রোগাণাং বিশেষেণোপশমঃ।

যক্ষ্মাদিরোগাণাম্ "ওয়েল্‌টীয়ার" "পুরী" "মান্দ্রাজ" "কক্‌সবাজার" প্রভৃতিষু সামুদ্রতরঙ্গবিধৌত-পাদমূলেষু দেশেষু, "নৈনীতাল" "মুসুরী" "দেওঘর" "সিমুলতলা" "আলমোড়া" "নীলগিরি" প্রভৃতিপার্ব্বত্যদেশেষু চ বিশেষেণোপশান্তির্জায়তে ইতি দৃশ্যতে।

অভ্রপরমাণুসংস্পৃষ্টজলন্তু বল্যং শুক্রবর্দ্ধনং স্নায়ু-হিতকরং হৃৎপিণ্ডস্য বলবিধায়কঞ্চেতি।

সৌধপরমাণু (চূণের কণা) মিশ্রিতজলং পুনঃ বাতশ্লেষ্ম-মেদোরোগাম্লপিত্তশূলগ্রহণীব্রণক্রিম্যাদিরোগোপ-হিতানাম্ মন্দাগ্নিপীড়িতানাঞ্চ অমৃতোপমং ভবতি।

কিঞ্চ তাদৃশং জলম্ আমরসং শ্লেষ্মাণঞ্চ বিপাচ্য শ্লেষ্মজনিতকাসশ্বাসরাজযক্ষ্মাদিকং ব্যাধিসমূহম্ আমবাতা-দিকং দুষ্টামজনিতঞ্চ রোগং নিবারয়তি। "চুণার" "বিন্ধ্যা-চল" ডিহিরি-অন্-শোণ" ইত্যাদি প্রদেশেষু বাতশ্লেষ্ম-মেদোরোগাম্লপিত্তশূলাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীব্রণ-ক্রিমিকাসশ্বাসাদি-রোগাণাং বিশেষণোপশমো দৃশ্যতে ॥২২॥

বিশুদ্ধ বাহিক বায়ুর গুণবর্ণনাপ্রসঙ্গে স্থানপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যাঁহারা সমুদ্রতীরে অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে

সেই সেই স্থানস্থ বায়ুর গুণ জানা প্রয়োজন বলিয়া তাহাই দেখান যাইতেছে। যে প্রদেশের বায়ু অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে, যে বায়ুতে দূষিত বাষ্প, দুর্গন্ধ ধূলি, বালুকা, ধূম ইত্যাদির সংস্রব নাই, সেই বায়ুই বিশুদ্ধ। সামুদ্রিক বায়ুতে ঐ সমস্ত দোষ থাকে না, বিশেষতঃ তত্রত্য বায়ুতে নিম্নভূমিস্থিত নানাবিধ রোগ-বীজাণুও থাকিতে পারে না, এ জন্য স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঐ বায়ু অতিশয় হিতকর। বিশেষতঃ যাঁহারা বাতশ্লেষ্মজন্য ক্ষয়, শ্বাস ইত্যাদি ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় রোগাক্রান্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ বায়ু অমৃততুল্য হিতকর, কারণ, লবণ রস বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ প্রভৃতির গাঢ়তা, মলাদির স্তব্ধতা ও বিবদ্ধ-তাকে দ্রব করিয়া দেয়। সামুদ্রিক বায়ুতে যে লবণাংশ থাকে, ঐ লবণ নিজের তীক্ষ্ণতা ও কাঠিন্যনাশক গুণের দ্বারা ফুস্‌ফুসে অবস্থিত জমাট বাঁধা শ্লেষ্মাকে তরল করিয়া দেয়, আর তরল হইলেই ঐ শ্লেষ্মা স্থানান্তরে সরিয়া যায়। অতএব ঐরূপ গুণবিশিষ্ট সামুদ্রিক বায়ু নিশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বাতবহ শিরাসমূহ দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হয়, এবং নিজেতে যে লবণাংশ থাকে ঐ লবণের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি গুণদ্বারা ফুস্‌ফুস্‌স্থিত বাতশ্লেষ্মার গ্রন্থিকে ভাঙ্গিয়া ও দ্রবীভূত করিয়া স্থানান্তরে চালিত করিয়া দেয়, আর তত্রত্য স্নায়ুসমূহকেও ঐ বায়ু শক্তি-সম্পন্ন করে, এইরূপে বায়ু ও রক্তাদি চলাচলের বিঘ্নস্বরূপ শ্লেষ্মা স্থানান্তরে চালিত হওয়ায় রক্তাদি ধাতুসমূহ ও বায়ু অবাধে সঞ্চরণ করিতে পারে; এইরূপে শ্বাস-রোগোৎপাদক কফের দ্বারা অবরুদ্ধ বায়ু অবাধে বিচরণ করিতে সমর্থ হওয়ায় শ্বাসরোগ এবং ফুস্‌ফুসস্থ বাতশ্লেষ্মজনিত গ্রন্থিসমূহ (টিউবার্‌কল্) বিলীন হওয়ায় যক্ষ্মাদি রোগসমূহও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সামুদ্রিক বায়ুতে ঐ সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকিলেও বর্ষাকালে উহা সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই প্রদান করে, কারণ, বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টির জন্য সামুদ্রিক বায়ুতেও শৈত্যাধিক্য জন্মে, শৈত্যগুণ বায়ু ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, এবং শ্লেষ্মার কাঠিন্যজনক, এজন্য বর্ষাকালে ঐ সমস্ত রোগীর পক্ষে সামুদ্রিক বায়ু অনিষ্টকর। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, একই দেশে প্রবাহিত একই বায়ু ঋতুভেদে শুভাশুভ দ্বিবিধ ফলই প্রদান করে। এ স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সামুদ্রিক বায়ু বাতব্যাধি, উন্মাদ, আমবাত ইত্যাদি কতিপয় রোগেও হিতকর, কিন্তু অতিরিক্ত লবণাক্ত ভূমি ও জল গ্রহণী, অতিসার, অম্ল, শূল, শোথ, উদরী, পাণ্ডু, কামলা, শ্লীপদ, বৃদ্ধি ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর নহে।

উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই বায়ু শুষ্ক ও নির্ম্মল; নিম্নভূমি-

প্রবাহিত বায়ু দূষিত বাষ্প, দুর্গন্ধ, ধূলি, বালুকা, ধূম ও নানাবিধ রোগবীজাণু সংস্পৃষ্ট, তদৃশ বায়ু উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, এজন্য নিম্নদেশস্থ বায়ু পর্ব্বতোপরি প্রবাহিত হয়না, দূষিত রোগের বীজাণু অথবা দূষিত আর্দ্র বাষ্পাদিও ঐ বায়ুতে মিশ্রিত থাকে না, এজন্য ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে পার্ব্বত্য-প্রদেশস্থ বায়ুও যথেষ্ট হিতকর, কারণ, ঐ স্থানের বায়ু শুষ্ক ও নির্ম্মল বলিয়া সঞ্চিত শ্লেষ্মাকে বিনষ্ট করে ও ফুস্‌ফুসস্থ শিরাসমূহকে শক্তিসম্পন্ন করে, এবং নূতন করিয়া শ্লেষ্মার উৎপত্তিতে বাধা দেয়। এজন্য পার্ব্বত্য বায়ু স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের বিশেষ হিতকর। কিন্তু দার্জ্জিলিং, শিলং প্রভৃতি পার্ব্বত্যদেশে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হওয়ায় ক্ষয় কাস প্রভৃতি কফজন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বৃষ্টিবহুল বর্ষাদি ঋতুতে ঐ সমস্ত স্থান তেমন হিতকর নহে। বিশেষতঃ শিলং প্রদেশে বালকদিগকে গলশুণ্ডী কণ্ঠশালূক (টন্‌সিলাইটিজ্) প্রভৃতি কফরোগের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, কারণ, শিশুগণ সামান্য শীত সহ্য করিতেও অক্ষম, এজন্য ঐ সমস্ত প্রদেশস্থ শিশুদিগকে বিশেষভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে আর্দ্র ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া তাহারা ঐ সমস্ত রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

এই প্রসঙ্গে পার্ব্বত্য প্রদেশের জলের গুণও কিছু জানা প্রয়োজন বলিয়া তাহাও এস্থানে বলা যাইতেছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহের মধ্যে কোন স্থানের জলে লৌহপরমাণু, কোন স্থানের জলে অভ্রীয়পরমাণু, কোন স্থানে উক্ত দ্বিবিধ পরমাণুই, কোন স্থানের জলে বা সৌধপরমাণু অর্থাৎ চূণের অংশ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে লৌহপরমাণুমিশ্রিত জলপানে অতিসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ, অর্শ, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, কুষ্ঠ, রক্তহীনতা (এনিমিয়া), বিষমজ্বর (ম্যালেরিয়া) প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত রোগীর পক্ষে উপকারী হইলেও যাহারা ক্রূরকোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য অতি বেশী, তাহাদের পক্ষে ঐ জল বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। বৈদ্যনাথ, গিরিধি, মধুপুর, সিমুলতলা, ভুবনেশ্বর, শিলং, রাঁচি ঘাটশিলা ইত্যাদি পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্লীহা, যকৃৎ, গ্রহণী, শোথ, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, জলোদর (অর্থাৎ উদরী), শ্লীপদ (অর্থাৎ গোদ) ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হয়। যক্ষ্মাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের ওয়াল্‌টেয়ার, পুরী, মাদ্রাজ, কক্সবাজার ইত্যাদি সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ও নৈনিতাল, মুসুরী আলমোড়া, নীলগিরি, দেওঘর, শিমুলতলা ইত্যাদি পার্ব্বত্যদেশসমূহে বিশেষ উপকার হয়। অভ্রমিশ্রিত জল বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে হিতকর, ও

হৃৎপিণ্ডের বলবিধায়ক। চূণমিশ্রিত (ক্যাল্‌সিয়াম্ মিশ্রিত) জল বাতশ্লেষ্মরোগী, মেদস্বী, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ব্রণ ক্রিমি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ও যে সকল ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) আছে তাহাদিগের পক্ষে পরম হিতকর, ঐ জল আমরস ও অপক্ক শ্লেষ্মাকে পরিপাক করাইয়া শ্লেষ্মজনিত কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগসমূহকে ও দুষ্ট আমসঞ্চয়জন্য আমবাত প্রভৃতি রোগসমূহকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ। চুণার, বিন্ধ্যাচল, ডিহিরি-অন্‌-শোন্ ইত্যাদি স্থানে বাতশ্লেষ্ম রোগী, মেদস্বী, অম্লপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্য, ব্রণ (ক্ষত), ক্রিমি, কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিগের বিশেষ উপকার হয় ॥২২॥

অথ বাহ্যাভ্যন্তরবাতয়োঃ প্রকৃতিস্থয়োঃ কর্ম্মনির্দ্দেশঃ।

সর্ব্বার্থানর্থকরণে বিশ্বস্যাস্যৈককারণম্ ।
অদুষ্ট-দুষ্টঃ পবনঃ— ॥২৩॥

অদুষ্ট অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ বহির্বায়ু এই বিশ্বের অর্থ অর্থাৎ স্থিতিরূপ শুভ-সঙ্ঘটনে একমাত্র প্রধান কারণ, আর দুষ্ট বাহ্যিক বায়ু এই বিশ্বের সর্ব্ববিধ অনর্থ অর্থাৎ বিনাশরূপ অশুভসঙ্ঘটনে একমাত্র প্রধান কারণ ॥২৩॥

এতেন এবমুক্তং ভবতি যৎ, প্রকৃতিস্থবহির্বায়ুরেব জগতো ধারণপালনাদিকং কর্ম্ম সম্পাদ্য সৃষ্টিরক্ষায়াং সাহায্যং করোতি ॥২৪॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রকৃতিস্থ বহির্বায়ুই জগতের ধারণ পালন ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিতেছে ॥২৪॥

অন্যচ্চ—

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥২৫॥

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু যেমন বিসর্গ অর্থাৎ বলদান, আদান অর্থাৎ বল গ্রহণ বা বল হরণ, বিক্ষেপ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদির বিবিধভাবে প্রবর্ত্তন দ্বারা এই জগৎকে ধারণ অর্থাৎ পালন করিতেছে, কফ, পিত্ত ও বায়ুও ঠিক সেইরূপে এই দেহকে ধারণ অর্থাৎ পালন করিতেছে ॥২৫॥

অত্র চন্দ্রেণ সহ সৌম্যস্য কফস্য, সূর্য্যেণ সহাগ্নেয়স্য পিত্তস্য, তথা অনিলেন সহ দৈহিকবায়োঃ সাম্যং প্রদর্শিতং, সোমো যথা বলজনকঃ প্রকৃতিস্থঃ কফোঽপি তথা। সূর্য্যো যথা রসাদিশোষণেন দৌর্ব্বল্যমুৎপাদয়তি, পিত্তমপি তথা আগ্নেয়ত্বাৎ দৈহিকধাতূনাং সংশোষণেন দৌর্ব্বল্য-মুৎপাদয়তি। বায়ুর্যথা শীতগ্রীষ্মাদিকং প্রবর্ত্তয়তি দূষিত-পদার্থানাং দুর্গন্ধাদীংশ্চ অপনয়তি, এবম্ অন্তর্বায়ুরপি কফাদিসংসর্গেণ শীতাদিকং প্রবর্ত্তয়তি মলমূত্রাদীংশ্চ নিঃসারয়তি। এতেন প্রকৃতিস্থস্য বহির্বায়োর্জগতো হিত-সংবিধানমেব কার্য্যমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ বহির্বায়ুর্যথা স্বপ্রভাবেণ জগৎ ধারয়তি পালয়তি চ, অন্তর্বায়ুরপি তথা স্বপ্রভাবেণ দেহ-জগৎ ধারয়তি পালয়তি চেতি মন্তব্যম্ ॥২৬॥

এস্থলে চন্দ্রের সহিত সোমগুণবহুল কফের, সূর্য্যের সহিত অগ্নিগুণবহুল পিত্তের এবং বায়ুর সহিত দৈহিক বায়ুর সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্দ্র যেমন বলজনক, প্রকৃতিস্থ কফও সেইরূপ বলজনক। সূর্য্য যেমন রসাদি শোষণ করিয়া মৃত্তিকার শুষ্কতা উৎপাদন করেন, পিত্তও অগ্নিসম্বন্ধী বলিয়া সেইরূপ দৈহিক ধাতু-সমূহকে শোষণ করিয়া দেহের কৃশতা উৎপাদন করে। বাহ্য বায়ু যেমন শীত ও গ্রীষ্মাদির প্রবর্ত্তন এবং দূষিত পদার্থের দুর্গন্ধাদি অপনয়ন করে, দৈহিক বায়ুও সেইরূপ কফ ও পিত্তের সংসর্গে শৈত্য ও উত্তাপের সৃষ্টি করে এবং মল মূত্রাদি নিঃসারিত করে। ইহা দ্বারা জগতের হিতসাধনই যে প্রকৃতিস্থ বাহ্য-বায়ুর কার্য্য তাহাও কথিত হইল। বাহ্য-বায়ু যেমন স্বীয় প্রভাবে জগৎকে ধারণ ও পালন করি-তেছে, অভ্যন্তরস্থ বায়ুও সেইরূপ দেহ-জগৎকে ধারণ ও পালন করিতেছে ॥২৬॥

বায়ুরয়ং স্বরূপতঃ একোঽপি স্থানভেদাৎ ক্রিয়া-ভেদাচ্চ নাম্না পঞ্চবিধো ভবতি। তত্র প্রকৃতিস্থস্য তস্য বিবরণানি প্রদর্শ্যন্তে।

পঞ্চবিধবায়োর্নামানি সামান্যকর্ম্মাণি চ।

প্রাণোদান-সমানাখ্য-ব্যানাপানৈঃ স পঞ্চধা।
দেহং তন্ত্রয়তে সম্যক্ স্থানেষ্বব্যাহতশ্চরন্ ॥২৭॥

বায়ু স্বরূপত এক হইলেও অবস্থিতিস্থান ও ক্রিয়াভেদে প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান এই সকল নাম ভেদে পাঁচ প্রকার। প্রকৃতিস্থ এই পঞ্চবিধ বায়ু স্বস্বস্থানে অপ্রতিহতভাবে অবস্থান ও বিচরণ করিয়া দেহকে নিয়মিত করিতেছে ॥২৭॥

কেচিত্তু—প্রকারান্তরেণাপি বায়ুপঞ্চকমাহুঃ যথা—
"নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ" ইতি ॥২৮॥

কেহ কেহ দৈহিক বায়ুর অন্য প্রকার নামও বলিয়া থাকেন যথা—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ॥২৮॥

অথ বায়ুপঞ্চকস্য কর্ম্মান্তরম্।

তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহন-পূরণ-বিবেক-ধারণলক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি। তত্র প্রস্পন্দনং শরীরস্য চলনম্, ইদং ব্যানস্য কর্ম্ম। উদ্বহনম্ ইন্দ্রিয়ার্থানাং ধারণম্, উদানস্য কর্ম্ম। পূরণম্ আহারেণ, প্রাণস্য কর্ম্ম। বিবেকঃ রস-মূত্র-পুরীষাণাং পৃথক্ করণম্, ইদং সমানস্য কর্ম্ম। শুক্রমূত্রাদীনাং বেগকালে কর্ম্মকরণম্, অবেগকালে ধারণম্, অপানস্য কর্ম্ম। পঞ্চধা প্রবিভক্ত ইতি প্রাণোদান-সমানব্যানাপানভেদেন। যদ্বা—প্রস্পন্দনাদি কর্ম্ম সর্ব্বেষামেব সামান্যতো বোদ্ধব্যং, তত্র প্রস্পন্দনং শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-ভাবেন চলনম্। উদ্বহনং দোষ-ধাতু-মলানাম্ ইতস্ততো নয়নম্। পূরণম্ আহাররসাদীনাং স্বেষু স্বেষু আশয়েষু নয়নম্। বিবেকঃ পূর্ব্ববদেব। ধারণং শরীরযন্ত্রস্য ॥২৯॥

বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া স্পন্দন, রূপ-রসাদি গ্রহণ, আহারের দ্বারা দেহের পূরণ অর্থাৎ পোষণ, রস-মূত্র-পুরীষাদির পার্থক্য সম্পাদন ও মূত্র-পুরীষ-শুক্রাদির অবেগকালে ধারণ অর্থাৎ নিঃসৃত হইতে না দেওয়া ও বেগকালে বহির্নয়ন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শরীরকে ধারণ করিয়া আছে। তন্মধ্যে ব্যান বায়ু শরীরের স্পন্দন অর্থাৎ চালনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। উদান বায়ু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। প্রাণ বায়ু ভুক্তদ্রব্যকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া দেহের পুষ্টি সম্পাদন করে। সমান বায়ু রস মল মূত্র ইত্যাদিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নিজ নিজ আশয়ে প্রেরণ করে। অপান বায়ু মূত্র পুরীষ শুক্র ইত্যাদির বেগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে নিঃসারিত করে এবং অন্য সময়ে ধারণ করিয়া রাখে অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানেই তাহাদিগের অবস্থান বিষয়ে সাহায্য করে। প্রকৃতিস্থ পঞ্চ বায়ু এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। অথবা স্পন্দনাদি ক্রিয়াসমূহ পাঁচ প্রকার বায়ুরই সাধারণ ক্রিয়া। এই মতে স্পন্দন শব্দের অর্থ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে সঞ্চলন। উদ্বহন শব্দের অর্থ দোষ, ধাতু ও মলসমূহের ইতস্তত অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ। পূরণ শব্দের অর্থ আহারজাত রসাদি ধাতুসমূহকে নিজ নিজ আশয়ে প্রেরণ। বিবেক শব্দের অর্থ পূর্ব্বেরই ন্যায়। ধারণ শব্দের অর্থ শারীরিক যন্ত্র সমূহের স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্তিসম্পাদন ॥২৯॥

অন্যচ্চ—

যথাঽগ্নিঃ পঞ্চধা ভিন্নঃ নামস্থানাত্মকর্ম্মভিঃ।
ভিন্নোঽনিলস্তথা হ্যেকো নামস্থানক্রিয়াঽঽময়ৈঃ ॥৩০॥

নাম, স্থান ও ক্রিয়া ভেদে অগ্নি অর্থাৎ পিত্ত যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ বায়ুও স্বরূপত এক হইয়াও নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত ॥৩০॥

মতান্তরে পঞ্চবিধবায়োঃ স্থানানি।

মলাশয়ে চরেৎ কোষ্ঠ-বহ্নিস্থানে তথা হৃদি।
কণ্ঠে সর্ব্বাঙ্গদেহেষু বায়ুঃ পঞ্চপ্রকারতঃ ॥৩১॥

অপান বায়ু মলাশয়ে অর্থাৎ গুদদেশে, সমান বায়ু জঠরাগ্নির সমীপে অর্থাৎ নাভিদেশে, প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, উদান বায়ু কণ্ঠে ও ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে অবস্থান করে ॥৩১॥

মতান্তরে পঞ্চবিধানাং বায়ূনাং কর্ম্ম।

নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরম্।
কণ্ঠাৎ বহির্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতম্॥
পীত্বা চাম্বরপীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহমখিলং জীবঞ্চ জঠরানলম্॥

অন্বয়ার্থঃ—

পঞ্চবিধস্য বায়োঃ শরীরধারণব্যাপারঃ প্রদর্শ্যতে,—প্রাণপবন ইত্যত্র প্রাণশব্দেন পঞ্চবিধবায়োরেবাভিধানং, ন কেবলং পঞ্চবিধবায়োরন্যতমস্য প্রাণাখ্যস্য, "অগ্নিঃ, সোমঃ, বায়ুঃ, সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, ভূতাত্মা চেতি প্রাণাঃ" ইত্যত্র অবিশেষেণ বায়ুপঞ্চকস্যৈব প্রাণত্বে-নাভিধানাৎ; ততশ্চ প্রাণপবনঃ প্রাণধারকো বায়ুরিত্যর্থঃ, নাভিস্থঃ নাভ্যাবরকশিরাসু অবস্থিত ইত্যর্থঃ, তথা চ—

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্ নাভির্ব্যুপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥

ইত্যত্র প্রাণানাং নাভিস্থত্বেনাভিধানাৎ প্রাণপবনস্যাপি নাভিস্থত্বং, তথা নাভিস্থত্বেন তস্য সকলশরীরব্যাপকত্বঞ্চ অর্থাদায়াতং, "সপ্তশিরাশতানি, তাসাং নাভির্মূলং, ততশ্চ প্রসরন্তি ঊর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ" ইত্যত্র প্রাণাধারশিরাণাম্ ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যক্ সর্ব্বত্র দেহে অবস্থানাভিধানাৎ।

তন্ত্রশাস্ত্রেঽপ্যভিহিতং

ব্রহ্মরন্ধ্রান্নাভিচক্রং দ্বাদশারমবস্থিতম্।
লূতেব তন্তুজালস্থা তত্র জীবো ভ্রমত্যয়ম্॥

সুষুম্নয়া ব্রহ্মরন্ধ্রমারোহত্যবরোহতি।
জীবঃ প্রাণসমারূঢ়ো ব্যঞ্জকঃ স্ফটিকো যথা ॥ ইতি।

এতস্য কারণত্বঞ্চ তন্ত্রান্তরে যথা—

তেষামুৎকৃষ্টতমঃ প্রাণঃ নাভিকন্দাদধঃ স্থিতঃ।
চরত্যাস্যে নাসিকায়াং নাভৌ হৃদয়পঙ্কজে ॥
শব্দোচ্চারণ-নিশ্বাসোচ্ছ্বাস-কাসাদিকারণম্ ॥ ইতি।

এবম্ভূতঃ প্রাণবায়ুঃ হৃৎকমলান্তরং হৃদয়পুণ্ডরীকস্য অভ্যন্তরং স্পৃষ্ট্বা প্রবোধ্য কণ্ঠাৎ—কণ্ঠদেশমুল্লঙ্ঘ্য, বিষ্ণু-পদামৃতং—ব্রহ্মরন্ধ্রাশ্রিতং পীযূষং, পাতুং বহির্বিনির্যাতি—শিরোদেশং প্রাপ্নোতি। তথা চ তান্ত্রিকাঃ,—

চক্রং সহস্রপত্রন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রে সুধাধরম্।
তৎ সুধাসারধারাভিরভিবর্দ্ধয়তে তনুম্ ॥

তথা মূলভারতেঽপি—

ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতো জীবঃ সুধয়া সংপ্লুতো যদি।
তুষ্টিগীতাদিকার্য্যাণি সপ্রকর্ষাণি সাধয়েৎ ॥ ইতি

ততঃ স বায়ুঃ অম্বরপীযূষং ব্রহ্মরন্ধ্রাশ্রিতম্ অমৃতং পীত্বা অর্থাৎ গৃহীত্বা পুনঃ তেনৈব চ পথা বেগতঃ ঝটিত্যেব অখিলং দেহং শিখাদিপাদপর্য্যন্তং কৃৎস্নং দেহং তথা জীবং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং তথা জঠরানলঞ্চ পাচকাগ্নিং প্রীণয়ন্ পুষ্ণন্ আয়াতি আগত্য স্বস্থানে বর্ত্ততে ॥৩২॥

নাভিদেশের আবরক শিরাসমূহে অবস্থিত প্রাণ অর্থাৎ প্রাণাশ্রিত বা জীবন-ধারক বায়ু হৃৎপদ্মের অভ্যন্তর দেশকে স্পর্শ অর্থাৎ প্রবুদ্ধ বা প্রস্ফুটিত করিয়া বিষ্ণুপদামৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত অমৃত পান করিবার নিমিত্ত কণ্ঠদেশকে অতিক্রমপূর্ব্বক বহির্দেশে বিনির্গত হয় অর্থাৎ মস্তকে উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বায়ু অম্বরপীযূষ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রাশ্রিত অমৃত পান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া আপাদমস্তক

সমস্ত দেহ, ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত জীব ও জঠরাগ্নিকে প্রীত বা আপ্যায়িত করিয়া যে পথে গমন করিয়াছিল পুনরায় সেই পথেই তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবস্থিত হয়। এস্থানে প্রাণপবন শব্দে যে কেবল পঞ্চবিধ বায়ুর অন্যতম, প্রাণ-বায়ুকেই বুঝাইবে তাহা নহে, কারণ, "অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইন্দ্রিয়পঞ্চক, ভূতাত্মা ইহারা সকলেই প্রাণ নামে অভিহিত হয়"; এস্থানে বায়ু-বিশেষকে নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণ ভাবে বায়ুমাত্রকেই প্রাণ বলা হইয়াছে, অতএব প্রাণপবন শব্দে প্রাণধারক বায়ু বুঝাইবে। ঐ প্রাণবায়ু নাভিদেশে অর্থাৎ নাভির আবরক শিরাসমূহে অবস্থিত, প্রাণিসমূহের প্রাণসমূহও নাভিদেশে অবস্থিত, নাভি প্রাণসমূহের আশ্রয়, শকটচক্রের নাভি যেমন আরক অর্থাৎ লম্বা লম্বা শলকাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ নাভিও শিরাসমূহ দ্বারা আবৃত, এস্থানে প্রাণসমূহকে নাভিদেশে আশ্রিত বলায় প্রাণবায়ুও যে নাভিদেশে অবস্থিত ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কারণ, শিরা সাত শত, ঐ সাত শত শিরার মূল নাভি, নাভিদেশ হইতেই উহারা দেহের ঊর্দ্ধ অধঃ ও উভয় পার্শ্বে গমন করিয়াছে, এস্থানে নাভি হইতেই শিরাসমূহের সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হওয়ার কথা উল্লেখ থাকায় নাভিদেশে অবস্থিত প্রাণও যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাও বুঝাইতেছে ॥৩২॥

মতান্তরে পঞ্চবিধবায়োঃ স্থানানি।

কণ্ঠে হৃদি তথাঽধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ ॥৩৩॥

উদান বায়ু কণ্ঠদেশে, প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, সমান বায়ু জঠরাগ্নির কিছু নিম্নে, অপান বায়ু মলাশয়ে ও ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে বাস করে ॥৩৩॥

প্রাণবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

স্থানং প্রাণস্য শীর্ষোরঃ-কর্ণজিহ্বাঽঽস্যনাসিকাঃ।
ষ্ঠীবন-ক্ষবথূদ্গার-শ্বাসাহারাদি কর্ম্ম চ ॥৩৪॥

প্রাণ-বায়ু মস্তক বক্ষ কর্ণ জিহ্বা মুখ ও নাসিকাতে অবস্থিত হইয়া নিষ্ঠীবন ক্ষবথু (হাঁচি) উদ্গার শ্বাস-প্রশ্বাস ও আহারাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করিতেছে ॥৩৪॥

মতান্তরে প্রকৃতিস্থপ্রাণবায়োঃ স্থানং কর্ম্ম চ।

বায়ুর্যো বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥৩৫॥

যে বায়ু বক্ত্রে অর্থাৎ মুখে সঞ্চরণশীল অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে মুখ ও নাসা দ্বারা প্রবাহিত হয়, দেহধারণকর্ত্তা সেই বায়ুর নাম প্রাণ। এই বায়ু মুখমধ্যে প্রদত্ত আহার্য্য দ্রব্যকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে ॥৩৫॥

প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ইত্যত্র প্রাণশব্দেন অগ্ন্যাদয়ো বোদ্ধব্যাঃ, তথা চোক্তম্—

অগ্নিঃ, সোমঃ, বায়ুঃ, সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, ভূতাত্মা চেতি প্রাণাঃ। তত্রাগ্নিঃ পাচক-ভ্রাজকালোচক-রঞ্জক-সাধকভেদেন পঞ্চবিধঃ আহারপাকাদিকর্ম্মণা দেহিনঃ জীবিতং ধারয়তি। সোমঃ খলু শ্লেষ্মরসশুক্রাদীনাম্ অব্ধাতুকপদার্থানাং রসনেন্দ্রিয়স্য চ শক্তিরূপতয়া অবস্থিতো ভাববিশেষঃ ওজঃপ্রভৃতীনাং সৌম্যধাতূনাং পোষণেন জীবিতং ধারয়তি। বায়ুশ্চ দোষধাতুমলাদীনাং সঞ্চারেণ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাভ্যাঞ্চ জীবিতং ধারয়তি। সত্ত্বং রজস্তমশ্চ মনসি অধিষ্ঠায় শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ জীবাত্মনঃ দেহান্তর-গ্রহণ-মোক্ষণে হেতুতয়া জীবিতং ধারয়ন্তি। চক্ষুরাদীনি পঞ্চে-ন্দ্রিয়াণি রূপরসাদিগ্রহণকর্ম্মণা জীবিতং ধারয়ন্তি। ভূতাত্মা অর্থাৎ চিকিৎসাধিকরণঃ কর্ম্মপুরুষশ্চ কৃৎস্নস্যৈব কর্ম্মরাশেঃ হেতুতয়া সোঽপি জীবিতং ধারয়তি। কিঞ্চ, বায়ুর্যো বক্ত্র-সঞ্চারী ইত্যত্র বক্ত্র-শব্দঃ মূর্দ্ধাদীনামপ্যুপলক্ষণং, তেন মূর্দ্ধোরঃকণ্ঠনাসিকম্ অপি প্রাণস্য স্থানমিতি বোদ্ধব্যম্। তথা প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ইত্যনেন মরণমূলত্বমপি অস্য

প্রদর্শিতং, তথা চ শ্রুতৌ "যথা সৈন্ধবোঽশ্বঃ শঙ্কুমুৎপাট্য ধাবতি, তদ্বৎ প্রাণো রুদ্ধঃ সর্ব্বান্ বায়ূন্ উৎপাট্য প্রয়াণকালে ধাবতি।" এতেনৈবমুক্তং যৎ পাশবদ্ধঃ অশ্বঃ যথা আত্মনঃ সংযমনেন ক্রুদ্ধঃ স্বশক্ত্যা পাশং ছিত্ত্বা কীলঞ্চোৎপাট্য পুরঃ পতিতং সর্ব্বমেব বিদ্রাব্য ধাবতি এবং বায়ন্তরেণ ভাবান্তরেণ বা রুদ্ধঃ প্রাণঃ আত্মনিরোধাৎ ক্রুদ্ধঃ স্ববীর্য্যেণ রোধকং ভিত্ত্বা তান্ আদায়ৈব দেহাৎ নির্গচ্ছতি। এবঞ্চ প্রাণবায়োরেব সর্ব্বেষু বায়ুষু প্রাধান্যং ব্যজ্যতে ইতি মন্তব্যম্ ॥৩৬॥

প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে—এস্থানে প্রাণ শব্দ অগ্নিপ্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে; কারণ তন্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে, অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা ইহারা সকলেই প্রাণ, তন্মধ্যে অগ্নি অর্থাৎ পাচক ভ্রাজক আলোচক রঞ্জক সাধক এই পঞ্চবিধ অগ্নি আহার পরিপাক ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যকে জীবিত রাখিয়াছে। সোম অর্থাৎ শ্লেষ্মা রস শুক্র ইত্যাদি অব্ধাতুক পদার্থসমূহ ও রসেনেন্দ্রিয়ের শক্তিবিশেষ, ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুকে পোষণ করিয়া জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। বায়ু, ধাতু দোষ মল প্রভৃতিকে যথাযথভাবে চালিত করিয়া এবং নিশ্বাস উচ্ছ্বাস ক্রিয়া সম্পাদনের দ্বারা জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ মনেতে অধিষ্ঠিত হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুযায়ী জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণ ও বর্ত্তমান-দেহত্যাগ সম্পাদন করাইয়া জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপ রসাদির যথাযথ অনুভবরূপ কর্ম্ম দ্বারা দেহ ধারণের সহায়তা করে বলিয়া তাহারাও প্রাণস্বরূপ। ভূতাত্মা অর্থাৎ চিকিৎসাধিকরণ কর্ম্মপুরুষ চেতনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াসম্পাদনের হেতু বলিয়া তিনিও প্রাণ। এই প্রাণবায়ু প্রাণসমূহকে অবলম্বন বা ধারণ করিয়া আছে বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঐ প্রাণবায়ুই মৃত্যুরও কারণ; কারণ প্রাণবায়ু বিকৃত হইলেই জীবনের অবসান হয়। শ্রুতি আছে, সিন্ধুদেশীয় অশ্ব যেমন কীল (খুঁটা) উৎপাটন করিয়া প্রধাবিত হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুও অপানাদি অন্য বায়ু অথবা অন্য কোন পদার্থবিশেষের দ্বারা রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ তাহার স্বচ্ছন্দগতির ব্যাঘাতরূপ বিকৃতি হইলে অপর সমস্ত বায়ুকেই উৎপাটিত অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট করাইয়া মৃত্যুকালে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় ॥৩৬॥

কিঞ্চ, প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ইত্যনেন এবমপ্যবগন্তব্যং যৎ, দৈহিকা যে যে ভাবাঃ শরীররক্ষণে অত্যর্থমুপযোগিনঃ, কারণবশাৎ বিকৃতাশ্চেৎ তে, তর্হি প্রাণবায়ুরেব তেষাং বিশুদ্ধতাং সম্পাদ্য, বিশুদ্ধানাঞ্চ তেষাং তেষাং ভাবানাং বিশুদ্ধিসংরক্ষণায় সাহায্যং কৃত্বা প্রাণাবলম্বনং করোতি, এবঞ্চ প্রাণাবলম্বনে প্রধানকারণস্য শোণিতস্য ফুপ্‌ফুস-প্রবাহিতস্য বিশুদ্ধিং সম্পাদ্য তদেব বিশুদ্ধং শোণিতং শোণিতবাহিনীভিঃ ধমনীভিঃ কৃৎস্নং দেহং প্রাপয়তীতি। বিশুদ্ধশোণিতস্য দেহধারকত্বে প্রমাণং যথা—

দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ ॥৩৭॥

প্রাণকে অবলম্বন করে বলার ইহাও অভিপ্রায় যে, শরীরস্থ যে যে পদার্থ শরীরের রক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত উপযোগী, কোন কারণে যদি তাহারা বিকৃত হয়, তাহা হইলে প্রাণবায়ুই তাহাদের বিশুদ্ধ করিয়া এবং যে সমস্ত পদার্থ বিশুদ্ধ আছে, তাহারা যাহাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া জীবনকে রক্ষা করিতেছে; সুতরাং প্রাণবায়ুই জীবনধারণের প্রধান কারণস্বরূপ। এই প্রাণ-বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবাহিত রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ঐ বিশুদ্ধ রক্তকে রক্তবাহি-ধমনী সমূহ দ্বারা সর্ব্ব দেহে সঞ্চারিত করিতেছে। বিশুদ্ধ রক্তই যে দেহধারক সে বিষয়ে বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রীয় বাক্যই প্রমাণ, বিশুদ্ধ রক্তই দেহোৎপত্তির প্রধান কারণ, বিশুদ্ধ রক্ত এই দেহকে রক্ষা করিতেছে, অতএব বিশেষ যত্নসহকারে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে, কারণ রক্তই জীবন ॥৩৭॥

কিঞ্চ, দেহধারকধাত্বন্তরাণামপি রক্তমেব মূলং,
তথা চ—"তেষাং ক্ষয়বৃদ্ধী শোণিতনিমিত্তে" ॥৩৮॥

দেহধারণকারী অপরাপর ধাতুসমূহের মূলও এই রক্তই; কেন না শাস্ত্রে উক্তি আছে—রক্তের ক্ষয় বৃদ্ধি ও সাম্যানুসারেই দেহস্থিতির মূলস্বরূপ অন্যান্য ধাতু-সমূহেরও ক্ষয় বৃদ্ধি ও সমতা হয় ॥৩৮॥

অন্যচ্চ—

সমানসহিতপ্রাণবায়োরন্নাকর্ষকত্বং প্রাণাবলম্বকত্বঞ্চ প্রদর্শ্যতে—

অন্নমাদানকর্ম্মা তু প্রাণঃ কোষ্ঠং প্রকর্ষতি।
তৎ দ্রবৈর্ভিন্নসঙ্ঘাতং স্নেহেন মৃদুতাং গতম্ ॥
সমানেনাবধূতোঽগ্নিরুদর্য্যঃ পবনেন তু।
কালে ভুক্তং সমং সম্যক্ পচত্যায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে ॥৩৯॥

আদানকর্ম্মা অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের আকর্ষণকারী প্রাণবায়ু ভুক্ত দ্রব্যকে কোষ্ঠ অর্থাৎ আমাশয়ে আনয়ন করে। সেই অন্ন পানীয়-প্রভৃতি দ্রব পদার্থ অথবা ক্লেদক শ্লেষ্মার দ্রবাংশ দ্বারা শিথিলভাবাপন্ন ও পীত স্নেহাংশ দ্বারা কোমলতা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সমান বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত পাচকাগ্নি ক্ষুধার সময়ে পরিমিত মাত্রায় ভুক্ত সেই অন্নকে সম্যক্‌ভাবে পরিপাক করে; উত্তমরূপে পরিপক্ক ঐ অন্ন আয়ুর বর্দ্ধক হয় ॥৩৯॥

তথা ইদমপ্যত্রাবগন্তব্যং যৎ, প্রাণশব্দেন বলমপ্যুচ্যতে, বলং হি অন্নমূলং, প্রাণাশ্চ বলমূলাঃ, ততশ্চ অন্নপাকক্রিয়ায়াং সমানসহিতপ্রাণস্য অন্যতমকর্ত্তৃত্বাৎ প্রাণবায়োঃ প্রাণাবলম্বকত্বমর্থাদায়াতমিতি ॥৪০॥

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বলকেও প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্নই বলের মূল, আবার বল জীবনের মূল; এজন্য অন্নপাকবিষয়ে প্রাণ ও সমান বায়ুর অন্যতম কর্ত্তৃত্ব থাকায় প্রাণবায়ুই যে প্রাণ অর্থাৎ বলদাতা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে ॥৪০॥

উদানবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

উদানস্য পুনঃ স্থানং নাভ্যুরঃ কণ্ঠ এব চ।
বাক্‌প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নোর্জ্জোবলবর্ণাদিকর্ম্ম চ ॥৪১॥

উদান বায়ু নাভি বক্ষস্থল এবং কণ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যনিঃসরণ, কার্য্য সম্পাদনে প্রযত্ন, উর্জ্জ অর্থাৎ তেজ, বল ও শারীরিক বর্ণাদির সমতা বিধান করে ॥৪১॥

মতান্তরে প্রকৃতিস্বস্থ উদানবায়োর্লক্ষণং কর্ম্ম চ।

উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিতগীতাদি-বিশেষোঽভিপ্রবর্ত্ততে ॥৪২॥

যে উৎকৃষ্ট বায়ু নাভি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া দেহের উর্দ্ধাংশে গমন করে অর্থাৎ নাভি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত হইয়া উর্দ্ধদেহে নিজের প্রভাব প্রদর্শন করে, তাহার নাম উদান। ঐ বায়ু দ্বারা বাক্যনিঃসরণ, গীত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন হয় ॥৪২॥

বায়োরস্য ভাষিত-গীতাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন এবমায়াতি যৎ— কণ্ঠস্থস্বরবহধমনীচতুষ্টয়মাশ্রিত্য অসৌ বর্ত্ততে; যদুক্তং ধমনীব্যাকরণে "দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষং করোতি" ইতি ॥৪৩॥

উদান বায়ু বাক্যোচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, কণ্ঠদেশে যে চারিটী স্বরবহ ধমনী আছে, তাহাদেরই আশ্রয় করিয়া এই বায়ু উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। ধমনীবিবরণেও এই কথাই বলা হইয়াছে, যথা— উর্দ্ধগামী ত্রিশটি ধমনীর মধ্যে দুইটি দ্বারা বাক্যোচ্চারণ ও দুইটি দ্বারা অব্যক্ত শব্দ নিঃসৃত হয় ॥৪৩॥

সমানবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

স্বেদদোষাম্বুবাহীনি স্রোতাংসি সমধিষ্ঠিতঃ।
অন্তরগ্নেশ্চ পার্শ্বস্থঃ সমানোঽগ্নিবলপ্রদঃ ॥৪৪॥

সমান বায়ু স্বেদবাহী, বাতাদিদোষবাহী ও জলবাহিস্রোতঃসমূহে এবং জঠরাগ্নির পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপনা করে ॥৪৪॥

মতান্তরে সমানবায়োঃ কর্ম্ম।

আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি ॥৪৫॥

সমান বায়ু আমাশয়ে ও পক্বাশয়ে বিচরণপূর্ব্বক জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিতেছে, এবং সেই পরিপক্ব অন্ন হইতে সঞ্জাত রস দোষ ও মূত্র-পুরীষাদিকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত করিতেছে ॥৪৫॥

অস্যাপি ক্রিয়াদর্শনেন এবং প্রতীয়তে যৎ, পচ্যমানাশয়স্থোঽপ্যয়ম্ আমাশয়াদারভ্য অধঃ পক্বাশয়ং যাবৎ সঞ্চরন্ জঠরানলং সন্ধুক্ষয়তি, অন্নপরিণামজরসাদীংশ্চ পৃথক্ করোতি ॥৪৬॥

সমান বায়ুর ক্রিয়াদর্শনে ইহাও প্রতীতি হয় যে, এই বায়ু প্রধানতঃ পচ্যমানাশয়ে অবস্থিতি করিলেও অপক্ক অন্নকে আমাশয় হইতে পচ্যমানাশয়ে আনয়ন এবং পরিপাকানন্তর তথা হইতে পক্কাশয়ে প্রেরণার্থে উর্দ্ধভাগে আমাশয় এবং অধোভাগে মলাশয় পর্য্যন্ত স্থানে বিচরণ করিয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপনা সম্পাদন করিতেছে, এবং অন্ন পরিপাকে যে রস দোষাদি সমুৎপন্ন হয় তাহাদিগকে পৃথক্ করিতেছে ॥৪৬॥

মতান্তরে সমানবায়োর্লক্ষণং কর্ম্ম চ।

সমানোঽগ্নিসমীপস্থঃ কোষ্ঠে চরতি সর্ব্বতঃ।
অন্নং গৃহ্লাতি পচতি বিবেচয়তি মুঞ্চতি ॥৪৭॥

সমান বায়ু জঠরাগ্নির সমীপে অবস্থিত হইয়া কোষ্ঠদেশে বিচরণ করিতেছে। এই বায়ুই ভুক্ত অপক্ক অন্নকে আমাশয়ে ধারণ করে এবং পরিপাক করে, তদনন্তর ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ রসকে এবং অসারাংশ মূত্র ও পুরীষাদিকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত করে এবং মলমূত্রাদিকে অধোমার্গদ্বারা নিঃসারিত করে ॥৪৭॥

ব্যানবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বস্তু ব্যানঃ শীঘ্রগতির্নৃণাম্।
গতিপ্রসরণাক্ষেপ-নিমেষাদিক্রিয়ঃ সদা ॥৪৮॥

শীঘ্রগতি ব্যানবায়ু মনুষ্যগণের সর্ব্বদেহে অবস্থান করিয়া গমন প্রসারণ আকুঞ্চন আক্ষেপ নিমেষ ও উন্মেষাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করে ॥৪৮॥

মতান্তরে ব্যানবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

ব্যানো হৃদি স্থিতঃ কৃৎস্নদেহচারী মহাজবঃ।
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপ-নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্ ॥৪৯॥

ব্যানবায়ু প্রধানত হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদেহেই বিচরণ করে। এই বায়ু মহাবেগশালী। গমনাগমন উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ নিমেষ ও উন্মেষ প্রভৃতি ক্রিয়া এই বায়ু দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মনুষ্যদিগের প্রায় সমস্ত কার্য্যই এই বায়ুর অধীন ॥৪৯॥

মতান্তরে ব্যানবায়োর্লক্ষণং কর্ম্ম চ।

কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্‌স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি ॥৫০॥

যে বায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছে তাহাই ব্যান বায়ু। এই বায়ু রস রক্তাদি ধাতুসমূহকে স্ব স্ব স্থানে প্রবাহিত করে এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নমন, বিনমন, তির্য্যগ্‌গমন, ঘর্ম্মনিঃসারণ, রক্তস্রাবণ ইত্যাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছে ॥৫০॥

এতেন এতদুক্তং যৎ, সঙ্কোচপ্রসারণকর্ম্মণি অস্যৈব বায়োঃ কর্ত্তৃত্বাৎ হৃৎপিণ্ডস্যাপি আকুঞ্চন-প্রসারণবেগেনায়মেব তত্রস্থং শোণিতং শোধয়িত্বা ধমনীমার্গেণ কৃৎস্নদেহে সঞ্চারয়তি ॥৫১॥

এই কথায় ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, সঙ্কোচন এবং প্রসারণ ক্রিয়ায় ব্যান বায়ুর কর্ত্তৃত্ব থাকায় এই ব্যানই হৃৎপিণ্ডেরও আকুঞ্চন-প্রসারণ দ্বারা এই স্থানে প্রবাহিত রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীসমূহ দ্বারা ঐ রক্তকে সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত করিতেছে ॥৫১॥

অপানবায়োঃ স্থানানি কর্ম্মাণি চ।

বৃষণৌ বস্তির্মেঢ্রঞ্চ নাভ্যূরূ বঙ্ক্ষণৌ গুদম্।
অপানস্থানং যত্রস্থঃ শুক্রমূত্রশকৃৎক্রিয়ঃ ॥
সৃজত্যার্ত্তব-গর্ভৌ চ যুক্তাঃ স্থানস্থিতাশ্চ তে।
স্বকর্ম্ম কুর্ব্বতে দেহো ধার্য্যতে তৈরনাময়ঃ ॥৫২॥

অপানবায়ু বৃষণদ্বয় (অণ্ডকোষ) বস্তি লিঙ্গ নাভি উরুদ্বয় বঙ্ক্ষণদ্বয় (কুঁচ্‌কি) ও গুদদেশে অবস্থিত হইয়া মূত্র পুরীষ শুক্র আর্ত্তব ও গর্ভ ইত্যাদিকে যথাকালে

বহির্দেশে নিঃসরণ করায়। যুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ এই পঞ্চ বায়ু স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে, এবং এই দেহকে নীরোগ করিয়া ধারণ বা রক্ষা করে ॥৫২॥

মতান্তরে অপানবায়োর্লক্ষণং কর্ম্ম চ।

পক্কাধানালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণ-শকৃন্মূত্র-শুক্র-গর্ভার্ত্তবান্যধঃ ॥৫৩॥

অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব-শোণিতকে যথাসময়ে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া নিঃসারণ করাইতেছে ॥৫৩॥

মতান্তরে অপানবায়োর্লক্ষণং কর্ম্ম চ।

অপানোঽপানগঃ শ্রোণি-বস্তিমেঢ্রোরুগোচরঃ।
শুক্রার্ত্তব-শকৃন্মূত্র-গর্ভনিষ্ক্রমণক্রিয়ঃ ॥৫৪॥

অপানবায়ু গুদদেশে অবস্থিত হইয়া শ্রোণি বস্তি লিঙ্গ ও উরুদেশে বিচরণ করে। এই বায়ু দ্বারা শুক্র আর্ত্তব-রক্ত পুরীষ মূত্র ও গর্ভনিঃসরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥৫৪॥

বায়ুরয়ং স্থূলান্ত্রমাশ্রিত্য মলাদীন্ আকৃষ্য নিঃসারয়তীত্যব-গন্তব্যম্ ॥৫৫॥

এই অপানবায়ু স্থূলান্ত্রে অবস্থান করিয়া মল মূত্র প্রভৃতিকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া নিঃসৃত করাইতেছে। ইহাই অপানবায়ুর মুখ্য ক্রিয়া ॥৫৫॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দোষাণাং সামান্যনিদানত্রয়ম্।

অথেদানীং দোষাণাং সামান্যতঃ প্রকোপণানি প্রদর্শ্যন্তে ঃ—

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ ॥১॥

সংক্ষেপে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিসমূহের হেতু তিন প্রকার; কালের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ। ইহা স্থানান্তরোক্ত পরিণামের অন্তর্ভূত। বুদ্ধির মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ। ইহা প্রজ্ঞাপরাধের অন্তর্ভূত। ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ইহাদের মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ। ইহা অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগের অন্তর্ভূত। শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহের যত প্রকার কারণ আছে, সেই সমস্ত কারণই এই ত্রিবিধ হেতুর অন্তর্ভূত ॥১॥

কিঞ্চ, রোগাণাং ত্রীণ্যায়তনানি; তদ্‌যথা—অর্থানাং কর্ম্মণঃ কালস্যাতিযোগাযোগ-মিথ্যাযোগাঃ। তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽদর্শনমযোগঃ, অতিশ্লিষ্টাতি-বিপ্রকৃষ্ট-রৌদ্র-ভৈরবাদ্ভুত-দ্বিষ্ট-বীভৎস-বিকৃতাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ। তথাঽতিমাত্রস্তনিত-পটহোৎক্রুষ্টাদীনাং শব্দানাম্ অতিমাত্রশ্রবণমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽশ্রবণমযোগঃ, পরুষেষ্টবিনাশোপঘাত-প্রধর্ষণ-ভীষণাদিশব্দশ্রবণং মিথ্যাযোগঃ। তথাঽতিতীক্ষ্ণোগ্রাভিষ্যন্দিনাং গন্ধানামতিমাত্রং ঘ্রাণমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽঘ্রাণমযোগঃ, পূতি-দ্বিষ্টামেধ্য-ক্লিন্ন-বিষ-পবন-কুণপগন্ধাদিঘ্রাণং মিথ্যাযোগঃ। তথা রসানামত্যাদানমতিযোগঃ, অনাদানমযোগঃ, মিথ্যা-

যোগঃ—বিষমাশনমধ্যশনং বিকৃতাতিশীতাত্যুষ্ণ-সংযোগ-বিরুদ্ধাদীনামাহারবিধিমুল্লঙ্ঘ্য ভোজনং। তথাঽতি-শীতোষ্ণানাং স্পৃশ্যানাং স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনাঞ্চ অত্যুপ-সেবনমতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ, স্নানাদীনাং শীতোষ্ণাদীনাঞ্চ স্পৃশ্যানামনন্নুপূর্ব্বোপসেবনং বিষমস্থানাভি-ঘাতাশুচিভূতসংস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ ॥২॥

অর্থ অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যা-যোগ, কাল অর্থাৎ শীতোষ্ণ বর্ষা প্রভৃতির অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ, আর কর্ম্ম অর্থাৎ কায়িক বাচনিক ও মানসিক চেষ্টার অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ। ইহারাই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ রোগের হেতু। তন্মধ্যে অতিভাস্বর পদার্থ সমূহের অতিরিক্ত বা পুনঃপুনঃ দর্শন অতিযোগ, একেবারেই না দেখা অযোগ ও অতি নিকটবর্ত্তী, অতি দূরবর্ত্তী, অতিশয় উগ্র, অতি ভয়ানক, অতিশয় অপ্রিয়, অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও বিকৃত রূপদর্শন মিথ্যাযোগ। ইহা রূপের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ।

প্রবল মেঘগর্জ্জন, ঢক্কা প্রভৃতির তীব্র বাদ্যধ্বনি ও উচ্চ চীৎকার প্রভৃতির অতি মাত্রায় পুনঃপুনঃ শ্রবণ অতিযোগ, একেবারেই কোন শব্দ শ্রবণ না করা অযোগ ও কর্কশ শব্দ, প্রিয় বস্তুর বিনাশ, উচ্চ তিরস্কার ও ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ মিথ্যাযোগ। ইহা শব্দের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ।

কৃষ্ণজীরকাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য, বচাদি উগ্রদ্রব্য, আসবাদি অভিষ্যন্দকর গন্ধের অতি মাত্রায় পুনঃপুনঃ আঘ্রাণ অতিযোগ, একেবারেই ঘ্রাণ না করা অযোগ ও দুর্গন্ধ, অপ্রিয়, অপবিত্র, ক্লিন্ন, বিষাক্ত বায়ু ও শবগন্ধাদির আঘ্রাণ মিথ্যাযোগ। ইহা গন্ধের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ।

এইরূপ মধুরাদি যে কোন রসের অতিরিক্ত উপযোগ অতিযোগ, একেবারেই অনুপযোগ অযোগ ও আহারের যে সমস্ত নিয়ম তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আহারই মিথ্যাযোগ। ইহা রসের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ।

অতিরিক্ত উষ্ণ বা শীতস্পর্শ দ্রব্য ব্যবহার, স্নান তৈলমর্দ্দন গাত্রমার্জনাদি ক্রিয়াসমূহের অতি প্রয়োগ অতিযোগ, ঐ সমস্ত ক্রিয়ার একেবারেই পরিত্যাগ অযোগ, অবৈধভাবে ক্রমোল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সমস্ত আচরণ অর্থাৎ উষ্ণক্রিয়ার পরই

শীতক্রিয়া বা শীতক্রিয়ার পরই উষ্ণক্রিয়া, স্নানানন্তর উৎসাদন, অপবিত্র স্থানে গমন, অশুচিস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি মিথ্যাযোগ। ইহা স্পর্শের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ। ইহাই অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ।

অর্থানামতিযোগাদিকমুক্ত্বা সম্প্রতি কর্ম্মণোঽতিযোগাদান্ প্রদর্শয়তি—কর্ম্ম—বাঙ্মনঃশরীরপ্রবৃত্তিঃ। তত্র বাঙ্মনঃশরীরাতিপ্রবৃত্তিরতিযোগঃ, সর্ব্বশোঽপ্রবৃত্তিরযোগঃ, বেগধারণোদীরণবিষমস্খলনপতনাঙ্গপ্রণিধানাঙ্গপ্রদূষণপ্রহারমর্দনপ্রাণোপরোধসংক্লেশনাদিঃ শারীরো মিথ্যাযোগঃ। সূচকানৃতাকালকলহাপ্রিয়াবদ্ধানুপচার-পরুষবচনাদির্বাঙ্‌মিথ্যাযোগঃ। ভয়শোকক্রোধলোভমোহমানের্ষ্যামিথ্যাদর্শনাদির্মানসো মিথ্যাযোগঃ। সংগ্রহেণ চাতিযোগাযোগবর্জং কর্ম্ম বাঙ্মনঃশরীরজমহিতমনুপদিষ্টং যৎ তচ্চ মিথ্যাযোগং বিদ্যাৎ। ইতি ত্রিবিধবিকল্পং ত্রিবিধমেব কর্ম্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবস্যেৎ ॥৩॥

ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ বলিয়া সম্প্রতি কর্ম্মের অতিযোগাদি বলা হইতেছে। কর্ম্ম শব্দের অর্থ বাক্য মন ও শরীরের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা। তন্মধ্যে বাক্য মন ও শরীরের অতি প্রবৃত্তি অর্থাৎ অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও অতিরিক্ত কায়িক শ্রম, এই সমস্ত কর্ম্মের অতিযোগ। ঐ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ বর্জন করা কর্ম্মের অযোগ। মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, বিষমভাবে পদস্খলন, বিষমভাবে পতন, বিষমভাবে অঙ্গসন্নিবেশ অর্থাৎ বাঁকিয়া চুরিয়া বসা শোয়া ইত্যাদি, অতিরিক্ত কণ্ডূয়নাদি দ্বারা অঙ্গদূষণ, প্রহার, মর্দ্দন, প্রাণের উপরোধ অর্থাৎ যাহাতে ক্লেশোৎপন্ন হইতে পারে এরূপ কার্য্য, এই সমস্ত ক্রিয়া শারীর মিথ্যাযোগ। পরের অনিষ্টজনক বাক্যপ্রয়োগ, মিথ্যা বাক্য, যে সময়ে যে বাক্য প্রয়োগ করা অসঙ্গত, সেই সময়ে সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ, কলহাচরণ, অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ, অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ, ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি বাক্যের মিথ্যাযোগ। ভয়, ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ, অভিমান, ঈর্ষ্যা ও মিথ্যাদর্শন অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে

সেইভাবে অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য মনে করা ইত্যাদি মনের মিথ্যাযোগ। কর্ম্মের মিথ্যাযোগবিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অতিযোগ অযোগ ব্যতীত কায়িক বাচিক ও মানসিক যে কোন কর্ম্ম অহিতকর ও সাধুবিগর্হিত, তাহাই কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। কায়িক বাচিক ও মানসিক অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ এই তিনটিই প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে ॥৩॥

কর্ম্মণঃ অতিযোগাদীন্ প্রদর্শ্য ইদানীং কালস্য অতিযোগাদয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাঃ পুনর্হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাঃ সংবৎসরঃ, স কালঃ। তত্র অতিমাত্রস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ, হীনস্বলক্ষণঃ কালঃ কালাযোগঃ, যথাস্বলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু কালঃ কালমিথ্যাযোগঃ। কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে ॥৪॥

কর্ম্মের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি কালের অতিযোগাদি প্রদর্শন করা যাইতেছে, হেমন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতু প্রধানতঃ শীত উষ্ণ ও বর্ষণস্বভাব অর্থাৎ হেমন্তের লক্ষণ শীত, গ্রীষ্মের লক্ষণ উষ্ণ ও বর্ষার লক্ষণ বর্ষণ, পর্য্যায়ক্রমে ইহাদেরই আবৃত্তিতে সংবৎসর হয়, এই সংবৎসরই কাল। তাহার মধ্যে যে কালের যাহা লক্ষণ তাহা যদি অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাতিযোগ বলা যায়। যেমন হেমন্তকালে অতিরিক্ত মাত্রায় শীত, গ্রীষ্মে অতিরিক্ত মাত্রায় উষ্মা ও বর্ষায় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টি। যে কালের যাহা লক্ষণ তাহা যদি অল্প মাত্রায় প্রকাশ পায়, তাহাকে কালাযোগ বলা যায়, যেমন, শীতকালে খুব কম শীত, গ্রীষ্মকালে খুব অল্প উষ্মা ও বর্ষাকালে অত্যল্প বৃষ্টি। আর যে কালের যাহা লক্ষণ, তাহার বিপরীত লক্ষণ যদি প্রকাশ পায়, তাহাকে কালমিথ্যাযোগ বলা যায়, যেমন শীতকালে উষ্মা বা বৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে শীত বা বৃষ্টি আর বর্ষাকালে শীত বা উষ্মা ॥৪॥

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ত্রয়ঃ ত্রিবিধবিকল্পাঃ হেতবো বিকারাণাম্ ॥৫॥

ত্রিবিধ বিকল্প অর্থাৎ অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগভেদে বিভক্ত এই

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটিই সমস্ত রোগের হেতু ॥৫॥

অন্যচ্চ—

কালার্থকর্ম্মণাং যোগা হীনমিথ্যাঽতিমাত্রকাঃ।
সম্যগ্‌যোগশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ রোগারোগ্যৈককারণম্ ॥৬॥

কাল, অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্মের হীনযোগ অর্থাৎ অযোগ, মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ এই তিনটিই সমস্ত রোগের একমাত্র কারণ, আর ঐ কালাদির সম্যক্ যোগই আরোগ্যের একমাত্র কারণ ॥৬॥

অপরঞ্চ—

—তেষাং কোপে তু কারণম্।
অর্থৈরসাত্ম্যৈঃ সংযোগঃ কালঃ কর্ম্ম চ দুষ্কৃতম্।
হীনাতিমিথ্যাযোগেন ভিদ্যতে তৎ পুনস্ত্রিধা ॥৭॥

অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের সংযোগ, কাল অর্থাৎ পরিণাম ও দুষ্কৃত কর্ম্ম বা প্রজ্ঞাপরাধ, ইহারাই বাত পিত্ত ও কফ প্রকোপের একমাত্র মুখ্য কারণ। ঐ অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত সংযোগ, কাল ও দুষ্কৃত কর্ম্ম আবার হীনযোগ মিথ্যাযোগ ও অতিযোগভেদে তিনপ্রকার হয় ॥৭॥

অথ ইন্দ্রিয়ার্থানাম্ অযোগাতিযোগমিথ্যাযোগানাং লক্ষণম্।

হীনোঽর্থেনেন্দ্রিয়স্যাল্পঃ সংযোগঃ স্বেন নৈব বা।
অতিযোগোঽতিসংসর্গঃ সূক্ষ্মভাস্বরভৈরবম্ ॥
অত্যাসন্নাতিদূরস্থং বিপ্রিয়ং বিকৃতাদি চ।
যদক্ষ্ণা বীক্ষ্যতে রূপং মিথ্যাযোগঃ স দারুণঃ ॥
এবমত্যুচ্চসূক্ষ্মাদীনিন্দ্রিয়ার্থান্ যথাযথম্।
বিদ্যাৎ — ॥৮॥

নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের যে অল্প সংযোগ অথবা একেবারেই সংযোগাভাব তাহাই হীনযোগ অথবা অযোগ। অতিরিক্ত সংযোগ অতিযোগ, আর অতিসূক্ষ্ম, অত্যুজ্জ্বল, অতি ভয়ঙ্কর, অতি নিকটবর্ত্তী, অতি দূরস্থ, অতিশয় অপ্রিয় ও বিকৃত রূপাদিদর্শন মিথ্যাযোগ ॥৮॥

অথ কালস্য অতিযোগাযোগমিথ্যাযোগলক্ষণম্।

—কালস্তু শীতোষ্ণ-বর্ষভেদাত্ত্রিধা মতঃ।
স হীনো হীনশীতাদিরতিযোগোঽতিলক্ষণঃ॥
মিথ্যাযোগস্তু নির্দ্দিষ্টো বিপরীতস্বলক্ষণঃ॥৯॥

শীত, উষ্ণ ও বর্ষাভেদে কাল তিন প্রকার। হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যদি শীত, উষ্ম ও বর্ষণের অল্পতা হয় তাহা হইলে কালের অযোগ হয়। ঐ ঐ কালে যদি অতিরিক্ত শীতাদি হয় তাহা হইলে কালের অতিযোগ হয়, আর নিজ নিজ লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্ম বা বর্ষা, গ্রীষ্মকালে শীত বা বর্ষা, বর্ষাকালে শীত বা গ্রীষ্ম লক্ষণ যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কালের মিথ্যাযোগ হয়॥৯॥

অথ কর্ম্মণঃ অতিযোগাযোগমিথ্যাযোগলক্ষণম্।

কায়বাক্‌চিত্তভেদেন কর্ম্মাপি বিভজেত্ত্রিধা।
কায়াদিকর্ম্মণো হীনা প্রবৃত্তির্হীনসংজ্ঞিকা॥
অতিযোগোঽতিবৃত্তিস্তু বেগোদীরণধারণম্।
বিষমাঙ্গক্রিয়ারম্ভঃ পতনস্খলনাদিকম্॥
ভাষণং সামিভুক্তস্য রাগদ্বেষভয়াদি চ।
কর্ম্ম প্রাণাতিপাতাদি দশধা যচ্চ নিন্দিতম্॥
মিথ্যাযোগঃ সমস্তোঽসাবিহ চামুত্র বা কৃতম্।
নিদানমেতদ্দোষাণাম্— ॥১০॥

কর্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক, বাচিক ও মানসিক। সেই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার যদি অল্প পরিচালনা হয় অর্থাৎ দৈহিক মানসিক ও বাচিক যে সমস্ত ক্রিয়া নিত্য অবশ্য করণীয়, তাহা যদি সম্যক্‌ভাবে করা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মের হীনযোগ বা অযোগ বলা যায়। ঐ সমস্ত কর্ম্ম অতিরিক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে অতিযোগ বলা যায়। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা অথবা ঐ সমস্তের বেগ উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখা, বিষমভাবে অঙ্গচালনাদি ক্রিয়া, বিষমভাবে আরম্ভ, বিষমভাবে বা বিষমস্থানে পতন ও স্খলন, এইগুলি কায়িক মিথ্যাযোগ।

ভোজনে বসিয়া অৰ্দ্ধভোজন হইয়াছে, সেই অবস্থায় কথা বলা বাচিক মিথ্যাযোগ। আর রাগ দ্বেষ ভয় ক্রোধ লোভ ইত্যাদি, প্রাণাতিপাত অর্থাৎ আত্মহত্যাদি, এবং হিংসা চৌর্য্য ইত্যাদি যাহা কিছু কর্ম্ম ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই নিন্দিত, সেই সমস্ত কৰ্ম্মই মানসিক মিথ্যাযোগ। ইহারাই দোষসমূহপ্রকোপের সাধারণ নিদান ॥১০॥

দোষপ্রকোপে সাধারণনিদানানি প্রদর্শ্য ইদানীং বিশেষনিদানানিদর্শয়িতুম্ আদৌ বাতপ্রকোপণানি প্রদর্শ্যন্তে—

অথ বাতপ্রকোপস্য নিদানানি।

রূক্ষশীতাল্পলঘ্বন্ন-ব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্স্রবণাদপি ॥
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্ব-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা-শোকরোগাতিকর্ষণাৎ ॥
দুঃখশয্যাসনাৎ ক্রোধাৎ দিবাস্বপ্নাৎ ভয়াদপি।
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ ॥
মর্ম্মাঘাতাৎ গজোষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ।
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বাঽনিলো বলী ॥
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্ ॥১১॥

রূক্ষ দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, অল্প পরিমিত অর্থাৎ যে পরিমাণ আহার করিলে তাহা অনায়াসেই পরিপাক হইতে পারে তাহা অপেক্ষা অল্পাহার, অত্যন্ত লঘুপাক অন্ন ভোজন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, রাত্রিজাগরণ, পঞ্চ কর্ম্ম প্রয়োগের পর যেরূপ আহার আচার করা উচিত তাহার অন্যথাচরণ, অতিরিক্ত পরিমাণে পিত্ত শ্লেষ্মা মল ও রক্তনিঃসরণ, লঙ্ঘন অর্থাৎ উৰ্দ্ধোৎপতন বা লম্ফ দেওয়া, প্লবন অর্থাৎ অতিরিক্ত সন্তরণ, অতিরিক্ত পথপর্য্যটন, অতিরিক্ত ব্যায়াম প্রভৃতি অস্বাভাবিক চেষ্টা, রসরক্তাদি ধাতু সমূহের ক্ষয়, চিন্তা শোক ও রোগ দ্বারা অতিরিক্ত কর্ষণ, ক্লেশকর শয্যায় শয়ন ও উপবেশন, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, ভয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, আম অর্থাৎ আমরসের সঞ্চয় অথবা অজীর্ণতা, আঘাত-প্রাপ্তি, উপবাস, মর্ম্মদেশে আঘাত প্রাপ্তি, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি দ্রুতগামী যান

হইতে পতন অথবা ঐ সমস্ত যানে অবিরত ভ্রমণবশতঃ ধাতুসমূহের রূক্ষতা, এই সমস্ত কারণে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ শূন্য স্রোত অর্থাৎ শিরা প্রভৃতি সচ্ছিদ্র পদার্থের মধ্যে প্রবেশ ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গাশ্রিত বা একাঙ্গাশ্রিত বিবিধ রোগ উৎপাদন করে ॥১১॥

কিঞ্চ, বাতপ্রকোপণানি খলু রূক্ষলঘুশীতদারুণখর-বিশদশুষিরকরাণি শরীরাণাম্; তথাবিধেষু শরীরেষু বায়ু-রাশ্রয়ং গত্বা বর্দ্ধমানঃ প্রকোপমাপদ্যতে ॥১২॥

যে সমস্ত দ্রব্য, দেহ অর্থাৎ দেহাবয়বের রূক্ষতা, লঘুত্ব, শৈত্য, দারুণতা অর্থাৎ কাঠিন্য, খরত্ব, বৈশদ্য ও শৌষির্য্য অর্থাৎ ছিদ্রতাকারক, সেই সমস্ত দ্রব্যই বায়ু-বর্দ্ধক, অর্থাৎ ঐ সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিলে বায়ু প্রকুপিত হয়; কারণ, বায়ুতেও ঐ সমস্ত গুণ আছে, এজন্য উক্তরূপ সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে দেহাবয়বও সেই সমস্ত গুণ সম্পন্ন হয় ও সেই শরীরে বায়ু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কুপিত হয় ॥১২॥

তত্রৈবং বোদ্ধব্যম্—আশ্রয়মিতি সমানগুণস্থানম্। এতেনৈতদুক্তং যৎ—যদ্যপি বায়ুনা বাতকারণানাং বাতসমা-নানাং বা তথা সম্বন্ধো নাস্তি, তথাপি শরীরসম্বন্ধৈস্তৈঃ বাতস্য শরীরচারিণঃ সম্বন্ধো ভবতি, ততশ্চ বাতস্য সমান-গুণযোগাৎ বৃদ্ধিঃ বিপরীতগুণযোগাচ্চ হ্রাস ইতি ॥১৩॥

সমান-গুণ স্থান অর্থাৎ বায়ুতেও রূক্ষাদিগুণসমূহ আছে, আর রূক্ষাদিগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করায় দেহও রূক্ষাদি গুণ সম্পন্ন হয়, সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ দেহের সহিত আশ্রিত বায়ুর গুণসাম্য বুঝাইতেছে। বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু অমূর্ত্ত, রূক্ষাদি গুণ তাহাতে থাকিলেও রূক্ষাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত তাহার এমন কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা দ্বারা বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ ইহাই বলা যায় যে, সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ না থাকিলেও দেহাশ্রিত বায়ুর সহিত শরীরসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট ঐ সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সংস্রব ঘটায় সমান গুণের সংযোগ বশত বৃদ্ধি হয়, আবার বিপরীত গুণের সংযোগ ঘটিলে হ্রাসও হয় ॥১৩॥

অথ সামান্যবিশেষয়োঃ লক্ষণম্ ।

তথাচ—

> সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্ ।
> হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু ॥
> সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ ।
> তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ ॥১৪॥

সকল সময়েই হউক আর অবস্থাভেদেই হউক সমস্ত ভাবের অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের (দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের) সামান্য অর্থাৎ তুল্যতা সেই পদার্থের (দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের) বৃদ্ধির কারণ। আর বিশেষ অর্থাৎ অতুল্যতা বা পার্থক্য (বৈপরীত্য) হ্রাসের কারণ। ভাবার্থ এই যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত দুই তিন বা তাহা অপেক্ষাও অধিক এক জাতীয় তরল বা কঠিন পদার্থকে মিশ্রিত করিলে পৃথক্ পৃথক অবস্থায় তাহাদের যে পরিমাণ ছিল, তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। এইরূপ রূক্ষ-লঘু-শীত প্রভৃতি গুণ, ও চেষ্টা প্রভৃতি কর্ম্ম সম্বন্ধেও পরস্পরের সামান্য অর্থাৎ তুল্যতা বৃদ্ধির কারণ বুঝিতে হইবে। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগে যে দ্রব্য অধিক গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা দ্বারা অল্প গুণ-সম্পন্ন দ্রব্যটি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যেমন উষ্ণগুণবিশিষ্ট তীব্র অগ্নি সংযোগে শীত-গুণবিশিষ্ট জল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম বিশেষ। বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়, এবং রস রক্তাদি সাতটি ধাতু, ইহাদের মধ্যে কোন একটির যদি হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে যে দ্রব্য হ্রাস হইয়াছে তাহার সমানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করাইলে সেই হ্রাস প্রাপ্ত দ্রব্যটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন দৈহিক বায়ু যদি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহা হইলে রূক্ষ শীতল ইত্যাদি বায়ুর সমানগুণবিশিষ্ট কুটজ ব্যবহার দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিজের ক্ষীণতাকে পূরণ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন পদার্থ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রয়োগ করিলে ঐ বৃদ্ধির হ্রাস হয়। যেমন রূক্ষ শীতাদি গুণবিশিষ্ট বায়ু যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে স্নিগ্ধোষ্ণাদি গুণসম্পন্ন তিল ব্যবহার করাইলে ঐ প্রবৃদ্ধ বায়ু প্রশমিত হয়। পিত্ত, কফ ও রসাদি ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে। এই সামান্য-বিশেষ জ্ঞানই চিকিৎসার মূল সূত্র, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করেন। এই যে বৃদ্ধির হেতু সামান্য ও হ্রাসের হেতু বিশেষ, ইহা পরস্পর সংযোগ ভিন্ন হইতে পারে না, ইহাই

জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, উভয়ের অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ শরীরের সহিত সম্বন্ধই হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ, অসম্বন্ধ অবস্থায় উহারা হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অথবা প্রবৃত্তি অর্থে ধাতু-সাম্য। সামান্য ও বিশেষ উভয়স্থলেই ধাতুসমূহের সাম্য বিধান করা কর্ত্তব্য। ভাবার্থ এই যে—কেবল সমানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে ধাতু বৃদ্ধিই হয়, এইরূপে অবিরত বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ধাতুবৈষম্যই হয়। আবার কেবল বিশেষ অর্থাৎ বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিলে ধাতুর হ্রাসই হয়, এইরূপে অবিরত হ্রাস হইতে থাকি-লেও ধাতুবৈষম্যই হয়, অতএব যেমন সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিবে, তেমনই বিশিষ্ট গুণবিশিষ্ট দ্রব্যও ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই কেবল বৃদ্ধি বা হ্রাস না হইয়া ধাতুসাম্যরূপ প্রবৃত্তি হয়। এই সামান্য ও বিশেষের অর্থকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত পরেই বলিতেছেন, যাহা একত্বসম্পাদক অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাহারা এক হইয়া যায়, সেই একীভাব সম্পাদনের নামই সামান্য, আর যাহা পার্থক্যসম্পাদক তাহাই বিশেষ। সমানতাই সামান্য আর তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ অসমানতাই বিশেষ ॥১৪॥

অন্যচ্চ—

ধাতবঃ পুনঃ শারীরাঃ সমানগুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠৈর্বা-ঽপ্যাহারবিহারৈঃ অভ্যস্যমানৈঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি, হ্রাসস্তু বিপরীতগুণৈর্বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাঽপ্যভ্যস্যমানৈঃ ॥১৫॥

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমানগুণবিশিষ্ট বা সমানগুণবহুল আহার-বিহার অভ্যাসের দ্বারা বাতাদি, রসাদি ও মলাদি শারীরিক ধাতুসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও দীর্ঘকাল ধরিয়া বিপরীত গুণসম্পন্ন বা বিপরীত গুণবহুল আহার-বিহার করিলে উহারা হ্রাস প্রাপ্তহয় ॥১৫॥

কিঞ্চ—

সমানগুণাভ্যাসো হি ধাতূনাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥১৬॥

যে ধাতুর যে গুণ, সেই গুণবিশিষ্ট দ্রব্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে সেই ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

তথা—

বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্ব্বেষাং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ ॥১৭॥

দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম সকলেরই সমানতা দ্বারাই বৃদ্ধি, আর তাহার বিপরীত অর্থাৎ অসমানতা দ্বারাই বিপর্য্যয় বা হ্রাস হয় ॥১৭॥

পুনশ্চ—

গুরু-লঘু-শীতোষ্ণ-স্নিগ্ধ-রূক্ষাদীনাঞ্চ দ্বন্দ্বানাং সামান্য-বিশেষাভ্যাং বৃদ্ধি-হ্রাসৌ, যথোক্তং গুরুভিরভ্যস্যমানৈঃ গুরূণামুপচয়ো ভবতি, অপচয়ো লঘূনাম্। এবমেবেতরেষাম্, ইত্যেষ ভাবস্বভাবো নিত্যঃ ॥১৮॥

গুরু লঘু, শীত উষ্ণ, স্নিগ্ধ রূক্ষ, মৃদু তীক্ষ্ণ, বিশদ পিচ্ছিল, স্থূল সূক্ষ্ম ও দ্রব সান্দ্র প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দ্রব্যসমূহের সামান্য হেতু বৃদ্ধি ও বিশেষ হেতু হ্রাস হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিয়ত গুরুপাক বা গুরুত্ব-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম ব্যবহার করিলে শরীরস্থ গুরুভাবসমূহের বৃদ্ধি ও লঘুভাবসমূহের হ্রাস হয়। এইরূপ নিয়ত লঘুপাক বা লঘুত্বগুণবিশিষ্ট দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম ব্যবহার করিলে লঘুভাবসমূহের বৃদ্ধি ও গুরুভাবসমূহের হ্রাস হয়। শীতোষ্ণাদি গুণ সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের এই যে স্বভাব ইহা নিত্য, ইহার কখনই অন্যথা হয় না ॥১৮॥

তথা জতুকর্ণেনাপ্যুক্তং—

সমানৈঃ সর্বভাবানাং বৃদ্ধির্হানির্বিপর্য্যয়াৎ ॥১৯॥

দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সকলেরই সমান জাতীয় দ্রব্যাদি দ্বারা বৃদ্ধি, আর তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ বৈষম্যবশতই হানি হয় ॥১৯॥

অত্রৈবং বোদ্ধব্যম্—

এতৎ সামান্যবিশেষজ্ঞানমেব আয়ুর্ব্বেদস্য মূলসূত্রং, যতঃ ইদমেবোপজীব্য বৈদ্যাঃ রোগাণাং হেতুলিঙ্গৌষধাদিকং নিঃসংশয়ং জ্ঞাত্বা সিদ্ধিং গচ্ছন্তি। তথাচ, যদি কশ্চিৎ রূক্ষ-শীত-লঘ্বাদি-গুণবিশিষ্টভাবান্ নিত্যং ব্যবহরতি, তদা তস্য দেহাবয়বোঽপি তদ্গুণবিশিষ্টো ভবতি, এবঞ্চ তদ্গুণ-বিশিষ্টে শরীরে তদ্গুণবিশিষ্টো বায়ুঃ কুপিতঃ বাতজান্

ব্যাধীন্ জনয়তি। চিকিৎসকস্তু দর্শন-স্পর্শন-প্রশ্নাদিনা রোগহেতুং জ্ঞাত্বা বায়ুরেবাত্র হেতুরিত্যধ্যবস্য প্রবৃদ্ধস্য বায়োর্ব্বিপরীতভাবান্ স্নিগ্ধোষ্ণগুর্ব্বাদীন্ অভ্যসয়ন্ তস্য হ্রসনেন তং প্রকৃতিমাপাদয়তি। এবং নিয়তং স্নিগ্ধ-শীত-গুর্ব্বাদীনাং বাতবিপরীতভাবানামভ্যাসেন হ্রাসং গতো বায়ুঃ স্বক্ষয়জনিতবিবিধরোগান্ জনয়তি, চিকিৎসকস্তু তত্র বাতসমানগুণান্ রূক্ষ-শীত-লঘ্বাদিভাবান্ অভ্যসয়ন্ তেন বায়োর্ব্বৃদ্ধিসম্পাদনদ্বারা তৎক্ষয়জনিতরোগপীড়িতং তং প্রকৃতিস্থং করোতি। এবং পিত্ত-কফয়োরপি বোদ্ধব্যম্ ॥২০॥

এস্থানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, এই সামান্য ও বিশেষ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা চিকিৎসকগণের আবশ্যক, কারণ, এই সামান্য-বিশেষভাবই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল সূত্র। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলেই চিকিৎসক রোগের নিদান, লক্ষণ ও ঔষধ নির্ণয় বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যশস্বী হইতে পারেন। কোনও ব্যক্তি যদি রূক্ষ, শীত, লঘু ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার শরীরও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট হয়। আর সেই রূক্ষাদিগুণবিশিষ্টশরীরে অবস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া বাতজন্য নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে; কারণ বায়ুতেও ঐ রূক্ষাদিগুণসমূহ বিদ্যমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সমানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিলে শরীরস্থ তৎসমানগুণবিশিষ্ট ভাবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চিকিৎসক দর্শন, স্পর্শন প্রশ্ন ইত্যাদি দ্বারা রোগের নিদানাদি জানিয়া লইয়া বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করায় বায়ু কুপিত হইয়াই যে তাহার রোগ উৎপাদন করিয়াছে, এ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু ইত্যাদি বায়ুর বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করাইয়া প্রকুপিত বায়ুকে প্রশমিত ও রোগীকে সুস্থ করিতে পারেন। এইরূপ নিয়ত স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু প্রভৃতি বায়ুর বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিলে বায়ু হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও সেই ব্যক্তি বাতক্ষয়জন্য রোগাক্রান্ত হয়। চিকিৎসক সে স্থানে রূক্ষ, শীত, লঘু প্রভৃতি বায়ুর সমান গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করাইয়া ক্ষীণ বায়ুর বৃদ্ধি সম্পাদন ও ক্ষীণতাজন্য রোগকে প্রশমিত করিতে পারেন। পিত্ত, কফ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে ॥২০॥

বাত প্রকোপস্য সামান্য নিদানম্।

বায়োর্ধাতুক্ষয়াৎ কোপো মার্গস্যাবরণেন চ ॥২১॥

ধাতু ক্ষয় হইলে অথবা অন্য কোন দোষ যদি বায়ুচলাচলের পথ রুদ্ধ করে, তাহা হইলে মার্গাবরোধ হেতু বায়ু স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে না পারায় কুপিত হয় ॥২১॥

অথ বাতপ্রকোপস্য বিশেষ নিদানানি।

তত্র বলবদ্বিগ্রহাতিব্যায়াম-ব্যবায়াধ্যয়ন-প্রপতন-প্রধাবন-প্রপীড়নাভিঘাত-লঙ্ঘন-প্লবন-তরণ-রাত্রিজাগরণ-ভারহরণ-তুরগ-রথ-পদাতিচর্য্যা-কটু-কষায়-তিক্তরূক্ষ-লঘু-শীতবীর্য্যশুষ্ক-শাক-বল্লূর-বরকোদ্দালক-কোরদূষ-শ্যামাক-নীবার-মুদ্গ-মসূরাঢ়কী-হরেণু-কলায়-নিষ্পাবানশন-বিষমাশনাধ্যশন-বাত-মূত্র-পুরীষ শুক্র-চ্ছর্দি-ক্ষবথূদ্গার-বাষ্পবেগবিঘাতাদিভির্ব্বিশেষৈঃ বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।
প্রত্যূষস্যপরাহ্ণে চ জীর্ণেঽন্নে চ প্রকুপ্যতি ॥২২॥

নিজ অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, সাধ্যাতীত ব্যায়াম, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, উচ্চৈঃস্বরে ও নিরন্তর অধ্যয়ন, কোন রকমে পড়িয়া যাওয়া, অতিরিক্ত দৌড়ান, দেহের অতিরিক্ত পীড়ন অর্থাৎ টেপাটেপি করা, অতিরিক্ত লম্ফপ্রদান, হঠাৎ উপরদিকে লাফাইয়া উঠা, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, গুরুতরভারবহন, হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ, পাদচারে অতিরিক্ত ভ্রমণ, অতিরিক্ত কটু, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এবং রূক্ষ লঘু ও শীতবীর্য্য বা শীত-স্পর্শ দ্রব্য ভোজন, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বরক, উদ্দালক, (দুইটিই তৃণধান্যবিশেষ) কোদা ধান, শ্যামাধান, উড়িধান, মুগ, মসুর, অরহর, মটর, ছোট মটর, শিম, উপবাস, বিষম ভোজন অর্থাৎ কোন দিন অতিরিক্ত কোন দিন অত্যল্প ও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা ক্ষুধা না হইলেও আহার, অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ না হইতেই পুনরায় আহার, বায়ু মূত্র পুরীষ শুক্র বমন ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি উদ্গার ও অশ্রুর বেগনিরোধ প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হয়। এতদ্ব্যতীত শীতকালে

অথবা খুব ঠাণ্ডার সময়ে, মেঘোদয়ে অথবা বর্ষাকালে, অতিরিক্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে, প্রত্যুষকালে, অপরাহ্লকালে এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে বায়ু প্রকুপিত হয়, ইহাদের মধ্যে বর্ষাকালেই বায়ু বিশেষভাবে কুপিত হয় ॥২২॥

অথ মতান্তরে বাতপ্রকোপস্য নিদানানি।

ধাতুক্ষয়করৈর্ব্বায়ুঃ কুপ্যত্যতিনিষেবিতৈঃ।
চরন্ স্রোতঃস্থু রিক্তেষু ভৃশং তান্যেব পূরয়ন্ ॥
তেভ্যোঽন্যদোষপূর্ণেভ্যঃ প্রাপ্য বাঽঽবরণং বলী ॥২৩॥

যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে ধাতুক্ষয় হয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য অতিমাত্রায় সেবন করিলে বায়ু প্রকুপিত হয়, ঐ কুপিত বায়ু দেহাভ্যন্তরস্থ স্রোত বা শিরা ও ধমনীসমূহকে শূন্য করিয়া সেই শূন্য স্রোতোমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। অথবা পিত্ত বা কফ যদি সেই স্রোতোমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই দোষান্তরপূর্ণ স্রোতোমধ্যে আবৃত হইয়া থাকায়ও প্রবলভাবে কুপিত হয় ॥২৩॥

মতান্তরে বাতপ্রকোপনিদানানি।

লঘুরূক্ষমিতাহারাদতিশীতাৎ শ্রমাত্তথা।
প্রদোষে কামশোকাভ্যাং ভীচিন্তারাত্রিজাগরৈঃ ॥
অভিঘাতাদপাং গাহাৎ জীর্ণেঽন্নে ধাতুসংক্ষয়াৎ।
বায়ুঃ প্রকোপং যাত্যেভিঃ— ॥২৪॥

অতিরিক্ত লঘুপাক ও রূক্ষবীর্য্য দ্রব্য আহার, অত্যল্প ভোজন, অতিশয় শীতক্রিয়া বা শৈত্য, অতি পরিশ্রম, প্রদোষকালে, কাম, শোক, ভয়, চিন্তা ও রাত্রিজাগরণ, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তি, দীর্ঘকাল জলে অবগাহন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া গেলে ও ধাতুক্ষয় ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হয় ॥২৪

মতান্তরে বাতপ্রকোপস্য নিদানানি।

এবঞ্চ—

নীবারস্ত্রিপুটঃ সতীনচণকশ্যামাকমুদ্গাঢ়কী-
নিষ্পাবাশ্চ মুকুষ্টকাশ্চ বরটী মঙ্গল্যকঃ কোদ্রবঃ।

যৎ দ্রব্যং কটুকং সতিক্তত্বরং শীতঞ্চ রূক্ষং লঘু
স্বল্পাশো বিষমাশনং নিরশনং ভুক্তে হ্যজীর্ণেঽশনম্ ॥
ভুক্তং জীর্ণতরং পরিশ্রমভরো গর্ত্তাদিকোষ্ণং ঘনং
বাহুভ্যাং তরণং তরোঃ প্রপতনং নাগোঽতিযানং পদা।
দণ্ডাদিপ্রহৃতিস্তথোচ্চপতনং ধাতুক্ষয়ো জাগরঃ
মার্গস্যাবরণং ব্যবায়ভৃশতা বাতাদিবেগাহতিঃ ॥
অত্যর্থং বমনং বিরেচনমতিস্রাবোঽধিকশ্চাসৃজঃ
রোগান্মাংসবিহীনতাঽতিমদনশ্চিন্তা চ শোকো ভয়ম্।
বর্ষা বৈ শিশিরো দিনস্য রজনের্ভাগৌ তৃতীয়ৌ ঘনাঃ
প্রাগ্বাতস্তুহিনং শরীরমরুতো দুষ্টেরমী হেতবঃ ॥২৫॥

উড়িধান, খেসারি, মটর, ছোলা, শ্যামাধান, মুগ, অরহর, শিম, ঘোড়ামুগ, কুসুমবীজ অথবা বরবটী, মসুর, কোদাধান, কটু তিক্ত কষায় রস, অতিরিক্ত শীতল রূক্ষ ও লঘুপাক দ্রব্য, অত্যল্প আহার, বিষমাশন অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা অসময়ে আহার কোন দিন অল্পাহার কোন দিন অধিক আহার, উপবাস, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় আহার, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম, গুরু ভারবহন, মেঘোদয়, বাহুদ্বারা সন্তরণ, বৃক্ষ হইতে পতন, সর্ব্বদা হস্তী আরোহণে ভ্রমণ, পদব্রজে অতিরিক্ত ভ্রমণ, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাতুক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, দৈহিক বায়ু সঞ্চারের পথের রুদ্ধতা, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, মল মূত্র বায়ু প্রভৃতির উপস্থিত বেগকে রুদ্ধ করিয়া রাখা, অতিরিক্ত বমন, অতিরিক্ত বিরেচন, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, দীর্ঘকাল রোগভোগ জন্য দৈহিক ক্ষীণতা বা মাংস হীনতা, অতিশয় কামোদ্বেগ, অতিশয় চিন্তা, শোক, ভয়, বর্ষা ও শিশির ঋতু, অপরাহ্লকাল ও রাত্রির তৃতীয় প্রহর, পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত শীতল বায়ু, শিশির পতন, এই সমস্ত দ্রব্যের যথাযোগ্য সেবন ও ব্যবহারে ও এই সমস্ত সময়ে শারীরিক বায়ু প্রকুপিত হয় ॥২৫॥

মতান্তরে বাতপ্রকোপস্য নিদানানি।

তথা **ত্রিশটাচার্য্যেণাপ্যুক্তং যথা—**

ব্যায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপতনাৎ ভঙ্গাৎ ক্ষয়াৎ জাগরাৎ
বেগানাঞ্চ বিধারণাদতিশুচঃ শৈত্যাদতিত্রাসতঃ।

রূক্ষক্ষোভকষায়তিক্তকটুকৈরেভিঃ প্রকোপং ব্রজেৎ
বায়ুর্ব্বারিধরাগমে পরিণতে চান্নেহপরাহ্নেহপি চ ॥২৬॥

অতি ব্যায়াম, উপবাস, বৃক্ষাদি হইতে পতন, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ধাতুক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অতিশয় শোক, অতিশয় শৈত্য, অতিরিক্ত ভয়, রূক্ষক্রিয়া, অতিরিক্ত শরীরচালনা, কষায় তিক্ত ও কটু রস ভোজন, এই সমস্ত কারণে ও বর্ষাকালে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া গেলে এবং অপরাহ্ন-কালেও বায়ু প্রকুপিত হয় ॥২৬॥

অথ সামান্যতো ধাতুনাং ক্ষয়স্য নিদানানি।

বৃদ্ধিরূপস্য প্রকোপস্য নিদানমুক্ত্বা সম্প্রতি ক্ষয়-রূপস্য প্রকোপস্য নিদানং প্রদর্শ্যতে, তদ্‌যথা—

অসাত্ম্যান্নসদাক্রোধ-শোকচিন্তাভয়শ্রমৈঃ।
অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি ॥
বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভিঘাততঃ।
দোষাণামথ ধাতূনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ ॥২৭॥

সর্ব্বদা অসাত্ম্য অন্ন ভোজন, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, শ্রম, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, অনাহার, বমন বিরেচনাদির অতি প্রয়োগ, মল-মূত্রাদির বেগরোধ, সাহস অর্থাৎ সাধ্যাতীত কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু ও মূত্র-পুরীষাদি মলের ক্ষয় হয় ॥২৭॥

অন্যচ্চ—

ব্যায়ামোহনশনং চিন্তা রূক্ষাল্পপ্রমিতাশনম্।
বাতাতপৌ ভয়ং শোকো রূক্ষপানং প্রজাগরঃ ॥
কফশোণিতশুক্রাণাং মলানাঞ্চাতিবর্ত্তনম্।
কালো ভূতোপঘাতশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ক্ষয়হেতবঃ ॥২৮॥

অতিরিক্ত ব্যায়াম, উপবাস, চিন্তাধিক্য, রূক্ষ দ্রব্য ভোজন, অল্প পরিমাণে ভোজন, আহারের সময় অতিক্রম করিয়া ভোজন অথবা নিয়ত একটি মাত্র রস সেবন, অতি শীতল বায়ু, তীব্র রৌদ্র সন্তাপ, ভয়, শোক, রূক্ষ দ্রব্য পান, রাত্রি-

জাগরণ, কফ রক্ত শুক্র ও মলসমূহের অতিরিক্ত নিঃসরণ, কাল অর্থাৎ বার্দ্ধক্য এবং উত্তরায়ণ, ভূতাদির আক্রমণ এই সমস্ত কারণে পিত্ত কফ ও রসাদি ধাতুর ক্ষয় হয় ॥২৮॥

অথ বাতক্ষয়স্য নিদানানি প্রদর্শ্যন্তে, তৎ যথা—

দিবাস্বাপাব্যায়ামালস্যসেবনাৎ মধুরাম্ললবণস্নিগ্ধোষ্ণ-গুরুপিচ্ছিলাভিষ্যন্দিনামতিসেবনাৎ হায়নকযবকনৈষধেৎ-কটমাষমহামাষগোধূমপিষ্টবিকৃতিদধিদুগ্ধকৃশরাপায়সেক্ষুবিকা-রাদীনামত্যুপযোগাচ্চ বাতঃ ক্ষীয়তে ॥২৯॥

দিবানিদ্রা, পরিশ্রম না করা, সর্ব্বদা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান, অতিরিক্ত মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, পিচ্ছিল ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্যের নিত্য সেবন, হায়নক যবক নৈষধ প্রভৃতি তৃণ-ধান্য, তণ্ডুল-পিষ্টক, কৃশরা অর্থাৎ খিচুড়ীবিশেষ, পায়স, গুড়, শর্করা প্রভৃতি ইক্ষুজাত-দ্রব্যসমূহের নিত্য ও অতিরিক্ত ভোজন ইত্যাদি কারণে বায়ু ক্ষীণ হয় ॥২৯॥

অথ বাতস্য সঞ্চয়প্রকারঃ।

বাতপ্রকোপস্য কারণপ্রদর্শনানন্তরমিদানীং বায়োঃ সঞ্চয়ঃ প্রদর্শ্যতে। তত্র সঞ্চয়ঃ খলু নিদানসেবনাৎ কালস্বভা-বাচ্চ স্বস্থানস্থস্যৈব দোষস্য বিকৃতিভাবমাপন্নস্য ক্রমবৃদ্ধিঃ। স সঞ্চয়ঃ খলু দ্বিধা ভবিতুমর্হতি, আবস্থিকঃ কালিকশ্চ ; তত্র আবস্থিকে পুনঃ যস্য দোষস্য যৎ নিদানং তন্নিদানসেবনান-ন্তরং স দোষঃ স্বস্থানস্থ এব বিকৃতঃ সন্ ক্রমশো বৃদ্ধিং যাতি। কালিকশ্চ ঋতুস্বভাবাদেব ভবতি। তত্র ঋতু-স্বভাবকৃতঃ বায়োঃ সঞ্চয়ঃ প্রদর্শ্যতে ; যথা—ওষধয়ঃ নিদাঘে নিঃসারা রূক্ষাঃ, অতিমাত্রং লঘ্ব্যো ভবন্তি আপশ্চ, তা উপযুজ্যমানাঃ সূর্য্যপ্রতাপোপশোষিতদেহানাং দেহিনাং রৌক্ষ্যাৎ লঘুত্বাৎ বৈশদ্যাচ্চ বায়োঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি ॥৩০॥

বায়ু প্রকোপের হেতু প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি বায়ুর সঞ্চয় কিরূপে হয়,

ও তাহার লক্ষণই বা কি, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সঞ্চয় দুই প্রকারে হইতে পারে, আবস্থিক ও কালিক। যে দোষের যাহা নিদান, সেই নিদান অর্থাৎ আহারাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে বাতাদি দোষসমূহ স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই ক্রমশঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহাকে আবস্থিক সঞ্চয় বলা যায়, এই সঞ্চয় যে কোন সময়েই হইতে পারে। আর কালিক সঞ্চয় ঋতুর স্বভাববশত হয়। তাহার মধ্যে ঋতু-স্বভাবে যে বায়ুর সঞ্চয় হয়, প্রথমত তাহাই বলা যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহ ও জলসমূহ সার বিহীন, অতিশয় রূক্ষবীর্য্য ও লঘুপাক হয়। গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ সন্তাপের দ্বারা প্রাণিসমূহের দেহও সেই সময়ে অত্যন্ত রূক্ষ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। বায়ু স্বয়ং রূক্ষ, লঘু ও বিশদগুণবিশিষ্ট, প্রাণি-সমূহের দেহও সেই সময়ে রূক্ষাদি গুণবিশিষ্ট হয়, সেই অবস্থায় অসার, রূক্ষ ও লঘু-পাক দ্রব্য ব্যবহারে বায়ু সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, কারণ বায়ুতেও রূক্ষ লঘু ইত্যাদি গুণসমূহ বিদ্যমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সমানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য সমান গুণের বৃদ্ধির কারণ ॥৩০॥

অথ সঞ্চিতবায়োর্লক্ষণম্।

"স্তব্ধ-পূর্ণকোষ্ঠতা চয়কারণবিদ্বেষশ্চেতি ॥৩১॥

এইরূপে বায়ু সঞ্চিত হইলে সেই ব্যক্তির কোষ্ঠ, বায়ু দ্বারা স্তব্ধ ও পূর্ণ হইয়া থাকে ও যে কারণে বায়ুর সঞ্চয় হয় সেই কারণের প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় ॥৩১॥

নিদানসেবনেন বায়োঃ সঞ্চয়ঃ তল্লক্ষণঞ্চ যথা—

উষ্ণেন যুক্তা রূক্ষাদ্যাঃ বায়োঃ কুর্ব্বন্তি সঞ্চয়ম্।
চয়ো বৃদ্ধিঃ স্বধাম্ন্যেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধিহেতুষু ॥
বিপরীতগুণেচ্ছা চ — " ॥৩২॥

উষ্ণগুণের সহিত যদি রূক্ষ শীত লঘু প্রভৃতি গুণের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে বায়ুর সঞ্চয় হয়, কারণ, বায়ুতে রূক্ষাদি গুণসমূহ বিদ্যমান আছে, রূক্ষাদি গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য-সেবন জন্য দেহও সেই সেই গুণবিশিষ্ট হয়, অতএব পরস্পর গুণসমূহের সংযোগ ঘটায় বায়ুর ঐ গুণগুলি সঞ্চয়াত্মক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকুপিত হইতে পারে না, কারণ, উষ্ণগুণ বায়ুর বিপরীত, উহা বায়ুশান্তিকারক, এজন্য উষ্ণের সহিত রূক্ষাদি বায়ুবর্দ্ধক কারণ সেবন করিলেও ঐ উষ্ণগুণ বায়ুকে কুপিত হইতে না দিলেও সঞ্চয়ে বাধা দিতে পারে না; কারণ, বিরোধী গুণ একমাত্র উষ্ণতা,

তাহা রূক্ষাদি দুই তিনটি সমগুণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন—"বিরুদ্ধগুণসমবায়ে হি ভূয়সাঽল্পমবজীয়তে" অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ ঘটিলে বহুসংখ্যক অথবা প্রবল গুণের দ্বারা অল্পসংখ্যক অথবা দুর্ব্বল গুণ বাধা প্রাপ্ত হয়। চয় শব্দের অর্থ স্বস্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার মত বল তখনও প্রাপ্ত হয় না। সঞ্চয়ের লক্ষণ হইতেছে—যে কারণে দোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি বিদ্বেষ অর্থাৎ তাহা ব্যবহারে অনিচ্ছা হয় ও সেই দোষের বিপরীত-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে অভিলাষ হয় ॥৩২॥

অথ দোষাণাং চয়াদিনিদানম্।

"চয়কোপশমান্ দোষা বিহারাহারসেবনৈঃ।
সমানৈর্যান্ত্যকালেঽপি — " ॥৩৩॥

যে দোষের যে গুণ, সেই দোষের সমানগুণবিশিষ্ট আহার বিহার করিলে অকালেও দোষসমূহের সঞ্চয় ও প্রকোপ হয়। যেমন বায়ুতে শীত রূক্ষাদি গুণ আছে, শীত রূক্ষাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য আহার ব্যবহার করিলে বায়ুর সঞ্চয় ও প্রকোপ হয়। এইরূপ পিত্তে উষ্ণ তীক্ষ্ণাদি গুণ আছে, উষ্ণ তীক্ষ্ণাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপ হয়। কফে স্নিগ্ধ গুরু প্রভৃতি গুণ আছে, স্নিগ্ধ ও গুরুত্বাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ হয়। এই প্রকোপ ঋতুস্বভাবজ প্রকোপ নহে, এই জন্যই বলা হইয়াছে—"অকালেঽপি" অর্থাৎ কাল-স্বভাবানুসারে যে প্রকোপ হয়, তদ্ব্যতীতও যে কোন কালে উক্ত নিদান দ্বারা সঞ্চয় ও প্রকোপ হয় ॥৩৩॥

অথ কালিকচয়াদিনির্দ্দেশঃ।

চয়প্রকোপোপশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু ॥৩৪॥

গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাকালে প্রকোপ ও শরৎকালে শান্তি হয় ॥৩৪॥

অথ বাতসঞ্চয়স্য নিদানম্।

চীয়তে লঘুরূক্ষাভিরোষধিভিঃ সমীরণঃ।
তদ্বিধস্তদ্বিধে দেহে কালস্যৌষ্ণ্যান্ন কুপ্যতি ॥
হিমে যাতি শমং পিত্তং বায়ুঃ শ্লেষ্মা চ চীয়তে।

ইতি কালস্বভাবোঽয়মাহারাদিবশাৎ পুনঃ ॥
চয়াদীন্ যান্তি সদ্যোঽপি দোষাঃ কালে বিশেষতঃ ॥৩৫॥

লঘু-রূক্ষাদিগুণবিশিষ্ট বায়ু গ্রীষ্মকালে লঘু-রূক্ষাদিগুণবিশিষ্ট ওষধি অর্থাৎ খাদ্য শস্যাদি ব্যবহারে লঘু-রূক্ষাদিগুণবিশিষ্ট দেহে সঞ্চিত হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে খাদ্য শস্যসমূহ লঘু-রূক্ষাদিগুণবিশিষ্ট হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য যে অধিক ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তির দেহও লঘু-রূক্ষাদিগুণসম্পন্ন হয়, বায়ুতেও ঐ সমস্ত গুণ বিদ্যমান, এজন্য গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয় হয়, কিন্তু প্রকুপিত হইতে পারে না, কারণ গ্রীষ্মকাল উষ্ণকাল, উষ্ণতা শীতগুণবিশিষ্ট বায়ুর বিরোধী, এই বিরুদ্ধ গুণ ঐ বায়ুকে কথঞ্চিৎ দমন করিয়া রাখে, এজন্য কুপিত হইতে পারে না। হেমন্ত-কালেও বায়ু ও শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়, কিন্তু পিত্ত প্রশমিত হয়।

এই যে সঞ্চয় বলা হইল, ইহা কালের স্বভাববশতঃ আহারবিহারের ব্যতিক্রম না ঘটিলেও হয়। আহারবিহারের ব্যতিক্রম ঘটিলে দোষসমূহ সদ্যঃ সদ্যই সঞ্চিত ও প্রকুপিত হয়, তবে কালস্বভাবানুসারেই বিশেষ করিয়া সঞ্চয়াদি ঘটে ॥৩৫॥

মতান্তরে বাতসঞ্চয়স্য লক্ষণম্।

স্বস্থানস্থস্য দোষস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ স্তব্ধকোষ্ঠতা।
আলস্যং চয়হেতৌ চ দোষস্য চয়লক্ষণম্ ॥৩৬॥

দোষসমূহ স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই চয় বলে। বায়ুর সঞ্চয় হইতে আরম্ভ হইলে কোষ্ঠদেশের স্তব্ধতা ও যে কারণে সঞ্চয় হইয়াছে সেই কারণের প্রতি আলস্য অর্থাৎ তাহার পুনর্ব্যবহারে অনিচ্ছা, এই দুইটি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৩৬॥

অথ প্রকুপিতস্য বাহ্যবায়োঃ লক্ষণানি।

অধুনা প্রকুপিতস্য বাহ্যবায়োঃ লক্ষণানি প্রদর্শ্যন্তে—

প্রকুপিতস্য খলু অস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানি ভবন্তি, তৎ যথা—শিখরিশিখরাবমথনম্, উন্মথনমনো-কহানাম্, উৎপীড়নং সাগরাণাম্, উদ্বর্ত্তনং সরসাং, প্রতি-সরণমাপগানাম্, আকম্পনঞ্চ ভূমেঃ, আধমনমম্বুদানাং,

নীহারনি-র্হ্রাদ-পাংশুসিকতা-মৎস্য-ভেকোরগক্ষাররুধিরাশ্মা-শনিবিসর্গঃ, ব্যাপাদনঞ্চ ষণ্ণামৃতূনাং, শস্যানামসঞ্জাতঃ, ভাবানাঞ্চাভাবকরণং, চতুর্যুগান্তকরাণাং মেঘসূর্য্যানলানিলানাং বিসর্গঃ ॥৩৭॥

জাগতিক বায়ু কুপিত হইলে সেই বায়ু পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহকে ভঙ্গ করিয়া ফেলে। বৃক্ষসমূহকে ভগ্ন ও উৎপাটিত করিতে পারে। সমুদ্রের জলরাশিকে উদ্বেলিত করিতে পারে। সরোবরসমূহের জলকেও তীর-ভূমিতে তুলিতে পারে। নদীসমূহের গতি-পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে। পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারে। মেঘসমূহকে গর্জ্জিত করাইতে পারে অর্থাৎ প্রবল ঝঞ্ঝাদ্বারা পরিচালিত মেঘসমূহের পরস্পর সঙ্ঘর্ষজনিত ঘোরতর গর্জ্জন হয়। শিশির-পতন, ধূলি, বালুকা, মৎস্য, ভেক, সর্প, ক্ষার, রক্ত, প্রস্তর বর্ষণ ও বজ্রপতন হয়। ছয়টি ঋতুর ব্যাপত্তি বা দুষ্টি, শস্যসমূহের পুষ্টির অভাব অথবা একেবারেই অনুৎপত্তি। নানাবিধ উপসর্গ, পদার্থসমূহের বিনাশ ও যুগান্তকারী মেঘ সূর্য্য অগ্নি ও বায়ুর প্রকাশ, অর্থাৎ প্রলয়কালোচিত মেঘ সূর্য্যাদি আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকে ধ্বংস পর্য্যন্ত করিতে পারে ॥৩৭॥

কিঞ্চ এবংবিধো হি বায়ুঃ বিবিধসংক্রামকরোগোৎপাদনেন গ্রামনগরাদীনাং বিধ্বংসকো ভবতি, তদ্‌যথা—

দূষিত বাহ্যবায়োঃ লক্ষণম্।

যথর্ত্তু বিষমম্, অতিস্তিমিতম্, অতিচলম্, অতিপরুষম্, অতিশীতম্, অত্যুষ্ণম্, অতিরূক্ষম্, অত্যভিষ্যন্দিনম্, অতিভৈরবারাবম্, অতিপ্রতিহতপরস্পরগতিম্, অতিকুণ্ডলিনম্, অসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতম্ ইতি ॥৩৮॥

যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু প্রবাহিত হওয়া উচিত, যদি তাহার বিপরীতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয় অর্থাৎ প্রবল গ্রীষ্মে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই জানিতে হইবে। অতিশয় আর্দ্র বায়ু, অতিদ্রুত প্রবাহিত বায়ু, অতিরিক্ত কর্কশ বায়ু, অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ বায়ু, অতিশয় রূক্ষ অর্থাৎ যে বায়ু মনুষ্যদিগের দেহের স্নিগ্ধতা নষ্ট করিয়া রূক্ষতা উৎপাদন করে তাদৃশ বায়ু, অতি-

শয় অভিষ্যন্দি অর্থাৎ যে বায়ু শরীরকে অত্যন্ত ক্লিন্ন (ম্যাজ্‌ম্যেজে ভাব) করে, তাদৃশ বায়ু, ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত যে বায়ু প্রবাহিত হয়, পরস্পর প্রতিহত গতিবিশিষ্ট বায়ু, কুণ্ডলীকৃত অর্থাৎ ঘূর্ণিত বায়ু, অনিষ্টজনক গন্ধ ধূম বাষ্প বালুকা ও ধূলি সংসৃষ্ট বায়ু নানাবিধ সংক্রামক রোগ উৎপাদন করিয়া গ্রাম নগরাদিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দেয় ॥৩৮॥

বাহ্যবায়োঃ দুষ্টিনিদানং কর্ম্ম চ।

কিঞ্চ, বীজাণুস্পৃষ্টো বায়ুঃ তথা একস্মিন্নেব রুদ্ধদ্বারগৃহে স্থিতানাং বহূনাং জনানাং নিশ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সংসৃষ্টঃ তদ্‌গৃহস্থবায়ুঃ দূষিতঃ গৃহস্থানাং সর্ব্বেষাং বিবিধরোগজনকো ভবতি। মহানগরীষু এবংপ্রকারেণ দূষিতো বায়ুঃ নিশ্বাসোচ্ছ্বাসবেগেন নাসয়া অন্তঃপ্রবিশ্য নরান্ ক্ষয়শ্বাসাদিনা আক্রান্তান্ করোতি ॥৩৯॥

আরও বীজাণুমিশ্র বায়ু ও বায়ুচলাচলশূন্য একই গৃহে বহু ব্যক্তি অবস্থান করিলে তাহাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সেই গৃহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া গৃহে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদিগের সকলকেই পীড়িত করে। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীসমূহে এই প্রকারে দূষিত বায়ু শ্বাসবেগে নাসারন্ধ্র দ্বারা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাস যক্ষ্মা ও দূষিত জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে ॥৩৯॥

অথ প্রকুপিতস্য বায়োঃ কর্ম্মাদিকম্।

এবংরীত্যা প্রকুপিতস্য বৃদ্ধিলক্ষণস্য বায়োঃ কর্ম্ম-বর্ণ-রোগাশ্চ প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

কুপিতস্তু খলু শরীরে শরীরং নানাবিধৈর্ব্বিকারৈরুপতপতি বল-বর্ণ-সুখায়ুষামুপঘাতায়, মনো ব্যাহর্ষয়তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপহন্তি, বিনিহন্তি গর্ভান্, বিকৃতিমাপাদয়তি, অতিকালং ধারয়তি, ভয়-শোক-মোহদৈন্যাতিপ্রলাপান্ জনয়তি, প্রাণাংশ্চোপরুণদ্ধি। তথা তং তং শরীরাবয়বমাবিশতঃ স্রংসভ্রংশ-ব্যাসভেদ-সাদহর্ষতর্ষকম্পবর্ত্তচালতোদব্যথাচেষ্টাদ্যা-

তথা খরপরুষবিশদ-সুষিরারুণবর্ণ-কষায়-বিরস-মুখ-শোষ-শূল সুপ্তি-সঙ্কোচন-স্তম্ভন-খঞ্জতাদীনি বায়োঃ কর্ম্মাণি ॥৪০॥

শারীরিক বায়ু প্রকুপিত হইলে সেই কুপিত বায়ু বল, শারীরিক বর্ণ, সুখ ও আয়ুর অথবা সুখপ্রদ আয়ুর ব্যাঘাত উৎপাদনের নিমিত্ত নানাবিধ রোগ দ্বারা দেহকে পীড়িত করে। মানসিক বিষণ্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে অসামর্থ্য, গর্ভনাশ, গর্ভের বিকৃতি, অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রসবের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও গর্ভকে নিঃসৃত হইতে দেয় না। অকারণ ভয়, শোক অর্থাৎ শোকার্ত্ত ব্যক্তির মনের যে অবস্থা হয় তদ্রূপ মনোভাব, মোহ, চিত্তের দীনতা, অসম্বদ্ধভাষণ ইত্যাদি বিকৃতি সম্পাদন করে, অতি প্রবলভাবে প্রকুপিত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। আর উক্তরূপে প্রকুপিত বায়ু শরীরের যে যে অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সেই অংশের শৈথিল্য, ভ্রংশ অর্থাৎ স্বস্থান হইতে দূরে চালনা, বিস্তৃতি সম্পাদন, ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, অবসাদ, রোমাঞ্চ, পিপাসা, কম্প, বর্ত্ত অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ পিণ্ডাকৃতি সম্পাদন, কম্প, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা ও বিকৃত চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা ছাড়াও দেহের খরত্ব, কার্কশ্য, বৈশদ্য, ছিদ্রীভাব, অরুণ বর্ণতা, মুখের আস্বাদ কষায় অথবা একটা বিকৃত স্বাদবিশিষ্ট হয়, মুখশোষ, শরীরে স্থানে স্থানে শূলাঘাতে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভব হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সঙ্কোচ, স্তব্ধতা ও খঞ্জতা, এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাইলে জানিতে হইবে যে, ইহা প্রকুপিত বায়ুরই কর্ম্ম ॥৪০॥

মতান্তরম্।

বাতবৃদ্ধৌ বাক্‌পারুষ্যং, কার্শ্যং, কার্ষ্ণ্যং, গাত্রস্ফুরণম্,
উষ্ণকামিতা, নিদ্রানাশঃ, অল্পবলত্বং, গাঢ়বর্চস্ত্বঞ্চ ॥৪১॥

বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বাক্যের কর্কশতা, দেহের কৃশতা ও কৃষ্ণবর্ণতা, গাত্রস্পন্দন, উষ্ণদ্রব্য ব্যবহারেচ্ছা, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য ও মলকাঠিন্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৪১॥

মতান্তরম্।

বাতে বৃদ্ধে ভবেৎ কার্শ্যং পারুষ্যঞ্চোষ্ণকামিতা।
গাঢ়ং মলং বলঞ্চাল্পং গাত্রস্ফূর্ত্তির্ব্বিনিদ্রতা ॥৪২॥

বায়ু বৃদ্ধি হইলে দেহের কৃশতা ও কার্কশ্য, উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহারে অভিলাষ, মলের গাঢ়তা, দৌর্ব্বল্য, গাত্র-স্পন্দন ও অনিদ্রা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৪২॥

মতান্তরম্।

— বৃদ্ধস্তু কুরুতেঽনিলঃ।
কার্শ্যকার্ষ্ণ্যোষ্ণকামিত্ব-কম্পানাহশকৃদ্‌গ্রহান্।
বলনিদ্রেন্দ্রিয়ভ্রংশ-প্রলাপভ্রমদীনতাঃ ॥৪৩॥

বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহের কৃশতা ও কৃষ্ণবর্ণতা, উষ্ণাভিলাষিতা, কম্প, আনাহ অর্থাৎ মলবদ্ধতার সহিত পেটে বেদনা, মলনিরোধ বা মলকাঠিন্য, দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, ইন্দ্রিয়সমূহের অসামর্থ্য, অসম্বদ্ধভাষিতা, ভ্রম ও চিত্তের দীনতা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় ॥৪৩॥

অপরঞ্চ—

আধ্মানস্তম্ভরৌক্ষ্যস্ফুটনবিমথনক্ষোভকম্পপ্রতোদাঃ
কণ্ঠধ্বংসাবসাদৌ শ্রমকবিলপনং ধ্বংসশূলপ্রভেদাঃ।
পারুষ্যং কর্ণনাদো বিষয়পরিণতিভ্রংশদৃষ্টিপ্রমোহাঃ
বিস্পন্দোদ্‌ঘট্টনানি গ্লপনমশয়নং তাড়নং পীড়নঞ্চ ॥
নামোন্মামৌ বিষাদো ভ্রমপরিপতনং জৃম্ভণং রোমহর্ষো
বিক্ষেপাক্ষেপশোষগ্রহণশুষিরতাচ্ছেদনং বেষ্টনঞ্চ।
বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণো বা তৃড়পি চ মহতী স্বাপবিশ্লেষসঙ্গাঃ
বিদ্যাৎ কর্ম্মাণ্যমূনি প্রকুপিতমরুতঃ স্যাৎ কষায়ো রসশ্চ ॥৪৪॥

আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা, স্তব্ধতা, রূক্ষতা, ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব, কোন দ্রব্যকে মন্থন করিলে যে ভাব হয়, শরীরে সেইরূপ একটা অস্বস্তি অনুভব, কোন স্থানকে চালনা করিলে যেরূপ অনুভব হয়, দেহে সেইরূপ একটা চলনভাবের অনুভূতি, কম্প, সূচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব, স্বরভেদ অথবা গলা খুস্ খুস্ করা, অবসন্নতা, পরিশ্রম না করিয়াও শ্রান্তিবোধ, অসম্বদ্ধ-ভাষণ, দেহের শিথিলতা, শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণানুভব, কোন অপেক্ষাকৃত স্থূলাগ্র

পদার্থ দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেরূপ অনুভূতি হয় সেইরূপ ভাব, দেহের কর্কশতা, কাণের মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ হওয়া, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ার অল্পতা অথবা অভাব, দৃষ্টি-বিভ্রম, কখন মনে হয় নীচে নামিয়া যাইতেছে, কখন বা মনে হয় উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যাইতেছে, বিষণ্ণতা, ভ্রম, পড়িয়া যাওয়া, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উঠা, রোমাঞ্চ, কোন দ্রব্য ছুড়িয়া মারিলে যেরূপ আঘাত লাগে সেইরূপ অনুভব, আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি, দেহের বা দেহাবয়বের শুষ্কতা বা মুখশোষ, গ্রহণ অর্থাৎ আকর্ষণের ন্যায় অনুভব, শরীরের ছিদ্রতা অর্থাৎ ক্ষতাদি হইলে সেই স্থানে গভীর ছিদ্র হওয়া, কোন দ্রব্য দ্বারা দেহকে বেষ্টন করিলে যে ভাব হয়, সেইরূপ অনুভব, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, প্রবল পিপাসা, অনিদ্রা, মলবদ্ধতা, স্পন্দন, কেহ যেন দেহের মধ্যে ঘাঁটিতেছে এইরূপ অনুভব, গ্লানিবোধ, কেহ যেন দণ্ড দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ অনুভব, দেহে বেশী টিপিলে যে ভাব হয় সেইরূপ অনুভব, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সন্ধিস্থানের বিশ্লিষ্টতা, মুখের কষায় আস্বাদ, বায়ু কুপিত হইলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৪৪॥

অথ প্রকুপিতবায়োঃ কর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গেন বায়োর্বর্ণা অপি নিরূপ্যন্তে, তদ্‌যথা—বর্ণাস্তু খলু শ্যাবারুণকৃষ্ণাঃ ॥৪৫॥

বায়ুর বর্ণ—শ্যাব অরুণ ও কৃষ্ণ ॥৪৫॥

অথ ক্ষীণবায়োঃ কর্ম্ম।

বৃদ্ধস্য বায়োঃ কর্ম্মাদিকং প্রদর্শ্য ইদানীং ক্ষীণলক্ষণস্য প্রকুপিতস্য বায়োঃ কর্ম্মাণি প্রদর্শ্যন্তে, যদুক্তং—

তত্র বাতক্ষয়ে মন্দচেষ্টতা, অল্পবাক্‌ত্বম্, অপ্রহর্ষতা, মূঢ়-সংজ্ঞতা চ ॥৪৬॥

যে পরিমাণ বায়ু দেহে থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, তদপেক্ষা বায়ুর অল্পতা ঘটিলে সর্ব্ববিধ কার্য্যে অনুৎসাহ, বাক্যপ্রয়োগে অনিচ্ছা, হর্ষাভাব ও সংজ্ঞার অল্পতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৪৬॥

মতান্তরম্।

লিঙ্গং ক্ষীণেঽনিলেঽঙ্গস্য সাদোঽল্পং ভাষিতেহিতম্।
সংজ্ঞামোহস্তথা শ্লেষ্ম-বৃদ্ধ্যুক্তাময়সম্ভবঃ ॥৪৭॥

বায়ু ক্ষয় হইলে অঙ্গের অবসন্নতা, বাক্য ও চেষ্টার অল্পতা, অর্থাৎ অল্প-ভাষিতা ও কার্য্যে অনুৎসাহ, সংজ্ঞার অভাব এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে যে সমস্ত রোগ হইতে পারে সেই সমস্ত রোগ প্রকাশ, এই সমস্ত লক্ষণ হয় ॥৪৭॥

মতান্তরম্।

বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা ॥৪৮॥

বায়ু ক্ষয় হইলে অল্পচেষ্টতা, অল্পভাষিতা ও সংজ্ঞাভাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৪৮॥

মতান্তরম্।

ক্ষীণা জহতি স্বং লিঙ্গম্ ॥৪৯॥

বাতাদি দোষসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের স্বাভাবিক লক্ষণের অভাব অথবা অল্পতা প্রকাশ পায় ॥৪৯॥

অথ মতান্তরম্।

বাতে পিত্তে কফে চৈব ক্ষীণে লক্ষণমুচ্যতে।
কর্ম্মণঃ প্রাকৃতাদ্ধানিঃ বৃদ্ধির্বাঽপি বিরোধিনাম্ ॥৫০॥

বায়ু পিত্ত ও কফ ক্ষয় হইলে তাহাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মের হানি অথবা বিরোধী দোষসমূহের বৃদ্ধি, এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয় ॥৫০॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বাতজরোগাঃ।

ইদানীং বাতজনিতরোগাঃ প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

নখভেদশ্চ, বিপাদিকা চ, পাদশূলশ্চ, পাদভ্রংশশ্চ, সুপ্তপাদতা চ, বাতখুড্ডকা চ, গুল্‌ফগ্রন্থিশ্চ, পিণ্ডিকো দ্বেষ্টনঞ্চ, গৃধ্রসী চ, জানুভেদশ্চ, জানুবিশ্লেষশ্চ, ঊরুস্তম্ভশ্চ, ঊরুসাদশ্চ, পাঙ্গুল্যঞ্চ, গুদভ্রংশশ্চ, গুদার্ত্তিশ্চ, বৃষণোৎ-ক্ষেপশ্চ, শেফস্তম্ভশ্চ, বঙ্ক্ষণানাহশ্চ, শ্রোণিভেদশ্চ, বিড়্‌ভেদশ্চ, উদাবর্ত্তশ্চ, খঞ্জত্বঞ্চ, কুব্জত্বঞ্চ, বামনত্বঞ্চ, ত্রিকগ্রহশ্চ, পৃষ্ঠগ্রহশ্চ, পার্শ্বাবমর্দশ্চ, উদরাবেষ্টশ্চ, হৃন্মোহশ্চ, হৃদ্দ্রাবশ্চ, বক্ষউদ্ঘর্ষশ্চ, বক্ষ-উপরোধশ্চ, বাহু-শোষশ্চ, গ্রীবাস্তম্ভশ্চ, মন্যাস্তম্ভশ্চ, কণ্ঠোদ্ধ্বংসশ্চ, হনু-তাড়শ্চ, ওষ্ঠভেদশ্চ, দন্তভেদশ্চ, দন্তশৈথিল্যঞ্চ, মূকত্বঞ্চ, বাক্‌সঙ্গশ্চ, কষায়াস্যতা চ, মুখশোষশ্চ, অরসজ্ঞতা চ, অগন্ধজ্ঞতা চ, ঘ্রাণনাশশ্চ, কর্ণশূলশ্চ, অশব্দশ্রবণঞ্চ, উচ্চৈঃশ্রুতিশ্চ, বাধির্য্যঞ্চ, বর্ত্মস্তম্ভশ্চ, বর্ত্মসঙ্কোচশ্চ, তিমি-রশ্চ, অক্ষিশূলশ্চ, অক্ষিব্যুদাসশ্চ, ভ্রূব্যুদাসশ্চ, শঙ্খভেদশ্চ, ললাটভেদশ্চ, শিরোরুক্‌ চ, কেশভূমিস্ফুটনঞ্চ, অর্দিতঞ্চ, একাঙ্গরোগশ্চ, সর্ব্বাঙ্গরোগশ্চ, পক্ষবধশ্চ, আক্ষেপকশ্চ, দণ্ডকশ্চ, শ্রমশ্চ, ভেদশ্চ, বেপথুশ্চ, জৃম্ভা চ, বিষাদশ্চ,

অতিপ্রলাপশ্চ, গ্লানিশ্চ, রৌক্ষ্যঞ্চ, পারুষ্যঞ্চ, শ্যাবারুণাভাসতা চ, অস্বপ্নশ্চ, অনবস্থিতত্বঞ্চ ইত্যশীতির্বাতবিকারা বাতবিকারাণামপরিসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১॥

নখমধ্যে ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, বিপাদিকা, পাদদেশে শূলবিদ্ধ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, পদস্খলন, পদদ্বয়ে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, খুড্ডকাবাত অর্থাৎ গ্রন্থিবাত, পাদের গুল্ফদেশে গ্রন্থির উৎপত্তি, জানুদ্বয়ের অধোভাগস্থ মাংসপিণ্ডে (পায়ের ডিমে) দণ্ডাদিদ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, গৃধ্রসী, জানুদ্বয়ে ভঙ্গবৎ পীড়া অনুভব, জানুদ্বয়ের সন্ধিবিশ্লেষ, উরুস্তম্ভ, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, পঙ্গুতা, গুদভ্রংশ, মলদ্বারে যন্ত্রণা, বৃষণদ্বয়ের উৎক্ষেপ অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যাওয়া, লিঙ্গের স্তব্ধতা, কুঁচ্কিতে বন্ধনের ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব, শ্রোণিদেশে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, মলভেদ, উদাবর্ত্ত, খঞ্জতা, কুব্জতা, বামনতা, ত্রিকদেশে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নিম্নে বা উর্দ্ধভাগে বেদনা, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পার্শ্বদ্বয়ে যন্ত্রণা, উদরে আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় যন্ত্রণা, হৃদয়ের মোহ অর্থাৎ শূন্যতা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, বক্ষোদেশে আলোড়নের ন্যায় যন্ত্রণা, কোন গুরুভার চাপাইয়া দিলে যেরূপ ক্লেশ হয় বক্ষোদেশে সেইরূপ ক্লেশানুভব, বাহুদেশের শুষ্কতা, গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠোদ্ধংস অর্থাৎ গলা খুস্‌ খুস্‌ করা, হনুদ্বয়ে (চোয়াল) আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় যন্ত্রণা, অথবা হনুস্তম্ভ, ফাটিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় ওষ্ঠ ও দন্তে সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব, দন্তশিথিলতা, মূকতা, বাক্‌সঙ্গ অর্থাৎ কথা জড়াইয়া যাওয়া, মুখের কষায় আস্বাদ, মুখশোষ, রসজ্ঞানের অভাব, গন্ধগ্রহণশক্তির অভাব, গন্ধজ্ঞানের অভাব, কর্ণশূল, শব্দশ্রবণে অশক্তি অর্থাৎ কিসের শব্দ হইতেছে তাহা অনুভব করিতে না পারা, অথবা কোনদিকে কোন শব্দ না হইলেও যেন শব্দ হইতেছে এইরূপ অনুভব, উচ্চৈঃশ্রুতি অর্থাৎ চীৎকার করিয়া বলিলে তবে শুনিতে পায়, নচেৎ শুনিতে পায় না, বধিরতা, বর্ত্মস্তম্ভ অর্থাৎ নিমেষোন্মেষশক্তির অভাব, বর্ত্মসঙ্কোচ অর্থাৎ কষ্টে উন্মীলন ও নিমীলনক্রিয়া সম্পাদন, তিমির অর্থাৎ দৃষ্টিমান্দ্য, (ছানি) চক্ষুতে যন্ত্রণাবোধ, চক্ষুর নানাবিধ বিকৃতি, ভ্রূদ্বয়ের নানাবিধ বিকৃতি, শঙ্খদ্বয়ে (রগ) ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, ললাটদেশেও উক্তরূপ যাতনা, শিরঃপীড়া, শিরোদেশে কেশের নিম্নে ফাটা ফাটা ভাব, অর্দ্দিত, একাঙ্গবাত,সর্ব্বাঙ্গবাত, পক্ষাঘাত, আক্ষেপক, দণ্ডাপতানক, শ্রম না করিলেও শ্রান্তিবোধ, ভ্রম, কম্প, জৃম্ভা, বিষণ্ণতা, অসম্বদ্ধ ভাষণ, হর্ষাভাব,

দেহের রূক্ষতা ও কার্কশ্য, শ্যাব (শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রবর্ণ) বা অরুণাভতা, অনিদ্রা, চাঞ্চল্য, বায়ুজন্য অসংখ্য রোগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রধান এই আশী প্রকার রোগের বিষয় বলা হইল ॥১॥

প্রকারান্তরম্।

সঙ্কোচঃ পর্ব্বণাং স্তম্ভো ভঙ্গোঽস্থ্নাং পর্ব্বণামপি।
রোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ ॥
খাঞ্জ্য-পাঙ্গুল্য-কুব্জত্বং শোষোঽঙ্গানামনিদ্রতা।
গর্ভ-শুক্র-রজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা ॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রূণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্।
ভেদস্তোদোঽর্ত্তিরাক্ষেপো মোহশ্চায়াস এব চ ॥
এবংবিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ ॥২॥

শিরা প্রভৃতির সঙ্কোচ, পর্বসমূহের স্তব্ধতা ও ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, অস্থিসমূহেও উক্তরূপ যন্ত্রণা, রোমাঞ্চ, অসম্বদ্ধভাষণ, হস্ত, পৃষ্ঠ ও শিরোদেশে বেদনা, খঞ্জতা, কুব্জতা, পঙ্গুতা, অঙ্গসমূহের শুষ্কতা, অনিদ্রা, অকালে গর্ভনিঃসারণ অথবা গর্ভোৎপত্তিতে বিঘ্নোৎপাদন, শুক্রের বিকৃতি অথবা অল্পতাসম্পাদন, রজঃশোণিতের নিরোধ অথবা বিকৃতি প্রভৃতি সম্পাদন, গাত্রস্পন্দন, গাত্রের সুপ্তি অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিস্পর্শজ্ঞানের অভাব, মাথা বসিয়া যাওয়া, নাক বসিয়া বা বাঁকিয়া যাওয়া, অক্ষিব্যুদাস অর্থাৎ চক্ষুর বিকৃতি, বক্ষঃস্থলের উপরোধ অর্থাৎ চাপ ধরিয়া থাকা, ঘাড় বসিয়া যাওয়া, ভেদ অর্থাৎ বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, সূচীবিদ্ধ করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, আক্ষেপ, মোহ, পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তিবোধ, বায়ু কুপিত হইলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥২॥

প্রকারান্তরম্।

স্রংসব্যাসবধস্বাপ-সাদরুক্তোদভেদনম্।
সঙ্গাঙ্গভঙ্গসঙ্কোচ-বর্ত্তহর্ষণতর্ষণম্ ॥
কম্পপারুষ্যশৌষির্য্য-শোষস্পন্দনবেষ্টনম্।
স্তম্ভঃ কষায়রসতা বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণোঽপিবা ॥
কর্ম্মাণি বায়োঃ " ॥৩॥

সন্ধিস্থানসমূহের শিথিলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ, মুদ্‌গরাদি দ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ বেদনা হয় সেইরূপ বেদনানুভূতি, স্পর্শানভিজ্ঞতা, অঙ্গের অবসন্নতা, নানাবিধ যন্ত্রণা, সূচীবেধের ন্যায় যাতনা, কোনও অঙ্গ অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, তদনুরূপ যন্ত্রণা, মলমূত্রাদির নিরোধ, অঙ্গসমূহকে ভাঙ্গিয়া দিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা, শিরা প্রভৃতির সঙ্কোচ, বর্ত্ত অর্থাৎ মলপ্রভৃতির পিণ্ডীভাব বা কাঠিন্য, রোমাঞ্চ, পিপাসা, কম্প, শরীরের কার্কশ্য, শৌষির্য্য অর্থাৎ অস্থিসমূহের ছিদ্র, শোষণ ক্রিয়া, স্পন্দন, বেষ্টন অর্থাৎ আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় অস্বাচ্ছন্দ্য, স্তব্ধতা, মুখের কষায় স্বাদ, শ্যাব অর্থাৎ ধূসরবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ এইগুলি বায়ুর কার্য্য ॥৩॥

ইদানীং স্থানবিশেষাশ্রিতানাং তথা আবৃতানাঞ্চ পঞ্চবিধানাং প্রকুপিতবাতানাং রূপাণি লিখ্যন্তে।

কুপিত বায়ুপঞ্চকানামনিষ্টকারিতা।

বিমার্গস্থা হ্যযুক্তা বা রোগৈঃ স্বস্থানকর্ম্মজৈঃ।
শরীরং পীড়য়ন্ত্যেতে প্রাণানাশু হরন্তি বা ॥৪॥

এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বিমার্গগামী অথবা বিকৃত হইলে সেই সেই বায়ুর স্থানজাত ও কর্ম্মজাত রোগের দ্বারা এই শরীরকে পীড়িত করে ॥৪॥

অথ কোষ্ঠাশ্রিতবায়োর্লক্ষণম্।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে ॥৫॥

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু দুষ্ট হইলে মলমূত্রের নিরোধ, ব্রধ্ন বা কুঁচ্‌কি বা বাগী, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্ববেদনা হয় ॥৫॥

অথ সর্ব্বাঙ্গাশ্রিতবায়োর্লক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনম্।
বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ ॥৬॥

বায়ু সর্ব্বদেহকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে গাত্রের স্পন্দন ও ভঙ্গের

ন্যায় যন্ত্রণা হয়। সন্ধিসমূহ বেদনা দ্বারা ব্যাপ্ত ও ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হয় ॥৬॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়স্তোদ-ভেদস্ফুরণভঞ্জনম্।
স্তম্ভমাক্ষেপকং স্বাপং সন্ধ্যাকুঞ্চন-কম্পনম্ ॥৭॥

সর্ব্বাঙ্গে বায়ু কুপিত হইলে তোদ, ভেদ, স্পন্দন ও ভঙ্গের ন্যায় যন্ত্রণা, স্তব্ধতা, আক্ষেপ, স্পর্শানভিজ্ঞতা এবং সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ ও কম্পন এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৭॥

অথ গুদাশ্রিতবায়োর্লক্ষণম্।

গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ।
জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠ-রোগশোষৌ গুদে স্থিতে ॥ ৮॥

অপান দেশে বায়ু কুপিত হইলে মল মূত্র ও বায়ুর নিরোধ, শূল, আধ্মান, অশ্মরী, শর্করা এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিকদেশ, পাদ ও পৃষ্ঠদেশে নানাপ্রকার যন্ত্রণা ও ঐ সমস্ত অঙ্গের শুষ্কতা উপস্থিত হয় ॥৮॥

অথ আমাশয়াশ্রিতবায়োর্লক্ষণম্।

হৃন্নাভিপার্শ্বোদররুক্ তৃষ্ণোদ্গারবিসূচিকাঃ।
কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে ॥৯॥

বায়ু আমাশয়ে কুপিত হইলে হৃদয়, নাভি, পার্শ্বদ্বয় ও উদরে বেদনা, পিপাসা, উদ্গার ও বিসূচিকা, কাস, গলা ও মুখ শুকাইয়া যাওয়া ও শ্বাস এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৫৯॥

কিঞ্চ, বাতে আমাশয়গতে ছর্দ্দি-মোহ-মূর্চ্ছাদীনি অন্যান্যপি বহূনি লক্ষণানি উৎপদ্যন্তে ॥১০॥

অন্যচ্চ—

আমাশয়ে তৃড়্বমথু-শ্বাসকাসবিসূচিকাঃ।
কণ্ঠোপরোধমুদ্গারান্ ব্যাধীনূর্দ্ধঞ্চ নাভিতঃ ॥১১॥

আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া বায়ু কুপিত হইলে, পিপাসা, বমন, শ্বাস, কাস, বিসূচিকা, কণ্ঠরোধ, উদ্গারাধিক্য এবং নাভির ঊর্দ্ধদেশে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয় ॥১১॥

অথ পক্বাশয়াশ্রিতবায়োর্লক্ষণম্।

পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্ ॥১২॥

বায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হইলে অন্ত্রকূজন, উদরে শূল, আটোপ অর্থাৎ গুড়্ গুড়্ শব্দ, অতিক্লেশে মলমূত্রনির্গম, আনাহ অর্থাৎ পেট কষিয়া ধরা ও ত্রিকদেশে বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥১২॥

অপরঞ্চ—

তত্র পক্বাশয়ে ক্রুদ্ধঃ শূলানাহান্ত্রকূজনম্।
মলরোধাশ্মব্রধ্নার্শস্ত্রিকপৃষ্ঠকটিগ্রহম্ ॥
করোত্যধরকায়েষু তাংস্তান্ কৃচ্ছ্রানুপদ্রবান্ ॥১৩॥

বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলে উদরে শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, আনাহ, অন্ত্রকূজন, মলবদ্ধতা, অশ্মরী, ব্রধ্ন বা কুঁচ্কিফুলা (বাগী), অর্শ, মেরুদণ্ডের নিম্নে পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে বেদনা এবং অধ-অঙ্গে নানাপ্রকার পীড়া এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥১৩॥

অথ শ্রোত্রাদিগতবায়োর্লক্ষণম্।

শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাদ্দুষ্টসমীরণঃ ॥১৪॥

শ্রোত্র নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানসমূহে বায়ু প্রকুপিত হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥১৪॥

অথ ত্বগ্গতবায়োর্লক্ষণম্।

ত্বগ্রূক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে।
আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুক্ ত্বগ্গতেঽনিলে ॥১৫॥

ত্বগ্গত অর্থাৎ রসগত বায়ু কুপিত হইলে গাত্রত্বক্ রূক্ষ অর্থাৎ ফাটা

ফাটা ভাব, স্পর্শবোধের অভাব, কৃশ অর্থাৎ চামড়া অত্যন্ত পাত্‌লা ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, ত্বকে স্বচীবেধের ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আতত অর্থাৎ বিস্তৃতের ন্যায় হয় অর্থাৎ চড়্ চড়্ করে। রক্তবর্ণ হয় ও পর্ব্বসমূহে ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা হয় ॥১৫॥

অথ রক্তগতবায়োর্লক্ষণম্।

রুজাস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতাঽরুচিঃ।
গাত্রে চারূংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্‌গতেঽনিলে ॥১৬॥

রক্তগত হইয়া বায়ু কুপিত হইলে দেহে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণোৎপত্তি ও আহারান্তে দেহের স্তব্ধতা অথবা ভুক্তান্নের বিষ্টব্ধতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৬॥

অন্যচ্চ—

রক্তে তীব্রা রুজঃ স্বাপং তাপং রাগং বিবর্ণতাম্।
অরূংষ্যন্নস্য বিষ্টম্ভমরুচিং কৃষ্ণতাং ভ্রমম্ ॥১৭॥

বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে তীব্র যন্ত্রণা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, দৈহিক সন্তাপ, রক্তবর্ণতা অথবা বৈবর্ণ্য, ব্রণ, অন্নের বিষ্টব্ধতা, অরুচি, কৃষ্ণবর্ণতা ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৭॥

অথ মাংস-মেদোগতবায়োর্লক্ষণম্।

গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা।
সরুক্ শ্রমিতমত্যর্থং মাংস-মেদোগতেঽনিলে ॥১৮॥

বায়ু মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে অঙ্গ অত্যন্ত ভার বোধ হয়। স্বচীবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ও কোনও দণ্ড বা মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। সর্ব্বদেহে বেদনা, দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস নিক্ষেপ করে, অথবা পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তি বোধ হয় ॥১৮॥

অপরঞ্চ—

মাংসমেদোগতে গ্রন্থীংস্তোদাঢ্যান্ কর্কশান্ ভ্রমম্।
গুর্ব্বঙ্গং চাতিরুক্ স্তব্ধং মুষ্টিদণ্ডহতোপমম্ ॥১৯॥

মাংস ও মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া বায়ু কুপিত হইলে তোদাদিসংযুক্ত ও কর্কশ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। আর ভ্রম, অঙ্গের গুরুত্ব, মুষ্টি এবং দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা ও স্তব্ধতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৯॥

রক্ত-মাংসমেদোগতবায়ুনাং লক্ষণান্তরম্।

ব্রণাংশ্চ রক্তগো গ্রন্থীন্ সশূলান্ মাংসসংশ্রিতঃ।
তথা মেদঃশ্রিতঃ কুর্য্যাৎ গ্রন্থীন্ মন্দরুজোঽব্রণান্ ॥২০॥

রক্তগত বায়ু কুপিত হইলে ব্রণসমূহ উৎপাদন করে। মাংসগত বায়ু কুপিত হইলে শূলসংযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এবং মেদোগত বায়ু কুপিত হইলে অল্প যন্ত্রণাযুক্ত ও ব্রণবিহীন গ্রন্থি সমূহ উৎপন্ন হয় ॥২০॥

অথ মজ্জাস্থিগতবায়োর্লক্ষণম্।

ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধি-শূলং মাংস-বলক্ষয়ঃ।
অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থিকুপিতেঽনিলে ॥২১॥

বায়ু মজ্জা ও অস্থিকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ যন্ত্রণা, সর্ব্বসন্ধিতে শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, মাংসক্ষয় অর্থাৎ কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা ও সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা বোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥২১॥

অন্যচ্চ—

অস্থিশোষঞ্চ ভেদঞ্চ কুর্য্যাৎ শূলঞ্চ তচ্ছ্রিতঃ ॥২২॥

বায়ু অস্থিকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে অস্থিসমূহের শুষ্কতা ও অস্থি বিদ্ধ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ এবং শূল বিদ্ধের ন্যায়যন্ত্রণা উৎপাদন করে ॥২২॥

কিঞ্চ—

অস্থিস্থঃ সক্থিসন্ধ্যস্থি-শূলং তীব্রং বলক্ষয়ম্।
মজ্জস্থোঽস্থিষু শৌষির্য্যমস্বপ্নং স্তব্ধতাং রুজম্ ॥২৩॥

বায়ু অস্থিগত হইয়া কুপিত হইলে উরুদেশ সন্ধিস্থল ও অস্থিসমূহে শূল-বিদ্ধের ন্যায় তীব্র বেদনা, বলহ্রাস, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়। আর বায়ু মজ্জাগত

হইয়া কুপিত হইলে অস্থিসমূহের মধ্যে ছিদ্র, নিদ্রার অভাব, দেহের স্তব্ধতা ও বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ॥২৩॥

অপরঞ্চ—

বাতে মজ্জগতে পীড়া ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি ॥২৪॥

বায়ু মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে কোনও সময়ের জন্যই যন্ত্রণার উপশম হয় না, সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা অনুভব হয় ॥২৪॥

অথ শুক্রগতবায়োর্লক্ষণম্।

ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা।
বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ ॥২৫॥

বায়ু শুক্রগত হইয়া কুপিত হইলে শুক্র ও গর্ভকে অতি সত্বর নিঃসারিত করিয়া দেয় অথবা দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, আর ঐ শুক্র ও গর্ভের বিকৃতি সম্পাদন করে ॥২৫॥

অথ স্নায়ুগতবায়োর্লক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তরায়ামং খল্লীং কৌব্জমথাপি বা ॥২৬॥

বায়ু স্নায়ুগত হইয়া কুপিত হইলে একাঙ্গে অথবা সর্ব্বাঙ্গেই বিবিধ পীড়া, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী ও কুব্জতা উৎপাদন করে ॥২৬॥

অথ শিরাগতবায়োর্লক্ষণম্।

শরীরং মন্দরুক্শোথং শুষ্যতি স্পন্দতেঽপি বা।
সুপ্তাস্তন্ব্যো মহত্যো বা শিরা বাতে শিরাগতে ॥২৭॥

বায়ু শিরাকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে দেহে অল্প অল্প যন্ত্রণা, অল্প অল্প শোথ, শিরাসমূহ শুষ্ক হইয়া যায়, শিরাসমূহের স্পন্দন অথবা একেবারেই নিস্পন্দন, শিরাসমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম অথবা অতিশয় স্ফীত হয় ॥২৭॥

শিরা-স্নায়ুগতবাতয়োর্লক্ষণান্তরম্।

কুর্য্যাৎ শিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম্।
স্নায়ুপ্রাপ্তঃ স্তম্ভকম্পৌ শূলমাক্ষেপণং তথা ॥২৮॥

শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে শিরাসমূহে শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, শিরাসমূহের সঙ্কোচ অথবা পূরণ অর্থাৎ স্ফীতিভাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আর বায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে স্নায়ুসমূহের স্তব্ধতা অর্থাৎ নিশ্চল ভাব, কম্প, শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ও আক্ষেপ অর্থাৎ চালনা হয় ॥২৮॥

অন্যচ্চ—

"—শিরাস্বাধ্মানরিক্ততে।

তৎস্থঃ স্নায়ুস্থিতঃ কুর্য্যাৎ গৃধ্রস্যায়ামকুব্জতাঃ ॥২৯॥

বায়ু শিরাসমূহে অবস্থিত হইয়া কুপিত হইলে শিরাসমূহের আধ্মান অর্থাৎ বায়ু দ্বারা পূরণ, অথবা শিরাসমূহের শূন্যতা; আর স্নায়ুসমূহকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে গৃধ্রসী, অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম ও কুব্জতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥২৯॥

শোণিতোচ্ছ্বাসস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

দেশেঽস্মিন্ ইদানীং "ব্লাড্ প্রেশার" ইতি নাম্না যো রোগোঽভিধীয়তে ব্যাধিরয়ং "শোণিতোচ্ছ্বাসঃ" ইতি নাম্না অভিহিতো ভবিতুমর্হতি। শাস্ত্রপর্য্যালোচনয়া যদস্য তত্ত্বমস্মাভিঃ নিরূপিতং তৎ যথামতি প্রদর্শ্যতে—মার্গাবরোধ-বেগাবরোধ-চিন্তা-মেহাদিজনিতধাতুক্ষয়-মিথ্যাঽহহারবিহারাদিভিঃ কারণবিশেষৈঃ কুপিতো বায়ুঃ শিরা-স্নায়ুধমন্যাদিকমাশ্রিত্য সংশোষ্য চ তাঃ সঙ্কোচয়তি, তাসাংস্থিতি-স্থাপকতাদিগুণঞ্চ হ্রসয়তি অর্থাৎ তাসামাকুঞ্চন-প্রসারণসামর্থ্যং তনুতামাপদ্যতে, এবঞ্চ স্থিতি-স্থাপকতাদি-গুণানাং হ্রাসেন আকুঞ্চন-প্রসারণসামর্থ্যবিলোপাৎ যাঃ খলু রক্তবাহিন্যঃ শিরা বিদ্যন্তে, তাসু পূর্ব্ববৎ রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া সম্যক্ ন জায়তে, পরন্তু দৈহিকভাবানাং পরিচালকঃ স্বকর্ম্মণি প্রবৃত্তো বায়ুঃ তেনৈবাকুঞ্চন-প্রসারণশক্তিবিরহিতেন শিরামার্গেণ ব্যাহতগতিকং তৎ

রক্তং সবেগং চালয়িতুং চেষ্টতে, কিন্তু আকুঞ্চন-প্রসারণাদিশক্তিহ্রাসাৎ ন তত্র সফলপ্রযত্নো ভবতি, প্রত্যুত তত্র সঙ্কুচিতশিরাঽন্তঃ স্বয়মপি নিরুদ্ধস্তিষ্ঠতি। তথা চ মার্গনিরোধাদতিকুপিতঃ স বায়ুঃ উচ্ছৃঙ্খলভাবেনাবরণং ভেত্তুম্ উদ্‌যুঙ্‌ক্তে, তদ্বেগেন শোণিতোচ্ছাসোঽপি প্রবলো ভূত্বা স্বলক্ষণং প্রদর্শয়তি। যথা হি প্রবলবাত্যাবেগেন মহানদ্যাদীনাং জলরাশিঃ উৎক্ষিপ্তো ভূত্বা তরঙ্গবেগেন তটদেশং ভঙ্‌ক্ত্বা ততশ্চ বেলামুৎক্রম্য প্রধাব্য চ তটস্থিতান্ গ্রামনগরাদীন্ বিধ্বস্তান্ করোতি, এবমেব নিরুদ্ধমার্গঃ স বায়ুঃ প্রতিহতঃ সন্ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তো ভূত্বা ঊর্দ্ধমাগত্য রক্তমপি উৎক্রাম্য আদৌ হৃদয়ং, ততঃ ততোঽপ্যূর্দ্ধতরমাগত্য তেনৈবোচ্ছ্বসিতরক্তেন সহ মূর্দ্ধানঞ্চ সমাশ্রিত্য স্নায়ুজালানি সংজ্ঞাবহানি রক্তবহানি চ স্রোতাংসি আক্রম্য অভিহত্য চ সন্ন্যাস-মূর্চ্ছা-পক্ষাঘাতাদীন্ বিবিধান্ রোগান্ উৎপাদয়তি। স চ যদা প্রবলশোণিতোচ্ছ্বাসেন যুক্তঃ তদা মানবং কাষ্ঠবৎ পাতয়তি, সদ্যঃফলক্রিয়াঽভাবেন আশু মারয়তি চ।

তথা চ চরকঃ—

যদা তু রক্তবাহীনি রস-সংজ্ঞাবহানি চ।
পৃথক্ পৃথক্ সমস্তা বা স্রোতাংসি কুপিতা মলাঃ॥
মলিনাহারশীলস্য রজো-মোহাবৃতাত্মনঃ।
প্রতিহত্যাবতিষ্ঠন্তে জায়ন্তে ব্যাধয়স্তদা॥
মদ-মূর্চ্ছায়-সন্ন্যাসাস্তেষাং বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যথোত্তরং বলাধিক্যং হেতু-লিঙ্গোপশান্তিষু॥
দুর্ব্বলং চেতসঃ স্থানং যদা বায়ুঃ প্রপদ্যতে।

মনো বিক্ষোভয়ন্ জন্তোঃ সংজ্ঞাং সম্মোহয়েত্তদা ॥

কিঞ্চ, ন কেবলং মার্গাবরোধাদিকুপিতেন বায়ুনা শিরাদিসঙ্কোচনাৎ রক্তোচ্ছ্বাসো জায়তে, অপি তু তথাবিধ-বায়ুনা হৃদয়স্য বৃক্কস্য চ প্রদুষ্ট্যা, উপদংশাদিভিঃ কুপিতেন রক্তেন, অতিমদ্যপানেন, বিষেণ, তথা অত্যর্থং প্রকোপিতস্য বাতসংসৃষ্টস্য উষ্ণস্য পিত্তস্য উষ্মণাঽপি শোণিতোচ্ছ্বাসো জায়তে। যথা অগ্নিজ্বালয়া আবৃতমুখস্থাল্যাং জলাদিদ্রব-পদার্থস্য প্রবলঃ উচ্ছ্বাসো জায়তে তদ্বৎ।

কদাচিৎ বা উক্তৈরেব কারণৈঃ অনতিকুপিতঃ নিরুদ্ধশ্চ স এব বায়ুঃ স্নায়ুজালমাক্রম্য আক্ষিপ্য বিশোষ্য চ সন্ধিবন্ধাংশ্চ শিথিলীকৃত্য একাঙ্গব্যাধিং সর্ব্বাঙ্গব্যাধিং বা জনয়েৎ।

তথা চোক্তং—

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ ॥

যথা দম্যো হয়ো বা বৃষো বা পাশসংযতঃ কুপিতঃ সন্ কেনাপি প্রকারেণ পাশবন্ধনং ছিত্ত্বা উন্মত্তবৎ পুরঃ পতিতং সর্ব্বমেব বিদ্রাব্য যথেচ্ছং ধাবতি, এবমেব মার্গনিরোধাদব-রুদ্ধঃ স বায়ুঃ অতিক্রুদ্ধঃ সন্ মার্গাবরণং ভিত্ত্বা শারীরভাবং সর্ব্বমেবাভিহত্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদীন্ বিকলীকরোতি, অথবা বায্বন্তরৈঃ সহ একীভূয় চিরমুৎক্রামতি।

অন্যদপ্যত্র বিভাব্যং যৎ—যথা বৃদ্ধিলক্ষণেন কুপিতেন বায়ুনাপ্রবলঃ শোণিতোচ্ছ্বাসো জায়তে, এবং ক্ষীণ-লক্ষণেনাপি কুপিতেন তেন স্বাভাবিকশোণিতোচ্ছ্বাসাৎ স্বল্পশোণিতোচ্ছ্বাসো জায়তে ॥৩০॥

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ যাহাকে "ব্লাড প্রেশার্" এই নামে

অভিহিত করিয়া আসিতেছেন, যদিও আয়ুর্ব্বেদে এই রোগের বিশিষ্ট কোনও নাম দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলেও ইহার হেতু লক্ষণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ইহাকে "শোণিতোচ্ছ্বাস" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আলোচনা দ্বারা এবিষয়ে আমরা যতটুকু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি তাহা এখানে দেখান যাইতেছে। কোনও দোষ বা কোনও ধাতু দ্বারা বায়ুর মার্গ যদি অবরুদ্ধ হয় তাহা হইলে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ রোধ, দুশ্চিন্তা ও মেহাদিজনিত ধাতুক্ষয় এবং মিথ্যা আহার বিহারাদি বিবিধ কারণে বায়ু কুপিত হইয়া সেই বায়ু যদি শিরা, স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতিকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ঐ বায়ু সেই সমস্ত শিরা প্রভৃতির স্থিতি-স্থাপকতাদি গুণ নষ্ট করিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহাদের আকুঞ্চন প্রসারণাদি শক্তি লোপ করিয়া দেয়। এইরূপে স্থিতি-স্থাপকতাদিগুণ নষ্ট হওয়ায় রক্তবাহিনী যে সমস্ত শিরা আছে, ঐ সমস্ত শিরা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথভাবে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, অথচ দৈহিক রস রক্তাদির পরিচালক বায়ু নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনোদ্দেশে ঐ সঙ্কোচন প্রসারণ শক্তিরহিত শিরামার্গ দ্বারাই সবেগে রক্তকে সঞ্চালিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদৃশ শিরা দ্বারা বায়ু নিজ কর্ত্তব্য সাধনে অসমর্থ হয়। অথচ ঐ রক্তকে সবেগে চালিত করিতে গিয়া নিজেই তাহার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে নিজেও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ায় সেই বায়ু আরও বেশী পরিমাণে কুপিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আবরককে ভেদ করিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। বায়ুর সেই প্রবল চেষ্টার ফলে রক্তোচ্ছ্বাসও প্রবল হইয়া নিজের লক্ষণ সমূহ প্রদর্শন করে। প্রবল বায়ুবেগে বিস্তৃত নদী বা সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবল তরঙ্গাঘাতে যেমন তটপ্রদেশ ভাঙ্গিয়া দিয়া তীরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদিকেও বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, সেইরূপই মার্গনিরোধ জন্য কুপিত ঐ বায়ু তাহার স্বাভাবিক মার্গে গমন করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তকেও প্রবলভাবে উচ্ছ্বাসিত করিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে। পরে সেই উচ্ছ্বসিত রক্তের সহিত আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শিরোদেশে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তত্রত্য শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিকে আহত করে অথবা ছিন্ন করিয়া ফেলে ও তজ্জন্য সন্ন্যাস রোগ উৎপাদন করিয়া সেই ব্যক্তিকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করে। এই সন্ন্যাস রোগ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সদ্যঃ চেতনাসম্পাদক ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন—রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি একসঙ্গেই হউক্ আর প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই হউক কুপিত হইয়া রস, রক্ত ও সংজ্ঞাবহ নাড়ীসমূহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মদ, মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস রোগ উৎপাদন করে। অপেক্ষাকৃত অল্প কুপিত দোষের দ্বারা মদ, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দোষের দ্বারা মূর্চ্ছা ও প্রবল দোষের দ্বারা সন্ন্যাস রোগ উৎপন্ন হয়। বায়ু কুপিত হইয়া যদি দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়কে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সেই বায়ু সেই ব্যক্তির হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া সংজ্ঞা নষ্ট করিয়া দেয়।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কেবলমাত্র মার্গাবরোধাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরা প্রভৃতিকে সঙ্কুচিত করায় যে রক্তোচ্ছ্বাস হয় তাহা নহে, পরন্তু উক্ত প্রকারে কুপিত বায়ু হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককে (কিড্‌নিকে) দূষিত করায় তজ্জন্যও শোণিতোচ্ছ্বাস রোগ উৎপন্ন হয়। উপদংশাদি (সিফিলিস্) জনিত রক্তদুষ্টি দ্বারা, অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিষজন্যও শোণিতোচ্ছ্বাস রোগ উৎপন্ন হয়। এবং অতিশয় প্রকুপিত পিত্ত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিজের উষ্মা দ্বারাও শোণিতকে উচ্ছ্বসিত করে। জল প্রভৃতি কোনও দ্রব পদার্থকে হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ঐ হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া জ্বাল দিলে উহা যেমন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়, কুপিত পিত্তজন্য শোণিতোচ্ছ্বাসও ঠিক সেইরূপই হয়।

কখনও বা ঐ সমস্ত কারণে বায়ু অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে অর্থাৎ সন্ন্যাস রোগ উৎপন্ন করিতে যে পরিমাণ কুপিত হওয়া আবশ্যক, তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ কুপিত ও নিরুদ্ধ হইয়া স্নায়ুসমূহকে আক্রমণ, আকর্ষণ, বা কঠিন করিয়া এবং সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া একাঙ্গগত অথবা সর্ব্বাঙ্গগত বাতব্যাধি অর্থাৎ পক্ষাঘাতাদি দারুণ রোগসমূহ উৎপাদন করে। শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে—কুপিত বায়ু স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করিলে সর্ব্বাঙ্গগত অথবা একাঙ্গগত রোগ অর্থাৎ পক্ষাঘাতাদি উৎপাদন করে।

যেমন কোনও দুর্দ্দান্ত অশ্ব বা বৃষকে বাঁধিয়া রাখিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিবার নিমিত্ত অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে, কোনরূপে সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরঙ্কুশ ভাবে প্রধাবিত হয় এবং সেই সময়ে তাহার সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে, সেই সমস্তকেই পদদলিত করিয়া যায়, সেইরূপ মার্গনিরোধ জন্য কুপিত সেই বায়ু আবরণ ভেদ করার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে করিতে কোনও একসময়ে অতি প্রবলবেগসম্পন্ন

হইয়া আবরণ ভেদ করিয়া শরীরের সমস্ত যন্ত্রকেই বিকল করিয়া ফেলে, অথবা দেহস্থ অন্যান্য বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া চিরদিনের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া যায়।

এস্থলে আরও একটি বক্তব্য এই যে, বায়ু পিত্ত ও কফের বৃদ্ধি যেমন প্রকোপ, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ক্ষীণতা অর্থাৎ অল্পতাও একরূপ প্রকোপ। কুপিত ও প্রবৃদ্ধ বায়ুর দ্বারা যেমন প্রবল শোণিতোচ্ছ্বাস হয়, তেমনই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ক্ষীণ বায়ু দ্বারাও অপেক্ষাকৃত অল্প শোণিতোচ্ছ্বাস হয়। যাহাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে "লো ব্ল্যাডপ্রেশার্" বলা হয় ॥৩০॥

অথ সন্ধিগতবায়োর্লক্ষণম্।

বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শঃ শোথঃ সন্ধিগতেঽনিলে।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োরপ্রবৃত্তিঃ সবেদনা ॥৩১॥

বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে একটা চামড়ার থলিকে বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে যেরূপ অনুভব হয়, সন্ধিদেশেও সেইরূপ স্পর্শ অনুভূতি হয়। আর আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে গেলে সেইস্থানে বেদনা অনুভূত হয় ও আকুঞ্চন প্রসারণের শক্তির হ্রাস হয় ॥৩১॥

সন্ধিগতবায়োর্লক্ষণান্তরম্।

হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোথৌ করোতি চ ॥৩২॥

বায়ু সন্ধিদেশকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে সন্ধির ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, এবং সন্ধিস্থানসমূহে শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ও শোথ হয় ॥৩২॥

অথ পিত্তাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

লিঙ্গং পিত্তাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমঃ ক্লমঃ।
কট্‌ব্‌ম্ললবণোষ্ণৈশ্চ বিদাহঃ শীতকামিতা ॥৩৩॥

বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে দাহ, পিপাসা, শূল, ভ্রম, ক্লান্তিবোধ, কটু অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ব্যবহার করিলে বিদাহ ও শীত ক্রিয়ায় অভিলাষ উৎপন্ন হয় ॥৩৩॥

অথ কফাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

শীতগৌরবশূলানি কট্‌ব্‌াদ্যুপশয়োঽধিকম্।
লঙ্ঘনায়াসরূক্ষোষ্ণ-কামিতা চ কফাবৃতে ॥৩৪॥

বায়ু কফ দ্বারা আবৃত হইলে শীতবোধ, শরীরের গুরুত্ব ও শূল অর্থাৎ গাত্রে বেদনা অনুভব হয়। কটু অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ব্যবহার করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। লঙ্ঘন, পরিশ্রম, রূক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া করিতে অভিলাষ হয় ॥৩৪॥

অথ রক্তাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তিস্ত্বঙ্‌মাংসান্তরয়োর্ভৃশম্।
ভবেৎ সরাগঃ শ্বয়থুর্জায়ন্তে মণ্ডলানি চ ॥৩৫॥

বায়ু রক্ত দ্বারা আবৃত হইলে ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে দাহ ও নানাবিধ যন্ত্রণা, রক্তবর্ণ শোথ ও গাত্রে চাকা চাকা দাগ উৎপন্ন হয় ॥৩৫॥

অথ মাংসাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

কঠিনাশ্চ বিবর্ণাশ্চ পিড়কাঃ শ্বয়থুস্তথা।
হর্ষঃ পিপীলিকানাঞ্চ সঞ্চার ইব মাংসগে ॥৩৬॥

বায়ু মাংস দ্বারা আবৃত হইলে কঠিন ও বিবর্ণ পিড়কাসমূহ, শোথ, রোমাঞ্চ এবং গাত্রে পিপীলিকা বেড়াইয়া বেড়াইলে যেরূপ মনে হয় সেইরূপ একটা অস্বস্তিকর ভাব উপস্থিত হয় ॥৩৬॥

অথ মেদোবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

চলঃ স্নিগ্ধো মৃদুঃ শীতঃ শোফোঽঙ্গেষ্বরুচিস্তথা।
আঢ্যবাত ইতি জ্ঞেয়ঃ স কৃচ্ছ্রো মেদসা বৃতঃ ॥৩৭॥

বায়ু মেদের দ্বারা আবৃত হইলে দেহে শোথ উপস্থিত হয়, এবং সেই শোথ চল অর্থাৎ কখন অল্প, কখন বা বৃহৎ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও শীতল হয়। অরুচি ও কষ্টসাধ্য আঢ্যবাত অর্থাৎ উরুস্তম্ভ হয় ॥৩৭॥

অথ অস্থ্যাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

স্পর্শমস্থ্যাবৃতে তূষ্ণং পীড়নঞ্চাভিনন্দতি।
সংভজ্যতে সীদতি চ সূচীভিরেব তুদ্যতে ॥৩৮॥

বায়ু অস্থি দ্বারা আবৃত হইলে দেহের স্পর্শ উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়। পীড়ন করিতে অর্থাৎ টিপিতে ভাল লাগে। ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ

যন্ত্রণা অনুভব করে। অবসন্ন বোধ হয় ও দেহে সূচী বিদ্ধ করিয়া দিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করে ॥৩৮॥

অথ মজ্জাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

মজ্জাবৃতে বিনামঃ স্যাৎ জৃম্ভণং পরিবেষ্টনম্।
শূলস্তু পীড্যমানে চ পাণিভ্যাং লভতে সুখম্ ॥৩৯॥

বায়ু মজ্জা দ্বারা আবৃত হইলে বিনাম অর্থাৎ নুইয়া পড়ার ন্যায় ভাব অর্থাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। জৃম্ভণ, পরিবেষ্টন অর্থাৎ আঁকড়াইয়া ধরিলে যেরূপ মনে হয় সেইরূপ ভাব, শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণাবোধ, আর হস্ত দ্বারা পীড়ন করিলে সুখ অনুভব হয় ॥৩৯॥

অথ শুক্রাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

শুক্রাবেগোঽতিবেগো বা নিষ্ফলত্বঞ্চ শুক্রগে ॥৪০॥

বায়ু শুক্র দ্বারা আবৃত হইলে শুক্রনিরোধ অথবা শুক্রের অতিনিঃসরণ এবং নিষ্ফলত্ব অর্থাৎ সেই শুক্রের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥৪০॥

অথান্নবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

ভুক্তে কুক্ষৌ চ রুক্ জীর্ণে শাম্যত্যন্নাবৃতেঽনিলে ॥৪১॥

বায়ু অন্ন দ্বারা আবৃত হইলে আহারান্তে উদরে বেদনা ও আহার্য্য দ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে যন্ত্রণার উপশম হয় ॥৪১॥

অথ মূত্রাবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

মূত্রাপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তৌ মূত্রাবৃতেঽনিলে ॥৪২॥

বায়ু মূত্র দ্বারা আবৃত হইলে মূত্রনিরোধ ও বস্তি দেশে আধ্মান হয় ॥৪২॥

অথ বর্চ্চোবৃতবায়োর্লক্ষণম্।

বর্চ্চোবৃতে বিবন্ধোঽধঃ স্বে স্থানে পরিকৃন্ততি।
ব্রজত্যাশু জরাং স্নেহো ভুক্তে চানহ্যতে নরঃ ॥
চিরাৎ পীড়িতমন্নেন দুঃখং শুষ্কং শকৃৎ সৃজেৎ।
শ্রোণীবঙ্‌ক্ষণপৃষ্ঠেষু রুক্ বিলোমশ্চ মারুতঃ ॥
অস্বস্থং হৃদয়ঞ্চৈব বর্চ্চসা ত্বাবৃতেঽনিলে ॥৪৩॥

মল দ্বারা আবৃত হইয়া বায়ু কুপিত হইলে মলবিবদ্ধতা ও মলদ্বারে কাটিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা হয়। দেহের স্নেহভাগ সত্বর জীর্ণ হইয়া যায়। আহারান্তে আনাহ হয়। অতি ক্লেশের সহিত শুষ্ক মল নিঃসৃত হয়, নিতম্ব, বঙ্‌ক্ষণ অর্থাৎ কুঁচ্‌কি ও পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা বোধ ও বায়ু উর্দ্ধগামী হয়। হৃদয়ে একটী অস্বাভাবিক যন্ত্রণা অনুভূত হয় ॥৪৩॥

অথ বায়ুনামন্যোঽন্যাবৃতলক্ষণং বক্তুং প্রতিজ্ঞা।

মারুতানাং হি পঞ্চানামন্যোঽন্যাবরণং শৃণু।
লিঙ্গং ব্যাসসমাসাভ্যামুচ্যমানং ময়াঽনঘ! ॥
প্রাণো বৃণোত্যুদানাদীন্ প্রাণং বৃণ্বন্তি তেঽপি চ ॥
উদানাদ্যাস্তথাঽন্যোঽন্যং সর্ব্ব এব যথাক্রমম্।
বিংশতিবরণান্যেতান্যুল্বণানাং পরস্পরম্ ॥
মারুতানাং হি পঞ্চানাং তানি সম্যক্ প্রতর্কয়েৎ ॥৪৪॥

স্থানবিশেষে বিস্তৃতভাবে কোন স্থানে বা সংক্ষিপ্ত ভাবে পরস্পর আবৃত পঞ্চবিধ বায়ুর লক্ষণ বলা যাইতেছে—প্রাণ বায়ু উদানাদি অপর চারিটী বায়ুকে এবং উদানাদি প্রাণ বায়ুকে আবৃত করে। এইরূপ উদানাদিও প্রত্যেকে প্রত্যেককে আবৃত করে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আবৃত বায়ু বিংশতিপ্রকার ভেদযুক্ত হয় ॥৪৪॥

অথ প্রাণাবৃত-ব্যানস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শূন্যত্বং জ্ঞাত্বা স্মৃতি-বলক্ষয়ম্।
ব্যানে প্রাণাবৃতে লিঙ্গং— ॥৪৫॥

ব্যান-বায়ু প্রাণ-বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের শূন্যতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ যেন নাই এইরূপ ভাবে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব ও স্মরণশক্তি এবং বল ক্ষয় হয় ॥৪৫॥

অথ ব্যানাবৃতপ্রাণস্য লক্ষণম্।

স্বেদোঽত্যর্থং লোমহর্ষস্ত্বগ্‌দোষঃ সুপ্তগাত্রতা।
প্রাণে ব্যানাবৃতে— ॥৪৬॥

প্রাণ বায়ু ব্যান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে অতিশয় ঘর্ম্মনির্গম, রোমাঞ্চ,

চর্ম্মদোষ অর্থাৎ চর্ম্মের কার্কশ্য ইত্যাদি এবং স্পর্শবোধের অভাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৪৬॥

অথ প্রাণাবৃতসমানস্য লক্ষণম্।

প্রাণাবৃতে সমানে স্যুর্জড়গদ্গদমূকতাঃ ॥৪৭॥

সমানবায়ু প্রাণবায়ু দ্বারা আবৃত হইলে জড়তা, অস্পষ্টভাষিতা, ও মূকতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৪৭॥

অথ সমানাবৃতাপানবায়োর্লক্ষণম্।

সমানেনাবৃতেঽপানে গ্রহণী পার্শ্ববেদনা।
শূলঞ্চামাশয়ে— ॥৪৮॥

অপান বায়ু সমান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে গ্রহণীরোগ, পার্শ্ববেদনা ও আমাশয়ে শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা হয় ॥৪৮॥

অথ প্রাণাবৃতোদানস্য লক্ষণম্।

শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ো নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চাপ্যুদানে প্রাণসংবৃতে ॥৪৯॥

উদান বায়ু প্রাণ বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে শিরোবেদনা, সর্দ্দি, শ্বাস-প্রশ্বাসনিরোধ, হৃদ্রোগ ও মুখশোষ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৪৯॥

অথ উদানাবৃত-প্রাণস্য লক্ষণম্।

কর্ম্মৌজোবলবর্ণানাং নাশো মৃত্যুরথাপি বা।
উদানেনাবৃতে প্রাণে— ॥৫০॥

প্রাণ বায়ু উদান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে কর্ম্মশক্তি, ওজ, বল ও বর্ণ ইত্যাদির বিনাশ অথবা মৃত্যুপর্য্যন্ত হয় ॥৫০॥

অথ উদানাবৃতাপানস্য লক্ষণম্।

ঊর্দ্ধগেনাবৃতেঽপানে ছর্দ্দি-শ্বাসাদয়ো গদাঃ।
স্যুর্ব্বাতে— ॥৫১॥

অপান বায়ু উদান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে বমন শ্বাস ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয় ॥৫১॥

অথ অপানাবৃতোদানস্য লক্ষণম্।

মোহোঽল্পোঽগ্নিরতীসার ঊর্দ্ধগেঽপানসংবৃতে।
বাতে— ॥৫২॥

উদান বায়ু অপান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, মন্দাগ্নি ও অতীসার রোগ উৎপন্ন হয় ॥৫২॥

অথ ব্যানাবৃতাপানস্য লক্ষণম্।

বম্যাধ্মানমুদাবর্ত্ত-গুল্মার্ত্তিপরিকর্ত্তিকাঃ।
লিঙ্গং ব্যানাবৃতেঽপানে— ॥৫৩॥

অপান বায়ু ব্যান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে বমি, আধ্মান, উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও মলদ্বারে টন্‌টনানি বোধ হয় ॥৫৩॥

অথ অপানাবৃতব্যানস্য লক্ষণম্।

অপানেনাবৃতে ব্যানে ভবেৎ বিণ্মূত্ররেতসাম্।
অতিপ্রবৃত্তিঃ— ॥৫৪॥

ব্যান বায়ু অপান বায়ুদ্বারা আবৃত হইলে অতিরিক্ত মল, মূত্র ও শুক্র নিঃসৃত হয় ॥৫৪॥

সমানাবৃতব্যানবায়োর্লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা তন্দ্রা প্রলাপোঽঙ্গ-সাদোঽগ্ন্যোজোবলক্ষয়ঃ।
সমানেনাবৃতে ব্যানে— ॥৫৫॥

ব্যান বায়ু সমান বায়ুদ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, প্রলাপ, অঙ্গের অবসন্নতা, অগ্নিমান্দ্য, ওজঃক্ষয় ও দুর্ব্বলতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৫৫॥

উদানাবৃতব্যানবায়োর্লক্ষণম্।

স্তব্ধতাঽল্পাগ্নিতাঽস্বেদঃ চেষ্টাহানির্নিমীলনম্।
উদানেনাবৃতে ব্যানে— ॥৫৬॥

ব্যান বায়ু উদান বায়ুদ্বারা আবৃত হইলে দেহের স্তব্ধতা, মন্দাগ্নি, ঘর্ম্মনিরোধ, চেষ্টাশক্তির অভাব ও নিমীলন এই সমস্ত লক্ষণ সমদ্ভূত হয় ॥৫৬॥

পঞ্চান্যোঽন্যাবৃতানেবং বাতান্ বুধ্যেত লক্ষণৈঃ।
এষাং স্বকর্ম্মণাং হানির্ব্বৃদ্ধির্বাঽঽবরণে মতা ॥৫৭॥

আবৃত বায়ুর প্রধান প্রধান যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই এস্থানে বলা হইল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বায়ুর যে সমস্ত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের অল্পতা বা বৃদ্ধি এই গুলি সাধারণ লক্ষণ জানিবে ॥৫৭॥

পিত্তাবৃতপ্রাণবায়োর্লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা দাহো ভ্রমঃ শূলং বিদাহঃ শীতকামিতা।
ছর্দ্দনঞ্চ বিদগ্ধস্য প্রাণে পিত্তসমাবৃতে ॥৫৮॥

প্রাণ বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, শূল, বিদাহ, শীতক্রিয়ার অভিলাষ, ও বিদগ্ধ দ্রব্যের বমন এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৫৮॥

পিত্তাবৃতপ্রাণবায়োর্লক্ষণান্তরম্।

প্রাণে পিত্তাবৃতে ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে ॥৫৯॥

প্রাণ বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমন ও দাহ উপস্থিত হয় ॥৫৯॥

কফাবৃতপ্রাণবায়োর্লক্ষণম্।

ষ্ঠীবনং ক্ষবথূদ্গার-নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসসংগ্রহঃ।
প্রাণে কফাবৃতে রূপাণ্যরুচিশ্ছর্দ্দিরেব চ ॥৬০॥

প্রাণ বায়ু কফ দ্বারা আবৃত হইলে নিষ্ঠীবন, হাঁচি, উদ্গার, শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধ, অরুচি ও বমন এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৬০॥

কফাবৃতপ্রাণবায়োর্লক্ষণান্তরম্।

দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে ॥৬১॥

প্রাণ বায়ু কফকর্ত্তৃক আবৃত হইলে দুর্ব্বলতা, অবসাদ, তন্দ্রা ও মুখের বিস্বাদ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৬১॥

পিত্তাবৃতোদানবায়োর্লক্ষণম্।

মূর্চ্ছাদ্যানি চ রূপাণি দাহো নাভ্যুরসোঃ ক্লমঃ।
ওজোভ্রংশশ্চ সাদশ্চাপ্যুদানে পিত্তসংবৃতে ॥৬২॥

উদান বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, শূল, বিদাহ, শীতাভিলাষ, নাভি ও বক্ষোদেশে দাহ, ক্লান্তিবোধ, ওজঃক্ষয় ও অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৬২॥

অন্যচ্চ—

উদানে পিত্তসংযুক্তে মূর্চ্ছাদাহভ্রমক্লমাঃ ॥৬৩॥

উদান বায়ু পিত্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, এবং শ্রমজনক কার্য্য না করিলেও ক্লান্তিবোধ হয় ॥৬৩॥

কফাবৃতোদানবায়োর্লক্ষণম্।

আবৃতে শ্লেষ্মণোদানে বৈবর্ণ্যং বাক্-স্বরগ্রহঃ।
দৌর্ব্বল্যং গুরুগাত্রত্বমরুচিশ্চোপজায়তে ॥৬৪॥

উদান বায়ু শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে, দেহের বিবর্ণতা, বাক্য ও কণ্ঠস্বরের নিরোধ, দুর্ব্বলতা, শরীরের গুরুত্ব ও অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৬৪॥

অন্যচ্চ—

অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীততা চ কফাবৃতে ॥৬৫॥

উদানবায়ু কফদ্বারা আবৃত হইলে ঘর্ম্মনিরোধ, রোমাঞ্চ, মন্দাগ্নি ও দেহের শৈত্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৬৫॥

পিত্তাবৃতসমানবায়োর্লক্ষণম্।

অতিস্বেদস্তৃষা দাহো মূর্চ্ছা চারুচিরেব চ।
পিত্তাবৃতে সমানে স্যাদুপতাপস্তথোষ্মণঃ ॥৬৬॥

সমান বায়ু পিত্ত-দ্বারা আবৃত হইলে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, অরুচি ও দৈহিক উষ্মার অভাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৬৬॥

অন্যচ্চ—

সমানে পিত্তসংযুক্তে স্বেদ-দাহৌষ্ণ্য-মূর্চ্ছনম্ ॥৬৭॥

সমান বায়ু পিত্ত-কর্ত্তৃক আবৃত হইলে অতিরিক্ত ঘর্ম্মনির্গম, দাহ, সন্তাপ, ও মূর্চ্ছা হয় ॥৬৭॥

কফাবৃতসমানবায়োর্লক্ষণম্।

অস্বেদো বহ্নিমান্দ্যঞ্চ লোমহর্ষস্তথৈব চ।
কফাবৃতে সমানে স্যাৎ গাত্রাণাং চাতিশীততা ॥৬৮॥

সমান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে ঘর্ম্মনিরোধ, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, দেহের শৈত্যাধিক্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৬৮॥

অন্যচ্চ—

কফেন সক্তে বিণ্মূত্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে ॥৬৯॥

সমান বায়ু কফদ্বারা আবৃত হইলে মল-মূত্রনিরোধ ও রোমাঞ্চ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৬৯॥

পিত্তাবৃতব্যানবায়োর্লক্ষণম্।

ব্যানে পিত্তাবৃতে তু স্যাদ্দাহঃ সর্ব্বাঙ্গগঃ ক্লমঃ।
গাত্রবিক্ষেপসঙ্গশ্চ সন্তাপশ্চ সবেদনঃ ॥৭০॥

ব্যান বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গে দাহ, ক্লান্তিবোধ, গাত্রচালনা-শক্তির অভাব, সন্তাপ ও বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৭০॥

অন্যচ্চ—

ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ ॥৭১॥

ব্যান বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে দাহ, গাত্রের বিক্ষেপ ও পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তিবোধ হয় ॥৭১॥

কফাবৃতব্যানবায়োর্লক্ষণম্।

গুরুতা সর্ব্বগাত্রাণাং সর্ব্বসন্ধ্যস্থিজা রুজঃ।
ব্যানে কফাবৃতে লিঙ্গং গতিসঙ্গস্তথা রুজঃ ॥৭২॥

ব্যান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে গতিশক্তির অভাব, বিবিধ যন্ত্রণা, দৈহিক গুরুত্ব এবং সমস্ত সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা হয় ॥৭২॥

অন্যচ্চ—

গুরূণি সর্ব্বগাত্রাণি স্তম্ভনঞ্চাস্থিপর্ব্বণাম্।
লিঙ্গং কফাবৃতে ব্যানে চেষ্টাস্তম্ভস্তথৈব চ ॥৭৩॥

ব্যান বায়ু কফ দ্বারা আবৃত হইলে অস্থি ও পর্ব্বসমূহের স্তব্ধতা, দেহের গুরুত্ব এবং গমনাদি শক্তির অভাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৭৩॥

অন্যচ্চ—

স্তম্ভোঽথ দণ্ডকশ্চাপি শূলশোফৌ কফাবৃতে ॥৭৪॥

ব্যান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে দেহের স্তব্ধতা, দণ্ডক অর্থাৎ দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধতা, শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ও শোথ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৭৪॥

পিত্তাবৃতাপানবায়োর্লক্ষণম্ ।

হারিদ্রমূত্র-বর্চ্চস্ত্বক্ তাপশ্চ গুদমেঢ্রয়োঃ ।
লিঙ্গং পিত্তাবৃতেঽপানে রজসঃ সংপ্রবর্ত্তনম্ ॥৭৫॥

অপান বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে মল মূত্র ও ত্বকের হারিদ্র বর্ণতা, লিঙ্গ ও মলদ্বারে সন্তাপ এবং অতিরিক্ত রজঃস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৭৫॥

অন্যচ্চ—

অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহৌষ্ণ্যং রক্তমূত্রতা ॥৭৬॥

অপান বায়ু পিত্তদ্বারা আবৃত হইলে দাহ, সন্তাপ, এবং রক্তপ্রস্রাব হয় ॥৭৬॥

অথ কফাবৃতাপানবায়োর্লক্ষণম্ ।

ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্ট-গুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্ ।
শ্লেষ্মণা সংবৃতেঽপানে কফমেহস্য চাগমঃ ॥৭৭॥

অপান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে ভিন্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা আম ও শ্লেষ্মসংযুক্ত গুরু মল প্রবৃত্তি ও কফজন্য মেহের লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৭৭॥

অন্যচ্চ—

অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে ॥৭৮॥

অপান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে নিম্নাঙ্গে গুরুতা ও শৈত্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৭৮॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ ইদানীং সর্ব্বদোষাণাং সামান্যতঃ চিকিৎসা সূত্রং প্রদর্শ্যতে। তত্র "কিত রোগাপনয়নে" ইতি রোগাপনয়নার্থক-কিত-ধাতোঃ সন্-প্রত্যয়েন চিকিৎসেতি পদং নিষ্পন্নং, রোগাপনয়নায় চেষ্টাবিশেষঃ ইতি তদর্থঃ, এবঞ্চ ধাতুবৈষম্যে সতি তেষাং সমীকরণার্থং ভিষগাদীনাং চেষ্টাবিশেষঃ চিকিৎসা, যদুক্তং—

চতুর্ণাং ভিষগাদীনাং শস্তানাং ধাতুবৈকৃতে।
প্রবৃত্তির্ধাতুসাম্যার্থা চিকিৎসেত্যভিধীয়তে॥

অথ দোষপ্রশমনোপায়ঃ।

শারীরদোষাণাং বাতাদীনাং প্রশমনং খলু দ্বিবিধং— দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ঞ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মঙ্গল-জপ-হোম-স্বস্ত্যয়নাদিরূপম্। যুক্তিব্যপাশ্রয়ঞ্চ তাবৎ দ্বিবিধম্—সংশোধনং সংশমনঞ্চ।

তত্র সংশোধনন্তু—

স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্দেবদালীফলং যথা॥

সংশমনং পুনঃ—

ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি চ ক্রুদ্ধান্ শমনং তদ্‌যথাঽমৃতা॥

তয়োঃ সংশোধনং—বমনাদিরূপম্, সংশমনং—কষায়-চূর্ণ-বটিকা-তৈল-ঘৃতারিষ্টাসবাদিরূপম্। মানসদোষয়োঃ রজস্তমসোঃ জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধয়ঃ প্রশমনোপায়াঃ; যদুক্তং—

প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্য্যস্মৃতিসমাধিভিঃ॥

তত্র সংশোধনস্তু দুষ্টকফপিত্তক্লেদাদীন্ দূষিতভাবান্ দেহাভ্যন্তরাৎ নিঃসার্য্য তস্য বিশুদ্ধিং বিদধাতি, ইদং হি সংশোধনং—বমন-বিরেচনাস্থাপনানুবাসন-শিরোবিরেচনাত্মকং পঞ্চবিধম্, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যৎ পঞ্চকর্ম্ম ইতি নাম্না অভিহিতং ভবতি।

তত্র বমনং তাবৎ ঊর্দ্ধ-সংশোধনং, যদুক্তং—

অপক্বং পিত্তশ্লেষ্মাণ্নচয়মূর্দ্ধং নয়েত্তু যঃ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা॥

তত্তু আদাবেব আমাশয়মনুপ্রবিশ্য বৈকারিকং কফং ক্লেদাদীংশ্চ বহির্নিঃসার্য্য তং বিশোধয়তি, ততশ্চ কষায়াদিরূপেণ ব্যাধিপ্রত্যনীকেন সংশমন-ভেষজপ্রয়োগেণ বৈদ্যাঃ কফজান্ ব্যাধীন্ উন্মূলয়িতুং শক্নুবন্তি; যতঃ পীতং সংশমনং তদা বমনেন নির্দ্দোষমামাশয়মবাধং প্রাপ্য স্বপ্রভাবং বিস্তারয়িতুং সমর্থং ভবতি। তথা চোক্তং—

ছিন্নে তরৌ পুষ্পফলপ্ররোহা যথা বিনাশং সহসা ব্রজন্তি।
তথা হৃতে শ্লেষ্মণি শোধনেন তজ্জা বিকারাঃ প্রশমং প্রয়ান্তি॥

বিরেচনস্তু অধঃশোধনং, যদুক্তং—

বিপক্বং যদপক্বং বা মলাদিং দ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তৎ জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা॥

অনেন খলু ক্ষুদ্রান্ত্রাপরাখ্যাৎ পচ্যমানাশয়াৎ স্থূলান্ত্রাপরাখ্যাৎ পক্বাশয়াচ্চ পিত্ত-ক্লেদ-মলাদয়ো দুষ্টা ভাবা দেহাৎ বহির্নির্যান্তি, বিশুদ্ধিমায়াতি চ স স আশয়ঃ। ততশ্চ কষায়াদিরূপেণ ব্যাধিপ্রত্যনীকেন সংশমনভেষজেন প্রযুক্তেন ভিষজঃ পিত্তজান্ ব্যাধীন্ সুখমেব সমূলমুন্মূলয়িতুং প্রভবন্তি ; যতঃ পীতং সংশমনং তদা বিরেচনেন নির্দ্দোষং কোষ্ঠাদিকং নির্ব্বাধং গত্বা স্বপ্রভাবং প্রদর্শয়িতুং সমর্থং ভবতি। তথা চোক্তং—

বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং ধাতুস্থিরত্বং বলমগ্নিদীপ্তিম্।
চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ করোতি বিরেচনং সম্যগুপাস্যমানম্॥
যথোদকানামুদকেঽপনীতে চরস্থিরাণাং ভবতি প্রণাশঃ।
পিত্তে হৃতে ত্বেবমুপদ্রবাণাং পিত্তাত্মকানাং ভবতি প্রণাশঃ॥

বস্তিস্তু—মলমার্গেণ মূত্রমার্গেণ চ নেত্রসাহায্যেন ভেষজপ্রয়োগাত্মকঃ ক্রিয়াবিশেষঃ। স তু দ্বিবিধঃ, বস্তিরুত্তরবস্তিশ্চ।

তত্র বস্তিঃ পুনঃ আস্থাপনানুবাসনভেদাৎ দ্বিবিধঃ। রূক্ষবস্ত্যপরাখ্যম্ আস্থাপনং—রূক্ষতাজনকেন কষায়াদিনা অপানদেশে প্রযোজ্যঃ ক্রিয়াবিশেষঃ।

স্নেহবস্ত্যপরাখ্যম্ অনুবাসনং পুনঃ—স্নিগ্ধতাজনকেন তৈল-ঘৃতাদিস্নেহদ্রব্যেণ তস্মিন্নেব মার্গে প্রযোজ্যঃ ক্রিয়াবিশেষঃ।

উত্তরবস্তিস্তু—মূত্রমার্গে প্রযোজ্যঃ বস্তিরুত্তরবস্তিরিতি গীয়তে।

বস্তির্হি আদাবেব পক্বাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং বাতমূলং ছিত্ত্বা গ্রথিতং পুরাণপুরীষং ক্লেদাদিকঞ্চ

নিঃসার্য্য মলাশয়ং বিশোধয়তি ; ততশ্চ কষায়-তৈল-ঘৃতাদিরূপেণ ব্যাধিপরিপন্থিনা সংশমনভেষজেন বাতজা ব্যাধয়ঃ সমূলং বিনাশমায়ান্তি ; যতঃ পীতং সংশমনং তৎ তদা বস্তিক্রিয়য়া নির্দ্দোষং বাতস্থানমনুপ্রবিশ্য স্বপ্রভাবং বিতনোতি।

তথা চোক্তং—

বস্তির্বয়ঃস্থাপয়িতা সুখায়ুর্ব্বলাগ্নিমেধাস্বরবর্ণকৃচ্চ।
সর্ব্বার্থকারী শিশুবৃদ্ধযূনাং নিরত্যয়ঃ সর্ব্বগদাপহশ্চ ॥
বিট্শ্লেষ্মপিত্তানিলমূত্রকর্ষী স্থিরত্বকৃৎ শুক্রবলপ্রদশ্চ।
বিষ্বক্ স্থিতং দোষচয়ং নিরস্য সর্ব্বান্ বিকারান্ শময়েন্নিরূহঃ ॥
দেহে নিরূহেণ বিশুদ্ধমার্গে সংস্নেহনং বর্ণবলপ্রদঞ্চ।
ন তৈলদানাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ দ্রব্যং বিশেষেণ সমীরণার্ত্তে ॥
স্নেহাদ্ধি রৌক্ষ্যং লঘুতাং গুরুত্বাদৌষ্ণ্যাচ্চ শৈত্যং পবনস্য হত্বা।
তৈলং দধত্যাশু মনঃপ্রসাদং বীর্য্যং বলং বর্ণমথাগ্নিপুষ্টিম্ ॥
মূলে নিষিক্তে হি যথা দ্রুমস্য নীলচ্ছদঃ কোমলপল্লবাগ্রঃ।
কালে মহান্ পুষ্পফলপ্রদশ্চ তথা নরঃ স্যাদনুবাসনেন ॥
অপত্যসন্তানবিবৃদ্ধিকারী কালে যশস্বী বহুকীর্ত্তিমাংশ্চ ॥

নাসারন্ধ্রে প্রযুজ্যমানং চূর্ণ-স্নেহাদিরূপং ভেষজং নস্যাপরসংজ্ঞকং শিরোবিরেচনং জ্ঞাতব্যম্। তেন চ নাসাপুটাৎ শিরঃস্থকফাদীনাং বহির্নিঃসরণাৎ শিরসো লঘুত্বং জায়তে ; মার্গরোধকশ্লেষ্মব্যপগমাৎ তত্রত্যাঃ শিরাদয়ঃ নিজনিজকর্ম্মাণি যথাযথং সম্পাদয়িতুং প্রভবন্তি চ। ততশ্চ বটিকা-চূর্ণাদিরূপসংশমনভেষজপ্রয়োগেণ ঊর্দ্ধজত্রুগতা রোগাঃ প্রশাম্যন্তি। তথা চ—

নস্যং তৎ কথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্ ।
ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু বিশেষান্নস্যমিষ্যতে ।।
নাসা হি শিরসো দ্বারং তেন তদ্ব্যাপ্য হন্তি তান্ ॥

এবঞ্চ আম-পচ্যমান-পক্বাশয়োত্তমাঙ্গেষু বিশুদ্ধেষু প্রযুক্তং সংশমনভেষজং দৃঢ়মূলান্ চিরন্তনানপি দারুণান্ ব্যাধীন্ অনায়াসমেব প্রশময়িতুং প্রভবতি। অবিশুদ্ধদেহে প্রযুক্তং ভেষজন্তু ন তথা কার্ম্মুকং ভবতি। তথা চ—

নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ ॥

যদ্যপি শ্লোকোঽয়ং রসায়নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ অভিহিতঃ, তথাঽপি উপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বেষামেব রোগাণামিত্যবগন্তব্যম্ ।

সংশোধনগুণা যথা—

মলাপহং রোগহরং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ।
পীত্বা সংশোধনং সম্যগায়ুষা যুজ্যতে চিরম্ ।।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ বর্ণশ্চাস্য প্রসীদতি ।
ব্যাধয়শ্চোপশাম্যন্তি প্রকৃতিশ্চানুবর্ত্ততে ।।
বলং পুষ্টিরপত্যঞ্চ বৃষতা চাস্য জায়তে ।
জরাং কৃচ্ছ্রেণ লভতে চিরং জীবত্যনাময়ঃ ।।
তস্মাৎ সংশোধনং কালে যুক্তিযুক্তং পিবেন্নরঃ ।।
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ ।
জিতাঃ সংশোধনৈর্যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ।।
দোষাণাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ মূলেঽনুপহতে সতি ।
রোগাণাং প্রসবানাঞ্চ গতানামাগতির্ধ্রুবা ।।১॥

রোগাপনয়নার্থ 'কিত' ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া চিকিৎসা এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। রোগ শান্তির নিমিত্ত চেষ্টাবিশেষকে চিকিৎসা বলা হয়।

শারীরিক বাতাদি ও রসাদি ধাতুসমূহের বিকৃতি ঘটিলে ঐ বিকৃতি দূরীকরণের নিমিত্ত চিকিৎসক প্রভৃতির চেষ্টাবিশেষই চিকিৎসা নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—ধাতুসমূহ বিকৃত হইলে, ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধাতুসমূহের সাম্য বিধানের নিমিত্ত চিকিৎসক, রোগী ও শুশ্রূষাকারীর প্রযত্নবিশেষকেই চিকিৎসা নামে অভিহিত করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বায়ু, পিত্ত ও কফ শারীরিক দোষ, আর রজঃ ও তমোগুণ মানস দোষ। তাহার মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফরূপ শারীরিকদোষ শান্তির ঔষধ দ্বিবিধ, দৈবব্যপাশ্রয় ও যুক্তিব্যপাশ্রয়। দৈবব্যপাশ্রয় বলিতে দুরদৃষ্ট শান্তির নিমিত্ত দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ উপহার উৎসর্গ করা, মঙ্গলাচরণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, জপ ও হোমাদি ক্রিয়াকে বুঝায়। আর যুক্তিব্যপাশ্রয় বলিতে দোষের বলাবলাদি বিবেচনা করিয়া বমন বিরেচনাদি সংশোধন ক্রিয়া ও কোন স্থানে কষায়, কোন স্থানে চূর্ণ, কোন স্থানে বটিকা, আসব, অরিষ্টাদি প্রয়োগরূপ সংশমন ক্রিয়াকে বুঝায়। মানসিক দোষ রজঃ ও তমোগুণ শান্তির জন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যাত্মজ্ঞান, শাস্ত্রের গূঢার্থ অনুধাবন করিয়া তদ্দ্বারা চিত্তজয়, ধৈর্য্যাবলম্বন, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ, বিষয়পরাঙ্মুখতা ইত্যাদির অনুশীলন করা।

তাহার মধ্যে যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ঔষধ সংশোধন ও সংশমন ভেদে দুই প্রকার। যে দ্রব্য শরীরে সঞ্চিত মলসমূহকে ঊর্দ্ধ (মুখ) ও অধোদ্বার (মলদ্বার) দিয়া বহির্ভাগে নিঃসারিত করিয়া দেয়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন ঘোষাফল।

আর যে দ্রব্য সঞ্চিত দোষসমূহকে নিঃসারিত করিয়া দিয়া দেহকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না, যে দোষ প্রকৃতিস্থ আছে, তাহাকেও কুপিত করে না, অথচ যে কুপিত হইয়াছে, তাহাকে প্রশমিত করে, তাহাকে সংশমন বলে। যেমন গুড়ূচী।

সংশোধন ঔষধ শরীরস্থ দূষিতকফ, পিত্ত ও ক্লেদাদি পদার্থসমূহকে দেহাভ্যন্তর হইতে নিঃসারিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই সংশোধনকে পঞ্চকর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পঞ্চকর্ম্ম বলিতে বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন এই পাঁচটি ক্রিয়াকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে আস্থাপন ও অনুবাসন এই দুইটি বস্তি নামে অভিহিত হয়। এই বস্তিকেই আধুনিক ভাষায় ডুস্ বা পিচ্‌কারী বলে।

বমন—যে ঔষধ প্রয়োগে আমাশয়গতদোষ মুখদ্বারা নির্গত হইয়া যায় তাহাই বমন, ইহাকে ঊর্দ্ধসংশোধনও বলে। শাস্ত্রে উক্তি আছে, যে দ্রব্য অপক্ক পিত্ত শ্লেষ্মা ও অন্নসমূহকে ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মুখ দ্বারা নির্গত করাইয়া দেয়, তাহাকে বমন অর্থাৎ

বমনকারক দ্রব্য বলে, যেমন মদন ফল। বমনকারক ঔষধ প্রথমেই আমাশয়ে (ষ্টমাক্) প্রবেশ করিয়া আমাশয়স্থিত দূষিত কফ ও ক্লেদাদি পদার্থসমূহকে নিঃসারিত করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করে। তদনন্তর কষায়, চূর্ণ, বটিকা, আসব, অরিষ্ট ইত্যাদি কফনাশক সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসকগণ কফজ ব্যাধিসমূহকে অনায়াসেই সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হন ; কারণ, তখন ঐ ঔষধগুলি আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া—তত্রত্য শ্লেষ্মা ও ক্লেদাদিসমূহ নির্গত হইয়া যাওয়ায় তাহা দ্বারা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় অনায়াসেই স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—কোনও বৃক্ষকে ছেদন করিলে তাহার ফুল ফল শাখা ইত্যাদি যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ বমনকারক ঔষধের দ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া আমাশয় বিশুদ্ধ হইলে কফজন্য রোগসমূহ অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

বিরেচন—যে ঔষধ প্রয়োগে পচ্যমানাশয় (ক্ষুদ্রান্ত্র যেখানে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয়) ও পক্বাশয় (স্থূলান্ত্র) হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মল, পিত্ত ও ক্লেদাদি পদার্থসমূহ নির্গত হইয়া যায় তাহাকে বিরেচন বলে। শাস্ত্রে উক্তি আছে, যে দ্রব্য পক্ব বা অপক্ব মলাদিকে দ্রব করিয়া অধোদ্বার দিয়া নিঃসারিত করিয়া দেয় তাহাকে বিরেচন বলে, যেমন তেউড়ী। এই বিরেচন ঔষধ প্রয়োগে পিত্ত মলাদি নির্গত হইয়া যাওয়ার পর অবস্থা বিবেচনায় তত্তদ্ব্যাধিনাশক কষায়, চূর্ণ, বটিকা, আসব, অরিষ্ট, তৈল, ঘৃতাদি সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ ঔষধ ক্লেদমলাদিশূন্য কোষ্ঠাদি মধ্যে (ক্ষুদ্রান্ত্র) অবাধে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া সহজেই রোগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, বিরেচন ঔষধ যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের বল, ধাতুসমূহের স্থৈর্য্য, দৈহিক বল, অগ্নির দীপ্তি ও দীর্ঘকালে বয়সের পরিপাক অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যৌবনের শক্তিকে অটুট রাখে, বার্দ্ধক্যজনিত দোষ সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। জল শুষ্ক হইয়া গেলে যেমন জলচর জীব ও জলজ বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বিরেচন দ্বারা দূষিত পিত্তাদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া গেলে পিত্তজ রোগসমূহ আশু বিনষ্ট হয়।

বস্তি—নলের সাহায্যে মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার দিয়া ঔষধ প্রয়োগরূপ ক্রিয়া-বিশেষকে (ডুস্ বা পিচ্‌কারী) বস্তি বলে। এই বস্তি দুই প্রকার, বস্তি ও উত্তর বস্তি। মলদ্বার দিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বস্তি বলে। মূত্রদ্বার দিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে উত্তর বস্তি বলে। বস্তি আবার দুই প্রকার, আস্থাপন ও অনুবাসন। আস্থাপন অর্থাৎ রূক্ষবস্তি। অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহবস্তি।

রূক্ষতাকারক দ্রব্যবিশেষের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথের সহিত লবণ তৈলাদি মিশ্রিত করিয়া মলদ্বার দিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে আস্থাপন বস্তি বলে।

আর স্নিগ্ধতাকারক ঔষধ সিদ্ধ তৈল ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ দ্বারা মলদ্বার দিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে অনুবাসন বস্তি বলে।

বস্তি প্রথমেই পক্বাশয়ে প্রবেশ করিয়া রোগোৎপাদক বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন করিয়া কঠিন পুরাতন মল ও ক্লেদাদি পদার্থসমূহকে বহিষ্কৃত করিয়া মলাশয়কে বিশুদ্ধ করে, তদনন্তর অবস্থা বিবেচনায় বায়ুজন্য সেই সেই ব্যাধি-নাশক কষায়-চূর্ণাদি সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ ঔষধ অবাধে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া সহজেই বায়ুজন্য রোগকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রে উক্তি আছে, বস্তি ক্রিয়া বয়ঃস্থাপক অর্থাৎ যথাবিধি বস্তি গ্রহণ করিলে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারে না, সুখপ্রদ দীর্ঘায়ু, বল, অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণের উৎকর্ষাদি সম্পাদিত হয়। সর্ব্বপ্রকারে দেহের হিত সাধিত হয়। ঐ ক্রিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই হিতকারী ও এই ক্রিয়াতে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ইহা সর্ব্বরোগনাশক এবং দুষিত মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া দেয়। ইহা দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক, শুক্র ও বলজনক।

নিরূহ—অর্থাৎ আস্থাপন বা রূক্ষবস্তি আভ্যন্তরিক সমস্ত দোষকে নির্গত করাইয়া সমস্ত রোগকে প্রশমিত করে। নিরূহ বস্তি দ্বারা দৈহিক স্রোতসমূহ বিশুদ্ধ হইলে তদনন্তর যদি অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তি দৈহিক বর্ণের ও বলের উৎকর্ষ সাধন করে। বায়ুজন্য রোগে স্নেহবস্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই ; কারণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য তৈল নিজের স্নিগ্ধতাদি গুণ দ্বারা বায়ুর রূক্ষতা, লঘুতা ও শৈত্যকে দূরীভূত করিয়া মনের প্রসন্নতা, বীর্য্য, বল, বর্ণ, অগ্নি ও দেহের পুষ্টি সাধন করে। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে ঐ বৃক্ষ যেমন হরিদ্বর্ণ পত্র ও কোমল পল্লবের দ্বারা সুশোভিত হইয়া যথাকালে যথেষ্ট পুষ্প ও ফলপ্রদান করে, সেইরূপ অনুবাসনাত্মক জল সেচন দ্বারা মানবগণ নীরোগ হইয়া যথাকালে সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশবৃদ্ধি, যশ ও বহু কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

শিরোবিরেচন বা নস্য—শিরঃস্থিত দুষ্ট কফাদি নিঃসারণের নিমিত্ত নাসারন্ধ্র

দ্বারা চূর্ণ অথবা তৈলাদিস্নেহ পদার্থের উর্দ্ধে আকর্ষণ করাকে শিরোবিরেচন বা নস্য বলে। এই নস্য প্রয়োগে নাসারন্ধ্র দ্বারা মস্তকস্থ দূষিত কফাদি নিঃসৃত হইয়া যাওয়ায় মস্তকের ভার কমিয়া গিয়া খুব লঘু হয় অর্থাৎ মাথা হাল্‌কা বোধ হয়। এইরূপে মস্তকস্থ শিরা প্রভৃতি হইতে শ্লেষ্মাদি নির্গত হইয়া যাওয়ায় ঐ শিরাসমূহ যথাযথভাবে নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদনন্তর সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিলে উর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, নাসা ও কর্ণাদিগত রোগসমূহ সমূলে প্রশমিত হয়। শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে যে, নাসাদ্বারা যে ঔষধ গ্রহণ করা হয় তাহাকে নস্য বলে। উর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহে নস্য বিশেষ উপযোগী, কারণ নাসা মস্তকের দ্বারস্বরূপ, ঔষধসমূহ ঐ নাসাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মস্তকে গমন পূর্ব্বক তদ্গত রোগসমূহকে বিনষ্ট করে।

এইরূপে সংশোধন ক্রিয়াদ্বারা আমাশয়, পচ্যমানাশয় ও পক্কাশয় বিশুদ্ধ হইলে সংশমন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বদ্ধমূল, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক পুরাতন রোগসমূহও অল্প সময়ে প্রশমিত হয়। কিন্তু বমনাদি পঞ্চকর্ম্মদ্বারা দেহকে শোধন না করিয়া সংশমন অর্থাৎ বটিকা-চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—মলিন বস্ত্রকে রঞ্জিত করিলে সেই রঞ্জন যেমন উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ বমনাদি পঞ্চকর্ম্মদ্বারা দেহশুদ্ধি না করিয়া রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। ধৌত বস্ত্রে রং যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ দেহকে শোধন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ অতি সত্বর নিজের প্রভাব দেখাইতে সমর্থ হয়। যদিও এই শ্লোকটি রসায়ন বাজীকরণ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রায় অধিকাংশ রোগ সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রয়োজ্য। সংশোধনের গুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—সংশোধন ঔষধ দেহস্থ দূষিত পদার্থ সমূহকে নিঃসরণ করাইয়া রোগসমূহকে বিনাশ করে, এবং শরীরের বল বৃদ্ধি, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্পাদন ও দীর্ঘায়ু প্রদান করে। যে ব্যক্তি সংশোধন ঔষধ সেবন করে, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ মন ও বুদ্ধি অব্যাহত থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। তাহার স্বাভাবিক ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সে ব্যক্তি বল, পুষ্টি ও বহুসন্তান লাভ করিতে সমর্থ হয়। জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। সম্পূর্ণ নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। লঙ্ঘন বা পাচন ঔষধের দ্বারা যে যে দোষ নিবারিত হয়, তাহারা কখন পুনরায় কুপিত হইতেও পারে, কিন্তু বমনাদি সংশোধন ক্রিয়াদ্বারা যে দোষকে দূর করা যায়, তাহাদের

আর পুনরায় কুপিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বৃক্ষের মূলদেশকে ছেদন না করিয়া যদি কেবল শাখা-প্রশাখাদি ছেদন করা যায়, তাহা হইলে ঐ ছিন্ন শাখা-প্রশাখা যেমন নিশ্চয়ই পুনরুৎপন্ন হয়, সেইরূপ বাতাদি দোষসমূহেরও মূল যদি বিনাশ না হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য রোগসমূহ কিছুকাল প্রশমিত থাকিলেও কিয়দ্দিন পরেই পুনরায় তাহারা আত্মপ্রকাশ করিবেই, অতএব যাহার পক্ষে যে সংশোধন উপযোগী, যথাকালে তাহা যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে রোগ নিবৃত্তি ত হয়ই, উপরন্তু রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম থাকে ॥১॥

তচ্চ যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনস্ত্রিবিধম্—অন্তঃপরিমার্জ্জনং, বহিঃ পরিমার্জ্জনং, শস্ত্রপ্রণিধানঞ্চ। তত্র অন্তঃপরিমার্জ্জনং—যৎ ঔষধং শরীরান্তরনুপ্রবিশ্য অহিতাহারজব্যাধীন্ প্রমার্ষ্টি। বহিঃ পরিমার্জ্জনং পুনঃ—যদৌষধং বহিঃস্পর্শমাশ্রিত্য অভ্যঙ্গ-স্বেদ-প্রদেহ-পরিষেকোন্মর্দ্দনাদ্যৈঃ ব্যাধীন্ প্রমার্ষ্টি। শস্ত্রপ্রণিধানং তাবৎ—ছেদন-ভেদন-ব্যধন-দারণ-লেখনোৎপাটন-প্রচ্ছন-সীবনৈষণ ক্ষার-জলৌকসশ্চেতি ॥২॥

যুক্তিব্যপাশ্রয় ঔষধ আবার তিন প্রকার—অন্তঃপরিমার্জ্জন, বহিঃপরিমার্জ্জন ও শস্ত্রপ্রয়োগ। তাহার মধ্যে যে ঔষধ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অহিত আহারজন্য রোগসমূহকে উন্মূলিত করে, তাহাই অন্তঃপরিমার্জ্জন ঔষধ। অভ্যঙ্গ স্বেদ, পরিষেক, প্রলেপ, মর্দ্দনাদিরূপ যে বাহ্যিক প্রয়োগসমূহ ব্যাধিসমূহকে উন্মূলিত করে, তাহাই বহিঃপরিমার্জ্জন ঔষধ। ছেদন, ভেদন, বিদ্ধ, বিদারণ, লেখন, (আঁচড়ান)উৎপাটন, (একেবারে তুলিয়া ফেলা) প্রচ্ছন অর্থাৎ নরুণ প্রভৃতি দ্বারা ঈষৎ চিরিয়া দেওয়া, সীবন (সেলাই করা) এষণ (অন্বেষণ অর্থাৎ নাড়ীব্রণাদিতে কতদূর পর্য্যন্ত শোষ হইয়াছে শলাকা প্রবেশ করাইয়া তাহার অনুসন্ধান) ক্ষার ও জোঁকলাগান ইত্যাদি শস্ত্রপ্রণিধান ॥২॥

অথ বায়োঃ প্রশমনানি।

সামান্যতঃ চিকিৎসাসূত্রং দর্শয়িত্বা ইদানীং কুপিতস্য বায়োঃ প্রশমনোপায়ঃ প্রদর্শ্যতে—

রূক্ষ-শীত-লঘু-সূক্ষ্ম-চল-বিশদ-খরগুণকো বায়ুঃ তদ্বিপরীতৈঃ স্নিগ্ধোষ্ণ-স্থূল-গুরু-স্থির-পিচ্ছিল-শ্লক্ষ্ণগুণকৈঃ তথা তাদৃশরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাববদ্ভিঃ আহারাচারৈঃ প্রশমমেতি। তত্র রূক্ষো ভৃষ্টযবশক্তুঃ, তদ্বিপরীতং স্নিগ্ধং ঘৃতম্। শীতাকরকা, তদ্বিপরীতঃ উষ্ণোঽগ্নিঃ। লঘবো লাজাঃ, তদ্বিপরীতং গুরু পিষ্টকম্। বিশদং তাম্বূলং, তদ্বিপরীতং পিচ্ছিলং পত্রকম্ ॥৩॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বায়ু রূক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ, খর ও দারুণগুণবিশিষ্ট। উহার বিপরীতগুণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, স্থূল, স্থির, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ ও মৃদু। এই সমস্ত বিপরীতগুণবিশিষ্ট আহার আচারের দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়। কেবল গুণবিশিষ্ট নহে, উহাদের বিপরীত রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাববিশিষ্ট আহারাচারও বায়ু নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। অধ্যয়নার্থীদিগের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ইহাদের প্রধান প্রধান কয়েকটি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। যবশক্তু রূক্ষ, ঘৃত স্নিগ্ধ, রূক্ষগুণবিশিষ্ট যবশক্তু (ছাতু) ভোজনে বায়ু কুপিত হইলে তদ্বিপরীত স্নিগ্ধ ঘৃত ব্যবহারে তাহার শান্তি হয়। করকা (শিল বা বরফ) শীতল, অগ্নি উষ্ণ, শীতগুণবিশিষ্ট করকা-জল পানে বায়ু কুপিত হইলে উষ্ণগুণবিশিষ্ট অগ্নির উত্তাপাদি দ্বারা ঐ বায়ু প্রশমিত হয়। লঘুগুণবিশিষ্ট লাজ (খৈ) ব্যবহারে কুপিত বায়ু তদ্বিপরীত গুরু পিঠা প্রভৃতি ব্যবহারে ঐ বায়ু প্রশমিত হয়। সৈন্ধব সূক্ষ্ম, তদ্বিপরীত স্থূল শ্লেষ্মজনক ক্ষীরদধ্যাদি। তাম্বূল (পাণ) বিশদ, তাহার বিপরীত তেজপত্রাদি পিচ্ছিল ॥৩॥

কিঞ্চ, স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধানি দ্রব্যাণি, গোরসেক্ষুবিকৃতয়ঃ, চত্বারঃ স্নেহাঃ, বস্তিক্রিয়া চ, এতেষামুপযোগাৎ প্রকুপিতপবনঃ প্রশান্তিমাপদ্যতে। তত্রায়ং ক্রমঃ—সর্ব্বমেব বাতরোগিণমাদৌ সর্পিরাদিভিঃ স্নেহচতুষ্টয়ৈঃ সংস্নেহ্য স্নেহক্লান্তিদূরীকরণার্থং পয়ঃ পায়য়িত্বা পুনঃ স্নেহয়েৎ। ততঃ স্নেহসংস্কৃতৈঃ গ্রাম্যৌদকানূপৈঃ রসৈঃ যূষৈর্ব্বা তথা পায়সৈঃ কৃশরৈঃ অনুবাসন-নাবন-তর্পণাদিভিশ্চ সুস্নিগ্ধং কৃত্বা নাড়ী-

প্রস্তর-সঙ্করাদিভিঃ স্বেদৈঃ তং স্বেদয়িত্বা সংশমনং প্রযুঞ্জ্যাৎ। অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্যং বৃংহণং তৎ সর্ব্বং, তথা নিবাতং স্থানং, প্রাবরণানি চ বাতরোগেষু প্রশস্তানি জানীয়াৎ। তথা স্নেহবিরেচনং, শিরোবস্তিঃ, শিরঃস্নেহঃ, স্নৈহিকো ধূমঃ, সুখোষ্ণঃ স্নেহগণ্ডূষঃ, স্নৈহিকং নস্যং, ফলাম্লস্নিগ্ধলবণানি ভোজ্যানি, সুখোষ্ণপরীষেকঃ, সংবাহনং, কুঙ্কুমাগুরুতেজপত্র-কুষ্ঠৈলাতগরাদিগন্ধদ্রব্যাণি, কৌশেয়োর্ণারোমজকার্পাসজা-দীনি গুরূণি চ বসনানি, নিবাতাতপগৃহাণি, গর্ভ-গৃহাণি, কোমলশয্যা, অগ্নিসন্তাপঃ, রৌদ্রসন্তাপঃ, ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ সর্ব্বমেতৎ বাতরোগেষু প্রযোজ্যম্ ॥৪॥

মধুর, অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ দ্রব্যসমূহ, দুগ্ধ, গুড়, শর্করা ইত্যাদি ইক্ষুজাত খাদ্য, চতুর্ব্বিধ স্নেহ ও বস্তিক্রিয়া; বায়ুশান্তির নিমিত্ত এই সমস্ত প্রয়োগ করা বিধেয়। বায়ুশান্তির নিমিত্ত যেরূপ ক্রম অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা বলা হইতেছে—বায়ু কুপিত হইলে প্রথমতঃ ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা এই স্নেহচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনও একটি স্নেহ পান করাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সুস্নিগ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততদিন তাহাকে স্নেহপান করান আবশ্যক। এই স্নেহপান করার সময়ে রোগীর একটা স্নেহবিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি আসে, সেই ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণা দূর করার নিমিত্ত দুই চারি দিন স্নেহপ্রয়োগ বন্ধ রাখিয়া দুগ্ধ পান করাইবে। ক্লান্তি দূর হইলে পুনরায় স্নেহপান করাইবে। অনন্তর স্নেহসংস্কৃত ছাগাদি গ্রাম্য মাংস অথবা কূর্ম্মাদি ঔদক মাংস, অথবা বরাহাদি আনূপ মাংসের রস, মুদ্গাদির যূষ, পায়স, কৃশরা অর্থাৎ খিচুড়ীবিশেষ, নস্য, স্নেহবস্তি, তর্পণ-যোগ ইত্যাদি দ্বারা রোগীকে সুস্নিগ্ধ করিয়া লইয়া নাড়ী বা প্রস্তর অথবা সঙ্কর স্বেদ অথবা বায়ুশান্তিকর যে কোন স্বেদের দ্বারা স্বিন্ন করিবে। উক্তরূপ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগে বায়ু কিছু অনুলোম হইলে বায়ুপ্রশমক দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। মধুর অম্ল লবণ রস-বিশিষ্ট দ্রব্য, স্নিগ্ধক্রিয়া, দুগ্ধ, শর্করা, গুড় প্রভৃতি ইক্ষুবিকার, ঘৃতাদি স্নেহচতুষ্টয়, বস্তিক্রিয়া, পুষ্টিকর আহার, বায়ুশূন্য স্থানে বাস, গরম কাপড় অথবা মোটা কাপড়ের দ্বারা দেহাচ্ছাদন, আবশ্যক হইলে স্নেহবিরেচন, শিরোবস্তি অর্থাৎ অষ্টাঙ্গুল উন্নত একটী চামড়ার পটি দ্বারা মাথার উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে, সেই চামড়ার

পটি ও কপালের সংযোগস্থলে মাষকলাই বাঁটা প্রলেপ দিয়া সন্ধির ফাঁক বন্ধ করিয়া মাথার উপরে বায়ুনাশক কোন তৈল ঢালিয়া দিয়া ব্যাধির গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া এক প্রহর বা অর্দ্ধ প্রহর কাল ঐ তৈল মাথায় ধারণ করিবে, ইহাকেই শিরোবস্তি বলে, শিরঃস্নেহ অর্থাৎ মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ, স্নৈহিক ধূমপান, ঈষদুষ্ণ স্নেহগণ্ডূষ, স্নিগ্ধতাকারক নস্য, দাড়িম আমলকাদি অম্লফলের রস, ঘৃতাদি স্নেহ ও লবণ মিশ্রিত ভোজ্যদ্রব্য, বাতনাশক দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথের পরিষেক, গা হাত পা টেপান, কুঙ্কুম, অগুরু, তেজপত্র, কুড়, ছোট এলাচ, তগরপাদুকা প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার, রেশম পশম বা কার্পাস বস্ত্র ধারণ, মোটা কাপড়ের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন, অথবা ব্যাধিযুক্ত স্থান আচ্ছাদন, শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, অথচ রৌদ্রযুক্ত গৃহে বাস, গর্ভগৃহ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী গৃহে বাস, কোমল শয্যা, অগ্নি ও রৌদ্র সন্তাপ, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগেই এই সমস্ত ক্রিয়া প্রযোজ্য ॥৪॥

বাতহরমাংসরসাঃ।

কিঞ্চ, সর্ব্ববাতপ্রশমনার্থং বলায়াঃ মহৎপঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা ষড়ঙ্গবিধানেন ক্বাথং কৃত্বা তেন সহ ছাগমুণ্ডাম্বুজানূপমাংসানাং পৃথক্ পৃথক্ রসান্ পক্ত্বা তত্র কিঞ্চিদধিকং লবণং দত্ত্বা ঘৃতেন সন্তল্য অম্লদধি-ত্রিকটুচূর্ণঞ্চ যুক্ত্যা সংমিশ্র্য তেন রসেন অন্নং ভোজয়েৎ ॥৫॥

বেড়েলা অথবা মহৎ পঞ্চমূল অথবা দশমূল ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ৴৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴২ সের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে ছাগমুণ্ড অথবা রোহিত মৎস্য ও কূর্ম্মাদি জলজ মাংস অথবা বরাহ-মহিষাদি আনূপ মাংসের রস প্রস্তুত করিবে, তাহাতে এমন পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিবে যাহাতে একটু ভাল রকম লবণাস্বাদ হয়। পরে ঘি দিয়া সাঁতলাইয়া তাহাতে একটু অম্লাস্বাদ হয় এমন পরিমাণে অম্ল দধি ও যুক্তি অনুসারে কিছু ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে ॥৫॥

অথ উপনাহঃ।

তথা পূর্ব্বোক্তান্যেব মাংসানি ঈষৎ কুট্টয়িত্বা কিঞ্চিজ্জলেন উৎস্বিদ্য নিরস্থীনি কৃত্বা কাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা তৈল-ঘৃতাভ্যাং সংমিশ্র্য উপনাহং কুর্য্যাৎ ॥৬॥

ছাগমুণ্ড অথবা অম্বুজ অথবা আনূপ অথবা মাংসাশী প্রাণীর মাংসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, বেশ সিদ্ধ হইলে ঐ সমস্ত মাংসের অস্থি বা কাঁটা বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া কাঁজী দিয়া ঐ মাংস বেশ করিয়া বাঁটিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তিল তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥৬॥

অথ বাতহরাবগাহন-পরিষেকৌ।

বাতহরদ্রব্যসাধিতক্কাথ-দুগ্ধ-তিলতৈলানামন্যতমেন দ্রোণীমাপূর্য্য তত্র তৈলাভ্যক্তসর্ব্বগাত্রং বাতরোগিণ-মবগাহয়েৎ, অথবা তৈরেব সুখোষ্ণৈঃ পরিষেকং কুর্য্যাৎ ॥৭॥

রাস্না, দশমূল, শতাবরী প্রভৃতি বায়ুনাশক দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্কাথ অথবা তাহা-দিগের সহিত পক্ক ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অথবা ঈষদুষ্ণ তিলতৈল একটি বড় টবের মধ্যে রাখিয়া বাতরোগার্ত্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করাইয়া সেই টবের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে অবগাহন করাইবে, অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পরিষেক করিবে ॥৭॥

অথ বাতহরনাড়ীস্বেদঃ।

দশমূল-শতাবরী-কুলত্থ-বদর-মাষ-তিল-রাস্না-যব-বলাঃ, তথা যথালাভং রোহিত-কূর্ম্ম-বরাহ-মহিষাণাং মাংসানি বসা-দধি-কাঞ্জিক-জম্বীরাদীনাং রসৈঃ সহ কলসে নিদধ্যাৎ, কলসমুখঞ্চ শরাবেণ পিধায় সন্ধিং নিরুন্ধ্যাৎ, কলসগাত্রে চ ছিদ্রমেকং কৃত্বা তত্র নলিকামেকাং দীর্ঘাং স্থাপয়েৎ, কলসঞ্চ চুল্ল্যাং সংস্থাপ্য অধঃ অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ, সমস্ততঃ আবৃতে বস্ত্রগৃহে বা গৃহে বা রোগিণমুপবেশ্য নলিকাপ্রান্তং গৃহমধ্যে রোগিদেহে বা সংযোজয়েৎ। ক্কথনেন যঃ বাষ্প উদ্‌গচ্ছেৎ, তেন রোগিণঃ স্বেদক্রিয়া সম্পদ্যতে ইতি। এতান্যেব দ্রব্যাণি ঐকধ্যং পিষ্ট্বা তৈরুপনাহোঽপি কার্য্য ইতি ॥৮॥

দশমূল, শতমূল, কুলত্থকলায়, কুল, মাষকলায়, তিল, রাস্না, যব, বেড়েলা, রোহিত মৎস্যের মুণ্ড, কচ্ছপ, শূকর ও মহিষ মাংস, চর্বি, দধি, কাঞ্জিক ও গোঁড়া

লেবু ইত্যাদি যতপ্রকার লেবু সংগ্রহ হইতে পারে, তাহার রস, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটি কলসীর মধ্যে রাখিবে। দশমূল প্রভৃতি সমস্ত সমভাগে লইবে। মৎস্য মাংসের মধ্যে যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাই গ্রহণ করিবে। চর্বি দধি প্রভৃতি এমন পরিমাণে দিবে, যাহাতে ঔষধ মাংসাদি বেশ সুসিদ্ধ হয়, ইহাদের মধ্যে কাঁজি ও লেবুর রস কিছু বেশী পরিমাণে দিতে হইবে। কলসীর মুখে একখানা সরা চাপা দিয়া কলসী ও সরার সংযোগস্থল বেশ ভাল করিয়া লেপিয়া দিতে হইবে। কলসীর গায়ে অথবা সরার উপরে একটি ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রমধ্যে একটি লম্বা নল প্রবেশ করাইয়া ঐ নল ও ছিদ্রের সংযোগস্থল এমনরূপে বন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে কোন ফাঁক দিয়া বাষ্প বাহির হইয়া না যাইতে পারে। অনন্তর জ্বলন্ত চুল্লীতে সেই কলসী বসাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। চারিদিকে কাপড় দিয়া ঘিরিয়া সেই ঘেরার মধ্যেই হউক অথবা চারিদিক বন্ধ কোন ঘরের মধ্যেই হউক রোগীকে বসাইয়া সেই নলের এক প্রান্ত বস্ত্রাবরণের মধ্যেই হউক বা রোগীর গাত্রের নিকটে এমনভাবে রাখিবে যাহাতে ঐ বাষ্প রোগীর গাত্রে বেশ ভাল করিয়া লাগিতে পারে। স্বেদোক্ত দ্রব্য সমূহই বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপও দেওয়া যাইতে পারে ॥৮॥

ইদানীং প্রকুপিতস্থানবিশেষাশ্রিতানাং বায়ূনাং বিশেষশমনোপায়ঃ প্রদর্শ্যতে—

অথ কোষ্ঠগতবায়োশ্চিকিৎসা।

কোষ্ঠগতে কুপিতে বাতে ব্যাধিতং স্নেহ-স্বেদাদিভিরুপক্রম্য যবক্ষারং কিংবা ভল্লাতকাদি-দুরালভাদি-ভূনিম্বাদিক্ষারাণামন্যতমং ক্ষারং চরকগ্রহণীচিকিৎসিতোক্তং পায়য়েৎ। তথা দীপন-পাচনানি চূর্ণানি হিঙ্গ্বষ্টকাদীনি সেবনার্থং দদ্যাৎ। অথবা কাঞ্জিকাদ্যম্লযুতৈঃ পাচনদীপনৈর্যোগৈরুপক্রমেৎ ॥৯॥

বায়ু কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে উক্ত রোগীর স্নেহ-স্বেদাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যবক্ষার কিংবা চরকের গ্রহণীচিকিৎসায় লিখিত ভল্লাতকাদি ক্ষার দুরালভাদি ক্ষার অথবা ভূনিম্বাদি ক্ষার প্রভৃতির যে কোন একটি ক্ষার অথবা

অগ্ন্যুদ্দীপক ও দোষপাচক হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি, অথবা কাঁজি, লেবুর রস, দধিমস্তু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের সহিত পাচক ও দীপক যোগ সেবন করাইবে ॥৯॥

অথ গুদ-পক্বাশয়গতবায়োশ্চিকিৎসা।

গুদগতে পক্বাশয়গতে চ কুপিতে বাতে ব্যাধিতং পূর্ব্ববৎ স্নেহ-স্বেদাদিভিরুপক্রম্য ফলবর্ত্তি-নারাচরসাদিভিঃ উদাবর্ত্তনাশিনীভিঃ ক্রিয়াভিঃ চিকিৎসেৎ। বিশেষতশ্চ পক্বাশয়গতে তিল্বকসর্পিরাদিকং স্নিগ্ধবিরেচনং, শোধনীয়াঃ বস্তয়ঃ, স্নেহলবণ-কল্যাণকলবণাদয়ঃ লবণোত্তরাঃ প্রাশাশ্চ প্রযোজ্যাঃ। তথা শুণ্ঠীন্দ্রযব-চিত্রকাণাং সমভাগানাং চূর্ণং ঈষদুষ্ণাম্বুনা দাতব্যং, কেবলমীষদুষ্ণাম্বু বা। দীপনযোগান্ যবক্ষারাদিক্ষারচূর্ণঞ্চ রোগিণং পায়য়েৎ ॥১০॥

কুপিত বায়ু অপানদেশে ও পক্বাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঐ রোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া লইয়া উদাবর্ত্তোক্ত ফলবর্ত্তি, নারাচ রসাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ পক্বাশয়গত বায়ুতে লোধ্রের ক্বাথ ও কল্কসিদ্ধ ঘৃত প্রভৃতি স্নেহবিরেচন, শোধনীয় অর্থাৎ মলশোধক বস্তি, স্নেহলবণ কল্যাণ-লবণাদি লবণবহুল প্রাশ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব ও চিতামূল চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া।০ আনা পরিমাণ ঐ চূর্ণ অল্প গরম জলের সহিত খাইতে দিবে, অথবা কেবল গরম জল পান করিতে দিবে। অগ্ন্যুদ্দীপক ভাস্কর লবণাদি অথবা যবক্ষার চূর্ণ অথবা অন্যবিধ ক্ষারবহুল ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥১০॥

অথ আমাশয়গতবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতে বায়ৌ আমাশয়াশ্রিতে আদৌ ব্যাধিতং স্নেহ-স্বেদাভ্যামুপক্রম্য বমনযোগং পায়য়েৎ। সম্যগ্বমিতং তং হিতমন্নং ভোজয়িত্বা সমাশ্বাস্য সপ্ত-দিনানি ষড়্ধরণ-যোগং বচাদিগণস্য ক্বাথং চূর্ণং বা ঈষদুষ্ণাম্বুনা পায়য়েৎ। তত্র ষড়্ধরণযোগশ্চ—চিত্রকেন্দ্রযব-পাঠা-কটুকাতিবিষা-ভয়ানাং ষণ্ণাং প্রত্যেকং ধরণমিতং চূর্ণমেকত্র সংমিশ্র্য কর্ত্তব্যঃ

ইতি। অথবা রোগিণং তং প্রাক্ লঙ্ঘয়িত্বা দীপন-পাচন-বমনযোগাদিকং তীক্ষ্ণবিরেচনযোগং বা পায়য়েৎ। অভয়া-যমানী-শটী-পুষ্করাণাং বা বিল্ব-গুড়ূচী-দেবদারু-নাগরাণাং বা বচাঽতিবিষা-পিপ্পলী-বিড়ানাং বা ক্বাথাঃ আমাশয়গত-বাতে প্রযোজ্যাঃ ॥১১॥

বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে রোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বমন করাইবে। বমন করাইবার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে হিতকর অন্ন ভোজন করাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ষড়্ধরণ যোগ অল্প গরম জলের সহিত সাতদিন প্রয়োগ করিবে। চিতামূল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, কটুকী, আতইচ ও হরীতকী প্রত্যেক দ্রব্য ছয় মাষা দুই রতি পরিমাণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, ইহাই ষড়্ধরণ যোগ। অথবা বচাদিগণের ক্বাথ বা চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত প্রয়োগ করিবে। অথবা রোগীকে প্রথমতঃ লঙ্ঘন করাইয়া অগ্ন্যুদ্দীপক, পাচক ও বমনকারক যোগ প্রয়োগ করিবে। অথবা হরীতকী, যমানী, শটী ও কুড় ইহাদের ক্বাথ, অথবা বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠের ক্বাথ, অথবা বচ, আতইচ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে বিট্‌লবণ প্রক্ষেপ দিয়া ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির ক্বাথ পান করাইবে ॥১১॥

অথ ত্বগ্‌গতবায়োশ্চিকিৎসা।

রসমাশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে স্নেহাভ্যঙ্গঃ, স্বেদঃ, উপনাহঃ, নিবাতে অবস্থানং, সংবাহনম্, আলেপনং বায়ৌ অবিরুদ্ধং প্রিয়মন্নং পানঞ্চ, সর্ব্বমেতৎ বিবিচ্য প্রযোজ্যম্ ॥১২॥

ত্বক্ শব্দে রসকে বুঝায়, কারণ, রস-ধাতু ত্বকে অবস্থান করে। বায়ু রসকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে বায়ুনাশক বিষ্ণু তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্বেদ, উপনাহ অর্থাৎ উষ্ণ ও পুরু প্রলেপ, বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান, গা হাত পা টেপান ও উপযুক্ত প্রলেপ এবং বায়ুর বিরোধী নয় অথচ নিজের প্রিয় অন্ন পান, অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত বিষয় প্রয়োগ করিবে ॥১২॥

অথ রক্তগতবায়োশ্চিকিৎসা।

রক্তমাশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে তচ্ছান্ত্যর্থং শীতলপ্রলেপঃ, বিরেচনং, রক্তমোক্ষণং, স্নেহাভ্যঙ্গঃ, উপনাহঃ, মর্দনঞ্চ কার্য্যম্ ॥১৩॥

বায়ু রক্ত-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে তাহার শান্তির নিমিত্ত শীতল প্রলেপ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, গুড়ূচ্যাদি প্রভৃতি তৈলাভ্যঙ্গ, ঈষদুষ্ণ অথচ খুব পুরু প্রলেপ ও গা হাত পা টেপান এই সমস্ত ক্রিয়া করিবে ॥১৩॥

অথ মাংস-মেদোগতবায়োশ্চিকিৎসা।

মাংসং মেদশ্চ সমাশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে সতি বিরেচনং, নিরূহবস্তিঃ, সংবাহনম্, আলেপনম্, উপনাহঃ, দোষপ্রশমনমাভ্যন্তরপ্রয়োগশ্চ কর্ত্তব্যঃ ॥১৪॥

বায়ু মাংস ও মেদো-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে বিরেচন, নিরূহবস্তি, গাত্রমর্দ্দন, প্রলেপ, উপনাহ এবং শিলাজতু ও গুগ্‌গুলুসংযুক্ত দোষপ্রশমক খাইবার ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে ॥১৪॥

অথ অস্থি-মজ্জগতবায়োশ্চিকিৎসা।

অস্থি মজ্জানঞ্চ সমাশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে পরিষেকাবগাহাভ্যঙ্গমস্তিষ্কশিরোঽভ্যঙ্গাদিরূপঃ বাহ্যস্নেহপ্রয়োগঃ, পানবস্ত্যাদিরূপ আভ্যন্তরস্নেহপ্রয়োগশ্চ কর্ত্তব্যঃ। বিশেষতশ্চ অস্থিগতে উপনাহঃ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধনং, মর্দ্দনং তথা বাতব্যাধ্যুক্তকেতকাদিতৈলঞ্চ কার্য্যম্। অস্থিমধ্যে মজ্জনি চ বায়ৌ নিরুদ্ধে শস্ত্রেণ ত্বঙ্মাংসং বিপাট্য আরানামকাস্ত্রবিশেষেণ অস্থি বিদ্ধা তত্র রন্ধ্রে দ্বিমুখীং নাড়ীং প্রণিধায় আচূষণেন বায়োরাকর্ষণং কার্য্যমিতি ॥১৫॥

বায়ু অস্থি ও মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে ঈষদুষ্ণ স্নেহপরিষেক, স্নেহ পূর্ণ দ্রোণীমধ্যে অবগাহন, গাত্রে স্নেহমর্দ্দন, শিরোবস্তি ও মস্তকে স্নেহমর্দ্দন

প্রভৃতি বাহ্যিক স্নেহপ্রয়োগ এবং স্নেহপান ও অনুবাসনাদিরূপ আভ্যন্তরিক স্নেহ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অস্থিগত বায়ুতে উপনাহ, অগ্নিক্রিয়া অর্থাৎ লৌহ শলাকা, তৈল বা ঘৃত উত্তপ্ত করিয়া স্থানিক দাহ, বন্ধন অর্থাৎ ব্যাণ্ডেজ করা, মর্দ্দন ও বাতব্যাধি চিকিৎসায় লিখিত কেতকাদি তৈল প্রয়োগ করিবে। আর যদি বায়ু অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শস্ত্র দ্বারা ত্বক্ ও মাংস বিদীর্ণ করিয়া আরা নামক অস্ত্র দ্বারা অস্থি বিদ্ধ করিয়া সেই অস্থিছিদ্র মধ্যে দ্বিমুখবিশিষ্ট একটি নল প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং নলের বহির্মুখ মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চুষিয়া আবদ্ধ বায়ুকে নিঃসরণ করিয়া দিবে ॥১৫॥

অথ শুক্রগতবায়োশ্চিকিৎসা।

শুক্রমাশ্রিত্য বায়ৌ প্রকুপিতে সতি মনসো হর্ষোৎপাদনং, বলকরং শুক্রজননঞ্চ মাষাদ্যন্নং, রসালাদিকং পানীয়ং, তথা বাজীকরণযোগান্, সৌশ্রুতশুক্রশোণিতশুদ্ধিশারীরোক্তং শুক্রদোষচিকিৎসিতঞ্চ কুর্য্যাৎ। শুক্রং বিবদ্ধমার্গঞ্চেৎ অদৌ বিরেচনং দত্ত্বা প্রতিভোজয়িত্বা চ মনসো হর্ষোৎপাদনং, বলজননং, শুক্রজননঞ্চ অন্নপানং প্রযুঞ্জ্যাৎ ॥১৬॥

বায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে মনের হর্ষোৎপাদন, বলকর ও শুক্রজনক মাষকলাই প্রভৃতি খাদ্য, রসালা প্রভৃতি পানীয় প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতের শারীরস্থানে শুক্রশোণিতশুদ্ধি শারীরে শুক্রদোষের যে সমস্ত চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে গুলি উপযুক্ত বিবেচনা করিবে প্রয়োগ করিবে। শুক্রবহ স্রোত যদি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ বিরেচন প্রয়োগ করিবে, পরে তাহাকে বিরেচনের পর যেরূপ খাদ্য প্রযোজ্য তাহা ভোজন করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হর্ষোৎপাদন, বল ও শুক্রবর্দ্ধক অন্ন পান প্রয়োগ করিবে ॥১৬॥

অথ স্নায়্বাদিগতবায়োশ্চিকিৎসা।

স্নায়ূঃ সন্ধীংশ্চ আশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে স্নেহাভ্যঙ্গঃ, স্বেদঃ, উপনাহঃ, অগ্নিক্রিয়া, বন্ধনম্, উন্মর্দ্দনঞ্চ কর্ত্তব্যম্।

বিশেষতশ্চ সন্ধিগতে বাতে ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধীঃ চ বিচূর্ণ্য গুড়েন সহ কর্ষমাত্রং ভক্ষয়েৎ ॥১৭॥

বায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে স্নেহ, স্বেদ, বায়ুনাশক দ্রব্যসমূহ বাঁটিয়া গরম করিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ, লৌহ শলাকা অথবা তৈল বা ঘৃত উত্তপ্ত করিয়া তাহার দ্বারা ব্যাধিত স্থান দগ্ধ করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মর্দ্দন এই সমস্ত ক্রিয়া করিবে। সন্ধিগত বায়ুতেও এই সমস্ত ক্রিয়াই করিবে, বিশেষতঃ রাখালশশার মূল ও পিপুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া এক বৎসরের পুরাতন গুড়সহ একত্রে মর্দ্দন করিবে; পরে অগ্নিবলাদি বিবেচনা করিয়া ঐ ঔষধ অর্দ্ধ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥১৭॥

অথ শিরাগত বায়োশ্চিকিৎসা।

শিরাঃ আশ্রিত্য বায়ৌ কুপিতে স্নেহাভ্যঙ্গঃ, উপনাহঃ, মর্দ্দনম্, আলেপনং, রক্তমোক্ষণং, দাহশ্চ কর্ত্তব্যঃ ॥১৮॥

বায়ু শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হইলে স্নেহমর্দ্দন, উষ্ণ ও পুরু প্রলেপ, গাত্রমর্দ্দন, প্রলেপ, দাহ ও রক্তমোক্ষণ করিবে ॥১৮॥

অথেদানীমাবৃতবাতানাং চিকিৎসিতম্ উচ্যতে—

অথ পিত্তাবৃতবায়োশ্চিকিৎসা।

পিত্তেন বায়ৌ আবৃতে সতি বারমেকং শীতাং বারমেকমুষ্ণাঞ্চ ক্রিয়াং পর্য্যায়ক্রমেণ বহুশঃ কুর্য্যাৎ। জীবনীয়কাথকল্কসিদ্ধং ঘৃতং, ধন্বমাংসং, যবঃ, শালিতণ্ডুলঃ, যাপনাবস্তিঃ, ক্ষীরবস্তিঃ, মৃদুবিরেচনং, পঞ্চমূলী-বলাসিদ্ধদুগ্ধং, যষ্টিমধুকল্কেন বলাকল্কেন বা সিদ্ধেন তৈলেন ঘৃতেন ক্ষীরেণ বা, তথা স্বল্পপঞ্চমূলকাথেন, শীতেন বারিণা বা পরিষেচনং কুর্য্যাৎ। তথা কাকোল্যাদিকাথ-কল্কসিদ্ধেন তৈলেন অনুবাসনমপি কুর্য্যাৎ ॥১৯॥

পিত্ত কুপিত হইয়া বায়ুকে আবৃত করিলে পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ একবার শীতক্রিয়া একবার উষ্ণক্রিয়া করিবে। জীবনীয়গণের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত, মরুদেশজ প্রাণীর মাংস, যবকৃত ভক্ষ্য অর্থাৎ যবের মণ্ড বা যবচূর্ণকৃত ভোজ্য ও শালিতণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। যাপনাবস্তি বা ক্ষীরবস্তি অথবা কাকোল্যাদিগণের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন, মৃদু বিরেচন, স্বল্প পঞ্চমূল ও বেড়েলার ক্ষীরপাক, যষ্টিমধু অথবা বেড়েলার কল্কের সহিত তৈল অথবা ঘৃত অথবা দুগ্ধ পাক করিয়া সেই তৈল বা ঘৃত অথবা দুগ্ধদ্বারা রোগযুক্ত স্থানে পরিষেচন, অথবা স্বল্প পঞ্চমূলের ক্বাথ অথবা শীতল জল দ্বারা পরিষিঞ্চন করিবে ॥১৯॥

অথ কফাবৃতবায়োশ্চিকিৎসা।

কফেন বায়ৌ আবৃতে যবান্নানি, জাঙ্গলা মৃগাঃ, জাঙ্গলাঃ পক্ষিণঃ, তীব্রস্বেদাঃ, নিরূহাঃ, বমনং, বিরেচনং, পুরাণঘৃতং, তিলজং সার্ষপঞ্চ তৈলং প্রযোজ্যম্ ॥২০॥

কফ কুপিত হইয়া বায়ুকে আবৃত করিলে ঐ আবৃত বায়ুও কুপিত হয়। তাহার শান্তির নিমিত্ত যবমণ্ড অথবা যবচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত বার্লি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য, ছাতু, হরিণাদি জাঙ্গল পশুর মাংস, লাব পারাবতাদি জাঙ্গল পক্ষীর মাংস, তীক্ষ্ণ স্বেদ, আস্থাপন বা রূক্ষবস্তি, বমন, বিরেচন, পুরাণঘৃত মর্দ্দন ও পান, তিল তৈল ও সার্ষপ তৈল মর্দ্দন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥২০॥

অথ প্রাণাবৃতব্যানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতপ্রাণেন ব্যানে আবৃতে নাবন-গণ্ডূষ-পূরণ-স্বেদ-শিরোবস্ত্যাদিকমূর্দ্ধজত্রুকং কর্ম্ম হিতম্ ॥২১॥

প্রাণ বায়ু কুপিত হইয়া ব্যান বায়ুকে আবৃত করিলে, অণু তৈলাদির নস্য, উপযুক্ত গণ্ডূষ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে স্নেহধারণ, স্বেদ, শিরোবস্তি প্রভৃতি ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগের যে চিকিৎসা, সেই চিকিৎসা করিবে ॥২১॥

অথ ব্যানাবৃতপ্রাণবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতব্যানেন প্রাণে আবৃতে আবরণবিমোক্ষার্থং স্নিগ্ধবিরেচনং প্রযোজ্যম্ ॥২২॥

ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ বায়ুকে আবৃত করিলে ঐ আবরণ ভেদ করিবার নিমিত্ত রোগীকে তিল্বক ঘৃতাদি বা এরণ্ড তৈলাদি দ্বারা স্নেহসংযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিবে ॥২২॥

অথ প্রাণাবৃতসমানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতপ্রাণেন সমানে আবৃতে তদাবরণমোচনার্থং স্নেহাভ্যঙ্গঃ, স্নেহপানং, স্নৈহিকনস্যম্, অনুবাসনং, যাপনাবস্তয়শ্চ প্রযোজ্যাঃ ॥২৩॥

প্রাণ বায়ু কুপিত হইয়া সমান বায়ুকে আবৃত করিলে ছাগলাদ্যঘৃত বা ব্রাহ্মী ঘৃতাদি পান, নারায়ণাদি তৈলের অভ্যঙ্গ ও নস্য, অনুবাসন বস্তি ও যাপনা বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয় ॥২৩॥

অথ সমানাবৃতপ্রাণবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতসমানেন প্রাণে বায়ৌ আবৃতে পঞ্চকোলাদিসিদ্ধং সর্পিস্তথা চাঙ্গেরীঘৃতাদিকম্ অগ্নিদীপনং ঘৃতং প্রযোজ্যম্ ॥২৪॥

সমান বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ বায়ুকে আবৃত করিলে পঞ্চকোলসিদ্ধ ঘৃত, চাঙ্গেরী ঘৃত ও অগ্নি ঘৃতাদি অগ্ন্যুদ্দীপক ঘৃত প্রযোজ্য ॥২৪॥

অথ প্রাণাবৃতোদানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন প্রাণেন উদানবায়ৌ আবৃতে স্নেহাভ্যঙ্গং, স্নেহপানং স্নৈহিকনস্যাদিকঞ্চ কুর্যাৎ, তথা ব্যাধিতং তং সান্ত্বনাবাক্যাদিনা আশ্বাসয়েচ্চ ॥২৫॥

প্রাণ বায়ু কুপিত হইয়া উদান বায়ুকে আবৃত করিলে ঐ আবরণ দূর করিবার নিমিত্ত ষট্‌পল ঘৃত অর্জ্জুন ঘৃত ইত্যাদি সেবন, দশমূল ষড়্‌বিন্দু ইত্যাদি তৈলের নস্য ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যাধিত স্থানে ঐ সমস্ত স্নেহ পদার্থেরই মর্দ্দন, ও সান্ত্বনাসূচক প্রিয় বাক্য দ্বারা রোগীর মানসিক প্রফুল্লতা সম্পাদন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রযোজ্য ॥২৫॥

অথ উদানাবৃতপ্রাণবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন উদানেন প্রাণবায়ৌ আবৃতে রোগার্ত্তং শীতবারিণা সিঞ্চেৎ, সান্ত্বনাসূচকপ্রিয়বচসা আশ্বাসয়েৎ, তথা মৃদুশয্যাঽঽসনাদিকং কল্পয়িত্বা সুখমুপচরেৎ ॥২৬॥

উদান বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ বায়ুকে আবৃত করিলে ঐ রোগীকে শীতল জলের দ্বারা পরিষেক, সান্ত্বনাসূচক প্রিয় বাক্য দ্বারা মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন ও শয়ন উপবেশন ইত্যাদির জন্য সুকোমল শয্যা রচনা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যজনক ক্রিয়া করিবে ॥২৬॥

অথ উদানাবৃতাপানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন উদানেন অপানবায়ৌ আবৃতে বস্ত্যভ্যঙ্গাদিক্রিয়া, অনুলোমনং ভোজ্যঞ্চ বিধেয়ম্ ॥২৭॥

উদান বায়ু কুপিত হইয়া অপান বায়ুকে আবৃত করিলে বস্তিক্রিয়া, তৈলাভ্যঙ্গ ও বায়ুর অথবা মলের অনুলোমক আহার্য্য প্রয়োগ করিবে ॥২৭॥

অথ অপানাবৃতোদানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন অপানেন উদানবায়ৌ আবৃতে বমনম্, অগ্ন্যুদ্দীপনং, সংগ্রাহি চ ভোজ্যং প্রদেয়ম্ ॥২৮॥

অপান বায়ু কুপিত হইয়া উদান বায়ুকে আবৃত করিলে রোগীকে বমন করাইবে, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলসংগ্রাহক আহার্য্য প্রয়োগ করিবে ॥২৮॥

অথ ব্যানাবৃতাপানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন ব্যানেন অপানবায়ৌ আবৃতে স্নিগ্ধাহারভেষজৈস্তমনুলোময়েৎ ॥২৯॥

ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া অপান বায়ুকে আবৃত করিলে স্নিগ্ধ আহার ও ঔষধের দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন করিবে ॥২৯॥

অথ অপানাবৃতব্যানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন অপানেন ব্যানে আবৃতে পুরীষসংগ্রহণং, মূত্রসংগ্রহণং, রেতঃস্তম্ভনঞ্চ কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ॥৩০॥

অপান বায়ু কুপিত হইয়া ব্যান বায়ুকে আবৃত করিলে মলনিরোধক, মূত্রনিরোধক ও শুক্রস্তম্ভক ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার শান্তি হয় ॥৩০॥

অথ সমানাবৃতব্যানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন সমানেন ব্যানবায়ৌ আবৃতে তজ্জন্যব্যাধিনিগ্রহণার্থং ব্যায়ামঃ লঘুভোজনঞ্চ কার্য্যম্ ॥৩১॥

সমান বায়ু কুপিত হইয়া ব্যান বায়ুকে আবৃত করিলে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগ শান্তির নিমিত্ত নিজের বলানুরূপ ব্যায়াম ও লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিবে ॥৩১॥

অথ উদানাবৃতব্যানবায়োশ্চিকিৎসা।

কুপিতেন উদানেন ব্যানে বায়ৌ আবৃতে তজ্জন্যব্যাধিপ্রশমনায় পরিমিতং লঘু চ ভোজনং কর্ত্তব্যম্ ॥৩২॥

উদান বায়ু কুপিত হইয়া ব্যান বায়ুকে আবৃত করিলে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগ প্রশমনের নিমিত্ত লঘুপাক দ্রব্য অল্পমাত্রায় আহার করিলে তাহাদের শান্তি হয় ॥৩২॥

অথ প্রক্ষীণবায়োশ্চিকিৎসা।

বৃদ্ধিলক্ষণস্য কুপিতস্য বায়োশ্চিকিৎসিতমুক্তং। অথেদানীং ক্ষীণলক্ষণস্য কুপিতস্য প্রশমনোপায়ঃ প্রদর্শ্যতে। অথ স্বমানাৎ বায়ৌ ক্ষীণে সতি তদ্বর্দ্ধনার্থং বাতসমানগুণানাং রূক্ষ-শীত-লঘু-সূক্ষ্ম-চল-বিশদ-খরাণাং কটু-তিক্ত-কষায়াণাঞ্চ দ্রব্যাণমুপযোগঃ কার্য্যঃ। তত্র রূক্ষো যবঃ, শীতঃ তণ্ডুলীয়শাকঃ, লঘু তিন্দুকং, বিশদং তাম্বূলং, কটু মরিচং, তিক্তঃ নিম্বঃ, কষায়ঃ চণকঃ ॥৩৩॥

যে পরিমাণ বায়ু দেহে থাকিলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিতে পারে, তদপেক্ষা যদি কম হয়, তাহা হইলে ঐ অল্পতার পূরণের নিমিত্ত বায়ুর সহিত সমানগুণবিশিষ্ট রূক্ষ, শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ, খর, কটু, তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিবে। তন্মধ্যে যব রূক্ষ গুণবিশিষ্ট, তণ্ডুলীয় অর্থাৎ নটেশাক শীত

গুণবিশিষ্ট, তিন্দুক অর্থাৎ গাব লঘুগুণবিশিষ্ট, তাম্বূল বা পাণ বিশদগুণবিশিষ্ট। মরিচাদি কটুরস, নিম্বাদি তিক্তরস, চণকাদি কষায়রস ॥৩৩॥

কিঞ্চ—

অভোজনম্, অল্পভোজনম্, অনিদ্রা, চিন্তনং, দুঃখশয্যাঽঽসনাদিকং, প্রপুরাণধান্যাদিকম্, অধ্বপর্য্যটনং, গ্রাম্যধর্ম্মাতিযোগঃ, অতিব্যায়ামঃ ইত্যাদ্যুপচারাঃ বাতবর্দ্ধকা ভবন্তীতি বিজ্ঞাতব্যম্ ॥৩৪॥

উপবাস, অত্যল্প ভোজন, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা, দুঃখপ্রদ শয্যায় শয়ন ও তাদৃশ আসনে উপবেশন, অতিশয় পুরাতন তণ্ডুলাদির অন্ন ব্যবহার, অতিরিক্ত পথপর্য্যটন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ ও অতিরিক্ত ব্যায়াম ইত্যাদি করিলেও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তাহার ন্যূনতাকে পরিপূর্ণ করে ॥৩৪॥

অত্রেদমপি জ্ঞাতব্যং যৎ, ক্ষীণবাতপূরণার্থং যাঃ যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ত্তব্যত্বেনোক্তাঃ, তাস্তু তাবদেব কর্ত্তব্যাঃ যাবৎ স্বমানস্থস্য তস্য লক্ষণানি ন প্রকটীভবন্তি ; উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাসাদীনাং নির্বাধং প্রবৃত্তিঃ, মূত্রপুরীষাদীনাং গতিমতাং যথাযথং মোক্ষঃ। অবিকৃতবাতস্য এতেষু লক্ষণেষু পরিদৃষ্টেষ্বেব তথাবিধক্রিয়াতো নিবর্ত্তিতব্যম্, অন্যথা অতিবৃদ্ধঃ স আক্ষেপাদীন্ বিবিধান্ রোগান্ উৎপাদ্য আতুরং বিনাশয়েদিতি ॥৩৫॥

ক্ষীণ বায়ুর পূরণার্থ যে সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য, যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততদিন পর্য্যন্তই ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। উৎসাহ, যথাযথভাবে নিশ্বাস উচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি, মূত্রপুরীষাদির যথাকালে নিঃসরণাদি, অবিকৃত বায়ুর এই লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইলেই ঐ সমস্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবে। তাহা না করিলে বায়ু অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আক্ষেপাদি নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া রোগীকে বিনষ্ট করে ॥৩৫॥

অথ বাতবিবরণোপসংহারঃ

তত্র প্রাণস্য—

বুভুক্ষাকালে মানবো যদন্নমুপযুঙ্‌ক্তে, অন্নপ্রবেশন-শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিকর্ম্মা হৃদিস্থঃ অবিকৃতঃ প্রাণবায়ুঃ মুখবিবরগতং তদন্নমধ আক্ষিপ্য আমাশয়ং প্রাপয়তি। কিঞ্চ, স এব অবিকৃতঃ প্রাণঃ সমীপবর্ত্তিফুপ্‌ফুসস্য আকুঞ্চন-প্রসারণাদিক্রিয়াসম্পাদনদ্বারা শ্বাসবায়োরাকর্ষণ-বিসর্জনক্রিয়াং সম্পাদয়তি চ ॥৩৬॥

মানব ক্ষুধাকালে যে অন্ন আহার করে, হৃদয়ে অবস্থিত বিশুদ্ধ প্রাণ বায়ু মুখমধ্যে অবস্থিত সেই অন্নকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া আমাশয়ে লইয়া যায়, কারণ, প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াই হইতেছে, ভুক্ত দ্রব্যকে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করান ও যথাযথভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পাদন। হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সেই প্রাণ বায়ুই আবার নিকটবর্ত্তী ফুস্‌ফুসের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া তদ্দ্বারা শ্বাস-বায়ুর আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন ক্রিয়া অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করায় ॥৩৬॥

তত্র উদানস্য—

উদানস্তু কণ্ঠদেশালয়ঃ উদাত্তানুদাত্ত-স্বরিত-প্লুত-কাক্বাদি-বিবিধধ্বন্যাত্মকবাগুচ্চারণ-গীতাদিক্রিয়াসম্পাদনেন মানবানামভিলষিতবিষয়াদিপ্রকাশনে সহায়ো ভবতি ॥৩৭॥

উদান বায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, প্লুত, কাকু ইত্যাদি বিবিধ ধ্বনিব্যঞ্জক বাক্যোচ্চারণ গীত ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া মানবগণের অভিলষিত বিষয় প্রকাশে সাহায্য করে ॥৩৭॥

তত্র সমানস্য—

নাভিদেশস্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ সমানো বায়ুঃ আমাশয়স্থমন্নং গ্রহণীং নীত্বা স্বসমীপবর্ত্তিনং জাঠরাগ্নিসংজ্ঞকং

পাচকপিত্তস্য উষ্মাণং সন্ধুক্ষ্য তদন্নং পচতি, তথা অন্ন-পাকোৎপন্নান্ রস-দোষ-মূত্র-পুরীষাদীন্ পৃথক্ কৃত্বা রসধাতুং হৃদয়ং, মূত্রাখ্যং দ্রবমলং বস্তিদেশং, পুরীষাখ্যমদ্রবমলঞ্চ মলাশয়ং নয়তি ॥৩৮॥

বিশুদ্ধ সমান বায়ু নাভিদেশে অবস্থিত হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা আমাশয়ে আকৃষ্ট ভুক্ত অন্নকে গ্রহণীতে (পচ্যমানাশয়ে) লইয়া যায় এবং নিজের সমীপবর্ত্তী জাঠরাগ্নিনামক পাচক পিত্তের উষ্মাকে সন্ধুক্ষিত করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা অন্নকে পরিপাক করে। অনন্তর অন্নপরিপাকজ রস, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভাগ করিয়া রসধাতুকে হৃদয়ে, মূত্রনামক দ্রবমলকে বস্তিদেশে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে ও পুরীষনামক অদ্রব মলকে মলাশয়ে লইয়া যায় ॥৩৮॥

তত্র অপানস্য—

অপানো হি পক্বাশয়ালয়ঃ অবিকৃতঃ মূত্রাশয়াৎ মূত্রং মলাশয়াৎ পুরীষং তথা শুক্রার্ত্তবগর্ভাংশ্চ যথাকালং বহির্নিঃসার্য্য শরীরমিদং পালয়তি। কিঞ্চ, যাবৎ মূত্রাদীনাং বেগো নোৎপদ্যতে, তাবৎ তান্ স্বস্বাশয়ে এব নিরুধ্য স্থাপয়তি চ ॥৩৯॥

বিশুদ্ধ অপান বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া মূত্র-পুরীষের বেগ উপস্থিত হইলে মূত্রাশয় হইতে মূত্রকে ও মলাশয় হইতে পুরীষকে অধোদিকে চালিত করিয়া দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত গর্ভ, শুক্র ও আর্ত্তব রক্তকে যথাকালে নিঃসারণ করানও অপান বায়ুরই কার্য্য। বিশেষতঃ মল-মূত্রের বেগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে নিরুদ্ধ করিয়া রাখাও অপান বায়ুরই কার্য্য। কেবল যে মলমূত্রকেই রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা নহে, গর্ভ, আর্ত্তব ও শুক্রকেও নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। অপান বায়ু এইরূপে মূত্র-পুরীষাদিকে স্ব স্ব মার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া দিয়া দেহের বিশুদ্ধিতা সম্পাদনপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতেছে ॥৩৯॥

অথ ব্যানস্য—

ব্যানো হি প্রকৃতিস্থঃ সর্ব্বদেহাশ্রিতত্বাৎ হৃদ্‌যন্ত্রস্থেন

তস্যাবয়বেন হৃদ্‌যন্ত্রস্যৈব আকুঞ্চন-প্রসারণাদিক্রিয়া-নির্ব্বাহকালে তস্যৈব আকুঞ্চনাদের্ব্বেগেন সমানবায়ুনা হৃদয়ং নীতং রসনামানং ধাতুং রসবাহিনীভিঃ ধমনীভিঃ সর্বশরীরং চালয়তি, তথা গ্রহণ-ভ্রমণাকুঞ্চন-প্রসারণ-নিমেষোন্মেষ-জৃম্ভণ-স্বেদনির্গমনাদিকাঃ সর্ব্বা এব দৈহিকচেষ্টাঃ স এব সম্পাদয়তি ॥৪০॥

বিশুদ্ধ ব্যান বায়ু সর্ব্ব দেহেই অবস্থান করে। অতএব হৃদ্‌যন্ত্রে তাহার যে অংশ আছে, সেই অংশ দ্বারা ঐ বায়ু যে সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করায়, সেই সময়ে ঐ আকুঞ্চনাদির বেগে—সমান বায়ু পূর্ব্বে যে রসকে হৃদয়ে লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে রসবাহি-ধমনীসমূহ দ্বারা সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত করে। গ্রহণ, ভ্রমণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, নিমেষ, উন্মেষ, জৃম্ভা ও ঘর্ম্ম-নির্গমনাদি যাবতীয় স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহ ব্যানবায়ুর সাহায্যেই সম্পন্ন হয় ॥৪০॥

এবং-ক্রমেণ বায়ুরেব অন্নপ্রবেশনাগ্নিসন্ধুক্ষণ-ধাতু-পোষণ-মলাদিনিঃসারণ-রসাদিসঞ্চালন-নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস-বাক্‌-প্রবর্ত্তনাদিকাঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদ্য শরীরমিদং ধারয়তীতি বায়োঃ ক্রিয়ানিষ্কর্ষঃ ॥৪১॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে বায়ুই অন্নকে অভ্যন্তরে প্রেরণ, অগ্নির উদ্দীপন, ধাতুসমূহের পোষণ, মলমূত্রাদি নিঃসারণ, হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা সর্ব্বদেহে রসরক্তাদির সঞ্চালন, ফুস্‌ফুসের আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবর্ত্তন ও বাগুচ্চারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া এই শরীরকে ধারণ করিয়া আছে ॥৪১॥

বাতবিবৃতিঃ সমাপ্তা।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথ পিত্তস্য নিরুক্তিঃ ।

আশুকারিত্বাৎ দোষান্তরাণাং নেতৃত্বাৎ বাতজানাং রোগাণাং বহুত্বাচ্চ দোষেষু প্রধানতয়া আদৌ বাতং নিরূপ্য দেহস্থিতিমূলান্নপাকাদিকর্ত্তৃত্বেন, তথা কফপিত্তয়োর্মধ্যে পিত্তস্য অধিকরোগোৎপাদকত্বেন চ সম্প্রতি পিত্তং নিরূপ্যতে ।—

"অপি দীয়তে স্ম" ইতি বিগ্রহে অবখণ্ডনার্থক "দো" ধাতোঃ, পালনার্থক "দেঙ্" ধাতোর্ব্বা ক্ত-প্রত্যয়ে "অচ উপসর্গাৎত" ইত্যনেন তে কৃতে ততশ্চ "বষ্টিভাগুরি" ইত্যাদিনা অপেরকারলোপে পিত্তমিতি সিদ্ধম্। এবঞ্চ শারীরো যো ভাবঃ তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যাভ্যাং কঠিনীভূতং শ্লেষ্মমলাদিকং খণ্ডয়তি ভিনত্তি বা, অথবা দৈহিকমুষ্মাণং তথা অন্নপাকাদিকর্ম্মণা দেহঞ্চ পালয়তি তদেব পিত্তমিত্যুচ্যতে ॥১॥

শীঘ্রকারিতা ও বাতরোগের বাহুল্যবশতঃ দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান, এই বায়ুই অন্যান্য দোষের চালক, এজন্য প্রথমতঃ বায়ু সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া সম্প্রতি পিত্ত নিরূপণ করা যাইতেছে।

কফজন্য ও পিত্তজন্য রোগের মধ্যে পিত্তজন্য রোগের আধিক্য বশতঃ ও দেহস্থিতির মূল আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া পিত্ত দ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া কফ নিরূপণের পূর্ব্বেই পিত্তবিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

যাহা দ্বারা খণ্ডিত হয় অথবা পালিত হয় এই বাক্যানুসারে অপি এই উপসর্গের পর খণ্ডনার্থক "দো" ধাতু অথবা পালনার্থক "দে" ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় ও আর একটি তকার আগম হয়, তদনন্তর অপির অকার লোপ হইয়া পিত্ত এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। শারীরিক যে পদার্থ নিজের তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ গুণের দ্বারা কঠিন শ্লেষ্মা ও মল প্রভৃতিকে খণ্ডিত করে অর্থাৎ তাহাদিগের কাঠিন্যকে ভাঙ্গিয়া দেয়, অথবা যে পদার্থ ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া এই দেহকে ও দৈহিক উষ্মাকে পালন বা রক্ষা করিতেছে, তাহাকেই পিত্ত নামে অভিহিত করা হয় ॥১॥

অথ পিত্তস্য স্বরূপনির্ণয়ঃ।

এবঞ্চ সন্তাপলক্ষণেন শারীরেণ যেন ভাবেন পচন-দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রসরঞ্জন-তেজঃ-প্রভা-কান্ত্যাদিদৈহিকভাবাঃ যথাযথং সম্পদ্যন্তে, তমেব ভাবং পিত্তমিতি সংজ্ঞয়া অভিদধতি মহর্ষয়ঃ। বাতবৎ সংজ্ঞেয়ং পারিভাষিকী। পিত্তাখ্যোঽয়ং দোষঃ স্বতন্ত্রতয়া ন কিমপি কর্ত্তুং শক্নোতি, পরন্তু বায়ুস্তং যত্র নয়তি, তত্রৈব স্থিত্বা স্বকর্ত্তব্যং সাধয়তি, এতচ্চ "পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ" ইত্যাদিনা প্রাগেব প্রদর্শিতম্।

ইদঞ্চ পিত্তং সত্ত্বগুণবহুলং, সত্ত্বধর্ম্ম-প্রকাশকত্ব-পালকত্বাদিগুণবত্ত্বাৎ। তথা চোক্তং—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্। ইতি।

প্রকাশকত্বঞ্চ পিত্তস্য—দীপবৎ রূপগ্রহণাধিকৃতত্বাৎ কান্ত্যাদিকর্ত্তৃত্বাচ্চ। পালকত্বঞ্চ—ভুক্তদ্রব্যপরিপাকজ-রসরক্তাদিপোষণেন সুখারোগ্যাদিহেতুতয়া দেহস্থিতি-কারণত্বাৎ। উক্তঞ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি ইতি। এভিশ্চ কর্ম্মভিঃ কেচিৎ পালনকর্ত্রা সত্ত্বগুণাত্মকেন বিষ্ণুনা সহ দোষমিমং তুলয়ন্তি ; যতঃ বিষ্ণু-র্বর্ণেন নীলঃ, পাণ্ডুবিবর্জ্জিতবর্ণস্য পিত্তস্যাপি অন্যতমো বর্ণো

নীলঃ। এতত্তু পিত্তং স্বাগ্নিনা পচ্যমানস্য রক্তস্য মল ইতি বিজ্ঞেয়ম্। যত্তু প্রাক্ বাতক্রিয়ানিষ্কর্ষবিবরণে পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লস্যাম্লভাবাৎ পিত্তোৎপত্তিরিত্যুক্তং, তৎ ষড়্-রসস্য আহারস্য অবস্থাপাকত্বেনেতি মন্তব্যম্ ॥২॥

দেহমধ্যে অবস্থিত সন্তাপাত্মক যে পদার্থ দ্বারা দর্শনক্রিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সম্পাদন, রক্তের অরুণিমা, দৈহিক তেজ প্রভা কান্তি ও অন্নপাকাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, মহর্ষিগণ সেই পদার্থকেই পিত্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। বায়ু এই নামটি যেমন ধাত্বর্থানুগত, পিত্ত নামটিও তেমনই ধাত্বর্থানুগত, অর্থাৎ ইহার কার্য্যানুযায়ী নাম। যে পাক করে তাহাকে যেমন পাচক বলা হয়, যে গান করে তাহাকে যেমন গায়ক বলা হয়, সেইরূপ পালনার্থক দে-ধাতুর ক্রিয়া দৈহিক উষ্মার প্রতিপালন ও অন্নপাকাদি কর্ম্ম দ্বারা দেহকে রক্ষা, এই সমস্ত কার্য্য যে পদার্থ দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে পিত্ত। এই দোষ স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, বায়ু ইহাকে যে স্থানে লইয়া যায় সেইস্থানে অবস্থিত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিত্তও পঙ্গু কফও পঙ্গু ইত্যাদি।

এই পিত্ত সত্বগুণাত্মক ; শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে—পিত্ত উষ্ণ,দ্রব, নীল, পীত ও সত্বগুণবহুল। প্রকাশ করা পালন করা ইত্যাদি সত্বগুণের ধর্ম্ম, পিত্তেও এই সমস্ত ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, প্রদীপ যেমন প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করায়, আলোচক নামক পিত্তও চক্ষুগোলকে অবস্থিত হইয়া তেমনই সমস্ত রূপ দর্শন করায়। সাত্বিক ব্যক্তি যেমন বহু লোককে পালন করিয়া রক্ষা করেন ও তাহাদিগের সুখ সংবিধান করেন, পাচক পিত্তও তেমনই ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করাইয়া রস রক্তাদি ধাতুসমূহকে পুষ্ট করে এবং তজ্জন্য সুখ ও আরোগ্যাদির হেতু-স্বরূপ হইয়া এই দেহকে পালন বা রক্ষা করিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও বলা হইয়াছে "সত্ব গুণ সুখ দ্বারা সংযুক্ত করে" অর্থাৎ সত্বগুণ সুখকর, সে দুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয় না। পিত্ত প্রকাশক ও পালক বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি সত্বগুণাত্মক ত্রিলোকপালক বিষ্ণুর সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু নীলোৎপলতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ; পিত্তেরও বহুবিধ বর্ণের মধ্যে নীলবর্ণও অন্যতম বর্ণ।

রক্তগত উষ্মা দ্বারা রক্ত যখন পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেই সময় রক্তের যে মল অর্থাৎ অসারভাগ পড়িয়া থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ পিত্ত বলিয়াছেন। পূর্ব্বে

বায়ুর ক্রিয়াসমষ্টি বর্ণনাকালে যে ভুক্তান্নের পচ্যমান অবস্থায় বিদাহজনিত অম্লভাব হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে, ঐ উৎপত্তি ষড়্‌রসযুক্ত ভুক্তান্নপাকের অবস্থাবিশেষ, অর্থাৎ তাৎকালিক পাক হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহা অন্নপাকজ, আর এস্থানে যাহার বিষয় বলা যাইতেছে, তাহা রক্ত ধাতুর অসারাংশ বা মলভাগ ॥২॥

অত্রেদং বিচার্য্যং—পিত্তং দাহোষ্মসন্তাপাদিভাবান্ উৎপাদয়তি, ভুক্তান্নং পাচয়তি চ। অগ্নিরপি দাহমুষ্মাণং সন্তাপাদিকং জনয়তি, তথা অন্নব্যঞ্জনাদিকং পাচয়তি চ। কিঞ্চ, পিত্তে ক্ষীণে আগ্নেয়তীক্ষ্ণোষ্ণাদিদ্রব্যাণামুপযোগাৎ তস্য ক্ষীণতা অপগচ্ছতি। এবঞ্চ পিত্তাগ্ন্যোর্গুণক্রিয়াসাম্যদর্শনেন পিত্তাগ্নী অভিন্নৌ ভিন্নৌ বেতি সংশয়ো জায়তে ; তথা হি শীতক্রিয়য়া অগ্ন্যুপশমবৎ পিত্তস্যাপি উপশমদর্শনাৎ পিত্তাগ্ন্যোঃ ক্রিয়াসাম্যমস্তীতি তয়োরভেদো যথা প্রতীয়তে, তথা পিত্তপ্রশমকেন সর্পিষা অগ্নেরুদ্দীপনা ভবতি, পিত্তজননী দিবানিদ্রা চ অগ্নিনাশিনী ভবতি, পিত্তকরা মৎস্যাদয়ো হি নাগ্নেরুদ্দীপকা ইত্যাদি পরস্পরক্রিয়াবিরোধদর্শনাৎ, তথা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে—

"ক্রোধ-শোক-শ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে ॥"

"তথা পিত্তেন তীক্ষ্ণাগ্নির্ভবতি।" তথা "দ্রবং স্নিগ্ধমধোগঞ্চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথা" ইত্যাদি বহুস্থানেষু পিত্তাগ্ন্যোঃ পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ-দর্শনাচ্চ তয়োর্ভেদোঽপি প্রতীয়তে, কিমত্র তত্ত্বম্ ? ইতি চেদুচ্যতে—পিত্তাগ্ন্যোর্যদভেদোক্তিরিতি, তৎ রসবীর্য্যাদিগুণসমন্বিতস্য পিত্তস্য চিকিৎসাদ্বারেণ অগ্নেশ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা ইতি প্রদর্শনার্থম্। পরমার্থতস্তু

পিত্তাগ্নী ভিন্নাবেব, যতঃ পিত্তম্ অগ্নিবহুলপঞ্চভূতাত্মক-দ্রব্যবিশেষঃ, অগ্নিস্তু ভূতান্তরাসংস্পৃষ্টপঞ্চভূতৈকভূতঃ ইত্যুভয়োর্ভেদঃ। অগ্নিবৎ পিত্তস্যাপি দহন-পচনাদি-ক্রিয়াদর্শনাদেব পিত্তে অগ্নিত্বস্য আরোপঃ, যথা জাঠরাগ্নি-রেবায়মিতি। কিঞ্চ দ্রবোষ্মস্বরূপস্য পিত্তস্য উষ্মভাগ-মগ্নিত্বেনামনন্তি ঋষয়ঃ, দ্রবাংশসংস্পৃষ্টঞ্চ পিত্তমিতি বদন্তি। তথা চ—পিত্তং পঞ্চাত্মকং উষ্ণং পক্বামাশয়মধ্যগম্।

পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজসগুণোদয়াৎ ॥
ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণাঽনলশব্দিতম্।
স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্ ॥
অনন্যগতিরিত্যেবং দেহে কায়াগ্নিরুচ্যতে ॥

কিঞ্চ—

দোষধাতুমলাদীনামূষ্মেত্যাত্রেয়শাসনম্ ॥ ইতি।

এবঞ্চ পিত্তমেবাগ্নিং মন্যন্তে ভিষজঃ তপ্তায়োগোলক-বদিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥৩॥

এ স্থানে বিচার্য্য এই যে—পিত্ত কর্তৃক দাহ উষ্মা সন্তাপাদি উৎপন্ন হয়, পিত্তই ভুক্তান্নকে পরিপাক করে, অগ্নিও দাহ উষ্মা সন্তাপাদি উৎপাদন করে, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাকও অগ্নির সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। আরও দেখ, পিত্ত ক্ষীণ হইলে তীক্ষ্ণ উষ্ণ প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা পিত্তের সেই ক্ষীণতা দূরীভূত হয়; বিশেষতঃ শৈত্যদ্বারা যেমন অগ্নির উপশম হয়, পিত্তেরও তেমনই উপশম হয়। অতএব পিত্ত ও অগ্নি উভয়েরই গুণ ও ক্রিয়ার সমতা দর্শনে পিত্ত ও অগ্নি যে অভিন্ন পদার্থ, পৃথক্ নহে, এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত বলা যাইতেছে যে—ভাল, পিত্ত ও অগ্নি যদি অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হইলে ঘৃত পানে তাহা প্রশমিত হয়, কিন্তু ঐ ঘৃতই আবার অগ্নি বৃদ্ধি করে, পিত্ত ও অগ্নি যদি একই হয়, তাহা হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ঘৃতপানে পিত্তেরও বৃদ্ধি হওয়াই উচিত, শান্তি হওয়া উচিত নহে। আরও দেখ, মৎস্য পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিন্তু অগ্নি বৃদ্ধি করিতে পারে না, দিবা নিদ্রায় পিত্ত বৃদ্ধি হয়,

কিন্তু অগ্নিমান্দ্যও হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও অনেক স্থানেই পিত্ত ও অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ক্রোধ শোক ও অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক উষ্মা ও পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মস্তকে গমন করে ও কেশসমূহকে অকালে পাকাইয়া দেয়। এস্থানে উষ্মা ও পিত্ত এই দুইটী পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। পিত্ত ও অগ্নি এক হইলে কেবল উষ্মা বা কেবল পিত্ত বলিলেই হইত, দুইটীর পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। স্থানান্তরেও বলা হইয়াছে—পিত্ত বৃদ্ধি হইলে তীক্ষ্ণ অগ্নি হয়। পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগমনশীল; আর অগ্নি তাহার বিপরীত অর্থাৎ অদ্রব, রূক্ষ ও উর্দ্ধগামী। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য দর্শন করিয়া পিত্ত ও অগ্নি যে অভিন্ন নহে, পরন্তু পৃথক্ পদার্থই, ইহাও স্পষ্টই বুঝা যায়, তবে পিত্ত ও অগ্নি যে একই পদার্থ, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—পিত্তে রস বীর্য্য প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান, কিন্তু অগ্নিতে ঐ সমস্ত গুণ অনুভূত হয় না; পিত্ত কটু তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ব্যবহার দ্বারা ঐ সমস্ত গুণ অনুভূত হয়, কিন্তু অগ্নিতে কোন রসই নাই, এ অবস্থায় অগ্নি বিকৃত হইলে কি প্রকার দ্রব্য প্রয়োগে বিকৃত অগ্নির সাম্য বিধান করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু পিত্ত ও অগ্নিকে অভেদরূপে কল্পনা করিয়া লইলে অগ্নির সমতা বিধানে কোনরূপ অসুবিধা হয় না, পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ, উষ্ণবীর্য্য, উভয়ই তুল্যধর্ম্মা, পিত্তের চিকিৎসা দ্বারাই সে স্থলে অগ্নির চিকিৎসা করা যাইতে পারে, এই জন্যই পিত্ত ও অগ্নিকে অভিন্ন পদার্থ বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে অগ্নি ও পিত্ত ভিন্ন পদার্থ; পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যবিশেষ, অগ্নি কেবলমাত্র তেজঃস্বরূপ, ইহাই প্রভেদ। কেবল, অগ্নি যেমন দাহ পাক ইত্যাদি ক্রিয়া করে, পিত্তও সেইরূপ দাহ-পাকাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়া পিত্তে অগ্নিত্বের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র, আর এই জন্যই পাচক পিত্তকে জাঠরাগ্নি বলা হইয়াছে। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, পিত্তের দুইটী স্বরূপ, একটী দ্রবাত্মক, অপর একটি উষ্মাত্মক, তন্মধ্যে পিত্তের উষ্মাত্মক স্বরূপকেই ঋষিগণ অগ্নি ও উভয়াত্মককে পিত্ত বলিয়াছেন। স্থানান্তরে উল্লেখও আছে—পিত্ত আলোচকাদি ভেদে পঞ্চবিধ, উহাদের মধ্যে প্রধান পাচক পিত্ত পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পন্ন করে। যদিও পিত্ত পাঞ্চভৌতিক পদার্থ, তথাপি উহাতে তেজোভূতের আধিক্য থাকায় তাহার দ্বারাই সে অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং এইজন্যই ইহাকে অগ্নিনামে অভিহিত করা হয়। দ্রব-তেজঃসমন্বিত পিত্তের যে উষ্মাত্মক অংশ দ্বারা অন্ন পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়,

ও যাহাকে অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়, তাহাতে দ্রবাংশ থাকে না, এই পিত্তই কায়াগ্নি, কায়োষ্মা, পরিপাককর্ত্তা, জীবন, অনন্তগতি ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয়। আত্রেয় মুনিও বলিয়াছেন, দোষ ধাতু ও মলাদির উষ্মাই অগ্নি। এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, অগ্নি ও পিত্ত পৃথক হইলেও চিকিৎসকগণ পিত্তকে অগ্নির ন্যায় বিবেচনা করেন। একটী লৌহপিণ্ডকে অগ্নিতাপে খুব লাল করিলে উহা যেমন অগ্নির কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ পিত্তও উহার উষ্মভাগ দ্বারা অগ্নির কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় ।।৩।।

অথ পিত্ত-লক্ষণানি।

পঞ্চভূত-সমবায়ারব্ধং তেজোবহুলং পিত্তং স্নেহোষ্ণ-তীক্ষ্ণ-দ্রবত্বাদিগুণসম্পন্নং, তথা চ—

সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু ।।৪।।

এই পিত্ত পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন ও তেজোবহুল, এবং ঈষৎ স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর অর্থাৎ অনুলোমক বা মলনিঃসারক; অথবা সর অর্থাৎ ব্যাপক-গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বদেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, একস্থানে স্থির থাকে না, ও কটুরস বিশিষ্ট ।।৪।।

অন্যচ্চ—

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ ।।৫।।

পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব, পূতি অর্থাৎ আমিষগন্ধি, নীল ও পীতবর্ণ, উষ্ণ ও কটুরস-বিশিষ্ট। কিন্তু পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অম্লরসবিশিষ্ট হয় ।।৫।।

কিঞ্চ, লঘুত্বমপি পিত্তে বিদ্যতে, যথা—

পিত্তং সস্নেহং তীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু বিস্রং সরং দ্রবম্ ।।৬।।

এই পিত্ত লঘুও বটে, কারণ, শাস্ত্রান্তরে উক্তি আছে, পিত্ত সস্নেহ অর্থাৎ ঈষৎ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিস্র অর্থাৎ আমিষগন্ধি, সর ও দ্রব ।।৬।।

অপরঞ্চ, পিত্তেঽস্মিন্ তিক্তরসোঽপি বিদ্যতে, যদুক্তং—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
কটুতিক্তরসং জ্ঞেয়ং বিদগ্ধঞ্চাম্লতাং ব্রজেৎ ।।৭।।

এই পিত্ত কেবল কটু ও অম্লরসই নহে, তিক্তরসও ইহাতে বিদ্যমান; ইহার প্রমাণ যথা—পিত্ত উষ্ণবীর্য্য, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ, সত্ত্বগুণাধিক, কটু ও তিক্তরস। পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অম্লাস্বাদ হয় ॥৭॥

অত্রেদং জ্ঞাতব্যং—কেষাঞ্চিন্মতে পিত্তস্য যৎ অম্লত্বমুক্তং, তৎ বিদগ্ধস্য জ্ঞেয়মিতি। কেচিত্তু অপ্‌তেজঃ-সমবায়ারব্ধত্বাৎ পিত্তস্য অবিদগ্ধস্যৈব অম্লত্বমুপপন্নমিতি বদন্তি; যতঃ কেষাঞ্চিন্মতে তোয়াগ্নিবাহুল্যাদম্লরস-নিষ্পত্তিরিতি। তথা নীলবর্ণত্বং সামপিত্তস্য, পীতবর্ণত্বঞ্চ নিরামপিত্তস্য ইতি; যদুক্তং—

দুর্গন্ধং হরিতং শ্যাবং পিত্তং সামং বিনির্দ্দিশেৎ।
নিরামং পীতমাতাম্রম্— ॥

যত্তু কেষাঞ্চিন্মতে পিত্তে স্নিগ্ধতায়া উল্লেখো নাস্তি তত্তু অত্যল্পত্বাৎ স্নিগ্ধতায়া ইতি ॥৮॥

এস্থানে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, পিত্তে যে অম্লরস, আছে, কাহারও মতে তাহা বিদগ্ধ পিত্তের রস। কেহ বলেন অবিদগ্ধ পিত্তও অম্লরসবিশিষ্ট হইতে পারে, কারণ, অপ্‌ ও তেজোভূতের সংসর্গে পিত্তের উৎপত্তি, অম্লরসও ঐ উভয় ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। যদিও অম্লরসে ক্ষিতি ও তেজোভূতের আধিক্য বিদ্যমান, তাহা হইলেও কাহারও কাহারও মতে অপ্‌ ও তেজোভূতের আধিক্যেই অম্লরসের উৎপত্তি। এই মত বিরোধের সমাধানার্থ কেহ কেহ বলেন যে, উভয় মতই সঙ্গত হইতে পারে, কারণ, ক্ষিতি ও অপ্‌ উভয়েই সৌম্য, সৌম্য গুণের দ্বারা উভয়ের সাদৃশ্য থাকায় কার্য্যবিরোধ হইতে পারে না। আর পিত্তে যে নীল ও পীত এই দ্বিবিধ বর্ণ আছে, তন্মধ্যে সাম পিত্ত নীলবর্ণ ও নিরাম পিত্ত পীতবর্ণ। শাস্ত্রান্তরেও উক্তি আছে, সাম পিত্ত দুর্গন্ধ, হরিত ও শ্যাব বর্ণ; আর নিরাম পিত্ত পীত ও তাম্রবর্ণ। কেহ কেহ যে পিত্তে স্নিগ্ধতার উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ, পিত্তে স্নেহের ভাগ অতি অল্পই আছে বলিয়া অল্পতাবশতই উল্লেখ করেন নাই, একেবারে নাই বলিয়া নহে ॥৮॥

তীক্ষ্ণস্য লক্ষণম্।

তত্র তীক্ষ্ণঃ তাবৎ দাহপাকস্রাবোৎপাদক-গুণ বিশেষঃ ; তথা চোক্তং—

দাহপাককরস্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণঃ।

অন্যচ্চ—

তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ ॥৯॥

পিত্তের ঐ সমস্ত গুণের মধ্যে যে বস্তু দাহ, পাক ও লালারস প্রভৃতি স্রাব করায় তাহাই তীক্ষ্ণ। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—যে বস্তু দাহ ও পাকজনক এবং স্রাবক অর্থাৎ লালারস ইত্যাদি দ্রব পদার্থসমূহকে নিস্থত করায় তাহাই তীক্ষ্ণ। স্থানান্তরেও উক্তি আছে, যে বস্তু প্রায়ই পিত্ত বৃদ্ধি করে, যাহা দেহের কৃশতা সম্পাদন এবং যাহা বায়ু ও কফকে বিনষ্ট করে তাহাই তীক্ষ্ণ ॥৯॥

উষ্ণস্য লক্ষণম্।

যস্তু মূর্চ্ছা-দাহ-পিপাসা-স্বেদজননঃ, পাচনঃ, ক্লেশা-বহশ্চ সমাসেন স এব উষ্ণঃ ; তথা চ—

উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ ॥১০॥

যে দ্রব্য ব্যবহার করিলে মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়, যে দ্রব্য ব্রণাদিকে পাকাইয়া দেয়, যাহা ক্লেশোৎপাদক তাহাই উষ্ণ। শাস্ত্রে উষ্ণের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে যথা—উষ্ণদ্রব্য তাহার অর্থাৎ শীতের বিপরীতগুণবিশিষ্ট। পূর্ব্বে বাতবিবরণমধ্যে আহ্লাদজনক, স্তম্ভক, মূর্চ্ছা দাহ পিপাসা ও ঘর্ম্মনাশক এই গুলি শীতের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উষ্ণ ইহার বিপরীত অর্থাৎ বিষাদ বা ক্লেশাবহ, সারক, মূর্চ্ছা দাহ পিপাসা ও ঘর্ম্মকারক, বিশেষতঃ ব্রণপাচক ॥১০॥

স্নিগ্ধস্য লক্ষণম্।

যস্তু দেহে স্নিগ্ধতাং কোমলতাঞ্চ জনয়তি, যশ্চ বল্যঃ বর্ণ্যশ্চ স স্নিগ্ধঃ। তথা চোক্তং—

স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বল-বর্ণকরস্তথা।

সুশ্রুতেন পিত্তগুণবর্ণনে যৎ স্নিগ্ধস্য গ্রহণং ন কৃতং, তৎ তেজোরূপপিত্তাভিপ্রায়েণ, অল্পত্বাৎ বা, যতঃ পিত্তে স্নেহভাগঃ অল্পতয়ৈব বিদ্যতে। এতদভিপ্রায়েণৈব চরকে-ণোক্তং—

সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।

ইত্যত্র সস্নেহমিতি ঈষৎ স্নেহং, তচ্চ দ্রবরূপপিত্তস্য ইতি মন্তব্যম্ ॥১১॥

যে দ্রব্য শরীরের স্নিগ্ধতা ও ত্বকের কোমলতা সম্পাদন করে, যাহা বলবর্দ্ধক ও ত্বকের ঔজ্জ্বল্যকারক তাহাই স্নিগ্ধ। শাস্ত্রে স্নিগ্ধের লক্ষণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—যাহা দেহের স্নিগ্ধতা ও ত্বকের কোমলতা সম্পাদন করে, যাহা বলকর ও বর্ণের উজ্জ্বলতাসম্পাদক, তাহাই স্নিগ্ধ। পিত্তগুণ বর্ণনাস্থলে সুশ্রুতাচার্য্য স্নিগ্ধের উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, পিত্তে স্নেহ পদার্থ নাই বলিয়াই তিনি স্নিগ্ধের উল্লেখ করেন নাই ; তবে দ্রব-তেজঃ-সমুদায়াত্মক পিত্তের তেজোরূপ পিত্তে স্নেহাংশ নাই বলিয়াই হউক, অথবা খুব সামান্যরূপ থাকার জন্যই হউক, এ স্থানে 'যাহা অল্প তাহা নাই-ই' এই নীতি অনুসারেই পিত্তের উল্লেখ করেন নাই। চরকাচার্য্যও এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—পিত্ত সস্নেহ অর্থাৎ ঈষৎ স্নেহবিশিষ্ট, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর ও কটু ॥১১॥

সরস্য লক্ষণম্।

যঃ খলু অনুলোমনঃ স সর উচ্যতে। তথাচ—

সরোঽনুলোমনঃ প্রোক্তঃ ॥১২॥

যে দ্রব্য অনুলোমন অর্থাৎ মলাদির নিঃসারক তাহাকে সর বলে ॥১২॥

কিঞ্চ, যো হি বিসরণশীলঃ অর্থাৎ ভূম্যাদৌ নিক্ষিপ্তঃ স্বনিষ্ঠস্নেহাংশেন পার্শ্বস্থস্থানম্ আর্দ্রীকরোতি, সোঽপি সর উচ্যতে ॥১৩॥

কেবল অনুলোমকই যে সর তাহা নহে, ভূমিতে অথবা কাগজ প্রভৃতি পদার্থে রাখিলে তৈলাদির ন্যায় যে পদার্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে আর্দ্রীভূত করে, তাহাকেও সর বলে ॥১৩॥

অথ পিত্তস্য স্থানানি।

পক্কামাশয়মধ্যং, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়ং, দৃষ্টিঃ, ত্বক্, লসীকা, স্বেদঃ, শোণিতম্, আমাশয়ঃ, নাভিশ্চেতি পিত্তস্থানানি। অত্রেদং বক্তব্যং যৎ, কেষাঞ্চিন্মতে পক্বাশয়মধ্যং, কেষাঞ্চিন্মতে আমাশয়ঃ, কেষাঞ্চিচ্চ নাভিঃ বিশেষেণ পিত্তস্থানম্। তত্র আমাশয়শব্দেন আমাশয়াদধোভাগঃ, তথা পক্কামাশয়মধ্যশব্দেনাপি পক্বাশয়াদুপরি আমাশয়াদধশ্চ লভ্যতে।

নাভিস্তনান্তরং জন্তোরামাশয়ং বিদুর্ব্বুধাঃ।

ইত্যনেন নাভিরপি আমাশয়াদধস্তিষ্ঠতীত্যুক্তং ভবতি, এবঞ্চ মতত্রয়েষু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইত্যবগন্তব্যম্ ॥১৪॥

পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ পচ্যমানাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুঃ, ত্বক্, লসীকা অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংসের মধ্যভাগে অবস্থিত পিচ্ছিল জলের ন্যায় পদার্থবিশেষ, ঘর্ম্ম, রস, রক্ত, আমাশয় অর্থাৎ আমাশয়ের নিম্নভাগ ও নাভি এই সমস্ত স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যদেশকে; কেহ বা আমাশয় অর্থাৎ আমাশয়ের অধোভাগকে, কেহ বা নাভিদেশকে পিত্তের প্রধান স্থান বলিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে তিনটি মত পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই। কারণ, পক্কামাশয়মধ্যে বলিতে পক্বাশয়ের ঊর্দ্ধে ও আমাশয়ের নিম্ন অর্থাৎ পচ্যমানাশয়কে বুঝায়। আমাশয় বলিতেও এস্থানে আমাশয়ের অধোভাগ অর্থাৎ পচ্যমানাশয়কেই বুঝিতে হইবে। আর নাভিও আমাশয়ের অধোভাগেই অবস্থিত, কারণ, পণ্ডিতগণ নাভি ও স্তনের মধ্যদেশে আমাশয় অবস্থিত বলেন। তাহা হইলেই আমাশয়ের অধোভাগে নাভি অবস্থিত ইহা বুঝায়, নাভির কিঞ্চিৎ বাম পার্শ্বে পচ্যমানাশয় অবস্থিত, কাযেই সকলের মতেই পচ্যমানাশয়ই পিত্তের প্রধান স্থান ॥১৪॥

অথ পিত্তস্য ভেদাঃ।

পিত্তমপি বায়ুবৎ পঞ্চাত্মকং ভবতি, যথা আলোচকং, রঞ্জকং, সাধকং, পাচকং, ভ্রাজকঞ্চ ॥১৫॥

বায়ুর ন্যায় পিত্তও পাঁচপ্রকার, আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক ও ভ্রাজক ॥১৫॥

পঞ্চানাং পিত্তানাং স্থানানি।

যৎ পিত্তং দৃষ্ট্যাং বর্ত্ততে তৎ আলোচকং, যৎ যকৃৎ-প্লীহ্নোর্ব্বর্ত্ততে তৎ রঞ্জকং, বাগ্‌ভটেন তু রঞ্জক-পিত্তস্যামাশয়ঃ স্থানমুক্তং, যদুক্তম্—

আমাশয়াশ্রয়ং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ

ইতি। তত্রামাশয়শব্দেন যকৃৎ-প্লীহ্নোরেব গ্রহণং কৃতমিতি মন্তব্যং, তন্ত্রান্তরেষু যকৃৎ-প্লীহ্নোরেব রঞ্জকস্য স্থানত্বেনোক্তত্বাদিতি।

যচ্চ হৃদয়ে তৎ সাধকং, যত্তু পক্বামাশয়মধ্যে তৎ পাচকং, যৎ পুনঃ ত্বচি তৎ ভ্রাজকসংজ্ঞকং জ্ঞাতব্যম্ ॥১৬॥

চক্ষুতে যে পিত্ত বর্ত্তমান তাহার নাম আলোচক। যকৃৎ প্লীহাতে অবস্থিত পিত্তের নাম রঞ্জক। বাগ্‌ভট আমাশয়কে রঞ্জক পিত্তের স্থান বলিয়াছেন; যথা—যে পিত্ত আমাশয়ে অবস্থিতি করে তাহার নাম রঞ্জক। রস ধাতুকে রঞ্জিত করে বলিয়াই উহার নাম রঞ্জক। এস্থানে আমাশয় শব্দের দ্বারা আমাশয়ের সমীপবর্ত্তী যকৃৎ প্লীহাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ, অন্যান্য তন্ত্রকারগণ সকলেই একবাক্যে যকৃৎ প্লীহাকেই রঞ্জক পিত্তের স্থান বলিয়াছেন।

হৃদয়ে অবস্থিত পিত্তের নাম সাধক। পক্বামাশয়মধ্যে অর্থাৎ পচ্যমানাশয়ে অবস্থিত পিত্তের নাম পাচক। ত্বকে অবস্থিত পিত্তের নাম ভ্রাজক ॥১৬॥

অথ প্রকৃতিস্থস্য আলোচকপিত্তস্য কর্ম্ম।

পিত্তমাগ্নেয়মিতি প্রাগেবোক্তম্। অগ্নৌ প্রকাশকত্ব-রঞ্জকত্ব-পাচকত্ব-কান্তিকারিত্বগুণা বিদ্যন্তে, আগ্নেয়ত্বাৎ

পিত্তেঽপি তে গুণাঃ স্থতরাং সন্ত্যেব। তত্র উদ্ভাসকো দীপো যথা স্বকীয়-প্রকাশকত্বগুণেন সমীপস্থদ্রব্যজাতং প্রকাশয়তি, তথা প্রকাশকত্বগুণবৎ রূপগ্রহণাধিকৃতমালোচকং পিত্তমপি জীবানাং দৃষ্টিমণ্ডলমধিষ্ঠায় বাহ্যং দ্রব্যজাতং প্রকাশয়তি, অর্থাৎ চক্ষুষো রূপগ্রহণশক্তিং সম্পাদয়তি। তেন চ জীবো ঘট-পটাদিকং দৃশ্যজাতং দ্রষ্টুং প্রভবতি। লোকা ইদমেব তেজোময়ং পিত্তং চক্ষুরিন্দ্রিয়মামনন্তি। বিকৃতে চাস্মিন্ বিবিধা নেত্ররোগা জায়ন্তে।

আলোচয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা দর্শনার্থক-লোচ-ধাতোরাঙ্-পূর্ব্বাৎ ণক্-প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদম্। আলোচনকর্ত্তৃত্বাদেবাস্য আলোচক ইতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা ॥১৭॥

পিত্ত আগ্নেয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকাশকত্ব, বর্ণকারিত্ব, পাচকত্ব ও কান্তিজনকত্ব গুণসমূহ অগ্নিতে বিদ্যমান, সুতরাং আগ্নেয় পিত্তেও এই সমস্ত গুণ আছে। পঞ্চবিধ পিত্তের মধ্যে আলোচক পিত্ত প্রকাশকত্বগুণবিশিষ্ট। এই পিত্ত, রূপ গ্রহণ কর্ম্ম সম্পন্ন করায়, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন নিজের প্রকাশকত্ব গুণের দ্বারা নিকটস্থ পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করে, দৃষ্টিমণ্ডলে অবস্থিত এই পিত্তও সেইরূপ বাহ্যিক পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ ইহার প্রভাবেই লোকে সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ইহা বিকৃত হইলে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, বিবিধ নেত্ররোগ, এমন কি পরিণামে অন্ধতা পর্য্যন্তও উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাকেই লোকে দর্শনেন্দ্রিয় বলিয়া থাকে। আলোকন করায় এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আঙ্ উপসর্গ পূর্ব্বক দর্শনার্থক লোচ ধাতুর উত্তর ণক প্রত্যয় করিয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। আলোচন অর্থাৎ অবলোকন করায় বলিয়াই ইহার নাম আলোচক ॥১৭॥

অথ রঞ্জক-পিত্তস্য কর্ম্ম।

রঞ্জকত্বমপি অগ্নেগুর্ণবিশেষঃ। দৃশ্যতে হি লোকে মৃত্তিকা কৃষ্ণ-ধূসরাদিবর্ণা, তন্ময়ঞ্চ ইষ্টক-স্থালী-কুম্ভাদিকম্ আমাবস্থায়াং কৃষ্ণ-ধূসরাদিবর্ণবিশিষ্টমপি কুম্ভকারাদি-প্রযত্নেন বহ্নৌ দগ্ধং বর্ণান্তরং ভজতে। কিঞ্চ, আম্র-

কদলী-নাগরঙ্গাদিফলম্ আমাবস্থায়াং হরিদ্বর্ণবিশিষ্টমপি কালান্তরে সূর্য্যকিরণেন পরিণতিং প্রাপ্য বর্ণান্তরেণ রঞ্জিতং ভবতি ; এবং যকৃৎ-প্লীহ্নোরবস্থিতস্য রঞ্জকপিত্তস্য রঞ্জনশক্তিমতা উষ্মণা পাকমাগতস্য রসধাতোঃ সারভাগঃ বর্ণান্তরং লব্ধ্বা রক্তরূপেণ পরিণমতি, অর্থাৎ যদা স বর্ণান্তরিতো ভূত্বা রক্তবর্ণতাং লভতে, তদৈব স রক্তমিতি সংজ্ঞাং ভজতে, যদুক্তং—স খলু আপ্যো রসঃ যকৃৎ-প্লীহানৌ প্রাপ্য রাগমুপৈতি।

তথা চ—

রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে ॥

এবঞ্চ রঞ্জয়তি রসমিতি ব্যুৎপত্ত্যা রাগার্থক-রঞ্জধাতোঃ ণক্ প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদম্। রঞ্জনকর্ত্তৃত্বাদেব অস্য রঞ্জকম্ ইতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা। যদুক্তং—রঞ্জকং রসরঞ্জনাদিতি। বিকৃতে চ খলু রঞ্জকপিত্তে রক্তহীনতা, পাণ্ডুঃ, কামলা, প্লীহ-যকৃদ্বিকৃতয়শ্চ নানাবিধরোগা জায়ন্তে ॥১৮॥

বর্ণান্তরোৎপাদন অর্থাৎ কোন একটি বর্ণকে অন্যবর্ণে পরিণত করাও অগ্নির একটি কার্য্য। মৃত্তিকার বর্ণ কৃষ্ণ বা ধূসর হইলেও তাহা দ্বারা নির্ম্মিত ইষ্টক হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি পদার্থসমূহকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহাদিগের কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণ অপগত হইয়া যেমন রক্তিমাদি বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে, আম্র কদলী কমলা লেবু প্রভৃতি ফলসমূহ অপক্কাবস্থায় হরিদ্বর্ণ থাকিলেও কালান্তরে সূর্য্যকিরণে পরিণতি লাভ করিয়া যেমন বর্ণান্তর ধারণ করে, তদ্রূপ যকৃৎ প্লীহায় অবস্থিত রঞ্জক পিত্তের আরক্ত প্রভা দ্বারা রস ধাতুর সারভাগ রঞ্জিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়। শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে যে, আপ্য অর্থাৎ জলীয় ধাতু রস, যকৃৎ প্লীহায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রঞ্জক পিত্তের প্রভায় রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেহীদিগের শরীরস্থ বিশুদ্ধ রস বিশুদ্ধ তেজ অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহায় অবস্থিত রঞ্জক পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইয়া

রক্ত নামে অভিহিত হয়। রসকে রঞ্জিত করে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে রাগার্থক রঞ্জ ধাতুর উত্তর "ণক্" প্রত্যয় করিয়া রঞ্জকপদ সিদ্ধ হইয়াছে। রঞ্জিত করে বলিয়াই ইহার নাম রঞ্জক। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, রসকে রঞ্জিত করে বলিয়াই ইহার নাম রঞ্জক। এই পিত্ত বিকৃত হইলে পাণ্ডু, কামলা যকৃদ্বিকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ বিকার উৎপন্ন হয় ॥১৮॥

অথ প্রকৃতিস্থস্য সাধকপিত্তস্য কর্ম্ম।

সাধকপিত্তম্ অভিলষিতমনোরথসাধনকারি। হৃদয়াধিষ্ঠানমিদং পিত্তং হৃদয়স্থকফতমোঽপনোদন-বিস্পষ্টীকৃত-মনঃপ্রাগুণ্যাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধৈর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-মেধাঽভিমানাভয়-শৌর্য্যাদিজননদ্বারা বাহ্যগ্রহণ-স্মরণাদিরূপেণ অভিলষিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলক্ষণং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং সাধয়তি, অর্থাৎ পিত্তমিদং হৃদয়ে অবস্থায় অভিলষিত-বিষয়সাধনায় মানবমুদ্বোধয়তি।

অত্রেয়ং পৃচ্ছা—আগ্নেয়ে পিত্তে ঈদৃশঃ কো গুণো বিদ্যতে, যেন তৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিকং সাধয়িতুং প্রভবতি? উচ্যতে—পিত্তং হি সত্ত্বগুণোত্তরম্; উক্তমেব প্রাক্—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরং। সত্ত্বঞ্চ প্রকাশকত্ব-পালকত্বাদিগুণযুক্তম্, জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিকং তস্যৈব কার্য্যম্, এবঞ্চ হৃদি স্থিতাবিকৃত-সাধকসম্পর্কাৎ তদধিষ্ঠানমন্তঃকরণমপি সত্ত্বগুণোদ্ভাসিতং ভবতি, তত এব সত্ত্বসংস্পৃষ্টমনসা তৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিকং সাধয়িতুং প্রভবতীতি মন্তব্যম্। এবঞ্চ সাধয়তি অভীপ্সিতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা সিদ্ধ্যর্থক-সাধি-ধাতোঃ ণক্-প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদম্। ঈপ্সিতসাধনকর্ত্তৃত্বাদেব অস্য সাধকমিতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা ॥১৯॥

সাধকনামক পিত্ত মানবকে অভিলষিত কার্য্য সাধন করিবার প্রবৃত্তি দেয়। এই পিত্ত হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত কফের তমোগুণকে অভিভূত করিয়া মানসিক জড়তাকে দূরীভূত করে। এই জড়তা দূরীভূত হওয়ায় বুদ্ধি, মেধা, অভিমান, স্মৃতি ও শৌর্য্য ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং অভিলষিত বাহ্যিক বিষয়সমূহের গ্রহণ ও পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমূহের স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। এবং তজ্জন্য নিজ নিজ অভিলষিত ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সাধন বিষয়ে পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে—পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ, ঐ আগ্নেয় পিত্তে এমন কি গুণ আছে, যাহার সাহায্যে ঐ পিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ এবং সত্ত্বগুণবহুল ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকাশকত্ব পালকত্বাদি যেমন সত্ত্বের গুণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিও সেইরূপ সত্ত্বের কার্য্য, অতএব হৃদয়ে অবস্থিত অবিকৃত সত্ত্বগুণপ্রধান সাধক পিত্তের সংস্পর্শে হৃদয়ে অবস্থিত চিত্তও সত্ত্বগুণ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, এইরূপে সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত মনের সংযোগে সাধক পিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি সম্পাদনে সমর্থ হয়। অভিলষিত সাধন করায় এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সিদ্ধ্যর্থক সাধ ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয় করিয়া সাধক এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভিলষিত সাধন করায় অর্থাৎ সাধনের নিমিত্ত উদ্যোগী করায় বলিয়াই ইহার নাম সাধক। এই পিত্ত বিকৃত হইলে মনুষ্যদিগের কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকেনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি মনোবৃত্তি সকলেরও স্ফূর্ত্তি হয় না॥১৯॥

অথ প্রকৃতিস্থস্য পাচকপিত্তস্য কর্ম্ম।

দেহে যে রসাদয়ঃ সপ্ত ধাতবঃ, যে চ ভূতপঞ্চকানাং অংশা বিদ্যন্তে, তেষাং সর্ব্বেষামেব প্রত্যেকশঃ পৃথক্ পৃথক্ উষ্মা অস্তি, স চ ধাত্বগ্নিঃ ভূতাগ্নিঃ ইতি নাম্না খ্যাতঃ। তত্র রসধাতুঃ স্বাগ্নিনা পচ্যমানঃ রক্তরূপেণ পরিণতো ভবতি, রক্তমপি স্বাগ্নিনা পচ্যমানং মাংসরূপেণ পরিণতং ভবতি, এবমুত্তরোত্তরধাতবঃ স্বাগ্নিনা পচ্যমানাঃ ধাত্বন্তরেণ পরিণমন্তে। যে চ ভূতাগ্নয়ঃ দেহে তিষ্ঠন্তি, তে তু স্বজাতীয়-ভোজ্যান্ পাচয়িত্বা দেহস্থং স্বং স্বমংশং পোষয়ন্তি, যথা—

ভৌমাগ্নিনা ভৌমমন্নং পরিপক্বং দৈহিকভৌমাংশং পুষ্ণাতি, আপ্যাগ্নিনা আপ্যং পানীয়াদিকং পরিপক্বং দৈহিকাপ্যাংশং পুষ্ণাতি, তৈজসাগ্নিনা তৈজসমন্নং পরিপক্বং দেহিকতৈজসাংশং পুষ্ণাতি, বায়ব্যাগ্নিনা বায়ব্যান্নং পরিপক্বং দৈহিকবায়বীয়াংশং পুষ্ণাতি, নাভসাগ্নিনা নাভসান্নং পরিপক্বং দৈহিক-নাভসাংশং পুষ্ণাতি। যদুক্তং চরকে—

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি॥
যথাস্বং স্বঞ্চ পুষ্ণন্তি দেহে দ্রব্যগুণাঃ পৃথক্।
পার্থিবাঃ পর্থিবানেব শেষাঃ শেষাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥
সপ্তভির্দেহধাতারো দ্বিবিধাশ্চ পুনঃ পুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্ট-প্রসাদতঃ॥২০॥

পরন্তু এতেষাং সর্ব্বেষামেবাগ্নানাং অন্নপক্তা জাঠরাগ্নিরেব মূলং, তস্মিন্ বিকৃতে সর্ব্বে এব ধাত্বগ্নয়ঃ ভূতাগ্নয়শ্চ বিকৃতিমাপ্নুবন্তি, ম্রিয়ন্তে চ প্রাণিনঃ। অবিকৃতে চ প্রাণিনো দীর্ঘজীবনং লব্ধ্বা অনাময়াঃ সুখং জীবন্তি, অতঃ তস্য সাম্যসংস্থাপনে সর্ব্বথা এব যতিতব্যম্; যদুক্তং চরকে—

অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৃণামধিপো মতঃ।
তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়-বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকাঃ॥
শান্তেহগ্নৌ ম্রিয়তে, যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
তস্মাত্তং বিধিবদ্যুক্তৈরন্নপানেন্ধনৈর্হিতৈঃ॥
পালয়েৎ প্রযতস্তস্য স্থিতৌ হ্যায়ুর্ব্বলস্থিতিঃ॥

যথা অন্নপাককালে চুল্লীস্থিতো বহ্নিঃ স্থালীস্থং

তণ্ডুলং জলসংস্পৃষ্টং পক্ত্বা ওদনরূপেণ পরিণতং করোতি, পাককালে চ তস্মাৎ ফেনমুদ্গচ্ছতি, এবং জাঠরাগ্নিরপি স্থালীস্থানীয়ে আমাশয়ে উপস্থিতং তণ্ডুলস্থানীয়মশিত-পীত-খাদিত-লীঢ়রূপং চতুর্ব্বিধমন্নপানং জলস্থানীয়-ক্লেদক-শ্লেষ্মণা সংমিশ্রিতং পক্ত্বা তস্য সারাংশং রসরূপেণ অসারাংশঞ্চ বিণ্মূত্ররূপেণ পরিণময়তি।

বুভুক্ষাকালে মানবা যদন্নমুপভুঞ্জতে, আদানক্রিয়ো হৃদিস্থঃ অবিকৃতঃ প্রাণবায়ুঃ মুখবিবরগতং তদন্নমধঃ আক্ষিপ্য আমাশয়ং প্রাপয়তি, ততস্তত্রস্থেন ক্লেদক-শ্লেষ্মণো দ্রবেণ, পীতেন পানীয়াদিনা বা শিথিলীভূতং, ভুক্তান্নস্য স্নেহভাগেন মৃদুতাং গতঞ্চ সমমাত্রং তৎ প্রকৃতিস্থঃ সমানো বায়ুরাকৃষ্য পাচকাগ্নেরধিষ্ঠানভূতামামা-শয়াদধঃস্থাং গ্রহণীং (পচ্যমানাশয়ং) নীত্বা স্বেনৈব সন্ধুক্ষ্য-মাণস্য পাচকপিত্তস্য ঊষ্মণা জাঠরাগ্নিসংজ্ঞকেন পাচয়তি চ। যথা অন্নপাককালে চুল্ল্যাং স্থালীমারোপ্য উপযুক্তমম্বু তণ্ডুলঞ্চ তত্র দত্ত্বা অধঃ অগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য অন্নং পচতি পাচকঃ, অগ্নৌ মন্দীভূতে ব্যজনানিলেন তং সন্ধুক্ষয়তি চ, তথা ব্যজনানিলরূপ-সমানবায়ুসমুদ্দীপিতঃ পাচকপিত্তোষ্মা-ঽপি (জাঠরাগ্নিঃ) জলরূপক্লেদকশ্লেষ্মসংযোগেন স্থালী-স্থানীয়ে আমাশয়ে অবস্থিতং তণ্ডুলরূপমন্নং পচতি (রস-মূত্র-পুরীষরূপেণ পৃথক্ করোতি)। কিঞ্চ তণ্ডুলপাকে যথা ফেনমুদ্গচ্ছতি, তথা উপযুক্তষড়্‌রসসম্পন্নম্ অন্নং প্রথম-পাকে এব মাধুর্য্যং গচ্ছতি, তেন ফেনসদৃশঃ ঘনশ্চ কফো জায়তে। ততঃ সমানবায়ুনা সন্ধুক্ষ্যমাণেন জাঠরাগ্নিনা পচ্যমানস্য আমাশয়াদধশ্চলিতস্য কিয়ৎ

পক্কস্য কিয়দপক্কস্য চ বিদাহং গচ্ছতস্তস্য অম্লভাবাৎ অচ্ছং পিত্তমুৎপদ্যতে। ততঃ মলরূপেণ পরিণতস্য অপান-বায়োরাকর্ষণাৎ পক্বাশয়মুপস্থিতস্য জাঠরাগ্নিসন্তাপেন শোষ্যমাণস্য চ অত এব নিঃসারত্বেন পিণ্ডীভাবাৎ কটুভাবাচ্চ বায়ুরুৎপদ্যতে।

কিঞ্চ, আহারপরিণামজং সারভূতং রসং সমান-বায়ুরূর্দ্ধং প্রথমং রসস্থানং হৃদয়ং নয়তি। ততশ্চ হৃৎপিণ্ডস্য আকুঞ্চন-প্রসারণাদিনা নিশ্বাসোচ্ছ্বাসাদি-ক্রিয়াসম্পাদকঃ বিক্ষেপোচিতকর্ম্মা সপ্রাণো ব্যানবায়ুঃ রসবাহিনীভিঃ শিরাভিঃ তং যুগপদেব সর্ব্বস্মিন্নেব দেহে অজস্রং সঞ্চাল্য স্থানান্তরস্থং রসং পোষয়তি। এবং স এব ব্যানঃ রসেনৈব রসং পোষয়িত্বা ক্রমশঃ রক্তাদীন্ শুক্রান্তান্ ধাতূন্ পোষয়তি চ। আহার-পরি-ণামজঃ যশ্চ অসারাংশঃ স মলসংজ্ঞকঃ, স চ মলঃ দ্বিবিধঃ, দ্রবঃ অদ্রবশ্চ। তত্র চ যঃ অসারো দ্রবাংশঃ, স সমানবায়ুনা শিরাভিঃ বস্তিদেশং নীতঃ মূত্রত্বং যাতি। অপানশ্চ তৎ বেগকালে মূত্রবহশিরাভ্যাং বহির্নিঃসারয়তি। এবমদ্রবাংশো-ঽপি তেনৈব সমানেন মলাশয়ং নীতঃ পুরীষরূপেণ পরিণতো ভবতি, তমপি স এব অপানো বেগকালে বলিত্রয়মার্গেণ নিঃসারয়তি।

ভুক্তান্নপরিপাকেন ধাতু-মলানামুৎপত্তৌ অয়ং ক্রমঃ—

যঃ খলু প্রদর্শিতদিশা সমুৎপন্নঃ প্রথমো ধাতুঃ-রসঃ স নাভিদেশাৎ হৃদয়ং প্রাপ্য ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যক্প্রসৃতাভিঃ চতু-র্ব্বিংশতিভিঃ ধমনীভিঃ আপাদমস্তকং সর্ব্বদেহং ব্যাপ্নোতি,

তত্র ঊর্দ্ধগাভির্দশভিঃ ঊর্দ্ধদেহম্, অধোগাভির্দশভিরধোদেহং, তির্য্যগ্‌গাভিশ্চতসৃভিশ্চ দেহস্য উভয়পার্শ্বং গত্বা স্বাগ্নিনা পচ্যমানঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-কিট্টরূপেণ ত্রিধা পরিণতো ভবতি। তত্র স্থূলভাগো রসং পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগো যকৃৎপ্লীহানৌ প্রাপ্য তত্রত্যরঞ্জকপিত্তোষ্মণা রঞ্জিতঃ সন্ রক্ততাং যাতি, পোষয়তি চ পূর্ব্বোৎপন্নং রক্তং, কিট্টভাগশ্চ শ্লেষ্মতয়া পরিণমতি। রক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ হৃদয়ং গত্বা চতুর্ব্বিংশতিভির্ধমনীভিঃ সর্ব্বদেহং ব্যাপ্নোতি, ততঃ স্বাগ্নিনা পচ্যমানং স্থূল-সূক্ষ্ম-কিট্টরূপং ত্রিবিধং পরিণামং প্রাপ্নোতি; তত্র স্থূলভাগো রক্তং পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগশ্চ মাংসরূপেণ পরিণতো ভবতি, কিট্টঞ্চ পিত্ততয়া পরিণমতি। মাংসমপি স্বাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা পরিণামং গচ্ছৎ স্থূলভাগেন মাংসং পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগো মেদস্তয়া কিট্টঞ্চ কর্ণাদিমলতয়া পরিণমতি। এবং মেদোঽপি স্বাগ্নিনা পচ্যমানং স্থূলভাগেন মেদঃ পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগস্তস্য অস্থিতয়া কিট্টঞ্চ স্বেদত্বেন পরিণমতি। অস্থি অপি স্বাগ্নিনা পচ্যমানং স্থূলভাগেন অস্থি পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগঃ মজ্জরূপেণ, কিট্টঞ্চ কেশ-লোমরূপেণ পরিণমতি। মজ্জাপি স্বাগ্নিনা পচ্যমানঃ স্থূলভাগেন মজ্জানং পোষয়তি, সূক্ষ্মভাগস্তস্য শুক্ররূপেণ কিট্টঞ্চ নেত্র-বিট্-ত্বচাং স্নেহতয়া পরিণতিং গচ্ছতি। শুক্রঞ্চ স্বাগ্নিনা পচ্যমানং স্থূলভাগেন ওজঃ পোষয়তি, তদেব গর্ভস্য হেতুঃ, সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণবৎ তত্র মলো ন নির্গচ্ছতি।

উক্তঞ্চ—

সপ্তভির্দেহধাতারো ধাতবো দ্বিবিধং পুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্ট-প্রসাদতঃ॥

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্‌গর্ভঃ প্রসাদজঃ॥

এবং জাঠরাগ্নিরেব ভুক্তদ্রব্যং পক্ত্বা তস্য সারাংশেন দেহধাত্বোজোবলবর্ণাদিকং পোষয়িত্বা জীবনহেতুর্ভবতি; যদুক্তং—

যদন্নং দেহধাত্বোজো-বলবর্ণাদি পোষকম্।
তত্রাগ্নির্হেতুরাহারান্ন হ্যপক্বাদ্রসাদয়ঃ॥ ইতি।

তথা তদেব পাচকং পিত্তং স্বস্থানে এব অবস্থায় আত্মশক্ত্যা অন্যত্র স্থিতানামপি পিত্তচতুষ্টয়ানাং বলমাদধাতি। দ্রব-তেজঃসমুদায়স্য অস্যৈব পিত্তস্য তেজোভাগং ভিষজো জাঠরাগ্নিঃ পাচকাগ্নিঃ কায়াগ্নিরিত্যাদিনাম্না অভিদধতি। জাঠরাগ্নাতি নামান্তরেণানেন পিত্তেন আয়ুর্বর্ণং, বলং, স্বাস্থ্যমুৎসাহঃ, শরীরোপচয়ঃ, প্রভা, ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ, প্রাণাশ্চ আপ্যায়িতা ভবন্তি। অস্মিন্নেব প্রশান্তে প্রাণিনো ম্রিয়ন্তে, এতস্যৈব সাম্যাৎ চিরং নীরোগাঃ জীবন্তি, বিকৃতে চাস্মিন্ বিবিধরোগাঃ প্রাদুর্ভবন্তি।

এবঞ্চ পচতি অন্নমিতি ব্যুৎপত্ত্যা পাকার্থক-পচধাতোঃ ণক্-প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদমিতি। অন্নাদিপাক-কর্ত্তৃত্বাদেব অস্য পাচকমিতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা॥২১॥

দেহে যে রসাদি সাতটি ধাতু ও পঞ্চমহাভূতের অংশ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী উষ্মা বা অগ্নি আছে, উহারা ধাত্বগ্নি ও ভূতাগ্নি নামে বিখ্যাত। তাহাদিগের মধ্যে রস ধাতু রসাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়, রক্তধাতু আবার রক্তগত অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়; এইরূপে মাংস হইতে মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র নিজ নিজ অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া ধাত্বন্তরে পরিণত হয়। এইরূপ দেহে যে পঞ্চভূতের অগ্নি আছে,

তাহারা নিজ নিজ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করিয়া দেহগত স্ব স্ব অংশের পুষ্টি-সাধন করে, অর্থাৎ জাগতিক দ্রব্য মাত্রই পাঞ্চভৌতিক, অতএব এই দেহ যেমন পঞ্চভৌতিক, আহার্য্য দ্রব্যসমূহও তেমনই পাঞ্চভৌতিক, তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের অংশ অধিক থাকে, তাহা সেই নামে অভিহিত হয়; যেমন যে দ্রব্যে ক্ষিতির ভাগ অধিক থাকে তাহা ভৌম, যাহাতে জলের আধিক্য আছে, তাহা আপ্য, যাহাতে তেজের অংশ বেশী আছে, তাহা তৈজস, যাহাতে বায়ুর ভাগ অধিক আছে, তাহা বায়ব্য, যাহাতে আকাশের অংশ বেশী আছে, তাহা নাভস নামে অভিহিত হয়। যে খাদ্যদ্রব্য ভৌম, দেহস্থ ভৌমাগ্নি দ্বারা তাহা পরিপাক হইয়া দেহের ভৌমাংশের পুষ্টি সাধন করে। আপ্য খাদ্য আপ্যাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া দেহের আপ্যাংশের পুষ্টিসাধন করে। তৈজস খাদ্য তৈজসাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া দেহের তৈজস ভাগের পুষ্টিসাধন করে। বায়বীয় খাদ্য বায়ব্যাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া দেহের বায়বীয় ভাগের পুষ্টিসাধন করে। নাভস খাদ্য নাভসাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া দেহের নভোভাগের পুষ্টিসাধন করে। চরক বলিয়াছেন—ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পঞ্চবিধ উষ্মা বা অগ্নি স্বজাতীয় পার্থিবাদি পঞ্চবিধ আহারকে পরিপাক করে। এইরূপে পরিপাক প্রাপ্ত ঐ সমস্ত আহার দেহের পার্থিবাদি অংশ-সমূহকে পোষণ করিতেছে। দেহধারণকর্ত্তা রসাদি সাতটি ধাতুও নিজ নিজ অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া প্রসাদ অর্থাৎ সারাংশ ও কিট্ট অর্থাৎ মলরূপে পরিণত হয়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ধাত্বগ্নিই হউক, আর ভূতাগ্নিই হউক, সমস্ত অগ্নিরই মূল জাঠরাগ্নি, জাঠরাগ্নি যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে ধাত্বগ্নি ও ভূতাগ্নিও বিকৃত হয়, তখন তাহারা নিজ নিজ কার্য্য যথাযথভাবে করিতে পারে না, এমন কি তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। জাঠরাগ্নি যদি প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য অগ্নিও নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রাণিসমূহকে নীরোগ ও দীর্ঘজীবন প্রদান করে, অতএব জাঠরাগ্নি যাহাতে বিকৃত না হয়, সর্ব্বদা সে বিষয়ে অবহিত থাকা কর্ত্তব্য। চরক বলিয়াছেন—অগ্নিসমূহ অর্থাৎ ধাত্বগ্নি বা ভূতাগ্নি যে কোন অগ্নিই হউক না কেন, অন্নপক্তা অর্থাৎ জাঠরাগ্নিই সকলের শ্রেষ্ঠ; জাঠরাগ্নিই সমস্ত অগ্নির মূল, জাঠরাগ্নির বৃদ্ধিতেই তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর জাঠরাগ্নির হ্রাসেই তাহারাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জাঠরাগ্নি যদি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যু হয়, আর জাঠরাগ্নি যদি যুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে থাকে, তাহা হইলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। অতএব হিতকর অথচ পরিমিত অন্নপানরূপ-

ইন্ধন সহযোগে ঐ জাঠরাগ্নিকে রক্ষা করিবে ; ঐ জাঠরাগ্নি ঠিক থাকিলেই আয়ু ও বলও ঠিক ভাবেই অবস্থান করে।

চুল্লীস্থ প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন স্থালীমধ্যে নিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকে জলসহযোগে পাক করিয়া অন্নরূপে পরিণত করে ও সেই সময় তাহা হইতে ফেন উদ্গত হয়, সেইরূপ জাঠরাগ্নিও স্থালীস্বরূপ আমাশয়ে উপস্থিত তণ্ডুলস্থানীয় অশিত খাদিত লীঢ় পীত অর্থাৎ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন ও পানীয়কে জলস্বরূপ ক্লেদক-শ্লেষ্মার সহযোগে পরিপাক করিয়া তাহার সারাংশকে রস (সপ্ত ধাতুর প্রথম ধাতু) ও অসার অংশকে মল-মূত্র রূপে পরিণত করে।

ভুক্ত দ্রব্য যেরূপ ভাবে পরিপাক হয়, বিস্তৃতভাবে তাহা লিখিত হইতেছে—মানবগণ ক্ষুধাবোধ হইলে যে অন্ন আহার করে, হৃদয়ে অবস্থিত বিশুদ্ধ প্রাণ বায়ু মুখবিবরগত সেই অন্নকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া আমাশয়ে লইয়া যায়, কারণ প্রাণবায়ুর ক্রিয়াই হইতেছে, আদান অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যকে অভ্যন্তরভাগে গ্রহণ বা প্রেরণ করা। ঐ ভুক্তান্ন আমাশয়ে উপস্থিত হইলে আমাশয়ে যে ক্লেদক শ্লেষ্মা অবস্থান করে, সেই ক্লেদক শ্লেষ্মার দ্বারা এবং পীত জল প্রভৃতি দ্রব পদার্থ দ্বারা ক্লিন্নভাব প্রাপ্ত হয় ও পীত স্নেহাংশ দ্বারা কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মৃদুতাকে প্রাপ্ত হয়। অনন্তর প্রকৃতিস্থ সমান বায়ু পরিমিত মাত্রায় ভুক্ত সেই অন্নকে আকর্ষণ করিয়া আমাশয়ের অধোভাগে অবস্থিত পাচকাগ্নির আধার গ্রহণীতে (পচ্যমানাশয়ে) লইয়া যায় ও নিজেই সেই অগ্নির উদ্দীপনা করিয়া তদ্দ্বারা ভুক্তান্নের পরিপাক বিষয়ে সাহায্য করে। পাচকাগ্নি বা জাঠরাগ্নি, পঞ্চবিধ পিত্তের অন্যতম পাচক পিত্তেরই উষ্মা ভাগ ; জাঠরাগ্নি যে পাচক পিত্তেরই উষ্মা, তাহা পিত্তবিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহস্থিতির মূলস্বরূপ ভোজ্য অন্ন পাকের সহিত এই ভুক্তান্ন-পাকেরও সাদৃশ্য আছে, অন্ন পাক করিতে হইলে যেমন স্থালী অর্থাৎ হাঁড়ির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ তণ্ডুল ও জল দিয়া চুল্লীর উপরে ঐ স্থালীকে বসাইয়া চুল্লীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হয়, এবং ঐ অগ্নি যদি রীতিমত ভাবে জ্বলিতে থাকে তাহা হইলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা সুপক্ক হয়, অগ্নির তেজ কম হইলে যেমন পাক নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় ও সে অবস্থায় পাককর্ত্তা অগ্নির উদ্দীপনার নিমিত্ত ব্যজন বায়ু সঞ্চালন করে, সেইরূপ তণ্ডুলস্থানীয় ভুক্তান্ন প্রথমতঃ স্থালীস্থানীয় আমাশয়ে অবস্থিত হইয়া জলস্থানীয় ক্লেদক শ্লেষ্মার দ্রবভাগ অথবা পীত জলাদি দ্রব পদার্থ সহযোগে অধঃস্থিত পাচকপিত্তের উষ্মাংশরূপ জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, জাঠরাগ্নির তেজোহ্রাস হইলে উহা সুপক্ক হয় না ও বহু বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়,

সে অবস্থায় সমান বায়ুর উত্তেজনা সম্পাদন করিয়া তাহার সাহায্যে অগ্নিরও উদ্দীপনা করা আশু প্রয়োজন। আর, অন্ন পাককালে উহা ফুটিতে আরম্ভ করিলে যেমন প্রথমেই ফেনোদ্গম হয়, ভুক্তান্ন পাককালেও সেইরূপ যখন পাকারম্ভ হয়, তখন উহা হইতে ফেনস্বরূপ ঘন শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, কারণ, প্রথম পাকে ঐ অন্ন মাধুর্য্যভাব প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মাও মধুর, পাকারব্ধ অন্নও হয় মধুর। অনন্তর সমান বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত পাচকাগ্নি দ্বারা যখন কিঞ্চিৎ পক্ব কিঞ্চিৎ অপক্ব ভাব প্রাপ্ত হয় ও ক্রমশ অধোভাগে গমন করে, সেই সময়ে ঐ অন্ন অম্লভাব প্রাপ্ত হয়, সেই অম্লভাব হইতে দ্রব পিত্ত উৎপন্ন হয়, কারণ বিদগ্ধ পিত্তও অম্ল, বিদাহভাবাপন্ন অন্নও অম্ল। অনন্তর মলরূপে পরিণত অসার ভাগ অপান বায়ুর আকর্ষণে পক্বাশয়ে উপস্থিত হয়, সে স্থানে জাঠরাগ্নির সন্তাপে ঐ মলের দ্রব ভাগ শোষিত হওয়ায় পিণ্ডাকারে পবিণত হয়। উহার সমস্ত সার পদার্থ শোষিত হওয়ায় কটুভাব প্রাপ্ত হয় ও সেই কটুভাব হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়।

আর ভুক্তান্ন সুপক্ব হইলে উহা হইতে যে সার ভাগ নির্গত হয়, তাহার নাম রস, সমান বায়ু ঐ রস ধাতুকে প্রথমেই রসের প্রধান স্থান হৃদয়ে লইয়া যায়, অনন্তর ব্যান বায়ু হৃদয় হইতে রসবহ শিরাসমূহ দ্বারা ঐ রসকে নিরন্তর সর্ব্বদেহে চালনা করিয়া এই দেহকে আপ্যায়ন করে, ও স্থানান্তরে অবস্থিত রসকে পোষণ করে, কেন না, ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহ-ব্যাপী এবং তাহার ক্রিয়াই হইতেছে, রস ধাতুকে সর্ব্বদেহে বিক্ষিপ্ত করা। এইরূপে সেই ব্যান-বায়ু, রস দ্বারাই রসকে পোষণ করিয়া ও ঐ অন্নের পরিণাম রসকেই আবার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ দ্বারা চালিত করিয়া তদ্দ্বারা রক্তাদি শুক্রান্ত ধাতুসমূহেরও পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। এইরূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া তাহার সারাংশ রসাদি সপ্তধাতুরূপে ও অসারাংশ মলরূপে পরিণত হয়। সেই মল আবার দ্বিবিধ, দ্রব ও অদ্রব, তন্মধ্যে দ্রবাংশের নাম মূত্র ও অদ্রবাংশের নাম পুরীষ। অপান বায়ু ঐ অসার দ্রব মূত্রকে মূত্রাশয়ে লইয়া গিয়া উপযুক্ত কালে মূত্রবহ শিরা দ্বারা, আর অদ্রব পুরীষকে মলাশয়ে লইয়া গিয়া উপযুক্ত কালে প্রবাহণী বিসর্জ্জনী ও সংবরণী নামক বলিত্রয় দ্বারা বহির্দ্দেশে নিঃসারণ করায়।

ভুক্তান্ন উক্তরূপে পরিপাক হইয়া যেভাবে ধাতু ও মলরূপে পরিণত হয়, সম্প্রতি তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে আদ্য ধাতু রস উৎপন্ন হয়, সেই রস—নাভিদেশ হইতে হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া তদাশ্রিত যে চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক ধমনী দেহের ঊর্দ্ধ অধঃ ও উভয় পার্শ্বে গমন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে

ঊর্দ্ধগামী দশটি ধমনী দ্বারা দেহের সমস্ত ঊর্দ্ধাংশ (মস্তকাদি), অধোগামী দশটি দ্বারা সমস্ত অধোদেহ (পাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ), ও উভয় পার্শ্বগামী চারিটি দ্বারা দেহের উভয় পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে ঐ রস সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া নিজের যে অগ্নি অর্থাৎ রসস্থিত উষ্মা দ্বারা পরিপাক হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম ও কিট্ট তিনভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূলভাগ গিয়া রসকে পোষণ করে, আর সূক্ষ্মভাগ যকৃৎ ও প্লীহায় উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিত রঞ্জক পিত্তের উষ্মা দ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয় ও পূর্ব্ব হইতে যে রক্ত সঞ্চিত ছিল তাহার পুষ্টি সম্পাদন করে। আর কিট্ট বা অসারাংশ শ্লেষ্মারূপে পরিণত হয়। রস হইতে যে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেই রক্তও পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ে গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি ধমনী-সাহায্যে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া রক্তগত যে উষ্মা, সেই উষ্মা দ্বারা পরিপাক হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম ও কিট্টরূপ তিনভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল ভাগ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে পোষণ করে, সূক্ষ্মভাগ মাংসরূপে ও কিট্টভাগ পিত্তরূপে পরিণত হয়। এইরূপ মাংসগত উষ্মা দ্বারা মাংস পরিপাক হইয়া স্থূল ভাগ মাংসকে পোষণ করে, সূক্ষ্মভাগ মেদরূপে ও কিট্টভাগ নাসা-কর্ণাদির মলরূপে পরিণত হয়। মেদও স্বগত অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া স্থূলভাগ দ্বারা মেদেরই পুষ্টিসাধন করে, সূক্ষ্মভাগ অস্থিরূপে ও কিট্টভাগ স্বেদ (ঘর্ম্ম) রূপে পরিণত হয়। অস্থি স্বাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া স্থূলভাগ দ্বারা অস্থিরই পুষ্টিসাধন করে, সূক্ষ্মভাগ মজ্জারূপে ও মলভাগ কেশ লোম ও নখরূপে পরিণত হয়। মজ্জাও স্বগত অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া মজ্জারই পোষণ করে, সূক্ষ্মাংশ শুক্ররূপে ও মলভাগ চক্ষু বিষ্ঠা ও ত্বকের স্নেহরূপে পরিণত হয়। শুক্রও স্বাগ্নিপক্ক হইয়া স্থূলভাগ দ্বারা শুক্রকে পোষণ করে, আর সূক্ষ্মভাগ দ্বারা ওজোধাতুকে পোষণ করে। সহস্রবার দগ্ধ সুবর্ণ যেমন নির্ম্মল হয়, তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না, সেইরূপ শুক্র হইতে আর মল নির্গত হয় না, কারণ, পুনঃ পুনঃ পক্ক ধাতুসমূহের শেষ পরিণাম শুক্র, কাযেই তাহাতে আর মল থাকে না। সেই শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

শাস্ত্রে উক্তি আছে, দেহ-ধারক রসাদি সাতটি ধাতু নিজ নিজ অগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া একাংশ কিট্টরূপে ও এক অংশ প্রসাদ অর্থাৎ সাররূপে পরিণত হয়। এস্থানে যদিও তিন প্রকার পাকের বিষয় উল্লেখ নাই, দুই প্রকারের মাত্র উল্লেখ আছে, তাহা হইলেও স্থানান্তরে তিন প্রকারেরই উল্লেখ থাকায় প্রসাদ শব্দেই স্থূল-সার ও সূক্ষ্ম-সার এই দুই প্রকার অর্থ করাই সঙ্গত। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা,

মজ্জা হইতে শুক্র, ও শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, ইহাই প্রসাদজ অর্থাৎ পাকজাত প্রসাদ বা সারভাগ। কেহ কেহ রস হওয়ার পর রক্ত, রক্তের পর মাংস, মাংসের পর মেদ, মেদের পর অস্থি, অস্থির পর মজ্জা, ও মজ্জার পর শুক্র উৎপন্ন হয়, এরূপ ব্যাখ্যাও করেন।

ঐ পিত্ত স্বস্থানে থাকিয়াই নিজের প্রভাবে স্থানান্তরে অবস্থিত আলোচকাদি অন্য চারিটি পিত্তকে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে বলদান করে। দ্রব-তেজঃ-সমুদায়াত্মক ঐ পিত্তের তেজোভাগকে চিকিৎসকগণ জাঠরাগ্নি পাচকাগ্নি কায়াগ্নি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। জাঠরাগ্নিস্বরূপ এই পিত্তই ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া প্রাণিসমূহের আয়ু, শারীরিক বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, কার্য্যে উৎসাহ, দৈহিক পুষ্টি, কান্তি, ওজ, তেজ, ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নিসমূহ এবং প্রাণশক্তিকে বর্দ্ধিত করে। এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই জীবগণের মৃত্যু ঘটে। এই অগ্নি সমভাবে থাকিলে প্রাণিগণ নীরোগ দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, এই অগ্নি বিকৃত হইলেই প্রাণিগণ বিবিধ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অন্নকে পাক করে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পাকার্থক পচ ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয় করিয়া পাচক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্নাদি পাক করে বলিয়াই ইহার নাম পাচক ॥২১॥

অথ প্রকৃতিস্থস্য ভ্রাজকপিত্তস্য কর্ম্ম।

প্রদর্শিতাগ্নিগুণেষু যৌ হি পাচকতা-কান্তিকারিতাখ্যৌ গুণৌ, তয়োঃ পাচকত্বগুণঃ আগ্নেয়ং ভ্রাজকপিত্তমধিষ্ঠায় অভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহ-প্রলেপাদীনাং পক্তা, তথা কান্তিকারিতাখ্যগুণঃ পাঞ্চভৌতিকানাং নীলাদীনাং বর্ণানাং প্রভাণাঞ্চ প্রকাশকো ভবতি। কিঞ্চ, দৈহিকঃ সহজোষ্মাঽপি তস্যৈব পিত্তস্য কার্য্যমিতি জ্ঞাতব্যম্। স্থানং পুনরস্য অবভাসিনী নাম ত্বক্, যতঃ অবভাসিন্যেব সর্ব্ববর্ণান্ অবভাসয়তি, পাঞ্চভৌতিকীং ছায়াং প্রভাঞ্চ প্রকাশয়তি। এবঞ্চ ভ্রাজয়তি উদ্ভাসয়তি প্রকাশয়তি বর্ণাদিকমিতি ব্যুৎপত্ত্যা দীপ্ত্যর্থক-ভ্রাজধাতোঃ ণক্প্রত্যয়েন সিদ্ধমিদমিতি। বর্ণাদ্যুদ্ভাসকত্বাদেব অস্য ভ্রাজকমিতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা।

এবঞ্চ একস্যৈব পিত্তস্য স্থানভেদাৎ কার্য্যভেদ-দর্শনেন এবং প্রতীয়তে যৎ, দ্রব্য-বিশেষস্য বিবিধগুণেষু সৎস্বপি ন তে অবিশেষেণ সর্ব্বত্রৈব স্বপ্রভাবং প্রদর্শয়িতুং শক্নুবন্তি; কিন্তু আশ্রয়ভেদাৎ তেষাং কার্য্য-বিশেষাঃ প্রকাশমাপদ্যন্তে। ততশ্চ পিত্তমিদমগ্ন্যধিষ্ঠিতং ক্বচিৎ প্রকাশকারিতারূপেণ, ক্বচিৎ পাকদ্বারা বর্ণান্তরোৎপাদকতারূপেণ, ক্বচিৎ ভুক্তদ্রব্যাদীনাং পাক-কারিতারূপেণ, ক্বচিদ্বা কান্তিপ্রভাদিসম্পাদকতারূপেণ কর্ম্মণা শরীরমিদং পালয়তীতি ॥২২॥

প্রদর্শিত অগ্নিগুণসমূহের মধ্যে পাচকতা ও কান্তিকারিতারূপ গুণ আগ্নেয় ভ্রাজক পিত্তে বিদ্যমান আছে, ঐ গুণ থাকাতেই ভ্রাজক পিত্ত সপ্তত্বকের মধ্যে অব-ভাসিনী নামক প্রথম ত্বকে অবস্থিত হইয়া তৈলাদি অভ্যঙ্গ, অবগাহন, পরিষেক ও প্রলেপাদিকে পরিপাক করে, অর্থাৎ তৈলাদি যাহা গাত্রে মর্দ্দন করা যায়, প্রলে-পাদি যে সমস্ত ক্রিয়া করা যায়, তাহাদিগকে শরীরাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয়, এবং গৌর কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন দ্বারা দৈহিক সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত করে ও দেহের প্রভাকে প্রকাশ করে। দেহের স্বাভাবিক উষ্মাকেও এই পিত্তই সংরক্ষিত রাখে। এই পিত্ত বিকৃত হইলেই শরীরের স্বাভাবিক তাপ অত্যন্ত বিকৃত অথবা হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ণ প্রভা ইত্যাদিকে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দীপ্ত্যর্থক ভ্রাজ্ ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয়ে ভ্রাজক এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বর্ণ প্রভা ইত্যাদিকে উদ্ভাসিত করে বলিয়াই ইহার নাম ভ্রাজক। আশ্রয়ভেদে একই পিত্তের বিভিন্নজাতীয় কার্য্যদর্শনে ইহাই প্রতীতি হয় যে, দ্রব্যবিশেষের বিবিধ গুণ থাকিলেও সেই গুণসমূহ সকল স্থানেই সমানভাবে নিজের প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারে না; কিন্তু আশ্রয়ভেদে সেই সমস্ত কার্য্য প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এতএব অগ্নিকর্তৃক অধিষ্ঠিত শরীরান্তর্গত এই পিত্ত কোন স্থানে নিজের প্রকাশকারিতা গুণ দ্বারা দৃশ্য বস্তু সমূহকে দর্শন করাইতেছে। কোন স্থানে পাক-দ্বারা বর্ণান্তর উৎপাদন করিতেছে, কোন স্থানে ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিতেছে, কোন স্থানে বা দেহের কান্তি প্রভা বর্ণ ইত্যাদি সম্পাদন করিতেছে। পিত্ত এইরূপ বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা এই দেহকে রক্ষা করিতেছে ॥২২॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রকৃতিস্থস্য পিত্তস্য কর্ম্ম।

প্রকৃতিস্থং পঞ্চবিধং পিত্তম্ ওজস্তেজঃ-পক্ত্যূষ্ম-দর্শন-ক্ষুত্তৃড়্-রুচি-প্রভা-মেধা-বুদ্ধি-শৌর্য্য-তনুমার্দ্দবাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ শরীরমিদং পালয়তি ॥১॥

প্রকৃতিস্থ পঞ্চবিধ পিত্ত ওজঃ, তেজ, পরিপাক, দৈহিক উষ্মা, দর্শন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্নে রুচি, শারীরিক কান্তি, মেধা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, দৈহিক কোমলতা অর্থাৎ ত্বকের সৌকুমার্য্য ইত্যাদি ক্রিয়াসম্পাদন দ্বারা এই শরীরের রক্ষণ ও বর্দ্ধনাদি করিতেছে ॥১॥

অথ পিত্তপ্রকৃতের্লক্ষণানি।

অথেদানীং পিত্তপ্রকৃতের্লক্ষণানি বর্ণ্যন্তে, তদ্‌যথা—স্বেদঃ, দুর্গন্ধঃ, পীতশিথিলাঙ্গঃ, তাম্রনখ-নয়ন-তালু-জিহ্বৌষ্ঠ-পাণিপাদতলঃ, দুর্ভগঃ, বলী-পলিত-খালিত্যজুষ্টঃ, বহুভুক্, উষ্ণদ্বেষী, ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদঃ, মধ্যমবলঃ, মধ্যমায়ুশ্চ ভবতি।

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ্য বক্তা তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্ সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ
ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্যগতিঃ স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ ॥

ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্ব-যক্ষমার্জ্জারবানরৈঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষনকুলানূকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাঃ সদা ॥২॥

সম্প্রতি পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, শরীরে দুর্গন্ধ (অর্থাৎ বোট্‌কা গন্ধ) অঙ্গসমূহ পীতবর্ণ ও শিথিল, নখ চক্ষুঃ তালু (টাক্‌রা) জিহ্বা ওষ্ঠ ও হাত পায়ের তলা তাম্রবর্ণ অর্থাৎ অরুণবর্ণ, দুর্ভগ অর্থাৎ দুর্ভাগ্য অথবা স্ত্রীলোকের অপ্রিয়, বলী (গাত্রচর্ম্মের কুঁচ্‌কান ভাব) পলিত (কেশপক্কতা) খালিত্য (টাক) অকালে এই সমস্ত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী অর্থাৎ গরম সহ্য করিতে পারে না, অতি সত্বর ক্রোধ ও অতি সত্বর প্রসন্নতা অর্থাৎ সামান্য কারণেই রাগিয়া যায়, আবার কেহ সামান্য দুটা মিষ্ট কথা বলিলেই খুসী হয়, মধ্যম বল অর্থাৎ খুব বলবানও নহে খুব দুর্ব্বলও নহে, মধ্যমায়ু অর্থাৎ দীর্ঘায়ুও নহে অল্পায়ুও নহে। (সুশ্রুতের মতে যাহারা ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর জীবিত থাকে তাহারা মধ্যমায়ু) মেধাবী, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিগৃহ্য বক্তা অর্থাৎ ৪।৫ জনে মিলিয়া কোন বিষয়ে অলোচনা করিতেছে, সেই অবস্থায় তাহাদের চুপ করিতে বাধ্য করিয়া নিজেই যা কিছু বলিবার বলা (যাহাকে বলে উপর পড়া হইয়া কথা বলা) তেজস্বী, যুদ্ধক্ষেত্রে মহা পরাক্রান্ত, স্বপ্নে স্বর্ণ, পলাশ-পুষ্প, কর্ণিকার-পুষ্প, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কাপাত দর্শন করে, ভয়বশতঃ কাহারও নিকট নত হয় না অর্থাৎ নির্ভীক, যে ব্যক্তি তাহার নিকট নত হয় না, তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহারসম্পন্ন, যাহারা নত হয়, তাহাদিগের প্রতি সদয় অথবা মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দান, ধনদান ইত্যাদি করে। এই ব্যক্তি মুখরোগাক্রান্ত ও দ্রুতগমনে অক্ষম হয়। সর্প, পেচক, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুলের (বেজী) ন্যায় হিংস্র প্রকৃতি, বিড়ালের ন্যায় ধূর্ত্ত, বানরের ন্যায় ফলপ্রিয় অথবা উল্লম্ফন শক্তিসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীতপ্রিয় ও যক্ষের ন্যায় কৃপণ প্রকৃতি হয় ॥২॥

তীক্ষ্ণাদি গুণভেদেন পিত্তপ্রকৃতের্লক্ষণান্তরম্।

পিত্তং তাবৎ উষ্ণং, তীক্ষ্ণং, দ্রবং, বিস্রম্, অম্লং, কটুকঞ্চেতি প্রাগেবোক্তম্, ইদানীমৌষ্ণ্যাদিগুণকৃতং পিত্তপ্রকৃতেঃ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণং প্রদর্শ্যতে। তত্র পিত্তস্যোষ্ণত্বাৎ পিত্তপ্রকৃতয়ঃ উষ্ণাসহাঃ, উষ্ণমুখাঃ, সুকুমারাবদাতগাত্রাঃ, প্রভূতপিপ্লব-ব্যঙ্গ-তিলকালকাঃ, ক্ষুৎপিপাসাবন্তঃ, ক্ষিপ্রবলী-পলিত-খালিত্যদোষাঃ, প্রায়ো মৃদ্বল্পকপিলশ্মশ্রুলোমকেশাঃ ভবন্তি। তীক্ষ্ণত্বাৎ তীক্ষ্ণপরাক্রমাঃ, তীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ,

প্রভূতাশনপানাঃ, ক্লেশাসহিষ্ণবঃ দ্বন্দ্বশূকা ভবন্তি। দ্রবত্বাৎ শিথিলমৃদুসন্ধিমাংসাঃ, প্রভূতসৃষ্টস্বেদ-মূত্র-পুরীষাশ্চ ভবন্তি। বিস্রত্বাৎ পূতিবক্ষঃ-কক্ষাস্যশিরঃ-শরীরগন্ধাঃ ভবন্তি। অম্লত্বাৎ কটুকত্বাচ্চ অল্পশুক্র-ব্যবায়াপত্যাঃ ভবন্তি। কিঞ্চ, ঈদৃশগুণবত্ত্বাৎ তে মধ্যবলাঃ মধ্যায়ুষঃ মধ্যজ্ঞানবিজ্ঞানবিত্তোপকরণবন্তশ্চ ভবন্তি ।।৩।।

পিত্তের স্বরূপপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে পিত্ত যে উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র (আমিষগন্ধি) অম্ল ও কটুগুণবিশিষ্ট, ইহা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির ঐ উষ্ণতাদি গুণের মধ্যে কোন্ গুণের দ্বারা কি কি লক্ষণ হয়, তাহাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে,—পিত্তের যে উষ্ণ গুণ আছে, ঐ উষ্ণ গুণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি উষ্ণ বীর্য্য বা উষ্ণ স্পর্শ দ্রব্য সহ্য করিতে অক্ষম। মুখের অভ্যন্তর ভাগ উষ্ণ হয়। কোমল ও নির্ম্মল বা শুভ্রোজ্জ্বল গাত্রবিশিষ্ট হয়। দেহে পিপ্লব অর্থাৎ জড়ুল বা জৌতুক, ব্যঙ্গ (মেচেতা পড়া) ও তিলকালক অর্থাৎ তিল, দেহে এই সমস্ত রোগের আক্রমণ খুব বেশী পরিমাণে হয়। অতিরিক্ত ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা আক্রান্ত হয়। বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বেই বলী পলিত ও খালিত্য (টাক) দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্মশ্রু (গোঁপ দাড়ি) গাত্রলোম ও কেশ-সমূহ প্রায়ই খুব কোমল, অল্প ও পিঙ্গলবর্ণ হয়। পিত্তে যে তীক্ষ্ণতা আছে, ঐ তীক্ষ্ণ গুণের প্রভাবে পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি তীব্র পরাক্রমবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি, প্রচুর ভোজন ও প্রচুর পানশক্তিবিশিষ্ট, ক্লেশাসহ ও দ্বন্দ্বশূক (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভোজন করা) হয়। পিত্তের দ্রবত্বগুণের প্রভাবে শরীরের সন্ধিস্থল ও মাংস অত্যন্ত শিথিল ও মৃদু হয়, এবং অতিরিক্ত মল মূত্র ও ঘর্ম্মস্রাব হয়। পিত্তের বিস্রগুণের (আমিষগন্ধিতা) প্রভাবে বক্ষঃস্থল, কক্ষ, (বগল) মুখ, মস্তক ও সর্ব্বদেহে একটা দুর্গন্ধ নির্গত হয়। পিত্তে যে অম্ল ও কটুরস আছে, ঐ রসের প্রভাবে শুক্র, সন্তানোৎপাদন শক্তি ও সন্তান খুবই কম হয়। পিত্তে এই সমস্ত গুণ থাকায় ঐ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি মধ্যবল (খুব বলবান্ও হয় না খুব দুর্ব্বলও হয় না, মাঝামাঝি রকমের বল) মধ্যমায়ু (দীর্ঘায়ুও নহে অল্পায়ুও নহে, শাস্ত্রকারগণের মতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত) জ্ঞান (শাস্ত্র বিষয়ক) বিজ্ঞান (শিল্পবিষয়ক জ্ঞান) ধন ও অন্যান্য উপকরণ সমূহও মধ্যম রকমের হয় ॥৩॥

কিঞ্চ—

পিত্তং বহ্নির্বহ্নিজং বা যদস্মাৎ পিত্তোদ্রিক্তস্তীক্ষ্ণতৃষ্ণাবুভুক্ষুঃ।
গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্ঘ্রিবক্ত্রঃ শূরো মানী পিঙ্গকেশোঽল্পরোমা॥
দয়িতমাল্যবিলেপনমণ্ডনঃ সুচরিতঃ শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ।
বিভবসাহসবুদ্ধিবলান্বিতো ভবতি ভীষু গতির্দ্বিষতামপি॥
মেধাবী প্রশিথিলসন্ধিবন্ধমাংসো নারীণামনভিমতোঽল্পশুক্রকামঃ।
আবাসঃ পলিততরঙ্গনীলিকানাং ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং মধুরকষায়তিক্তশীতম্॥
ধর্ম্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধিঃ ভূর্য্যুচ্চারক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ।
সুপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকারান্ পলাশান্ দিগ্দাহোল্কাবিদ্যুদর্কানলাংশ্চ॥
তনূনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং তন্বল্পপক্ষ্মাণি হিমপ্রিয়াণি।
ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি॥

মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পিণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষকপিমার্জার-যক্ষানূকাশ্চ পৈত্তিকাঃ॥

যদ্যপি এতেষু বহূনি লক্ষণানি প্রাগেবোক্তানি, তথাঽপি মতেঽস্মিন্ কতীনাং লক্ষণান্তরাণাং সদ্ভাবাৎ অধ্যয়নার্থিনাং বিজ্ঞানার্থং পুনরপ্যত্র নিবেশিতানি ॥৪॥

কেহ বলেন, পিত্তই অগ্নি, আবার কেহ বলেন, অগ্নি হইতেই পিত্তের উৎপত্তি; উভয় মতেই পিত্ত যে আগ্নেয় তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। যে হেতু, পিত্ত আগ্নেয়, এজন্য পিত্তাধিক ব্যক্তির পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হয়। দেহ গৌরবর্ণ ও উষ্ণ হয়। হস্ততল পদতল ও মুখ তামার ন্যায় অরুণবর্ণ হয়। মহাপরাক্রান্ত ও অভিমানী হয়। কেশসমূহ পিঙ্গলবর্ণ ও লোম অতি অল্পই হয়। মাল্য সুগন্ধি অনুলেপন ও বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করিতে খুব ভালবাসে। সচ্চরিত্র, সর্ব্বদা শুচি, আশ্রিতবৎসল, সাহসী, বুদ্ধিমান্, সম্পত্তিশালী ও বলবান্ হয়। ভীত শত্রুকেও আশ্রয় প্রদানে অকুণ্ঠিত ও মেধাবী হয়। তাহার দেহের সন্ধিস্থলসমূহ ও মাংস অত্যন্ত শিথিল হয়। শুক্র ও কামপ্রবৃত্তি খুব কম হয়, এ নিমিত্ত কোন স্ত্রীলোক তাহাকে পছন্দ করে না। অকালেই পলিত (চুলপাকা) তরঙ্গ (চর্ম্মসঙ্কোচ বা চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া যাওয়া) ও

নীলিকা (মুখে কাল কাল দাগ) আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। মধুর কষায় ও তিক্ত রসবিশিষ্ট এবং শীতল খাদ্য খাইতে ভালবাসে। অধার্ম্মিক হয়। তাহার অতিরিক্ত ঘর্ম্ম ও শরীরে একটা দুর্গন্ধ হয়। অতিরিক্ত মলত্যাগ করে, অত্যন্ত ক্রোধী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়। খুব বেশী আহার করে ও বেশী জলপান করে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে স্বর্ণ, কর্ণিকার, পলাশপুষ্প, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত, বিদ্যুৎস্ফুরণ, সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। তাহার চক্ষু ক্ষুদ্র ও পিঙ্গলবর্ণ হয়, চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল হয়, চক্ষুর লোম (ভোঁয়া) খুব পাতলা ও অল্প হয়, চক্ষু হিমপ্রিয় হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা রাখিলে চক্ষু ভাল থাকে, সামান্য একটু ক্রোধ হইলেই অথবা মদ্য পান করিলে অথবা সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলেই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। মধ্য আয়ু, মধ্য-বল, ও ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হয়। তাহারা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল ও যক্ষদিগের ন্যায় প্রকৃতিসম্পন্ন হয়।

যদিও এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণই পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তাহা হইলেও গ্রন্থান্তরোক্ত এই লক্ষণগুলির মধ্যে কয়েকটি অতিরিক্ত লক্ষণের উল্লেখ থাকায় পাঠার্থীদিগের জ্ঞানের জন্য পুনরায় সকলগুলিরই উল্লেখ করা হইল ॥৪॥

অথ পিত্তস্য সঞ্চয়প্রকোপৌ।

ইদানীম্ ঋতুবিশেষে যথা পিত্তং সঞ্চিতং সৎ প্রকুপ্যতি, তৎ প্রদর্শ্যতে—

বর্ষর্ত্তুষু শাকাদয়ঃ অভিনবোৎপন্নত্বাৎ অপরিণত-বীর্য্যা ভবন্তি, তথা গৃহে সঞ্চিতানি পুরাতনানি যবগোধূমাদি-শস্যান্যপি বার্ষিকার্দ্রবাতসংস্পৃষ্টজলকণিকাভিঃ সূক্ষ্ম-ভাবেনান্তঃ প্রবিষ্টাভিঃ মার্দ্দবমুপগচ্ছন্তি, তেন চ তানি অঙ্কুরোদ্‌গমার্হাণি প্রোচ্ছূনানি সন্তি পুরাতনান্যপি অভিনবানীব কিঞ্চিদ্ধীনবীর্য্যাণি জায়ন্তে। উদকানি চ তদা কলুষিতানি বর্ষাপ্রবাহানীততৃণপর্ণাদিকোথমলিনানি চ ভবন্তি, তানি শস্যানি উদকানি চ উপসেব্যমানানি বিয়তি জলদজালসমাবৃতে জলপ্রক্লিন্নায়াং পৃথিব্যাং ক্লিন্নশরী-

রাণাং মানবানাং শৈত্যপ্রকুপিতবাতেন বিষ্টম্ভিতজাঠরানল-ত্বাৎ অম্লপাকতামায়াস্তি, তস্মাচ্চ ভুক্তান্নানামম্লপাকাৎ পিত্তং সঞ্চীয়তে, বর্ষাত্যয়ে চ জলদঘটাবিমুক্তে বিয়তি শোষং গচ্ছতি চ ভৌমপঙ্কে সূর্য্যকরসম্পর্কাৎ প্রবিলীনং তৎ পিত্তং পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি ইতি। এষ খলু ঋতুস্বভাবজঃ সঞ্চয়ঃ। কালান্তরেঽপি সমানগুণৈঃ বিহারা-হারসেবনৈঃ পিত্তং সঞ্চীয়তে প্রকুপ্যতি চ ॥৫॥

সম্প্রতি ঋতুবিশেষে পিত্ত যে ভাবে সঞ্চিত ও প্রকুপিত হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে। বর্ষাকালে শাকাদি খাদ্য ওষধিসমূহ নূতন উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা অসম্পূর্ণবীর্য্য থাকে, আর ধান্য যব গোধূমাদি যে সমস্ত খাদ্য শস্য গৃহে সঞ্চিত থাকে, বর্ষাকালে প্রবাহিত আর্দ্রবায়ুর সহিত যে জলকণিকা সঞ্চিত থাকে, সেই জলকণিকাসমূহ সূক্ষ্মভাবে ঐ বায়ুর সহিত সেই সঞ্চিত শস্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্লিন্ন করিয়া দেয়, ঐরূপে ক্লিন্ন হইয়া তাহারা কিঞ্চিৎ স্ফীত ও অঙ্কুরনির্গমনোন্মুখ হয়, এ কারণ সঞ্চিত ঐ সমস্ত খাদ্য শস্য পুরাতন হইলেও নূতনের ন্যায় হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। আর ঐ সময়ে জলসমূহও কলুষিত ও দূষিত হয়, কারণ, জলাশয়সমূহের তটভাগে যে সমস্ত তৃণ লতা ও মলিন পদার্থ-সমূহ থাকে, তাহা বর্ষার জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়েই গিয়া পতিত হওয়ায় উহা পচিয়া জল দূষিত হয়। বর্ষাকালে আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যের তেজ তেমন প্রখর হইতে পায়না, মাটীও সর্ব্বদা জলে ভিজিয়া ভিজিয়া কর্দ্দমাক্ত অথবা ভয়ানক আর্দ্র (স্যাঁৎসেঁতে) হয়, ঐ মাটীতে সর্ব্বদা অবস্থান করায় ও সূর্য্যের উত্তাপ না পাওয়ায় মনুষ্যদিগের দেহও অত্যন্ত ক্লিন্ন-ভাবাপন্ন (অর্থাৎ ম্যাজ্‌মেজে ভাব বা ভার ভার) হয়, ঐ সময়ে বর্ষাকালের শৈত্যনিবন্ধন দৈহিক বায়ুও কিছু প্রকুপিত হইয়া জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া দেয়, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অল্পবীর্য্য খাদ্য ও কলুষিত দূষিত জল পান করিলে জাঠরাগ্নির শক্তি কমিয়া যাওয়ায় ঐ খাদ্য ও জল সুপক্ক না হইয়া বিদগ্ধ অর্থাৎ অর্দ্ধপরিপক্ক হইয়া অম্লপাক হয়, কাজেই বর্ষাকালে অম্ল অজীর্ণ (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) অম্লজনিত শূল বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে অম্লীভূত সেই আহার্য্যের দ্বারা পিত্ত সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে বর্ষাপগমে শরৎকাল সমাগত হইলে আকাশ মেঘমুক্ত হওয়ায় সূর্য্যের তেজ

প্রখর হয়, এবং ঐ প্রখর সূর্য্যতেজে ভূমিসমূহ শুষ্ক হওয়ায় মানবগণের দেহেরও ক্লিন্নভাব দূরীভূত হইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবাপন্ন হয়, সেই দৈহিক উষ্মা ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা সঞ্চিত পিত্ত বিলীন ও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া পিত্তজন্য রোগ উৎপাদন করে। ঋতুস্বভাববশতঃ পিত্ত এইরূপে সঞ্চিত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য সময়েও তীক্ষ্ণোষ্ণাদি পিত্তের সমানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য আহার ও আচরণের দ্বারাও পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইয়া থাকে ॥৫॥

কিঞ্চ,

শীতেন যুক্তাস্তীক্ষ্ণাদ্যাশ্চয়ং পিত্তস্য কুর্ব্বতে।
উষ্ণেন কোপম্ ॥৬॥

সংক্ষেপে পিত্তসঞ্চয়ের ও প্রকোপের নিদান ইহাই বলা যাইতে পারে যে—পিত্তের তীক্ষ্ণোষ্ণাদি গুণসমূহ শীতগুণের সহিত যদি মিলিত হয়, তাহা হইলে পিত্তের সঞ্চয় ও উষ্ণগুণের সহিত সংযুক্ত হইলেই প্রকোপ হয় ॥৬॥

অথ পিত্তস্য প্রকোপণানি।

ইদানীং যেন যেন আহারেণ আচারেণ চ পিত্তং প্রকোপমায়াতি তৎ প্রদর্শ্যতে, তথা চ—

ক্রোধশোকভয়ায়াসোপবাসবিদগ্ধমৈথুনোপগমনকট্বম্ল-লবণক্ষার-তীক্ষ্ণোষ্ণ-লঘুবিদাহি-তিলতৈল-পিণ্যাককুলত্থ-সর্ষপাতসী-হরিতশাক-গোধা-মৎস্যাজাবিকমাংস দধি-তক্রকূর্চ্চিকা মস্তুসৌবীরক-সুরাবিকারাম্লফল-কট্বরৈঃ অজীর্ণাশনাতপাগ্নি-বিষমাহারেভ্যশ্চ অতিসেবিতেভ্যঃ তথা উষ্ণৈরুষ্ণকালে মধ্যাহ্নে অর্দ্ধরাত্রে জীর্য্যত্যন্নে বিশেষতশ্চ শরদি পিত্তং প্রকোপমায়াতি। তথা চোক্তং—

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি ॥

অন্যত্রাপ্যুক্তং—

বিদাহিকটুকাম্লোষ্ণ-ভোজ্যৈরত্যুষ্ণসেবনাৎ ।
মধ্যাহ্নে ক্ষুত্তৃষো রোধাৎ জীর্য্যত্যন্নেঽর্দ্ধরাত্রকে ॥
পিত্তং প্রকোপং যাত্যেভিঃ— ॥

অন্যত্রাপ্যুক্তং—

কট্বম্লোষ্ণবিদাহিতীক্ষ্ণলবণক্রোধোপবাসাতপ-
স্ত্রীসম্পর্কতিলাতসীদধিসুরাশুক্তারনালাদিভিঃ ।
ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনে চ শরদি গ্রীষ্মে সতি প্রাণিনাং
মধ্যাহ্নে চ তথাঽর্দ্ধরাত্রিসময়ে পিত্তং প্রকোপং ব্রজেৎ ॥৭॥

যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে অথবা যে যে আচরণ করিলে পিত্ত কুপিত হয়, সম্প্রতি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অতিরিক্ত ক্রোধ, শোক, ভয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, উপবাস, দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার, দীর্ঘকাল রোগভোগ ইত্যাদি কারণে ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাকিতা, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, কটু অম্ল লবণ ও ক্ষাররস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, বিদাহজনক দ্রব্য, তিল, তৈল, তিলবাঁটা, কুলথকলায়, সর্ষপ, অতসী (মসিনা বা তিসি) হরিতশাক (শজিনা, তুলসী, রাই, গন্ধতৃণ, আমরুল, চুকাপালং ইত্যাদি) গোধামাংস, মৎস্য, ছাগ ও মেষ মাংস, দধি, ছানা, দধিমস্তু (দৈএর মাত) নিস্তুষ যবের কাঁজী, নানাজাতীয় সুরা, আমড়া করমচা ইত্যাদি অম্লফল, কট্বর অর্থাৎ যে দধির মাখন তোলা হয় নাই এমন দধির তক্র, অজীর্ণজনক আহার, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ, বিষমাশন অর্থাৎ কোনদিন কম কোনদিন বেশী আহার, অসময়ে আহার, অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য আহার, ক্ষুধায় না খাওয়া, পিপাসায় জল পান না করা ইত্যাদি কারণে, শরৎকালে, মধ্যাহ্ন কালে, মধ্যরাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে, ভোজনকালে ও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইবার সময় পিত্ত প্রকুপিত হয় ॥৭॥

অথ প্রকুপিতপিত্তস্য লক্ষণানি।

পিত্তপ্রকোপণান্যুক্ত্বা ইদানীং প্রকুপিতস্য তস্য লক্ষণানি প্রদর্শ্যন্তে, তৎ যথা—

অম্লোদ্গার-পিপাসা-দাহ-চোষোষা-ধূমায়নানি পীতাবভাসতা, সন্তাপঃ, শীতকামিত্বম্, অল্পনিদ্রতা, মূর্চ্ছা, দৌর্ব্বল্যমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং, পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বক্ত্বম্, অপাকঃ, দৃষ্টেরল্পতা, বর্ণবিকৃতিঃ, ক্রোধঃ, ভয়ং, মোহঃ, বুভুক্ষা, মূত্রাল্পতা, এতানি তাবদ্ রূপাণি প্রকুপিতং পিত্তং প্রদর্শয়তি।

অন্যত্র চোক্তং যথা—

বিস্ফোটাম্লকধূমকাঃ প্রলপনং স্বেদস্রুতির্মূর্চ্ছনং
দৌর্গন্ধ্যং দরণং মদো বিসরণং পাকোঽরতিস্তৃড়্ভ্রমৌ।
ঊষ্মা তৃপ্তিতমঃপ্রবেশদহনং কট্বম্লতিক্তা রসাঃ
বর্ণঃ পাণ্ডুবিবর্জিতঃ কথিততা কর্ম্মাণি পিত্তস্য বৈ ॥৮॥

পিত্ত প্রকোপের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সম্প্রতি তাহার লক্ষণসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। অম্লোদ্গার, পিপাসাধিক্য, দাহ, চোষ (শরীরের কোন স্থান চুষিয়া লইলে যেরূপ অনুভব হয়, তদনুরূপ পীড়াবোধ) উষা (পার্শ্বদেশে অগ্নি থাকিলে ও শরীরের কোন অংশে ঐ অগ্নির তাপ লাগিলে যেরূপ অনুভব হয়, তদনুরূপ পীড়াবোধ) ধূমায়ন (দেহ হইতে একটা উষ্মা নির্গত হইতেছে এইরূপ পীড়াবোধ) মল মূত্র চক্ষু ও ত্বকের পীতবর্ণতা, দৈহিক সন্তাপের আধিক্য, শীতক্রিয়া করিবার ইচ্ছা, নিদ্রা ও মূত্রের অল্পতা, মূর্চ্ছা, শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা, পরিপাক শক্তির অভাব, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৈহিক বর্ণের বিকৃতি, ক্রোধ ভয় ও মোহের আধিক্য, সর্ব্বদাই ভোজনেচ্ছা, অথবা ক্ষুধাধিক্য, অসম্বদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ, বিস্ফোট, অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাব, দেহে দুর্গন্ধ, শরীর ফাটিয়া যাওয়া, মত্ততা, মুখ-নাসাদির পাক, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম (গা ও মাথা ঘোরা) অন্ধকার প্রবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানাভাব, শরীরে জ্বালা, পিত্ত প্রকুপিত হইলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই পিত্ত কটু অম্ল ও তিক্ত রসসম্পন্ন এবং একমাত্র পাণ্ডুবর্ণ ব্যতীত নীল পীত অরুণাদিবর্ণ ও ক্বাথের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় ॥৮॥

সামপিত্তস্য লক্ষণম্।

কুপিতপিত্তলক্ষণবর্ণনপ্রসঙ্গেন সামপিত্তস্যাপি লক্ষণং প্রদর্শ্যতে, তস্যাপি রোগজনকত্বাৎ ; যথা—

দুর্গন্ধং হরিতং শ্যাবং পিত্তমম্লং স্থিরং গুরু।
অম্লিকাকণ্ঠহৃদ্দাহকরং সামং বিনির্দিশেৎ ॥৯॥

যে পিত্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, হরিত বা শ্যামবর্ণ, অম্লাস্বাদ, স্থির ও গুরু, যে পিত্তে অম্লোদ্গার, গলা ও বুক জ্বালা করে, সেই পিত্তকে সাম পিত্ত অর্থাৎ আমদোষ-সংসৃষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে ॥৯॥

নিরামপিত্তস্য লক্ষণম্।

নিরামস্য বিশুদ্ধত্বেঽপি সামানন্তরং নিরামস্যাপি বর্ণনৌ-চিত্যাৎ তদপ্যত্রৈব প্রদর্শ্যতে—

আতাম্রং পীতমত্যুষ্ণং রসে কটুকমস্থিরম্।
পক্বং বিগন্ধং বিজ্ঞেয়ং রুচিপক্তিবলপ্রদম্ ॥১০॥

যে পিত্ত কিঞ্চিৎ তাম্রাভ পীতবর্ণ, অতিশয় উষ্ণ, কটুরস, অস্থির অর্থাৎ অতি তরল, (কোনস্থানে রাখিলে সেস্থান হইতে গড়াইয়া সরিয়া যায়) গন্ধশূন্য, রুচিজনক, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, তাহাকে নিরাম বলিয়া জানিবে ॥১০॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ পিত্তজরোগাঃ।

ইদানীং পৈত্তিকরোগাঃ প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

ওষঃ, প্লোষঃ, দাহঃ, দবথুঃ, ধূমকঃ, অম্লকঃ, বিদাহঃ, অঙ্গদাহঃ, উষ্মণঃ আধিক্যম্, অতিস্বেদঃ, অঙ্গস্বেদঃ, অঙ্গগন্ধঃ, অঙ্গাবদরণং, শোণিতক্লেদঃ, মাংসক্লেদঃ, ত্বগ্‌দাহঃ, মাংসদাহঃ, ত্বঙ্মাংসাবদরণং, চর্ম্মাবদরণং, রক্তকোঠকাঃ, রক্তপিত্তং, রক্তমণ্ডলানি, হরিতত্বং, হারিদ্রত্বং, নীলিকা, কক্ষ্যা, কামলা, তিক্তাস্যতা, পূতিমুখতা, তৃষ্ণাধিক্যম্, অতৃপ্তিঃ, আস্যবিপাকঃ, অক্ষিপাকঃ, গুদপাকঃ, মেঢ্রপাকঃ, জীবাদানং, তমঃপ্রবেশঃ, হরিতহারিদ্রনেত্রমূত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চেতি চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ পিত্তবিকারাণামসংখ্যেয়ানামাবিষ্কৃততমাঃ ॥১॥

ওষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে যেরূপ সন্তাপ অনুভূত হয় তদনুরূপ পীড়া) প্লোষ (সামান্য পুড়িয়া গেলে যেরূপ দাহ হয় সেইরূপ দাহ) দাহ (সর্ব্বাঙ্গে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা) দবথু (সন্তাপ বা ধগ্‌ধগানি জ্বালা) ধূমক (ধূমবমনের ন্যায় অনুভব) অম্লোদ্‌গার, বিদাহ (অম্লপাকিতা) আভ্যন্তরিক দাহ, কোন একটি অঙ্গবিশেষে দাহ, উষ্মা অর্থাৎ সন্তাপাধিক্য, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অঙ্গবিশেষে ঘর্ম্ম, শরীরে দুর্গন্ধ, অঙ্গবিশেষ ফাটিয়া যাওয়া, রক্তের ক্লিন্নতা অর্থাৎ পচনভাব, মাংসের ক্লিন্নতা, কেবল গাত্রত্বকে অথবা কেবল মাংসে দাহ, ত্বক্ ও মাংস ফাটিয়া যাওয়া, চর্ম্মাবদরণ (বাহ্যত্বকের নিম্নস্থ ছয়প্রকার ত্বক্‌ই ফাটিয়া যাওয়া, রক্তবর্ণ চাকা চাকা দাগ, রক্তবর্ণ কোঠ (বোলতায় কামড়াইলে

যেরূপ ফুলিয়া উঠে সেইরূপ রক্তবর্ণ স্ফীতি, ইহা কিছুক্ষণ পরেই মিলাইয়া যায়) রক্তপিত্ত, মল মূত্র চক্ষুঃ ও ত্বকের হরিদ্বর্ণতা (বৃক্ষপত্রের ন্যায় বর্ণ) অথবা হরিদ্রাভতা, নীলিকা (গাত্রে ও মুখে কাল কাল দাগ) কক্ষ্যা (কক্ষ বা বগলের মাংস ফাটিয়া যাওয়া) কামলা, মুখের তিক্ততা, মুখে দুর্গন্ধ, পিপাসাধিক্য, অতৃপ্তি (যতই আহার কর, কিছুতেই যেন তৃপ্তি হয় না) মুখ গলা চক্ষু মলদ্বার ও লিঙ্গ পাকিয়া যাওয়া, জীবাদান (জীবনীশক্তি বা বলের হ্রাস) অন্ধকারে থাকিলে যেমন কিছুই অনুভব করা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞানভাব, অসংখ্য পিত্তজরোগের মধ্যে এই চল্লিশপ্রকার রোগ অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট বলিয়া ইহাদেরই মাত্র নামোল্লেখ করা হইল ॥১॥

তন্ত্রান্তরেঽপ্যুক্তম্—

অথ পিত্তভবা রোগাশ্চত্বারিংশদিহোদিতাঃ।
ধূমোদ্‌গারো বিদাহঃ স্যাদুষ্ণাঙ্গত্বং মতিভ্রমঃ ॥
কান্তিহানিঃ কণ্ঠশোষো মুখশোষোঽল্পশুক্রতা।
তিক্তাস্যতাঽম্লবক্ত্রত্বং স্বেদস্রাবোঽঙ্গপাকতা ॥
ক্লমো হরিতবর্ণত্বমতৃপ্তিঃ পীতগাত্রতা।
রক্তস্রাবোঽঙ্গদরণং লোহগন্ধাস্যতা তথা ॥
দৌর্গন্ধ্যং পীতমূত্রত্বমরতিঃ পীতবিট্‌কতা।
পীতাবলোকনং পীত-নেত্রতা পীতদন্ততা ॥
শীতেচ্ছা পীতনখতা তেজোদ্বেষোঽল্পনিদ্রতা।
কোপশ্চ গাত্রসাদশ্চ ভিন্নবিট্‌কত্বমন্ধতা ॥
উষ্ণোচ্ছ্বাসত্বমুষ্ণত্বং মূত্রস্য চ মলস্য চ।
তমসো দর্শনং পীত-মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥
নিঃসহত্বঞ্চ পিত্তস্য চত্বারিংশৎ রুজঃ স্মৃতাঃ ॥২॥

পিত্তজন্য চত্বারিংশৎ প্রকার রোগের উল্লেখ করা হইতেছে—ধূমোদ্গার, (চোঁয়া ঢেকুর) বিদাহ, (ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাকিতা) দেহের উষ্ণতা, চিত্তবিভ্রম, কান্তিনাশ, কণ্ঠ ও মুখ শুকাইয়া যাওয়া, শুক্রাল্পতা, মুখের তিক্তাস্বাদ অথবা অম্লাস্বাদ, অতিরিক্ত ঘর্ম্মনিঃসরণ, অঙ্গবিশেষ পাকিয়া ওঠা, ক্লান্তিবোধ, শরীরের

হরিদ্বর্ণতা (বৃক্ষপত্রের বর্ণকে হরিদ্বর্ণ বলে) অতৃপ্তি (যতই আহার করুক কিছুতেই তৃপ্তি হয়না অথবা যাহাই কেন আহার করুক না কোন বস্তুতেই তৃপ্তি পায় না) গাত্রের পীতবর্ণতা, রক্তস্রাব, শরীর ফাটিয়া যাওয়া, মুখে রক্তের গন্ধ নির্গত হওয়া, দেহের দুর্গন্ধ, মল মূত্র চক্ষু দন্ত ও নখের পীতবর্ণতা, চিত্তের অস্থিরতা, যাহা কিছু দেখে সমস্তই পীতবর্ণ দর্শন করে, শীতল দ্রব্য আহার ও ব্যবহারে ইচ্ছা, উষ্ণ আহার ব্যবহারে অনিচ্ছা, নিদ্রাল্পতা, ক্রোধাধিক্য, দৈহিক অবসাদ, ভিন্নবিট্‌কতা (পাতলা অথবা ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া মল নির্গম) অন্ধতা, নিঃশ্বাস মল ও মূত্রের উষ্ণতা, চক্ষুতে অন্ধকার দেখা, গাত্রে পীতবর্ণ চাকা চাকা দাগ নির্গত হওয়া ও অধীরতা ॥২॥

অত্রেদং জ্ঞাতব্যং যৎ, বিবিধতন্ত্রোক্তপিত্তজরোগেষু লক্ষণসাম্যেঽপি অন্তরাঽন্তরা লক্ষণবৈশিষ্ট্যদর্শনাৎ অধ্যয়-নার্থিনাং তদ্বিজ্ঞানার্থং সম্পূর্ণা এব শ্লোকাঃ সমুদ্ধৃতাঃ, অতো দ্বিস্ত্রিরুক্ততা-দোষো নাশঙ্কনীয় ইতি ॥৩॥

পিত্তজন্য যে সমস্ত রোগ উল্লিখিত হইল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই দুইবার তিনবার করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ, তন্ত্রভেদে যে সমস্ত লক্ষণ প্রদার্শত হইয়াছে , তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ লক্ষণই একই প্রকার হইলেও মধ্যে মধ্যে দুটি চারিটি পৃথক্ লক্ষণেরও উল্লেখ আছে, যাহা কোন একটি তন্ত্রে আছে, অন্য একটি তন্ত্রে নাই। শিক্ষার্থীদিগের সমস্তগুলিই জানা প্রয়োজন বলিয়া ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ তন্ত্রের সম্পূর্ণ শ্লোকই প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব উহাকে যেন কেহ পুনরুক্তি দোষ মনে না করেন ॥৩॥

তৈজসাদিত্যেন তৈজসপিত্তস্য সাম্যপ্রদর্শনম্।

প্রাগেবোক্তং—

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥

ইদানীম্ উক্তিমিমামনুস্হৃত্য পিত্তাদিত্যয়োঃ ক্রিয়া-সাম্যং প্রদর্শ্যতে, যথা তেজোময়াদিত্যঃ পার্থিবক্লেদাদীন্ শোষয়তি, তথা তেজ এব দেহান্তঃস্থং পিত্তমধিষ্ঠায় পার্থিব-

রসবৎ নিত্যসমুৎপদ্যমানং দৈহিকং রসাদিদ্রবপদার্থং তথৈব শোষয়তি যথা দ্রবতাধিক্যেন দেহোঽয়ং ক্লিন্নঃ সন্ ন বিকলো ভবতি। কিঞ্চ, সূর্য্যো যথা দেহিনাং বলমাদদাতি, উষ্ণং পিত্তমপি তথা সৌম্যধাতুশোষণেন প্রাণিনাং দৌর্ব্বল্যমাবহতি ॥৪॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাণিসমূহের বলবিধান দ্বারা চন্দ্র, বলহ্রাস দ্বারা সূর্য্য ও শীতোষ্ণাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা বায়ু যেমন এই জগৎ অর্থাৎ জাগতিক প্রাণিসমূহকে পালন করিতেছে, কফ পিত্ত ও বায়ুও ঠিক সেই ভাবেই এই দেহকে পালন করিতেছে। চন্দ্রসদৃশ সৌম্য কফ দেহকে তর্পিত করিয়া তাহার বলবিধান, সূর্য্যসদৃশ আগ্নেয় পিত্ত দেহের রূক্ষতা উৎপাদন করিয়া বলের হ্রাস ও বহির্বায়ু সদৃশ যোগবাহী বায়ুও শীতোষ্ণাদি প্রবর্ত্তন ও মলাদি নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পাদন করাইতেছে। সম্প্রতি এই উক্তির অনুসরণক্রমে পিত্ত ও সূর্য্যের ক্রিয়াসাম্য দেখান যাইতেছে। তেজোময় সূর্য্য যেমন পৃথিবীর রস ও ক্লেদাদি পদার্থসমূহকে শোষণ করিয়া অতিরিক্ত ক্লিন্নতা হইতে জগতের রক্ষাবিধান করিতেছে, সেইরূপ তেজও দেহান্তর্ব্বর্ত্তি পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দৈহিক রসাদি দ্রবপদার্থসমূহকে ততটুকু শোষণ করিয়া লইতেছে, যাহাতে ঐ সমস্ত দ্রবের আধিক্য হইয়া এই শরীরকে পীড়িত না করে। আরও, সূর্য্য যেমন প্রখর কিরণ দ্বারা দৈহিক রসাদি শোষণ করিয়া প্রাণিগণের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে, পিত্তও ঠিক তেমনই দেহস্থ সৌম্য ধাতুসমূহকে শোষণ করিয়া প্রাণিগণের বলহ্রাস করিতেছে ॥৪॥

পিত্ত প্রশমনানি।

এবং পিত্তজরোগং বর্ণয়িত্বা তস্য প্রতীকারং প্রদর্শয়িতুমারভ্যতে। তত্র

"সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈঃ পিত্তমাশু প্রশাম্যতি ॥"

ইত্যুক্তেঃ স্নেহোষ্ণতীক্ষ্ণদ্রবাম্লসরকটুগুণবিশিষ্টং পিত্তং তদ্বিপরীতৈঃ শীত-মৃদুঘনমধুর-তিক্ত-কষায়-স্থিরগুণকৈঃ

দ্রব্যৈরুপসেবিতৈঃ প্রশমং যাতি। কিঞ্চ, ঘৃতপানং, তেন স্নেহনং, বিরেচনং, মধুরতিক্তকষায়শীতানাং দ্রব্যাণামুপ সেবনং, মৃদুমধুরসুগন্ধি-শীতহৃদ্যানাং গন্ধানামনুলেপনং, মণিমুক্তাহারাবলীনাঞ্চ পরম-শীতলোদকসংস্থিতানামুরসি ধারণং, ধবলচন্দন-প্রিয়ঙ্গুকালীয়কমৃণালোৎপলকুমুদকোক-নদসৌগন্ধিকপদ্মানুগতৈঃ শীতবাতোদকৈঃ ক্ষণে ক্ষণে পরি ষিঞ্চনং, মনোহনুকূলানাং শ্রুতিসুখ-মৃদুমধুর-গীতবাদ্যানামা-কর্ণনং, রম্যশীতলবস্ত্র-মাল্যধারিণীভিঃ প্রিয়স্ত্রীভিঃ প্রিয় সুহৃদ্ভিশ্চ সংযোগঃ, চন্দ্রাংশুসম্পর্কশীতলপ্রবাতসৌধোপরি নিবাসঃ, শৈলান্তর-পুলিন-শিশিরসদনবসনব্যজনপবনোপসেবা, সুখশিশিরসুরভিমারুতোপবীজিতে রম্যে চোপবনে বিহরণং, সেবনঞ্চ নলিনোৎপলপদ্মকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীক-শতপত্রা-দীনাং সৌম্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং পিত্তং প্রশান্তিং নয়তি ॥৫॥

পিত্তজন্য রোগসমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি কিরূপে তাহাদিগের প্রতীকার হইতে পারে তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ উষ্ণ তীক্ষ্ণ দ্রব অম্ল সর কটু ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট পিত্ত, শীতল মৃদু ঘন মধুর তিক্ত কষায় ও স্থির—পিত্তের বিপরীতগুণবিশিষ্ট এই সমস্ত দ্রব্য প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সামান্যভাবে পিত্তপ্রশমনের উপায় বর্ণনা করিয়া বিশেষভাবে ঐ পিত্ত শান্তির উপায় বিবৃত হইতেছে—ঘৃতপান, ঘৃত পান করাইয়া দেহের স্নিগ্ধতা-সম্পাদন, বিরেচন, মধুর তিক্ত কষায় ও শীতল দ্রব্য ভোজন, মৃদু মধুর সুগন্ধি শীতল ও নিজের প্রিয় গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুলেপন (ঐরূপ সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে মাখা) বক্ষোদেশে শীতলজলে নিমজ্জিত মণি মুক্তা ও হারাদি পরিধান ; শ্বেতচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়কাষ্ঠ, মৃণাল, নীলোৎপল, কুমুদ (সাদা শাফলা) রক্তোৎপল, রক্তকমল ও পদ্ম এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি সম্ভব সংগ্রহ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে গাত্রদেশে সেই জলসিঞ্চন, অথবা ঐসমস্ত দ্রব্য দ্বারা সুগন্ধি বায়ুসেবন, শ্রুতিসুখকর ও মনের হর্ষোৎপাদক

মৃদুমধুর গীতবাদ্য শ্রবণ, মনোহর ও শীতল বস্ত্র ও তাদৃশ মাল্যভূষিতা প্রীতি-দায়িকা স্ত্রীর সহিত অথবা প্রিয় সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন, চন্দ্রকিরণালোকিত এবং চন্দ্রকিরণ ও মৃদু মৃদু বায়ুসংস্পর্শে শীতল হর্ম্ম্যমস্তকে (ছাতের উপর) অবস্থান, শীতল পার্ব্বত্যপ্রদেশে অথবা নদীসৈকতে, অথবা শীতল গৃহে অবস্থান, শীতল বস্ত্র ও ব্যজনপবন অর্থাৎ তালবৃন্তের বায়ু সেবন, মৃদু শীতল ও সুগন্ধি বায়ুসম্পন্ন রমণীয় উপবনে ভ্রমণ, পদ্ম, নীল অথবা রক্ত পদ্ম, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের আঘ্রাণ ইত্যাদি ক্রিয়া আচরণ করিলে পিত্ত প্রশমিত হয় ॥৫॥

কিঞ্চ, পিত্তশান্ত্যর্থং চন্দনদ্বয়হ্রীবেরোশীরমঞ্জিষ্ঠাপয়স্যা-বিদারীশতাবরী-গুড়ূচীশৈবালকহ্লারকুমুদোৎপল-কন্দলী-দূর্ব্বা-মূর্ব্বাপ্রভৃতীনি, কাকোল্যাদিঃ, সারিবাদিরঞ্জনাদি-রুৎপলাদির্ন্যগ্রোধাদিস্তৃণপঞ্চমূলম্ ইত্যাদিভির্দ্রব্যজাতৈঃ কষায়-চূর্ণবটিকাঽঽসবারিষ্টতৈলঘৃতাদীংশ্চ বিধায় তেষাং বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ বা প্রয়োগেণ পিত্তং প্রশমং যাতি। ঋতুস্বভাবাৎ কুপিতং শারদং পিত্তন্তু হেমন্তে স্বভাবত এব প্রশমিতং ভবতি ॥৬॥

শ্বেত ও রক্তচন্দন, বালা, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূল, গুলুঞ্চ, শৈবাল, রক্তোৎপল, কুমুদ (শ্বেতবর্ণ রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়), নীলোৎপল, কন্দলী (সাপের ছাতা বা ছাতু) দূর্ব্বা, মূর্ব্বা (সুঁচমুখী) কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কিস্‌মিস্‌, জীবন্তী, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, গাম্ভারীফল, মৌলফুল, বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়) আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র (কেওড়া) চোরকপত্র (লাক্ষা) অথবা চোরপুষ্পী ও তেজপত্র, গোলাপজাম, জাম,. পিয়াল, কটুকী, বেত, কদম্ব, কুল, তিন্দুক (গাব) শল্লকী (শালবিশেষ) লোধ্র, শ্বেতলোধ্র, ভল্লাতক, পলাশ, সৌবীরাঞ্জন (সুর্‌মা) রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পদ্ম-কেশর, কুশমূল কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, দর্ভমূল, (উলুখড়ের মূল) এই সমস্ত দ্রব্য পিত্তনাশক, ইহাদের মধ্যে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সংগ্রহ করিয়া

তাহাদের ক্বাথ, চূর্ণ, বটিকা, আসব, অরিষ্ট, তৈল বা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পিত্তজন্য রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। আর ঋতুস্বভাবানুসারে শরৎকালে যে পিত্ত কুপিত হয়, তাহা শরদন্তে হেমন্তকালে আপনা হইতেই প্রশমিত হয় ॥৬॥

ইদানীমালোচকাদীনাং পঞ্চানাং পিত্তানাং দুষ্টানাং চিকিৎসাসূত্রং প্রদর্শ্যতে।

আলোচকপিত্তদুষ্টেঃ প্রতীকারঃ।

তত্র আলোচকপিত্তে দুষ্টে যৎ কিঞ্চিৎ চক্ষুষ্যং তৎ সর্ব্বং তৎপ্রতীকারায় প্রযোজ্যং, পাদাভ্যঙ্গঃ, মধু, যবঃ, ত্রিফলাভ্যাসঃ, ঘৃতং, শতাবরী, মুদ্গঃ, ত্রিফলাদ্যঘৃতং, নয়নামৃতলৌহং, তথা চন্দ্রোদয়বর্ত্ত্যাদিকং ভেষজম্ আলোচকদুষ্টিপ্রশমনায়ালম্ ॥৭॥

আলোচকাদি যে পঞ্চপিত্তের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা দূষিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীকারের সূত্রমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। আলোচক পিত্ত বিকৃত হইলে পদতলে তৈলাভ্যঙ্গ, মধু, যবকৃত ভক্ষ্য দ্রব্য, ঘৃত, শতমূল, মুগ, ত্রিফলাপ্রয়োগ, ত্রিফলাঘৃত, নয়নামৃত-লৌহ, চন্দ্রোদয় বর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগে ঐ পিত্ত পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতে পারে ॥৭॥

বিকৃতরঞ্জকস্য প্রতীকারঃ।

রঞ্জকপিত্তে বিকৃতে যৎকিঞ্চিৎ ভেষজাহারাদিকং শোণিতস্য অরুণিমানং বর্দ্ধয়িতুং সমর্থম্, অগ্নেশ্চ উদ্দীপকং, তদেব তস্য প্রতীকারায় প্রযোজ্যম্। তত্র লৌহ-মণ্ডূর-ক্ষার-লবণ-চিত্রকাদিবহুলং ভেষজম্ অবস্থানুরূপং বিধেয়ম্ ইতি ॥৮॥

রঞ্জক পিত্ত বিকৃত হইলে যে সমস্ত আহার বা ঔষধের দ্বারা রক্তের অরুণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা অগ্নির উদ্দীপক তাহাই প্রয়োগ করিলে

ঐ বিকৃতি দূরীভূত হইতে পারে। ঐ অবস্থায় লৌহ, মণ্ডূর, ক্ষার, লবণ ও চিত্রকমূল ইত্যাদি ঘটিত ঔষধ অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥৮॥

বিকৃতসাধকস্য প্রতীকারঃ।

সাধকপিত্তে বিকৃতে যৎকিঞ্চিৎ ভেষজাহারাদিকং চেতসো হর্ষজনকং, দৃঢ়তাবর্দ্ধকম্, উৎসাহবর্দ্ধনঞ্চ, তদেব তস্য বিকৃতিনাশায় প্রদাতব্যম্। তাদৃশঞ্চ ভেষজং সারস্বত-ব্রাহ্মী-চৈতসাদিঘৃতং, চন্দ্রোদয়-চতুর্ম্মুখাদি রসঃ, রসায়নযোগাশ্চ ॥৯॥

সাধক পিত্ত বিকৃত হইলে যে কিছু আহার ঔষধ চিত্তের হর্ষসম্পাদক, দৃঢ়তা ও উৎসাহবর্দ্ধক, তাহা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয়। অবস্থা-বিবেচনায় সারস্বত ঘৃত, ব্রাহ্মী ঘৃত, চৈতস বা মহাচৈতস ঘৃত ইত্যাদি ঘৃতসমূহ, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, মকরধ্বজ, চতুর্ম্মুখ ইত্যাদি রসসমূহ ও রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥৯॥

বিকৃতপাচকস্য প্রতীকারঃ।

পাচকপিত্তে বিকৃতে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যম্ অগ্নিবর্দ্ধনম্, আমপাচনং, দীপনঞ্চ ভবেৎ, তদেব তন্নিরাকরণায় অলম্। তাদৃশঞ্চৌষধম্—অগ্নিঘৃতং, চিত্রকঘৃতং, চাঙ্গেরীঘৃতম্, অগ্নি-মুখ-ভাস্করলবণ-হিঙ্গ্বষ্টকাদিচূর্ণং, চিত্রকগুড়িকা, লবঙ্গাদি-বটী মহাশঙ্খবটিকা চ, অবস্থানুসারতঃ বিবিচ্য এতেষু তৎপ্রশমনায় দদ্যাৎ ॥১০॥

পাচক পিত্ত বিকৃত হইলে তাহার শোধনের নিমিত্ত অগ্নির উদ্দীপক, আম-পাচক আহার ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। অবস্থাবিবেচনায় অগ্নিঘৃত, চিত্রক ঘৃত, চাঙ্গেরী ঘৃত, অগ্নিমুখ চূর্ণ, ভাস্কর লবণ, হিঙ্গ্বষ্টক, চিত্রকগুড়িকা, লবঙ্গাদিবটী, মহাশঙ্খবটী, আয়ামকাঞ্জিকাদি প্রয়োগ করিলে বিকৃত পাচক পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয় ॥১০॥

বিকৃতভ্রাজকস্য প্রতীকারঃ।

ভ্রাজকপিত্তে বিকৃতে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যং ত্বচ্যং তদেব তস্য প্রসাদনার্থং প্রযোজ্যম্। তচ্চ দ্রব্যং স্নেহাভ্যঙ্গালেপো-

দ্বর্ত্তনাদিকম্। কিঞ্চ, "বিরেচনং পিত্তহরাণাম্" ইতি বচনাৎ সর্ব্বত্রৈব পিত্তবৃদ্ধৌ বিরেচনমবশ্যমেব দাতব্যম্ ॥১১॥

ভ্রাজক পিত্ত বিকৃত হইলে যে সমস্ত ক্রিয়া ত্বকের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ ত্বকের কোমলতা ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনে সমর্থ, তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তৈলাদি অভ্যঙ্গ, প্রলেপ, উদ্বর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পিত্তশান্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্রই বিরেচন প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ, পিত্তপ্রশমক ক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিরেচনই শ্রেষ্ঠ ॥১১॥

অথ পিত্তক্ষয়নিদানম্।

পিত্তবৃদ্ধের্নিদানাদিকমুক্ত্বা সম্প্রতি পিত্তক্ষয়স্য নিদানাদিকং সংক্ষেপতঃ প্রদর্শ্যতে—

যৎ কিঞ্চিৎ আহারৌষধজাতং পিত্তপ্রশমকং তস্য অত্যুপযোগেন পিত্তং ক্ষয়ং গচ্ছতি, তচ্চ সমাসতঃ মন্দশীত-মধুরতিক্তকষায়মূর্ত্তস্থিরাদিগুণ-রসবদ্দ্রব্যম্ ॥১২॥

পিত্ত বৃদ্ধির নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বলিয়া সম্প্রতি পিত্তক্ষয়ের নিদানাদি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। পিত্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু দ্রব সর ইত্যাদি গুণ ও রসবিশিষ্ট ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন্দ শীত মধুর তিক্ত কষায় মূর্ত্ত ও স্থির ইত্যাদি রস ও গুণবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ পিত্তের বিপরীতগুণসম্পন্ন, অতএব ঐ জাতীয় আহার ও ঔষধ পিত্তশান্তিকর, ঐ সমস্ত পিত্তশান্তিকর দ্রব্য অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে পিত্ত স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হইয়া যায় ॥১২॥

অথ ক্ষীণপিত্তস্য লক্ষণম্।

পিত্তক্ষয়ে অগ্নিমান্দ্যম্, অল্পোষ্মতা, প্রভাহানিঃ, শৈত্যঞ্চ এতানি লক্ষণানি জায়ন্তে ॥১৩॥

যে পরিমাণ পিত্ত দেহে থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা অপেক্ষা যদি কম হইয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্য ও তজ্জন্য ক্ষুধার অভাব, পরিপাক শক্তির অল্পতা, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের অল্পতা; কান্তিহানি, দেহের শৈত্য ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় ॥১৩॥

পিত্তক্ষয়ে চিকিৎসা।

যে খলু ঔষধান্নবিহারাঃ পিত্তবর্দ্ধকাঃ তে এব সর্ব্বে ক্ষীণপিত্তস্য বর্দ্ধনার্থং প্রযোজ্যাঃ, তে তু কট্বম্ললবণোপবাসা-তপানলসেবাক্রোধশোকভয়ায়াসবিরুদ্ধান্নক্ষারতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহি-মদ্যাতিযোগাদয়ঃ ইতি সঙ্ক্ষেপতো জ্ঞাতব্যম্ ॥১৪॥

যে কিছু ঔষধ, অন্ন ও বিহার পিত্তবর্দ্ধক, পিত্ত ক্ষীণ হইলে ঐ ক্ষীণ পিত্তের বৃদ্ধি সম্পাদনার্থ সেই সমস্ত দ্রব্য প্রযোজ্য। আর্দ্রকাদি কটু, তিন্তিড়ী প্রভৃতি অম্ল, লবণ, সর্ষপাদি তীক্ষ্ণ, উপবাস, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ, ক্রোধ, শোক, ভয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন, ক্ষারদ্রব্য, তৈলাদি বিদাহজনক দ্রব্য, পলাণ্ডু প্রভৃতি উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্ষীণ পিত্ত পূর্ণতা লাভ করে॥১৪॥

পিত্তপ্রকোপে নাড্যা গতিবিশেষঃ।

পিত্তস্য স্বরূপং নিদানলক্ষণাদিকঞ্চোক্ত্বা ইদানীং পিত্তাধিক্যে নাড্যা যাদৃশী গতির্ভবতি, তৎ প্রদর্শ্যতে—

চপলা পিত্তবাহিনী ॥১৫॥

পিত্তের আধিক্য ঘটিলে নাড়ীর গতি অত্যন্ত চঞ্চল হয় অর্থাৎ খুব বেগের সহিত স্পন্দিত হয়, ইহাই পিত্তাধিক্যের সাধারণ লক্ষণ ॥১৫॥

অন্যচ্চ—

নাড়ীং পিত্তেন কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ ॥১৬॥

সুধীগণ এইরূপ জানেন যে, পিত্তাধিক্যে নাড়ী কাক, লাবপক্ষী ও ভেকের ন্যায় গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রাণী যেরূপ লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, আবার কখন বা একটু বিশ্রাম করে, পিত্তদুষ্ট নাড়ীও সেইভাবে গমন করে ॥১৬॥

কিঞ্চ—

পিত্তেন মণ্ডূককুলিঙ্গ-লাবগতিপ্রতীতিং কুরুতেঽথ নাড়ী ॥১৭॥

পিত্ত-প্রকুপিত হইলে নাড়ীর গতি মণ্ডূক (ভেক বা ব্যাং) কুলিঙ্গ (চড়ুই পাখী) ও লাব পক্ষীর গতির ন্যায় প্রতীত হয় অর্থাৎ উহাদের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে চলিতে একবার থমকাইয়া দাঁড়ায়, আবার চলিতে থাকে ॥১৭॥

ইতি পিত্তবিবৃতিঃ সমাপ্তা।

তৃতীয় খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্লেষ্মাধিকারঃ।

দোষত্রয়েষু বাত-পিত্তবিবরণং প্রদর্শ্য সম্প্রতি কফ-বিবরণং প্রদর্শ্যতে। বাত-পিত্তজরোগানপেক্ষ্য কফ-জরোগাণামল্পত্বাৎ চিরকারিত্বাৎ অল্পরুজাকরত্বাচ্চ অন্তে তস্যাভিধানমিতি বোদ্ধব্যম্।

অথ শ্লেষ্মণঃ কফস্য চ নিরুক্তিঃ।

'শ্লিষ আলিঙ্গনে' ইতি আলিঙ্গনার্থকস্য শ্লিষধাতোর্মনিন্-প্রত্যয়ে গুণে কৃতে শ্লেষ্মা ইতি পদং নিষ্পন্নম্। এতেন শারীরেণ যেন পদার্থেন সন্ধয়ঃ সংশ্লিষ্টা বিধ্যন্তে স এব শ্লেষ্মা ইতি মন্তব্যম্। সন্ধিসংযোজনমেব শ্লেষ্মণো মুখ্যং কর্ম্ম ইতি। কেন জলেন ফলতি নিষ্পাদ্যতে বিস্তৃতিং গচ্ছতীতি বিগ্রহেণ 'ঞি ফল বিসরণে' ইতি বিসরণার্থকস্য ফলধাতোঃ ড-প্রত্যয়েন ল-লোপে শ্লেষ্মণো নামান্তরং কফ ইতি পদং নিষ্পন্নম্। এতেন শারীরো যো ভাবঃ জলেন শীতক্রিয়য়া বা বৃদ্ধিং গচ্ছতি স এব কফ ইতি বোদ্ধব্যম্। অথবা কে শিরসি ফণতি গচ্ছতি উৎপদ্যতে বা ইতি বিগ্রহে পূর্ব্ববৎ ড-প্রত্যয়ে ণকার-লোপেঽপি কফ ইতি সিধ্যতি। এতেন কফঃ শিরসি

উৎপদ্যতে অবতিষ্ঠতে বা ইত্যর্থঃ। দোষোহয়ং তমোগুণাধিকঃ, যদুক্তং,

তমোগুণময়ঃ শ্লেষ্মা ইতি।

তমস্তু গুরু সর্ব্বভাবানামাবরকম্ অজ্ঞানজনকং মোহ-করঞ্চ ; যদুক্তং সাঙ্খ্যকারিকায়াং—

'গুরু বরণকং তমঃ'।

তথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ামপ্যুক্তং—

'জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত'।
'তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত! ॥'

অজ্ঞানমোহাদিকর-তমোগুণময়ত্বাৎ বিকৃতশ্লেষ্মাঽপি অজ্ঞানাদিজনকঃ তথা অন্তকরশ্চ সর্ব্বভাবানাং, যতঃ মৃত্যুকালে শ্লেষ্মা এব প্রবলো ভূত্বা দেহাত্মনোঃ বিয়োগং ঘটয়তি, যদুক্তং—শ্লেষ্মা এব অন্তে প্রাণান্ আদদাতি ইতি। অন্তকরত্বাৎ সংহারকর্ত্রা তমোগুণাত্মকেন রজতগিরিনিভেন মহেশ্বরেণ সহ শ্বেতবর্ণং শ্লেষ্মাণং তুলয়ন্তি কেচিৎ ইতি ॥১॥

দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ু ও পিত্তের বিষয় বলিয়া সম্প্রতি কফের বিষয় বলা যাইতেছে। বায়ু ও পিত্ত অপেক্ষা কফজন্য রোগের সংখ্যার অল্পতা, অল্প ক্লেশকারিতা ও ধীরে ধীরে কার্য্যকারিতাবশতঃ শ্লেষ্মজন্য রোগের বিবরণ সর্ব্বশেষে বলা হইতেছে।

আলিঙ্গন অর্থাৎ সংযোগবিশেষার্থক শ্লিষ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে পদার্থ দ্বারা সন্ধিস্থলসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদনে (সঞ্চালনাদি ক্রিয়া সম্পাদনে) সমর্থ হয়, তাহারই নাম শ্লেষ্মা।

শ্লেষ্মার অন্যান্য অনেক কার্য্য থাকিলেও সন্ধিস্থলসমূহকে সংযুক্ত রাখাই তাহার মুখ্য কর্ম্ম। বায়ু ও পিত্তের ন্যায় ইহাও একটী পারিভাষিক শব্দ। শ্লেষ্মার আর একটী নাম কফ। 'ক' এই পদপূর্ব্বক 'ফল' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া কফ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ক' শব্দের অর্থ জল, আর 'ফল' ধাতুর অর্থ বিসরণ অর্থাৎ বিস্তৃতি প্রাপ্তি, জলের দ্বারা যাহা বিস্তৃতি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম কফ। অথবা 'ক' এই পদপূর্ব্বক 'ফণ' ধাতুর উত্তর 'ড'-প্রত্যয় করিয়া কফ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক' শব্দের অর্থ মস্তক, আর 'ফণ' ধাতুর অর্থ গমন বা উৎপত্তি। যাহা মস্তকে গমন করে বা মস্তকে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই কফ, মস্তক কফের একটি বিশিষ্ট স্থান। এই কফ মস্তকে অবস্থান করে এবং মস্তিষ্ককে অনবরত তর্পিত করিয়া (ভিজাইয়া) তাহার স্নিগ্ধতা রক্ষা করে।

এই দোষ তমোগুণাধিক। শাস্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে, শ্লেষ্মা তমোগুণময়। তমোগুণ গুরু, সমস্ত পদার্থের আবরক, অজ্ঞানতা ও মোহজনক। সাঙ্খ্যকারিকায় বলা হইয়াছে—তমঃ গুরু ও বরণক অর্থাৎ আবরণকারক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্তি আছে—তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া বিবিধ প্রকার প্রমাদ অর্থাৎ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। সমস্ত প্রাণীর মোহোৎপাদক তমোগুণ অজ্ঞানতার জনক। ইহা প্রাণিসমূহকে প্রমাদ, আলস্য ও অতিরিক্ত নিদ্রায় আসক্ত করে। অজ্ঞান ও মোহাদিজনক তমোগুণাত্মক বলিয়া বিকৃত শ্লেষ্মাও অজ্ঞানাদিকারক, এবং এই শ্লেষ্মাই প্রাণিসমূহের অন্তকারক। যতক্ষণ শ্লেষ্মা প্রবল না হয় ততক্ষণ মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্লেষ্মাই প্রবল হইয়া কণ্ঠরোধ করে ও দেহাত্মার বিয়োগ সঙ্ঘটন করে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—অন্তকালে শ্লেষ্মাই প্রাণকে গ্রহণ অর্থাৎ বিনাশ করে। নাশক বলিয়াই কেহ কেহ সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরের সহিত এই শ্লেষ্মার তুলনা করিয়া থাকেন, কারণ মহাদেব তমোগুণেই সংহার করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাকে তমোগুণাত্মক বলা হয়, এবং তিনি রজতগিরির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও নাশকর্ত্তা ॥১॥

অথেদানীং গুণদ্বারেণ শ্লেষ্মণঃ স্বরূপং নিরূপ্যতে, যদুক্তং—

শ্লেষ্মণঃ স্বরূপং গুণাশ্চ।

গুরু-শীত-মৃদু-স্নিগ্ধ-মধুর-স্থির-পিচ্ছিলাঃ ॥২॥

শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল পদার্থ ॥২॥

গুরুলক্ষণম্।

তত্র গুরুস্তাবৎ লঘুবিপরীতঃ, তথা—
সাদোপলেপবলকৃৎ গুরুস্তর্পণ-বৃংহণঃ ॥৩॥

যাহা লঘুর বিপরীত এবং যে দ্রব্য শরীরের অবসন্নতা, মুখ ও শারীরিক স্রোতসমূহের উপলিপ্ততা (অর্থাৎ আঠার মত চট্‌চটে ভাব) ও বলজনক, যাহা তৃপ্তিজনক ও পুষ্টিকর তাহাই গুরু ॥৩॥

শীতলক্ষণম্।

শীতস্তাবৎ উষ্ণবিপরীতঃ, তথা—
হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছা-তৃড়্-স্বেদ-দাহজিৎ ॥৪॥

যাহা উষ্ণের বিপরীত তাহাই শীত। এই শীতগুণ আহ্লাদজনক, রক্ত মল ইত্যাদির স্তম্ভক, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও ঘর্ম্মনিবারক ॥৪॥

মৃদুলক্ষণম্।

মৃদুস্তাবৎ তীক্ষ্ণবিপরীতঃ। তীক্ষ্ণস্তু দাহপাককরঃ স্রাবণশ্চ ইতি প্রাগেব প্রদর্শিতম্, অতস্তদ্বিপরীতো মৃদুঃ দাহ-পাক-স্রাব-নিবারকগুণসম্পন্নঃ ইতি ॥৫॥

যাহা তীক্ষ্ণের বিপরীত তাহাই মৃদু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তীক্ষ্ণদ্রব্য দাহজনক, ব্রণাদিপাচক ও লালা মল মূত্র ইত্যাদি স্রাবক, অতএব তীক্ষ্ণের বিপরীত মৃদু, দাহ পাক ও স্রাবনিবারক অর্থাৎ দাহ পাক ও স্রাব-জনক নহে ॥৫॥

স্নিগ্ধলক্ষণম্।

স্নিগ্ধস্তু রূক্ষবিপরীতঃ, কিঞ্চ—
স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা ॥৬॥

যাহা রূক্ষের বিপরীত তাহাই স্নিগ্ধ। যে দ্রব্য ব্যবহার করিলে দেহ স্নিগ্ধ ও কোমল হয়, যাহা বল ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক তাহাই স্নিগ্ধ বলিয়া জানিবে ॥৬॥

স্নিগ্ধস্য লক্ষণান্তরম্।

অন্যচ্চ—

স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্ ॥৭॥

আরও, যাহা বায়ুনাশক, কফজনক, বৃষ্য অর্থাৎ সম্ভোগশক্তিবর্দ্ধক ও বলকর তাহাই স্নিগ্ধ ॥৭॥

মধুরলক্ষণম্।

মধুরঃ খলু—যঃ রসাদীনাং ধাতূনামভিবৃদ্ধিকরঃ, আয়ুষ্যঃ, ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ, বল-বর্ণকরঃ, পিত্তঘ্নঃ, মারুতঘ্নঃ, তৃষ্ণাপ্রশমনঃ, ত্বচ্যঃ, কেশাভিবর্দ্ধনঃ, কণ্ঠ্যঃ, প্রীণনঃ, জীবনঃ, তর্পণঃ, বৃংহণঃ, স্থৈর্য্যকরঃ, ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরঃ, ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠজিহ্বাপ্রহ্লাদনঃ, দাহ-মূর্চ্ছাপ্রশমনঃ, ষট্-পদপিপীলিকানামিষ্টতমঃ, স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুশ্চ ॥৮॥

যাহা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক, দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও মনের প্রসন্নতাজনক, বল ও বর্ণজনক, পিত্ত ও বাতবৈষম্যের শান্তিকারক, পিপাসানিবারক, ত্বকের কোমলতা ও ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদক, কেশবর্দ্ধক, কণ্ঠস্বরের প্রসন্নতাসম্পাদক, প্রীতিজনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, তৃপ্তি পুষ্টি ও দেহের দৃঢ়তাজনক, ক্ষীণতানাশক ও ক্ষতসংযোজক, অথবা উরঃক্ষতনাশক, নাসিকা মুখ কণ্ঠ ওষ্ঠ ও জিহ্বার তৃপ্তিপ্রদ, দাহ ও মূর্চ্ছানিবারক, পিপীলিকা ভ্রমর ইত্যাদির অতিশয় প্রিয়, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু তাহা মধুর বলিয়া জানিবে ॥৮॥

স্থিরলক্ষণম্।

স্থিরস্তু সরবিপরীতঃ, কিঞ্চ—

স্থিরো বাতমলস্তম্ভী ॥৯॥

সরগুণের বিপরীত স্থির। এই স্থিরগুণবিশিষ্ট দ্রব্য অপান বায়ু ও মলকে স্তব্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখে ॥৯॥

পিচ্ছিললক্ষণম্।

পিচ্ছিলস্তাবৎ বিশদবিপরীতঃ, বলকরঃ, শ্লেষ্মজনকঃ, গুরুশ্চ, তথা হি—

পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।১০॥

বিশদগুণের বিপরীত পিচ্ছিল। ইহা বলকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, ক্ষতসংযোজক ও গুরু ॥১০॥

শ্লেষ্মণো বর্ণ-রসনির্দ্দেশঃ।

বর্ণেনায়ং শ্বেতঃ। পরন্তু ইদমপ্যত্র জ্ঞাতব্যং যৎ, শ্লেষ্মা মধুররসঃ ইতি যৎ প্রাগুক্তং, কেষাঞ্চিন্মতে তৎ অবিদগ্ধস্য শ্লেষ্মণঃ, বিদগ্ধস্য রসস্তু লবণঃ, তথা চ—

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাৎ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ ॥১১॥

এই শ্লেষ্মার বর্ণ শ্বেত। এস্থানে ইহাও জানা প্রয়োজন যে, পূর্ব্বে যে শ্লেষ্মাকে মধুররসবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, অবিদগ্ধ অর্থাৎ অপক্ক শ্লেষ্মা মধুর ও বিদগ্ধ অর্থাৎ অর্দ্ধ পক্ক শ্লেষ্মা লবণাস্বাদবিশিষ্ট, কারণ, তন্ত্রবিশেষে এইরূপ উক্তি আছে—শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও শীতল। অবিদগ্ধ শ্লেষ্মা মধুর ও বিদগ্ধ শ্লেষ্মা লবণাস্বাদ হয় ॥১১॥

শ্লেষ্মণো গুণান্তরম্।

অন্যচ্চ, কফেঽস্মিন্ অন্যেঽপি কতিচিৎ গুণা বিদ্যন্তে, তদ্‌যথা—

স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুর্ম্মন্দঃ শ্লক্ষ্ণো মৃৎস্নঃ স্থিরঃ কফঃ ॥১২॥

উক্ত গুণসমূহ ব্যতীত কফে আরও কয়েকটী গুণ আছে। তন্ত্রবিশেষে উক্তি আছে, শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মন্দ অর্থাৎ ইহা তীক্ষ্ণগুণের বিপরীত, চিরকারী অর্থাৎ ধীরে ধীরে নিজের ক্রিয়া দেখায়। শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ অকর্কশ, চিক্কণ, মৃৎস্ন অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যাহা অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়, আর স্থির ॥১২॥

শ্লক্ষ্ণগুণলক্ষণম্।

এতেষু শ্লক্ষ্ণস্তু পিচ্ছিলবৎ, যদুক্তং—

শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবৎ জ্ঞেয়ঃ ॥১৩॥

এই গুণসমূহের মধ্যে শ্লক্ষ্ণ গুণ পিচ্ছিলের ন্যায় জানিবে ॥১৩॥

শ্লক্ষ্ণস্য লক্ষণান্তরম্।

অন্যত্রাপ্যুক্তং, যথা—

শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাঽপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ ॥১৪॥

শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ স্নেহাভ্যঙ্গ ব্যতীতও এবং কঠিন হইলেও চিক্কণ বা মসৃণ ॥১৪॥

শ্লেষ্মণঃ স্বরূপান্তরম্।

শ্লেষ্মণঃ স্বরূপমন্যত্রাপ্যুক্তং যথা—

কফঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্বেতঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ ॥১৫॥

কফ স্নিগ্ধ, গুরু, শ্বেতবর্ণ, শীতল ও তমোগুণাধিক। অবিদগ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা মধুর ও বিদগ্ধ অর্থাৎ বিকৃত বা দূষিত শ্লেষ্মা লবণরসবিশিষ্ট ॥১৫॥

অবিদগ্ধ-বিদগ্ধশ্লেষ্মণো রসৌ।

প্রকৃতিস্থোঽবিদগ্ধশ্চাপ্রদুষ্টো মধুরঃ কফঃ।
বিদগ্ধো বিকৃতশ্চ স্যাৎ প্রদুষ্টো লবণস্তথা ॥১৬॥

প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ অবিদগ্ধ বা অদুষ্ট কফ মধুরাস্বাদ ও বিদগ্ধ অর্থাৎ বিকৃত বা দূষিত কফ লবণাস্বাদ হয়। বিদগ্ধ শব্দে অর্দ্ধপক্ককেও বুঝায় ॥১৬॥

অবিকৃতশ্লেষ্মণো নামান্তরম্।

কিঞ্চ, প্রকৃতিস্থঃ শ্লেষ্মা সারভূতত্বাদ্বা শ্লৈষ্মিকস্যৌজসো হেতুত্বাদ্বা ওজোনাম্না, বলহেতুত্বাচ্চ বলনাম্নাঽপি অভিহিতো ভবতি, যদুক্তং—

প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।
স চৈবৌজঃ স্মৃতঃ কায়ে স চ পাপ্মোপদিশ্যতে ॥১৭॥

দেহের সার পদার্থ বলিয়াই হউক, আর অর্দ্ধাঞ্জলিপরিমিত শ্লৈষ্মিক ওজের হেতু বলিয়াই হউক কফ ওজোনামে এবং বলের কারণ বলিয়া বল নামেও অভিহিত হয়। শাস্ত্রে উক্তি আছে—প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ

বা বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা বলস্বরূপ এবং বিকৃত অর্থাৎ দূষিত শ্লেষ্মা শরীরকে দূষিত করে বলিয়া মলস্বরূপ জানিবে। প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মাই ওজঃ ও বিকৃত শ্লেষ্মা পাপ্মা অর্থাৎ পাপস্বরূপ ॥১৭॥

অথেদানীং শ্লেষ্মণঃ স্থানানি প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

শ্লেষ্মণঃ স্থানানি।

উরঃ, শিরঃ, কণ্ঠঃ, জিহ্বামূলং, সন্ধয়ঃ, আমাশয়শ্চেতি শ্লেষ্মণঃ স্থানানি। আমাশয়শ্চ পিত্তাশয়স্য উপরি বর্ত্ততে।

পিত্তাশয়াদুপরি আমাশয়াবস্থানে যুক্তিঃ প্রদর্শিতা সুশ্রুতেন, যথা—আমাশয়ঃ পিত্তাশয়স্য উপরিষ্টাৎ, তৎ-প্রত্যনীকত্বাদূর্দ্ধগতিত্বাৎ তেজসঃ, চন্দ্র ইব আদিত্যস্য ইতি।

স চতুর্ব্বিধস্য আহারস্য আধারঃ। স চাহারঃ তত্র ঔদকৈর্গুণৈঃ প্রক্লিন্নো ভিন্নসঙ্ঘাতঃ সুখজরশ্চ ভবতি।

পিত্তাশয়াদুপরি আমাশয়াবস্থানে ডল্লনাচার্য্যপ্রদর্শিত-হেতুরপ্যত্র প্রদর্শ্যতে—

"পিত্তাশয়াদুপরি আমাশায়বস্থানে অয়মেব হেতুঃ—যদি আমাশয়ঃ পার্শ্বয়োরধো বা ভবেৎ তদা ঊর্দ্ধগস্বভাবোঽগ্নিঃ নির্ব্বাধং সর্ব্বশরীরমেব দহেৎ, অধোগস্বভাবত্বাৎ উদকস্য। তথা আমাশয়ো যদি অধস্তিষ্ঠেৎ, তদা তত্রস্থং চতুর্ব্বিধমন্নপানমপি ন পাকং গচ্ছেৎ"; এবঞ্চ উপরিস্থেন সৌম্যেন শ্লেষ্মণা প্রতিহতবেগঃ পিত্তাশয়স্থোঽগ্নিঃ দাহসন্তাপাদিকং জনয়িতুং ন প্রভবতি, অন্ন-পানাদিকঞ্চ আমাশয়স্থং যথাযথং পচতি ॥১৮॥

শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠদেশ, জিহ্বামূল, সন্ধিস্থানসমূহ ও আমাশয়ে অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে আমাশয় পিত্তাশয়ের উপরিভাগে অবস্থিত। পিত্তাশয়ের উপরে আমাশয়ের অবস্থান বিষয়ে সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনোক্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—যথা—"পিত্তাশয় অগ্নিস্থান, অগ্নি ঊর্দ্ধগামী, জলীয় শ্লেষ্মা যদি উপরে না

থাকিয়া নিম্নভাগে কি দুই পার্শ্বে থাকিত, তাহা হইলে অধঃস্থ অগ্নির শিখা অব্যাহত ভাবে উপরে উঠিয়া সর্ব্বশরীরে দাহ সন্তাপ প্রভৃতি জন্মাইয়া প্রাণিগণকে পীড়িত করিত, কিন্তু উপরে জলস্বরূপ শ্লেষ্মা থাকায় অগ্নির উষ্মা উপরে উঠিতে পারে না; যেমন সূর্য্যের প্রখর তেজ চন্দ্রমণ্ডলের শৈত্যদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়"। আর আমাশয় চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ আহারের আধার, আহার্য্য দ্রব্য প্রথমতঃ সেই স্থানেই যায়, আমাশয় যদি পিত্তাশয়ের উপরে না হইয়া নিম্নে কি পার্শ্বে হইত, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যও পরিপাক হইত না। আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান ইহা বলা হইয়াছে, শ্লেষ্মা জলীয় পদার্থ, জলের ক্লিন্নকারিতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা ভুক্তদ্রব্য ক্লিন্ন ও নরম হইয়া অনায়াসে অধঃস্থ অগ্নি-সন্তাপে জীর্ণ হইয়া যায় ॥১৮॥

কিঞ্চ, অন্যত্রাপ্যুক্তম্—উরঃ শিরো গ্রীবা পর্ব্বাণ্যা-মাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি। তত্রাপ্যুরো বিশেষেণ শ্লেষ্মস্থানম্ ইতি। অত্র গ্রাবাশব্দেন কণ্ঠস্য, পর্ব্বশব্দেন সন্ধীনাং, তথা মেদশ্চ ইত্যত্র চকারেণ তন্ত্রান্তরোক্ত-জিহ্বামূলস্য গ্রহণং বোদ্ধব্যম্। তথা আমাশয়শব্দেন চ আমাশয়স্যোর্দ্ধাংশ এব বোদ্ধব্যঃ ॥১৯॥

স্থানান্তরে আবার মেদকেও শ্লেষ্মার স্থান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, যথা—বক্ষঃ, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ ও মেদ শ্লেষ্মার স্থান, তাহার মধ্যে বক্ষঃস্থলই বিশেষ অর্থাৎ প্রধান স্থান। পূর্ব্বে কণ্ঠ ও সন্ধিসমূহকে শ্লেষ্মস্থান বলা হইয়াছে, এস্থানে গ্রীবা ও পর্ব্বকে কফস্থান বলায় গ্রীবা অর্থে কণ্ঠ ও পর্ব্ব অর্থে সন্ধিসমূহকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে জিহ্বামূল বলা হইয়াছে, এ স্থানে জিহ্বামূলের পরিবর্ত্তে মেদশব্দের উল্লেখ থাকিলেও 'মেদশ্চ' এই চকারের দ্বারা জিহ্বামূলের গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর এস্থানে আমাশয় শব্দে আমাশয়ের উর্দ্ধাংশকেই বুঝিতে হইবে ॥১৯॥

বাগ্ভটেন তু এতদতিরিক্তান্যপি শ্লেষ্মস্থানান্যুক্তানি, তদ্যথা—

উরঃকণ্ঠশিরঃক্লোম-পর্ব্বাণ্যামাশয়ো রসঃ।
মেদো ঘ্রাণঞ্চ জিহ্বা চ কফস্য সুতরামুরঃ ॥২০॥

বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লোম, পর্ব্ব অর্থাৎ সন্ধিসমূহ, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা ও জিহ্বা এই সমস্ত স্থানে কফ অবস্থান করে, তাহার মধ্যে বক্ষঃস্থলই শ্লেষ্মার বিশেষ স্থান। কিন্তু ক্লোম রস মেদ ইত্যাদিকে শ্লেষ্মার স্থান বলা হইলেও উরঃ, কণ্ঠ, শিরঃ, সন্ধি ও আমাশয় এই পাঁচটী স্থানই প্রধান, কারণ; পরে যে পাঁচ প্রকার শ্লেষ্মা বলা হইবে, তাহারা এই পাঁচটি স্থানেই অবস্থান করে ॥২০॥

শ্লেষ্মণঃ অবলম্বকাদি পঞ্চভেদাঃ।

বাতপিত্তবৎ শ্লেষ্মাঽপি পঞ্চবিধো ভবতি, তদ্‌যথা—
ক্লেদনঃ স্নেহনশ্চৈব রসনশ্চাবলম্বনঃ।
শ্লেষকশ্চেতি নামানি কফস্যোক্তান্যনুক্রমাৎ ॥২১॥

বায়ু ও পিত্তের ন্যায় শ্লেষ্মাও পাঁচ প্রকার, যথা—ক্লেদন, স্নেহন রসন, অবলম্বন ও শ্লেষক ॥২১॥

অবলম্বকাদীনাং স্থানানি।

এষাং স্থানানি তু ক্রমাৎ আমাশয়-হৃদয়-কণ্ঠ-শিরঃ-সন্ধয়ঃ। তথা চ—
কফশ্চামাশয়ে মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে হৃদি চ সন্ধিষু।
তিষ্ঠন্ করোতি দেহেষু স্থৈর্য্যং সর্ব্বাঙ্গপাটবম্ ॥২২॥

এই পাঁচ প্রকার শ্লেষ্মার মধ্যে ক্লেদন শ্লেষ্মা আমাশয়ে, স্নেহন মস্তকে, রসন কণ্ঠে, অবলম্বন হৃদয়ে ও শ্লেষক সমস্ত সন্ধিতে অবস্থিত ॥২২॥

অবলম্বকাদীনাং নামান্তরাণি।

তন্ত্রান্তরে তু ক্লেদকঃ অবলম্বকঃ বোধকঃ তর্পকঃ শ্লেষকশ্চেতি পঞ্চ নামানি দৃশ্যন্তে ॥২৩॥

কোন কোন তন্ত্রকার ইহাদিগকে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক এই পাঁচটি নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥২৩॥

ক্লেদক শ্লেষ্মণো বিবরণম্।

রসাদয়ঃ সপ্ত ধাতবঃ শরীরস্য স্থিত্যুৎপত্তিমূলম্ ইতি, তথা তে চ ধাতবঃ পরিণতিং প্রাপ্যাৎ ভুক্তান্নাৎ

সমুৎপদ্যন্তে ইতি প্রাগেব প্রদর্শিতম্। তেষাং সমুৎপত্তৌ জলানলানিলাঃ কারণানি। তেষু জলস্য কার্য্যম্ আমাশয়স্থেন ক্লেদকশ্লেষ্মণা সম্পদ্যতে। শ্লেষ্মা চায়ম্ আমাশয়মধিষ্ঠায় স্বকীয়োদকৈর্গুণৈঃ ভুক্তদ্রব্যং ক্লেদয়তি, সংহতমন্নং ভেদয়তি, সুখজরঞ্চ কারয়তি, তেন চ জঠরাগ্নিসাহায্যেন পরিণতিং প্রাপ্তস্য ভুক্তান্নস্য সারভূতো রসনামা আদ্যধাতুঃ সমুৎপদ্যতে। তথা অবিকৃতঃ আমাশয়স্থঃ অয়মেব শ্লেষ্মা স্বপ্রভাবেণ অবলম্বকাদীনাং চতুর্ণাং শরীরস্য চ বলমাদধাতি। এবঞ্চ ক্লেদয়তি অন্নমিতি বিগ্রহেণ আর্দ্রীকরণার্থক-ক্লিদধাতোঃ 'ণক' প্রত্যয়েন 'অন' প্রত্যয়েন বা ক্লেদক ইতি ক্লেদন ইতি চ পদদ্বয়ং নিষ্পন্নং, ক্লিন্নীকরণাদেব অস্য ক্লেদকঃ ক্লেদনো বা ইতি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্যা।

তথা চ—

ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যাঽপরাণ্যপি।
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা ॥২৪॥

রসাদি সাতটি ধাতুই যে শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতির মূল, এবং ভুক্তান্ন পরিপাক হইয়াই যে ঐ ধাতুসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন বায়ু জল ও অগ্নি এই তিনের সাহায্য ভিন্ন রন্ধনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পাকস্থলীতে ভুক্তান্নও জল বায়ু ও অগ্নির সাহায্য ভিন্ন পরিপাক হয় না, জল বায়ু ও অগ্নির সাহায্যে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া রসাদিরূপে পরিণত হয়। আমাশয়ে (ষ্টমাকে) অবস্থিত ক্লেদক শ্লেষ্মার দ্বারা ঐ জলের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে উপস্থিত হইলে এই শ্লেষ্মা নিজের জলীয় গুণের দ্বারা তাহাকে ক্লিন্ন অর্থাৎ আর্দ্র (ভিজাইয়া দেওয়া) ও শিথিল করিয়া দিয়া অনায়াসে পরিপাক হওয়ার বিষয়ে সাহায্য করে। এইরূপে জাঠরাগ্নি (অগ্নি) ক্লেদক শ্লেষ্মা (জল) ও সমান বায়ুর (বায়ু) দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। প্রকৃতিস্থ এই

ক্লেদক শ্লেষ্মাই আমাশয়ে অবস্থান করিয়া নিজের প্রভাবে অবলম্বকাদি আর চারিটি শ্লেষ্মারও নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে শক্তি প্রদান করিতেছে ও দৈহিক বলেরও পোষণ করিতেছে। আর্দ্রীকরণার্থক 'ক্লিদ' ধাতুর উত্তর 'ণক' প্রত্যয় করিয়া ক্লেদক এই পদটি ও 'অন' প্রত্যয় করিয়া ক্লেদন এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্নকে ক্লিন্ন করে বলিয়াই ইহাকে ক্লেদক বা ক্লেদন বলে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, ক্লেদন বা ক্লেদক শ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন করে ও নিজশক্তিদ্বারা স্থানান্তরাবস্থিত শ্লেষ্মাসমূহকেও জলের ক্রিয়া দ্বারা পোষণ করে ॥২৪॥

অন্যত্রাপ্যুক্তং—

—যস্ত্বামাশয়সংস্থিতঃ।

ক্লেদকঃ সোঽন্নসঙ্ঘাতক্লেদনাৎ—॥২৫॥

যে শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, সে অন্নের সঙ্ঘাত অর্থাৎ পিণ্ডীভাবকে ক্লিন্ন করে বলিয়া উহাকে ক্লেদক নামে অভিহিত করা হয় ॥২৫॥

অথ অবলম্বকশ্লেষ্মণো বিবরণম্।

শ্লেষ্মাঽয়ং বক্ষসি বর্ত্ততে। ক্রিয়া চাস্য হৃদয়াবলম্বনং ত্রিকধারণঞ্চ। তচ্চ অন্নরসসহিতেন আত্মবীর্য্যেণ সম্পাদয়তি। তত্র ত্রিকং পৃষ্ঠবংশস্য ঊর্দ্ধং শিরো-বাহুযুগল-সংযোগস্থানম্। হৃদয়াবলম্বনঞ্চ হৃদয়স্য স্বকর্ম্মণি সামর্থ্যোৎ-পাদনমিতি। এবঞ্চ, অবলম্বতে হৃদয়ং ত্রিকঞ্চ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অব-পূর্ব্বক-লম্ব-ধাতোঃ ণক-প্রত্যয়েন অবলম্বক ইতি পদং নিষ্পন্নং, হৃদয়াবলম্বন-ত্রিকধারণ-কারিত্বাৎ। কিঞ্চ, শ্লেষ্মণস্তমোময়ত্বাৎ স্বকীয়তমোগুণেন প্রাণিনাং যথাকালং নিদ্রাবেগং সমানীয় তয়া নিদ্রয়া দেহমনসোঃ ক্লান্তিমপনোদয়ত্যয়ং শ্লেষ্মা, যতঃ জাগ্রদবস্থায়াং বিকশিতং হৃদয়কমলং নিদ্রায়াং নিমীলিতং ভবতি, তেন চ হৃদয়াধিষ্ঠান-মনসঃ ক্রিয়াঽভাবাৎ তৎ বিশ্রামং প্রাপ্নোতি, দেহস্যাপি তদা নিশ্চেষ্টত্বাৎ সোঽপি বিশ্রামং লভতে।

উক্তঞ্চ—

পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখম্ ।
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি ॥
হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত ! দেহিনাম্ ।
তমোঽভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনম্ ॥
নিদ্রাহেতুস্তমঃ— ॥

কিঞ্চ— নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা ।

এবঞ্চ শরীর-মনসী নিদ্রয়া বিশ্রামলাভেন পুনঃ সবলীভূয় নিজ-নিজ-কার্য্যসাধনে সমর্থে ভবতঃ। কিঞ্চ, হৃদয়াশ্রিতস্য তামসস্যাস্য শ্লেষ্মণঃ তমোভাগো যদা অত্যর্থং প্রবৃদ্ধো ভবতি, তদা হৃদয়াশ্রিতংমনোঽপি তৎপ্রভাবেণ প্রভাবিতং সৎ জ্ঞানবিজ্ঞানাদিকমুৎপাদয়িতুং ন প্রভবতি সত্ত্বঞ্চাভিভূয় অজ্ঞানাদিকং বিবিধবিকারং সম্পাদয়তি চ। উক্তঞ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং,—

"অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্" ।
"প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ"
"জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত"
"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা" ॥ ইতি ।

কেষাঞ্চিন্মতে অবলম্বক এবায়ং উরঃস্থ আত্মপ্রভাবেণ ক্লেদকাদীনাং শেষাণাং চতুর্ণাং বলমাদধাতি, তথা চোক্তম্—

শ্লেষ্মা চ পঞ্চধোরঃস্থঃ স ত্রিকস্য স্ববীর্য্যতঃ ।
হৃদয়স্যান্নবীর্য্যাচ্চ তৎস্থ এবাম্বুকর্ম্মণা ॥
কফধাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং যৎ করোত্যবলম্বনম্ ।
অতোঽবলম্বকঃ — ॥২৬॥

এই অবলম্বক শ্লেষ্মা হৃদয়ে অর্থাৎ বক্ষোদেশে অবস্থান করে। ঐ শ্লেষ্মা হৃদয়স্থিত অন্নের সারভূত রস (পূর্ব্বেই বলা হইয়ায়াছে, ভুক্তান্নের সারভূত রস প্রথমেই হৃদয়ে গমন করে)ও নিজের প্রভাব দ্বারা হৃদয় ও ত্রিকদেশকে ধারণ করিয়া আছে, অর্থাৎ ত্রিক ও হৃদয়ের যে কার্য্য, সেই কার্য্যসম্পাদনোপযোগী সামর্থ্য প্রদান করিতেছে। ত্রিক শব্দে পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধদিকে বাহুদ্বয় ও মস্তকের সংযোগস্থলকে বুঝায়। ত্রিকশব্দে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগকেও বুঝায়, কিন্তু এস্থানে ঊর্দ্ধভাগ অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই শ্লেষ্মা ত্রিকদেশকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ ঐ স্থানটীকে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাইতেছে, এবং হৃদয়েরও যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সম্পাদন করিবার যোগ্য সামর্থ্য প্রদান করিতেছে। হৃদয় ও ত্রিকদেশকে অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়াই অব-পূর্ব্বক আলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়ার্থক 'লবি' (লম্ব) ধাতুর উত্তর ণক প্রত্যয় করিয়া অবলম্বক এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, শ্লেষ্মা যে তমোগুণপ্রধান ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অবলম্বক শ্লেষ্মা নিজের তমোগুণের দ্বারা যথাকালে প্রাণিসমূহের নিদ্রার বেগ আনয়ন করে ও নিদ্রা দ্বারা তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি অপনোদিত হওয়ায় তাহারা পুনরায় সবল ও সুস্থ দেহ এবং মনের দ্বারা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, কারণ, নিদ্রাকালে হৃদয়াশ্রিত মন নিজের কার্য্য হইতে বিরত থাকে এবং দেহও নিশ্চেষ্ট থাকে, কাযেই কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পাওয়ায় উহাদের অবসাদ দুরীভূত হয় ও পুনরায় উৎসাহ বল ইত্যাদি লাভ করিতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—হৃদয় যন্ত্রটি অধোমুখ একটি পদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মনুষ্যগণ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ ঐ হৃদয়পদ্ম বিকসিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত থাকে। আর যখন নিদ্রা যায় তখন ঐ পদ্ম নিমীলিত হইয়া যায়। প্রাণিসমূহের হৃদয় চেতনার অধিষ্ঠান, ঐ হৃদয় যখন প্রবল তমোদ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই নিদ্রা আসিয়া প্রাণিসমূহকে আক্রমণ করে। তমোগুণই নিদ্রার হেতু, শ্লেষ্মা ও তমোগুণ হইতেই নিদ্রার বেগ উপস্থিত হয়।

আরও দেখ, তমোগুণাধিক হৃদয়াশ্রিত এই শ্লেষ্মা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন হৃদয়ে অবস্থিত মনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ও ঐ প্রবল তমোগুণ সত্ত্বগুণকেও

অভিভূত করিয়া মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক বিকার উৎপাদন করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তমোগুণের ফল অজ্ঞানতা। তমোগুণ হইতেই প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতাউপস্থিত হয়। তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মানবগণকে প্রমাদজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে সে রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের কার্য্য করে। এইরূপ সময়বিশেষে রজোগুণ প্রবল হইলে সে সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের কার্য্য প্রদর্শন করে। আবার কোন সময়ে তমোগুণ প্রবল হইলে সে সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজের কার্য্য প্রদর্শন করে।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, কেহ কেহ বলেন, বক্ষোদেশে অবস্থিত এই অবলম্বক শ্লেষ্মাই নিজের প্রভাবে ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক এই চারিটি শ্লেষ্মার বল বিধান করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে শক্তি প্রদান করে। যথা—পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার মধ্যে যে শ্লেষ্মা বক্ষোদেশে অবস্থিতি করে, সে নিজের প্রভাবে ও অন্নপরিণামজ রসের দ্বারা ত্রিক ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া আছে, অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে শক্তি প্রদান করে এবং স্বস্থানে অবস্থিত হইয়াই অম্বুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্লেদন সংশ্লেষণ ইত্যাদি জলের যে সমস্ত কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম দ্বারা অবশিষ্ট চারিটি শ্লেষ্মস্থানকেও অবলম্বন করিয়া আছে। অবলম্বন করে বলিয়াই ইহার নাম অবলম্বক ॥২৬॥

রসনেতি নামান্তরস্য বোধকশ্লেষ্মণো বিবরণম্।

জিহ্বামূলে কণ্ঠে চ অবস্থিতোঽয়ং শ্লেষ্মা মধুরাদীনাং ষণ্ণাং রসানাং জ্ঞানায় প্রবর্ত্ততে, যতঃ রসনেন্দ্রিয়ঃ সৌম্যঃ, শ্লেষ্মাঽপি সৌম্যঃ, উভয়োরেব তুল্যযোনিত্বাৎ, উক্তঞ্চ—

উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতশ্চান্তিকে যতঃ।
অতো রসান্ বিজানীতো রসনা-রসনৌ সমৌ ॥

রসনেন্দ্রিয়স্য শক্তিরূপতয়াঽবস্থিতোঽয়ং শ্লেষ্মা, অয়ং মধুরঃ, অয়মম্লঃ, অয়ং লবণঃ, অয়ং কটুঃ, অয়ং তিক্তঃ, অয়ং কষায়ঃ, ইত্যেবং পৃথক্ পৃথগ্ ভাবেন রসজ্ঞানং জনয়িত্বা তত্তদাস্বাদনজন্যাং তুষ্টিং বিদধাতি। যত্ত

মানবাঃ উক্তদিশা পৃথক্ পৃথগ্রসান্ অনুভবন্তি, তৎ বোধকস্য (রসনস্য) শ্লেষ্মণো কর্ম্মেতি মন্তব্যম্ ।

এবঞ্চ রস্যতে স্বদ্যতে অনেন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বাদার্থক-রস-ধাতোঃ অনট্-প্রত্যয়েন রসনেতি পদং, তথা বোধয়তি অনুভাবয়তি রসান্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বোধার্থক-বুধ-ধাতোঃ ণক-প্রত্যয়েন বোধকেতি পদং নিষ্পন্নম্ । উক্তঞ্চ—

বোধকো রসবোধনাৎ ইতি ॥২৭॥

বোধক (রসন) শ্লেষ্মা জিহ্বামূলে ও কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া মধুরাদি ছয়টি রসকে বোধ করায় অথবা আস্বাদন করায়, কারণ, রসনেন্দ্রিয়ও সৌম্য অর্থাৎ জলীয় আর শ্লেষ্মাও সৌম্য, উভয়ই এক কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধক শ্লেষ্মা রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি সম্পাদন করতঃ রসের বোধ জন্মাইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্তি আছে রসনেন্দ্রিয় ও রসন নামক শ্লেষ্মা উভয়ই সৌম্য এবং পরস্পর সমীপে বর্ত্তমান, এজন্য উহারা রসকে জানে অর্থাৎ রসবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। রসনেন্দ্রিয়ের শক্তিস্বরূপ এই শ্লেষ্মা জিহ্বামূল ও কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া এইটি মধুর রস, এইটি অম্ল রস, এইটি লবণ রস, এইটি কটু রস, এইটি তিক্ত রস, এইটি কষায় রস এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছয়টি রসের জ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক সেই সেই রসের আস্বাদন জন্য একটা তৃপ্তি বিধান করে।

মানবগণ যে প্রত্যেক রসের পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহা এই বোধক নামক (রসন) শ্লেষ্মারই কর্ম্ম। ইহার দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, এই অর্থে আস্বাদার্থক রস ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'রসন' এই পদ, আর বোধ বা অনুভব করায় এই অর্থে বোধার্থক বুধ-ধাতুর উত্তর ণক প্রত্যয় করিয়া বোধক এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শাস্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে—মধুর অম্ল লবণাদি রসের বোধ জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম বোধক ॥২৭॥

তর্পক-শ্লেষ্মণো বিবরণম্ ।

শিরঃস্থোঽয়ং তর্পকঃ শ্লেষ্মা চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি মস্তুলুঙ্গং অক্ষিগোলকঞ্চ অনুক্ষণং তর্পয়তি স্নেহয়তি চ, তেন স্নেহনেন তর্পণেন চ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকানাং মস্তকস্থজ্ঞান-

সম্পাদক-মনোবহ-স্রোতসাঞ্চ বলং বিধায় তেষাং স্ব-স্বকার্য্যে সামর্থ্যং জনয়তি। অবিরতমস্তকতর্পণেন চ শিরঃস্থিতমস্তিষ্কস্যাপি স্নিগ্ধতাং শীততাঞ্চ সম্পাদ্য মানবানাং চিত্তস্য স্থৈর্য্যং সম্পাদয়তি। এবঞ্চ মস্তকে স্নিগ্ধে তত্রত্যমনোবহশিরাসু চ স্নিগ্ধাসু বলবতীষু চ অন্তরিন্দ্রিয়ং (মনঃ) অপি স্ববিষয়ং চিন্ত্য-বিচার্য্যোহ্য-প্রভৃতিকম্ অবাধং গ্রহীতুং প্রভবতি। শ্লেষ্মবিপরীতরূক্ষাদিসেবনেন তস্য শ্লেষ্মণঃ স্নিগ্ধতায়াং ক্ষীণায়াং মস্তকস্যাপি স্নিগ্ধতা ক্ষীয়তে। শ্লেষ্মণঃ শৈত্যগুণক্ষয়াচ্চ (উষ্ণবিপরীত-শৈত্যগুণক্ষয়াৎ) বাধকাভাবাৎ তদানীং মস্তিষ্কস্য উষ্ণতাঽপি ভবিতুমর্হতি। তস্মিংশ্চ বিকৃতে মনোঽপি বিকৃতিমাপদ্যতে। প্রকৃতিস্থেনামুনা অনুক্ষণং মস্তকস্য তর্পণাৎ মস্তিষ্কমপি স্নিগ্ধং বিরাজতে; তথা চ শিরোগত-জ্ঞানবহ-স্রোতঃ-প্রতিবদ্ধানি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যপি তস্যৈব স্নৈগ্ধ্যাৎ অব্যাহতবলানি সন্তি স্ববিষয়ান্ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দান্ সম্যক্ গ্রহীতুং প্রভবন্তি। অপি চ সন্তর্পণ-স্বভাবস্য অস্যৈব শ্লেষ্মণঃ শৈত্যগুণপ্রভাবেণ ঊর্দ্ধগস্বভাবঃ শরীরোষ্মা শিরোদেশমাক্রম্য মস্তিষ্কং সন্তাপয়িতুং ন প্রভবতি, উষ্ণস্য শৈত্যপ্রতিহতত্বাৎ। কারণবশাৎ অস্য শীততায়াং স্নিগ্ধতায়াঞ্চ ক্ষীণায়াং সত্যাং মস্তকস্যাপি স্নেহ-শৈত্যহ্রাসাৎ ঊর্দ্ধগস্বভাবঃ শরীরোষ্মাঽপি তদানীং শৈত্যরূপবাধকাভাবেন শিরোদেশমাগত্য তস্যোষ্ণতাং সম্পাদ্য চ মস্তকসন্তাপজনিতান্ বিবিধান্ বিকারান্ (মনোবিভ্রমাদীন্) জনয়তি।

অত্রেদমবধেয়ং—

স্নিগ্ধ-শৈত্যগুণক-তর্পকশ্লেষ্মসংস্পৃষ্টমস্তিষ্কং তদানীমেব তমূর্দ্ধগামিনমূষ্মাণং বাধিতুমর্হতি, যদা তু ঊর্দ্ধগস্বভাবঃ পিত্তোষ্মা নাতিপ্রবলো ভবতি।

যদা হি পিত্তজে পিত্তোল্বণসান্নিপাতিকে বা জ্বরোন্মাদাদিরোগে অতিপ্রবৃদ্ধঃ পিত্তোষ্মা ঊর্দ্ধমাগত্য মূর্দ্ধানমাক্রামতি, তদা স্নিগ্ধ-শৈত্যগুণক-তর্পকশ্লেষ্মা, তদাপ্যায়িতমস্তিষ্কঞ্চ স্বকীয়স্নিগ্ধ-শৈত্যগুণাভ্যাম্ অতি-প্রবৃদ্ধং তং বাধিতুং ন শক্নোতি, পরস্পর-বিরো-ধিনোরেকতরস্যাধিকবলত্বাৎ। তেন চ শিরঃসন্তাপ-মূর্চ্ছা-প্রলাপ-শিরোলোঠনাদয়ো বিবিধা উপদ্রবাঃ প্রাদুর্ভবন্তি।

তস্যাং খলু অবস্থায়াং বৈদ্যাঃ তৎপ্রশমনার্থং শত-ধৌতঘৃতং পিত্তপ্রশমকান্ বিবিধান্ শীতলাংশ্চ প্রলেপান্ মূর্দ্ধ্নি দত্বা ঊর্দ্ধমাগতমূষ্মাণম্ অধোদেশং চালয়িতুং যতন্তে। শ্লেষ্মসমানগুণতয়া তথাবিধশীতক্রিয়য়া হি প্রবৃদ্ধঃ তর্পকস্য মস্তিষ্কস্য চ শৈত্যগুণঃ ঊষ্মাণং তমভিভূয় মূর্দ্ধপ্রদেশা-দধশ্চালয়িত্বা রোগিণং তং প্রকৃতিস্থং করোতি চ। দৃশ্যতে চ উক্তাবস্থায়াং কেচিচ্চিকিৎসকাঃ অবিরতং ঘনীভূতং তুষারং (বরফ) মূর্দ্ধ্নি প্রযচ্ছন্তি।

পরন্তু—পিত্তাধিক্যং বিনা বাতাধিকে কফাধিকে বাতকফাধিকে বা সান্নিপাতিকজ্বরোন্মাদপ্রভৃতিরোগে মস্তিষ্কবিকৃতিং দৃষ্ট্বা যদি কেনচিৎ চিকিৎসকেন অত্যুগ্রবীর্য্যবিষাদিপ্রয়োগং বিনৈব তাদৃশশৈত্যপ্রয়োগঃ ক্রিয়তে, তদা সোঽয়ং বাতং কফম্ উভয়ং বা কোপয়িত্বা উৎপন্নং রোগং বর্দ্ধয়ত্যেব, প্রত্যুত রোগান্তরং (শিরঃস্তব্ধতাং তজ্জনিতমস্তকপ্রদাহপ্রভৃতিকং) সমুৎপাদ্য রোগিণংক্লেশয়তি, কদাচিৎ মারয়তি চ।

অপি চ—তথাবিধশীতক্রিয়া তাবদেব কর্ত্তব্যা, যাবদূষ্মা অধঃপ্রসারী ন ভবতি। অধঃ প্রসৃতে চ উষ্মণি তদৈব তথাবিধক্রিয়াতঃ বিরতিঃ কার্য্যা; অন্যথা তথাবিধশৈত্যক্রিয়াঽতিযোগঃ বাতকফং কোপয়িত্বা বাতশ্লেষ্মজনিতরোগান্তরমুৎপাদয়তি। বৈদ্যাস্তু বাত-শ্লেষ্মাধিকেঽপি সন্নিপাতে অত্যুগ্রবীর্য্যং সূচিকাভরণাদিকং (বিষাদি) প্রযুজ্য মূর্দ্ধ্নি, জলপ্রসেকাদিরূপাং শীতক্রিয়াং নিঃশঙ্কং কুর্ব্বন্তীতি।

এবঞ্চ তর্পয়তি মস্তিষ্কমিন্দ্রিয়াণি চ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সন্তর্পণার্থকতৃপ্-ধাতোঃ ণক-প্রত্যয়েন তথা স্নিহ্যন্তে অনেন মস্তিষ্কমিন্দ্রিয়াণি চ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্নেহনার্থক-স্নিহ-ধাতোঃ অন-প্রত্যয়েন তর্পকঃ স্নেহন ইতি চ পদদ্বয়ং নিষ্পন্নম্; প্রয়োজনঞ্চ অস্য শিরসঃ তথা শিরঃ-সংশ্রিতানাঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সন্তর্পণবিধানং, শিরস এব ইন্দ্রিয়াধারত্বাৎ।

উক্তঞ্চ সুশ্রুতেন—শিরঃস্থঃ স্নেহতর্পণাধিকৃতত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণামাত্মবীর্য্যেণ (প্রাকৃতগুণেন) অনুগ্রহং করোতি।

ডল্লনস্তু—স্নেহঃ মস্তকমজ্জা, তস্য সন্তর্পণং তত্রাধিকৃতত্বাদিতি।

বাগ্‌ভটেনাপ্যুক্তং—

শিরঃ সংস্থোঽক্ষতর্পণাৎ তর্পকঃ ইতি।

এবং ভাবমিশ্রেণাপি—

স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়-তর্পণঃ ইতি।

কিঞ্চ—

প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে॥

ইত্যুক্তেঃ শিরসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াধারত্বাৎ তত্রস্থেন তর্পকশ্লেষ্মণা ইন্দ্রিয়াণাং তর্পণং যুজ্যতে এব ॥২৮॥

তর্পক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থান করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, মস্তিষ্ক ও অক্ষিগোলককে সর্ব্বদা তর্পিত করিতেছে (অর্থাৎ ভিজাইয়া দিতেছে) ও মস্তিষ্ক এবং চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের স্নিগ্ধতা বিধান করিতেছে। এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে ও শিরোদেশস্থিত জ্ঞানসম্পাদক শিরাসমূহকে সাহায্য করিতেছে।

মস্তক সন্তর্পণ করাই ইহার কার্য্য বলিয়া অবিরত শিরোগত মস্তিষ্কপ্রভৃতি পদার্থসমূহকে স্নিগ্ধ ও শীতল রাখিয়া মনুষ্যদিগের চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিতেছে। চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির সহিত সংস্পৃষ্ট শিরাসমূহের দ্বারা ঐ শ্লেষ্মা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে আগমন করিয়া তাহাদিগের বল বিধান করতঃ নিজ নিজ কার্য্য (দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি) সম্পাদনের সামর্থ্য প্রদান করিতেছে। প্রকৃতিস্থ ঐ শ্লেষ্মা মস্তককে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখায় শিরোগত জ্ঞানসম্পাদক শিবাসমূহ ও মন অব্যাহতপ্রভাবে চিন্তা বিচার জ্ঞান ইত্যাদি যাহার যে কার্য্য তাহা করিতে সমর্থ হইতেছে। উপবাস, রূক্ষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে যদি ঐ শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা ও শৈত্যগুণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মস্তকেরও স্নিগ্ধতা কমিয়া যায় এবং তজ্জন্য জ্ঞানসম্পাদক মনোবহ স্নায়ুসমূহ ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কারণ, এই শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা ও শৈত্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শারীরিক উষ্মা মস্তকে গিয়া মস্তিষ্ক প্রভৃতিকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, কিন্তু ঐ শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইয়া গেলে সে আর ঐ উষ্মাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। উষ্মা স্বভাবতই ঊর্দ্ধগামী, এজন্য সে অবাধে মস্তকে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণ শ্লেষ্মাকে আরও শোষণ করে ও সেজন্য মস্তিষ্ক প্রভৃতি উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্তমস্তিষ্কাদিজনিত নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। আর মস্তিষ্ক ও জ্ঞানবহ স্নায়ুসকল উত্তপ্ত হইলে জ্ঞানসম্পাদক মনও সুস্থ থাকিতে পারে না, কারণ মনের সহিত জ্ঞানবহ স্নায়ুর নিকট সম্বন্ধ আছে। এইরূপে মন অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেই মন সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার সাহায্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলও তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য অর্থাৎ দর্শন স্পর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না; অধিকন্তু নানাবিধ মানসিক বিকৃতিও আসিয়া উপস্থিত হয়। এস্থানে ইহা জানা দরকার যে, অগ্নির উষ্মা যেমন স্বভাবতই ঊর্দ্ধগামী, সেইরূপ পিত্তোষ্মাও ঊর্দ্ধগামী। উহা যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ততক্ষণই তর্পক শ্লেষ্মা ও তাহার বলে বলবান্

মস্তিষ্ক নিজের স্নেহ ও শৈত্যগুণের প্রভাবে পিত্তের ঊর্দ্ধপ্রসারী উষ্মাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়, ঐ উষ্মা দ্বারা মস্তক ও মস্তিষ্ককে সন্তপ্ত হইতে দেয় না। যদি কোন সময়ে পিত্তজন্য অথবা পিত্তাধিক ত্রিদোষজন্য জ্বর উন্মাদ প্রভৃতি রোগে পিত্তের উষ্মা অতিশয় প্রবল হইয়া ও ঊর্দ্ধদেশে আগমন করিয়া মস্তককে আক্রমণ করে, তখন আর স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত তর্পক শ্লেষ্মা অথবা তাহার বলে বলবান্ মস্তিষ্ক নিজ স্নিগ্ধ ও শৈত্য গুণের দ্বারা তাহাকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, কারণ, সে সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ শীত ও উষ্ণ গুণের মধ্যে উষ্ণ গুণেরই প্রাবল্যহেতুক শীতগুণ তাহার নিজকার্য্য সম্পাদন করিতে অর্থাৎ উষ্ণতাকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়। তাহার পরিণামে শিরঃসন্তাপ, (মাথা গরম) মূর্চ্ছা, প্রলাপ, শিরোলোঠন(মাথা চালা) ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

এরূপ অবস্থায় প্রাচ্য চিকিৎসকগণ ঐ প্রবল উষ্মা ও তজ্জন্য উপদ্রবসমূহ শান্তির নিমিত্ত মস্তকে শতধৌত ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, কাঁজি ইত্যাদির পটী ও নানাবিধ পিত্তনাশক শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ঊর্দ্ধগত উষ্মাকে নিম্নে অর্থাৎ স্বস্থানে আনয়নের চেষ্টা করেন। শ্লেষ্মা শীতল পদার্থ, শ্লেষ্মার সমান গুণ বিশিষ্ট শীত-ক্রিয়া দ্বারা মস্তকস্থ তর্পক শ্লেষ্মা ও মস্তিষ্কের শৈত্যগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেই উষ্মাকে দমন করে ও মস্তক হইতে অধোদেশে চালিত করিয়া রোগীকে প্রকৃতিস্থ করে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মস্তকে অনবরত বরফ প্রয়োগ করেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যদি পিত্তের আধিক্য না থাকে, কেবল বায়ুপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বর অথবা উন্মাদাদি রোগে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখিয়া যদি কোন চিকিৎসক বিষাদি উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াও উক্তরূপ শীতক্রিয়া করেন, তাহা হইলে ঐ শীত ক্রিয়ার ফলে বায়ু অথবা কফ অথবা বায়ু ও কফ উভয়ই অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া মূলরোগকে ত বৃদ্ধি করায়ই, তদ্ব্যতীত শিরোদেশে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রদাহ ও মাথার স্তব্ধতা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বাতশ্লৈষ্মিক রোগ উৎপাদন করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উক্ত রোগীকে ক্লেশ দেয় অথবা কখন কখন উহার ফলে মৃত্যুপর্য্যন্তও সজ্ঘটিত হইয়া থাকে, ইহা অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে; অতএব যেস্থানে পিত্তের প্রাবল্য হেতু মস্তিষ্কবিকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়, সেই স্থানেই শীতক্রিয়া বিধেয়; কিন্তু ঐ শীতক্রিয়া ততক্ষণই করিবে, যতক্ষণ না ঐ উষ্মা অধোদিকে নামিতে থাকে, উষ্মা অধোগামী হইলেই শীতক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিবে, তাহা না করিলে অতিরিক্ত

শীতক্রিয়াজন্য পূর্ব্বের ন্যায় বাতশ্লেষ্মজ রোগ উৎপন্ন হইয়া সেই রোগ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অথবা জীবননাশক হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতাবলম্বী চিকিৎসকগণ কিন্তু বাতশ্লেষ্মাধিক সন্নিপাতেও সর্পবিষ-ঘটিত ও অতিশয় তীক্ষ্ণবীর্য্য সূচিকাভরণ রস, অঘোরনৃসিংহ রস, বাড়বানল রস ইত্যাদি পিত্তভাবিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মাথায় জলপটি প্রয়োগ প্রভৃতি শীতক্রিয়া করেন।

মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়সমূহকে তর্পিত করে বলিয়া সন্তর্পণার্থক 'তৃপ' ধাতুর উত্তর ণক প্রত্যয় করিয়া তর্পক এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে 'স্নেহন' এই নামেও অভিহিত করেন। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়সমূহ স্নিগ্ধ থাকে বলিয়া স্নেহনার্থক 'স্নিহ' ধাতুর উত্তর 'অন' প্রত্যয় করিয়া স্নেহন এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মস্তক মস্তিষ্ক ও জ্ঞানসম্পাদক মনোবহশিরা এবং মস্তকাশ্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে স্নিগ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের বলবিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই তর্পক শ্লেষ্মাই ইন্দ্রিয়সমূহের ও মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্থিরতা সম্পাদনের স্তম্ভ-স্বরূপ। শাস্ত্রে উক্তি আছে—এই শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে তর্পিত করে বলিয়া ইহার নাম তর্পক।

আর স্নেহ দান করিয়া তর্পিত করে বলিয়া ইহার নাম স্নেহন। ইন্দ্রিয়-সমূহ যে মস্তককে আশ্রয় করিয়াই আছে এবং প্রাণও যে মস্তকাশ্রিত, শাস্ত্রকার-গণও তাহা বলিয়াছেন,—জীবগণের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহাই মস্তক নামে অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ মস্তককে আশ্রয় করিয়া আছে, আর মস্তিষ্কেরও আধার মস্তক, অতএব মস্তক বা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে তদাশ্রিত সকলেরই কার্য্যকারিতা হ্রাস পায়। আর মস্তক সুস্থ থাকিলে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি মাথার কার্য্যসকল যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥২৮॥

শ্লেষ্মণাপরনাম্নঃ শ্লেষকস্য বিবরণম্।

সর্ব্বসন্ধিষু স্থিতোঽয়ং শ্লেষ্মা স্বকীয়পৈচ্ছিল্য-স্নৈগ্ধ্যাভ্যাং সন্ধীনাং সংযোগং দৃঢ়ীকৃত্য আকুঞ্চন-প্রসারণ-সঞ্চালনাদীনি সন্ধিকর্ম্মাণি যথাযথং সম্পাদয়তি। অক্ষে স্নেহাভ্যক্তে চক্রং যথা সম্যক্ ঘূর্ণতে, এবং সন্ধয়োঽপি

শ্লেষ্মণা সংশ্লিষ্টাঃ যথেচ্ছং ঘূর্ণমানাঃ স্বকার্য্যং সাধয়িতুং প্রভবন্তি। যথা বা রথাকর্ষকস্য "ইঞ্জিন" ইত্যাখ্যযন্ত্র-বিশেষস্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেষু স্নেহবিশেষেণ (তৈলাদিনা) স্নিগ্ধীকৃতেষু যন্ত্রাণি তানি সম্যক কার্য্যক্ষমাণি ভবন্তি, অদত্তস্নেহানি তু তানি নিশ্চলীভূয় রথাকর্ষণে অশক্তানি ভবন্তি, এবং সন্ধয়োঽপি। কারণবশাৎ বিকৃতে তস্মিন্ শ্লেষ্মণি স্নৈগ্ধ্য-পৈচ্ছিল্যগুণক্ষয়াৎ সন্ধয়োঽপি নিশ্চলীভূয় স্বকার্য্যং সাধয়িতুং নার্হন্তি। উক্তঞ্চ—

স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥

অন্যচ্চ—

—অথ মূর্দ্ধনি।
মস্তলুঙ্গকপালান্তশ্চতুর্থী তু কফাশ্রয়া।
তৎস্থঃ কফো দ্রঢ়য়তি সন্ধীনস্থ্নাং শরীরিণাম্॥

এবঞ্চ শ্লেষয়তি সংযোজয়তি সন্ধীন্ ইতি বিগ্রহে আলিঙ্গনার্থক-'শ্লিষ'-ধাতোঃ ণক-প্রত্যয়েন শ্লেষক ইতি, তথা শ্লিষ্যন্তে সংযুজ্যন্তে সন্ধয়োঽনেন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা 'শ্লিষ'-ধাতোরেব মনিন্-প্রত্যয়ে শ্লেষ্মন্ ইতি পদং—সিদ্ধং, ততঃ শ্লেষ্মন্ ইতি শব্দাৎ পরং তদ্ধিতপ্রত্যয়ে শ্লেষ্মণ ইতি পদং নিষ্পন্নম্। সন্ধিসংযোজনমেবাস্য কার্য্যমিতি মন্তব্যং, যদুক্তং—

—সন্ধিসংশ্লেষাৎ শ্লেষকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ।

তথা—

শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ। ইতি ॥২৭॥

শ্লেষক বা শ্লেষ্মণ বা শ্লেষ্মক নামক এই শ্লেষ্মা শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া নিজের পিচ্ছিলতা ও স্নিগ্ধতা দ্বারা সন্ধিসমূহকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত

করিয়া রাখিয়াছে, এবং আকুঞ্চন প্রসারণ ও সঞ্চালনাদি সন্ধির ক্রিয়াসমূহকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করাইতেছে। অক্ষ অর্থাৎ শকটচক্রের (গাড়ীর চাকার) ছিদ্রমধ্যস্থ কাষ্ঠে (গাড়ীর ধুরা) স্নেহ (তৈলাদি) প্রয়োগ করিলে ঐ চক্র (চাকা) যেমন অনায়াসে ঘূর্ণিত হইয়া (ঘুরিয়া) নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করিতে সমর্থ হয়, সন্ধিসমূহও সেইরূপ শ্লেষক শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা ও পিচ্ছিলতা দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া ইচ্ছামত সঞ্চালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে চালনা করিতে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। অথবা শকটের (রেলগাড়ী প্রভৃতির) আকর্ষণকারী ইঞ্জিনে যে সমস্ত যন্ত্র (কলকব্জা) থাকে, তাহাতে স্নেহবিশেষ (তৈল বা চর্ব্বি) প্রদান করিলে ঐ যন্ত্রসমূহ নিয়মিতভাবে নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, স্নেহ না দিলে নিশ্চল হইয়া শকটকে আকর্ষণ করিতে (গাড়ী টানিতে) সমর্থ হয় না, সন্ধিসমূহও সেইরূপ শ্লেষক শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা ও পিচ্ছিলতা দ্বারা চালিত হইয়া নিজকার্য্য করিতে সমর্থ হয় ; কোন কারণে ঐ শ্লেষ্মা বিকৃত হইলে অর্থাৎ স্নিগ্ধতা ও পিচ্ছিলতা গুণের হ্রাস হইলে আর তাহাকে ইচ্ছামত চালনা করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া যায় ও নিজকার্য্য করিতেও সমর্থ হয় না। শাস্ত্রে উক্তি আছে—অক্ষ অর্থাৎ শকটচক্রের ছিদ্রমধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠবিশেষে (গাড়ীর ধুরা) স্নেহ প্রয়োগ করিলে চক্র যেমন সহজভাবে ঘুরিতে সমর্থ হয়, সন্ধিসমূহও সেইরূপ শ্লেষ্মা দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া সম্যক্‌ভাবে নিজ কার্য্যে নিরত থাকে। আরও বলা হইয়াছে—চতুর্থী কলা অর্থাৎ শ্লেষ্মধরা কলায় অবস্থিত শ্লেষক নামক শ্লেষ্মা মস্তিষ্কের আবরক অস্থির মধ্যে এবং সমস্ত অস্থির সন্ধিসমূহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধিসমূহকে শ্লিষ্ট অর্থাৎ সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আলিঙ্গনার্থক শ্লিষ-ধাতুর ণক প্রত্যয় করিয়া শ্লেষক ও সন্ধিসমূহ ইহা দ্বারা সংযুক্ত হইয়া আছে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্লিষ ধাতুর উত্তর মণিন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মন্ পদ সিদ্ধ করিয়া শ্লেষ্মন্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মণ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সন্ধিসংযোজনই ইহার কার্য্য। শাস্ত্রেও আছে, সন্ধিসমূহে যে শ্লেষ্মা অবস্থিত, সেই শ্লেষ্মা সন্ধিসমূহকে সংযুক্ত করিয়া রাখায় উহার নাম শ্লেষক। আর সন্ধিসমূহের সংযোগ সম্পাদন করিতেছে বলিয়া উহার নাম শ্লেষ্মণ ॥২৯॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রকৃতিস্থস্য শ্লেষ্মণঃ কর্ম্ম।

স্থানকর্ম্মভেদভিন্নং শ্লেষ্মপঞ্চকং বিবৃত্য ইদানীং প্রকৃতিস্থস্য শ্লেষ্মণঃ সামান্যতঃ কর্ম্মাণি প্রদর্শ্যন্তে—

দেহস্য স্নিগ্ধতাসম্পাদনং, ব্রণরোপণং, দেহস্য পূর্ণতাসম্পাদনং, বলবিধানং, ত্রিকসন্ধের্দৃঢ়তাসম্পাদনং, পুষ্টিবিধানং, কর্ম্মণি উৎসাহঃ, স্ত্রীষু শক্তিঃ, দার্ঢ্যম্, বৃষতা, জ্ঞানং, বুদ্ধিঃ, সন্ধিসংশ্লেষণং, পূরণং, স্থৈর্য্যঞ্চেত্যাদীনি প্রকৃতিস্থস্য শ্লেষ্মণঃ কর্ম্মাণীতি ॥১॥

স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার বিষয় বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মার সামান্য কর্ম্মসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। দেহের স্নিগ্ধতা ও পূর্ণতা সম্পাদন, ব্রণপূরণ, বলজনন, ত্রিকসন্ধির দৃঢ়তাসম্পাদন, পুষ্টিসম্পাদন, কার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধন, স্ত্রীসম্ভোগে সামর্থ্য, বিশুদ্ধজ্ঞান, বুদ্ধি, সন্ধিসমূহের সংযোজন, প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা এই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে॥১॥

কিঞ্চ—

ক্ষমাগুণোঽপি অবিকৃতশ্লেষ্মণ এব কর্ম্ম, যদুক্তং—

শ্লেষ্মা স্থিরত্ব-স্নিগ্ধত্ব-সন্ধিবন্ধ-ক্ষমাদিভিঃ ॥২॥

ক্ষমাগুণও অবিকৃত শ্লেষ্মারই কার্য্যবিশেষ। শাস্ত্রান্তরে উক্তি আছে, অবিকৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা দেহের দৃঢ়তা, স্নিগ্ধতা, সন্ধিসমূহের বন্ধন ও ক্ষমাগুণের বৃদ্ধি সম্পাদন (শ্লেষ্ম প্রকৃতি ব্যক্তি ক্ষমাশীল হয় ইহাই এ বাক্যের তাৎপর্য্য) করে ॥২॥

ইদানীং শ্লেষ্মপ্রকৃতের্লক্ষণানি প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

শ্লেষ্মণঃ স্নেহগুণেন শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ঃ স্নিগ্ধাঙ্গাঃ, শ্লক্ষ্ণত্বাৎ শ্লক্ষ্ণাঙ্গাঃ, মৃদুত্বাৎ দৃষ্টিসুখসুকুমারাবদাতগাত্রাঃ, মাধুর্য্যাৎ প্রভূতশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ, সারত্বাৎ সারসংহত-স্থিরশরীরাঃ, সান্দ্রত্বাদুপচিতপরিপূর্ণসর্ব্বগাত্রাঃ, মন্দত্বাৎ মন্দচেষ্টাহারব্যাহারাঃ, স্তৈমিত্যাদশীঘ্রারম্ভাল্পক্ষোভবিকারাঃ, গুরুত্বাৎ সারাধিষ্ঠিতাবস্থিতগতয়ঃ, শৈত্যাদল্পক্ষুত্তৃষ্ণা-সন্তাপস্বেদদোষাঃ, বিজ্জলত্বাৎ সুশ্লিষ্টসারসন্ধিবন্ধনাঃ, অচ্ছত্বাৎ প্রসন্নদর্শনাননাঃ প্রসন্নবর্ণস্বরাশ্চ। তে এবং-গুণযোগাৎ বলবন্তঃ, বসুমন্তঃ, বিদ্যাবন্তঃ, ওজস্বিনঃ, আয়ুষ্মন্তশ্চ ভবন্তি।

কিঞ্চ—

শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মলস্তেন সৌম্যো গূঢ়স্নিগ্ধশ্লিষ্টসন্ধ্যস্থিমাংসঃ।
ক্ষুত্তৃড়্‌দুঃখক্লেশঘর্ম্মৈরতপ্তঃ বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সাত্ত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ॥
প্রিয়ঙ্গুদূর্ব্বাশরকাণ্ডশস্ত্র-গোরোচনাপদ্মসুবর্ণবর্ণঃ।
প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষা মহাললাটো ঘননীলকেশঃ॥
মৃদ্বঙ্গঃ সমসুবিভক্তচারুবর্ষ্মা বহ্বোজোরতিরসশুক্রপুত্রভৃত্যঃ।
ধর্ম্মাত্মা বদতি ন নিষ্ঠুরঞ্চ জাতু প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্‌॥
সমদদ্বিরদেন্দ্রতুল্যযাতো জলদাম্ভোধিমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
স্মৃতিমানভিযোগবান্‌ বিনীতো ন চ বাল্যেঽপ্যতিরোদনো ন লোলঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণরূক্ষমল্পং স ভুঙ্‌ক্তে বলবাংস্তথাঽপি।
রক্তান্তসুস্নিগ্ধবিশালদীর্ঘসুব্যক্তশুক্লাসিতপক্ষ্মলাক্ষঃ॥
অল্পব্যাহারক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ প্রাজ্যায়ুর্বিত্তো দীর্ঘদর্শী বদান্যঃ।
শ্রাদ্ধো গম্ভীরঃ স্থূললক্ষ্যঃ ক্ষমাবান্‌ আর্য্যো নিদ্রালুর্দীর্ঘসূত্রঃ কৃতজ্ঞঃ॥

ঋজুর্বিপশ্চিৎ সুভগঃ সলজ্জো ভক্তো গুরূণাং স্থিরসৌহৃদশ্চ।
স্বপ্নে সপদ্মান্ সবিহঙ্গমালাংস্তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ॥

ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণতার্ক্ষ্যহংসগজাধিপৈঃ।
শ্লেষ্মপ্রকৃতয়স্তুল্যাস্তথা সিংহাশ্বগোবৃষৈঃ॥৩॥

সম্প্রতি শ্লেষ্মপ্রকৃতির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে। শ্লেষ্মার যে স্নিগ্ধগুণ আছে, সেই গুণের দ্বারা ঐ প্রকৃতি ব্যক্তির অঙ্গসমূহ স্নিগ্ধ হয়। শ্লক্ষ্ণ গুণের দ্বারা অঙ্গসমূহ শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ চিক্কণ, মৃদুগুণের দ্বারা অঙ্গসমূহ দৃষ্টিসুখকর অর্থাৎ মনোহর সুকোমল ও নির্ম্মল, মাধুর্য্যগুণের প্রভাবে প্রভূত শুক্র, সন্তান ও রতিশক্তি-সম্পন্ন হয়। সারগুণের প্রভাবে শরীর সংহত দৃঢ় ও সারবান্ হয়। সান্দ্রগুণের প্রভাবে সমস্ত শরীর পরিপুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। মন্দগুণের দ্বারা অল্পভোজী, অল্পভাষী ও মন্দচেষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী হয়। স্তৈমিত্য গুণের দ্বারা অশীঘ্রারম্ভ (হঠাৎ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না পারা) অল্পক্ষোভ (চিত্তের ক্ষুব্ধতা খুব কম) ও অল্প বিকার (মানসিক বিকারের অল্পতা) হয়। গুরুত্ব গুণের প্রভাবে গমনকালে তাহার পদস্খলন হয় না, ভূমিতে পরিপূর্ণভাবে পদনিক্ষেপকারী ও স্থিরগতি হয়। শৈত্যগুণের প্রভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা সন্তাপ ও ঘর্ম্ম অল্পপরিমাণে হয়। বিজ্জল অর্থাৎ পিচ্ছিল গুণের প্রভাবে সন্ধিস্থলসমূহ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। অচ্ছগুণের দ্বারা চক্ষুঃ মুখ বর্ণ ও স্বর বেশ প্রসন্ন হয়। এই সমস্ত গুণ থাকায় শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি বলবান্, ধনবান্, বিদ্বান্, ওজস্বী ও দীর্ঘায়ু হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণ তন্ত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। শ্লেষ্মা সোম অর্থাৎ জলীয় ধাতুবিশেষ, এজন্য শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি সৌম্যাকৃতি হয়। সন্ধিস্থলের অস্থিসমূহ নিগূঢ় হয় অর্থাৎ হাড় বাহির হইয়া থাকে না ও অস্থির সহিত মাংসসমূহ বেশ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে ও মাংসসমূহ সুস্নিগ্ধ হয়। কোনরূপ দুঃখ বা ক্লেশ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। বুদ্ধিমান্, সাত্ত্বিক ও সত্যপরায়ণ হয়। দেহের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, শস্ত্র, গোরোচনা, পদ্ম অথবা সুবর্ণের ন্যায় হয়। আজানুলম্বিত বাহু, বিস্তৃত ও সুপুষ্ট বক্ষ, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট হয়। কেশ ঘন ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। অঙ্গসমূহ সুকোমল হয়, সুগঠিত দেহ হয়। বহু লোকের প্রতিপালক হয়। ধার্ম্মিক ও মধুরভাষী হয়। কাহাকেও কখনও কর্কশ বাক্য বলিতে পারে না। কাহারও সহিত শত্রুতা হইলে চিরজীবনেও সে ভাব দূর হয় না, কিন্তু তাহা কাহারও নিকট প্রকাশও করে না,

নিজের মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গম্ভীরগতিবিশিষ্ট হয়। তাহার কণ্ঠস্বর মেঘনির্ঘোষ অথবা সমুদ্রের গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর অথবা মৃদঙ্গধ্বনি অথবা সিংহগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর। স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হয়। বিনয়ী ও নির্লোভ হয়। শৈশবকালেও বেশী ক্রন্দনশীল হয় না। তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ, রূক্ষদ্রব্য ও অল্পপরিমিত ভোজন করে, কিন্তু তাহাতেও সে বেশ বলবান্ হয়। তাহার চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, স্নিগ্ধ, আয়ত, চক্ষুর মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ ও সুকৃষ্ণপক্ষ্ম-বিশিষ্ট হয়। ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। দূরদর্শী, দাতা, উদারচিত্ত, শ্রদ্ধালু, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, সুসভ্য, নিদ্রালু, কৃতজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি, সুদর্শন, স্ত্রীপ্রিয়, সলজ্জ, ও গুরুভক্তিপরায়ণ হয়। তাহার বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়। স্বপ্নে দেখে, জলাশয়সমূহে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ও নানা জাতীয় জলচর পক্ষী তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে মেঘ হইয়াছে ইহাও স্বপ্নে দেখে। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, গরুড়, হংস, হস্তী, সিংহ, অশ্ব, গো, বৃষ ইত্যাদির ন্যায় লোকপালক, গম্ভীরপ্রকৃতি, দাতা, বিক্রমী ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হয় ॥৩॥

কিঞ্চ—

অন্যান্যপি লক্ষণানি কানিচিৎ প্রদর্শ্যন্তে, তদ্‌যথা—

দূর্ব্বেন্দীবরনিস্ত্রিংশার্দ্রারিষ্টশরকাণ্ডানামন্যতমবর্ণঃ, সুভগঃ, প্রিয়দর্শনঃ, মধুরপ্রিয়ঃ, কৃতজ্ঞঃ, ধৃতিমান্, সহিষ্ণুঃ, অলোলুপঃ, বলবান্, চিরগ্রাহী, দৃঢ়বৈরশ্চ ভবতি।

শুক্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
সুপ্তঃ সন্ সকমলহংসচক্রবাকান্ সংপশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্
রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ।
ক্লেশক্ষমো মানয়িতা গুরূণাং জ্ঞেয়ো বলাসপ্রকৃতির্মনুষ্যঃ ॥
দৃঢ়শাস্ত্রমতিঃ স্থিরমিত্রধনঃ পরিগণ্য চিরাৎ প্রদদাতি বহু।
পরিনিশ্চিতবাক্যপদঃ সততং গুরুমানকরশ্চ ভবেৎ স সদা ॥৪॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির শরীরের বর্ণ দূর্ব্বা, নীলোৎপল, খড়্গ, কাঁচা রীঠাফল অথবা শরকাণ্ডের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ হয়। স্ত্রীপ্রিয়, প্রিয়দর্শন, মধুরপ্রিয়, কৃতজ্ঞ,

ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু, নির্লোভ, বলবান্, চিরগ্রাহী, (অর্থাৎ মনের মধ্যে যে বস্তুটি একবার ধারণা করে, তাহা একেবারে দৃঢ় হইয়া থাকে) ও দৃঢ়বৈর (যাহার সহিত একবার শক্রতা হয়, জীবনসত্ত্বে সে শক্রতার অবসান হয় না)। চক্ষুর মধ্যদেশ শুভ্র, কেশসমূহ স্থির কুঞ্চিত ও অতিশয় কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তি সম্পত্তিশালী হয়। নিদ্রাবস্থায় পদ্ম হংস ও চক্রবাক-বিশিষ্ট রমণীয় জলাশয় সমূহ দেখে। চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়, সুগঠিত দেহ, স্নিগ্ধকান্তি, সত্ত্বপ্রকৃতি, ক্লেশসহ ও গুরুজনের সম্মানকারী হয়। শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস সম্পন্ন হয়, যাহার সহিত একবার মিত্রতা হয় তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না, ধনসম্পত্তিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ মিতব্যয়ী হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কাহাকেও কিছু দান করে না, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যদি বুঝে সে দানের উপযুক্ত পাত্র, তাহা হইলে বহুধন দান করে। মিথ্যা বা অফলবাদী হয় না, যাহাকে যে কথা দেয় তাহা দৃঢ়ভাবে পালন করে, গুরুজনের অসম্মতিতে কোন কার্য্য করে না ॥৪॥

কিঞ্চ—

গম্ভীরবুদ্ধিঃ স্থূলাঙ্গঃ স্নিগ্ধকেশো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ ॥৫॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি গম্ভীরবুদ্ধি, স্থূলাঙ্গ ও বলবান্ হয়। তাহার কেশসমূহ সুস্নিগ্ধ হয়। স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পদ্ম-হংসাদি-সংযুক্ত জলাশয় দেখে, এস্থানে বলিতেছেন পদ্মাদিবিহীন জলাশয়ও দেখে ॥৫॥

অথ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়পূর্ব্বকপ্রকোপস্য নিদানম্।

ইদানীং যথা শ্লেষ্মা সঞ্চিতঃ সন্ প্রকুপিতো ভবতি, তৎ প্রদর্শ্যতে, বর্ষাসু যা ওষধয়স্তরুণ্য আসন্, তা এব ওষধয়ঃ কালপরিণামাৎ পরিণতবীর্য্যা বলবত্যো ভবন্তি হেমন্তে, আপশ্চ প্রসন্নাঃ স্নিগ্ধাশ্চাত্যর্থং গুর্ব্ব্যঃ, তা উপযুজ্যমানা মন্দকিরণত্বাৎ ভানোঃ সতুষারপবনোপস্তম্ভিতদেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্নেহাৎ শৈত্যাৎ গৌরবাৎ উপলেপাচ্চ শ্লেষ্মসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি। স সঞ্চয়ো বসন্তে অর্করশ্মিপ্রবিলায়িতঃ ঈষৎস্তব্ধদেহানাং দেহিনাং শ্লৈষ্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। এতাবেব আর্ত্তবসঞ্চয়-প্রকোপৌ ॥৬॥

সম্প্রতি সঞ্চয়পূর্ব্বক শ্লেষ্মার প্রকোপের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। বর্ষাকালে উৎপন্ন যে সমস্ত ওষধি অর্থাৎ খাদ্যশস্য তরুণাবস্থায় ছিল, কালপরিণামে সেই সমস্ত ওষধি দ্রব্যই পরিণত হইয়া হেমন্তকালে পূর্ণবীর্য্যসম্পন্ন হয়। এই সময়ে জল সমূহও নির্ম্মল স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গুরুপাক হয়। সেই পূর্ণবীর্য্য খাদ্য শস্যসমূহ ও গুরুপাক জল যাহা সেবন করা যায়, তাহা অবিদগ্ধ অর্থাৎ মাধুর্য্য ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে তুষারসংস্পৃষ্ট বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ঐ বায়ু দ্বারা মানবগণের দেহ উপস্তম্ভিত হয় অর্থাৎ শৈত্যবশতঃ শ্লেষ্মা গাঢ় হওয়ায় দেহে একটা জড়তা আসে। আর পীত জলও সেই সময়ে স্নিগ্ধ ও গুরুপাক ইত্যাদি হওয়ায় সেই জলের স্নেহ, শৈত্য, গুরুত্ব ও উপলিপ্ততাবশতঃ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। হেমন্তকালে যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, বসন্তকালে সেই গাঢ় শ্লেষ্মা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বিলীন হইয়া সর্ব্বদেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কারণ, সূর্য্যের তেজ তখন অপেক্ষাকৃত প্রখর হওয়ায় দেহের স্তব্ধতাও অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়, সেইজন্য বিলীন শ্লেষ্মা অবাধে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মজন্য রোগ উৎপাদন করে। ঋতুর স্বভাবেই এই সঞ্চয় ও প্রকোপ হয় ॥৬॥

কিঞ্চ—

চীয়তে স্নিগ্ধশীতাভিরুদকৌষধিভিঃ কফঃ।
তুল্যেঽপি দেহে কালে চ স্কন্নত্বাৎ ন প্রকুপ্যতি ॥৭॥

শিশিরকালে স্নিগ্ধ ও শীতগুণবিশিষ্ট জল ও ওষধিসমূহ ব্যবহার করিলে কফ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। কাল ও দেহের তুল্যতা থাকিলেও স্কন্নতা অর্থাৎ শৈত্যজন্য গাঢ়তাবশতঃ কুপিত হইতে পারে না ॥৭॥

শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়প্রকোপয়োঃ কারণান্তরম্।

শীতেন যুক্তাঃ স্নিগ্ধাদ্যাঃ কুর্ব্বতে শ্লেষ্মণশ্চয়ম্।
উষ্ণেন কোপম্— ॥৮॥

শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা সান্দ্রতা ও পিচ্ছিলত্বাদি গুণসমূহ যদি অতিরিক্ত শীতগুণের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়, আর ঐ স্নিগ্ধতাদি গুণসমূহ যদি অতিরিক্ত উষ্ণগুণের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয় ॥৮॥

ঋতুস্বভাবজশ্লেষ্মপ্রকোপমুক্ত্বা ইদানীং তৎপ্রকোপস্য কারণান্তরং প্রদর্শয়তি।

শ্লেষ্মপ্রকোপস্য নিদানান্তরম্।

দিবানিদ্রাঽব্যায়ামালস্যমধুরাম্ললবণশীতস্নিগ্ধ-গুরু-পিচ্ছিলাভিষ্যন্দি-হায়নক-যবক-নৈষধেৎকট-মাষ—মহামাষ—গোধূম-তিল-পিষ্টবিকৃতি-দধি-দুগ্ধ-কৃশরা-পায়সেক্ষুবিকারা-নূপৌদকমাংস-বসা-বিস-মৃণাল-কশেরুক-শৃঙ্গাটক—মধুর—বল্লীফল-সমশনাধ্যশনপ্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকুপিতো ভবতি।

কিঞ্চ—

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ।
পূর্ব্বাহ্ণে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি ॥৯॥

ঋতুর স্বভাবানুসারে যে প্রকারে শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপ হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি যে সমস্ত আহারাচারাদিদোষে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। দিবানিদ্রা, কোনরূপ ব্যায়াম বা পরিশ্রম না করা, আলস্য, অতিরিক্ত মধুর অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, শীতবীর্য্য গুরুপাক স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ও অভিষ্যন্দকর দ্রব্য সেবন, হায়নক, যবক, নৈষধ, (এই তিনটিই ধান্যবিশেষ) ইৎকট, (খাগ্ড়া) মাষকলায়, মহামাষ (মাষকলায় ভেদ), গম, তিল, বিবিধ জাতীয় পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (তিল তণ্ডুল ও মাষকলায় সংযোগে কৃত যবাগূবিশেষ, বা একপ্রকার খিচুড়ী), পায়স, গুড়, শর্করা ইত্যাদি ইক্ষুজাত খাদ্য-বিশেষ, বরাহ মহিষাদি আনূপ ও মৎস্য কূর্ম্মাদি ঔদক মাংস, বসা (চর্ব্বি), বিস (পদ্মকন্দনির্গত শুভ্রতন্তুবিশেষ), মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা), কেশুর, পানিফল, তাল নারিকেলাদি মধুর ফল ও কুষ্মাণ্ড, অলাবু প্রভৃতি বল্লীফল, সমশন (পথ্য ও অপথ্য দ্রব্য একত্রে ভোজন), অধ্যশন (পূর্ব্বদিনের আহার ভালরূপ পরিপাক না হইতেই পুনরায় আহার), শীতকালে, শীতল দ্রব্য সেবন ও শীত ক্রিয়া, পূর্ব্বাহ্ণে, প্রদোষে (সন্ধ্যাকালে) ও আহারের পরক্ষণেই শ্লেষ্মা কুপিত হয়, আর ঐ প্রকোপ বসন্তকালে বিশেষরূপে হয় ॥৯॥

শ্লেষ্মপ্রকোপে প্রকারান্তরম্।

মধুরস্নিগ্ধশীতাদিভোজ্যৈর্দিবসনিদ্রয়া।
মন্দেঽগ্নৌ চ প্রভাতে চ ভুক্তমাত্রে তথাঽশ্রমাৎ ॥
শ্লেষ্মা প্রকোপং যাত্যেভিঃ— ॥১০॥

মধুর স্নিগ্ধ ও শীতগুণবিশিষ্টাদি দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, প্রাতঃকাল, আহারের পরক্ষণেই, কোনরূপ শ্রম না করা ইত্যাদি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ॥১০॥

শ্লেষ্মপ্রকোপে কারণান্তরম্।

গুরুপটুমধুরাম্লস্নিগ্ধমাষৈস্তিলৈশ্চ দ্রবদধিদিননিদ্রা-
শীতনিশ্চেষ্টতাভিঃ।
প্রথমদিবসভাগে রাত্রিভাগেঽপি চাদ্যে ভবতি হি
কফকোপো ভুক্তমাত্রে বসন্তে ॥১১॥

গুরুপাক দ্রব্য, লবণ মধুর ও অম্লরস এবং স্নিগ্ধদ্রব্য আহার, মাষকলায়, তিল, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবা-নিদ্রা, শীতলদ্রব্য ভোজন ও শীতক্রিয়া, শ্রমবিমুখতা, দিবসের ও রাত্রির প্রথম ভাগ, আহারের পরক্ষণেই ও বসন্তকালে, এই সমস্ত আহারে, এই এই সময়ে ও এই এই ব্যবহারে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ॥১১॥

শ্লেষ্মপ্রকোপে কারণান্তরম্।

গুরুমধুররসাতিস্নিগ্ধদুগ্ধেক্ষুভক্ষ্যদ্রবদধিদিননিদ্রাঽপূপ-
সর্পিঃপ্রপূরৈঃ।
তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ প্রভবতি
দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে ॥১২॥

গুরুপাক দ্রব্য, অতিরিক্ত মধুর রসবিশিষ্ট ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধ, ইক্ষু হইতে প্রস্তুত গুড় প্রভৃতি খাদ্য, অতিরিক্ত দ্রব পদার্থ, দধি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক, ঘৃতপূর, শিশির ও বসন্তকালে, প্রাতঃকালে ও আহারের পরক্ষণেই শ্লেষ্মা কুপিত হয় ॥১২॥

প্রকোপণান্যুক্ত্বা শ্লেষ্মণি সঞ্চিতে যানি লক্ষণানি জায়ন্তে, তানি প্রদর্শ্যন্তে।

সঞ্চিতশ্লেষ্মণো লক্ষণম্।

শ্লেষ্মণি সঞ্চিতে গৌরবমালস্যং চয়কারণবিদ্বেষশ্চেতি লক্ষণানি জায়ন্তে ॥১৩॥

শ্লেষ্মা দেহে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিলে দেহের গুরুত্ব অর্থাৎ শরীর ভারবোধ, আলস্য ও শীত স্নিগ্ধ ইত্যাদি যে যে কারণে সঞ্চয় হইতেছে, সেই সেই কারণের প্রতি বিদ্বেষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৩॥

কিঞ্চ, ন কেবলং চয়কারণবিদ্বেষ এব, পরন্তু শ্লেষ্মগুণবিপরীতগুণেচ্ছাঽপি উৎপদ্যতে—

তথা চ—

সঞ্চিতশ্লেষ্মণো লক্ষণান্তরম্।

চয়ো বৃদ্ধিঃ স্বধাম্ন্যেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধিহেতুষু।
বিপরীতগুণেচ্ছা চ— ॥১৪॥

দোষসমূহের স্বস্থানেই যে বৃদ্ধি তাহার নাম সঞ্চয়। দোষ সঞ্চিত হইলে, যে কারণে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই কারণের প্রতি বিদ্বেষ ও রূক্ষোষ্ণাদি শ্লেষ্মার বিরোধি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ জন্মে ॥১৪॥

শ্লেষ্মণি প্রকুপিতে লক্ষণানি প্রদর্শ্যন্তে—

প্রকুপিতশ্লেষ্মণো লক্ষণম্।

শরীরশৈথিল্যং, কার্শ্যম্, আলস্যং, ক্লীবতা, অজ্ঞানং, মোহঃ, শ্বৈত্যং, শৈত্যং, কণ্ডূঃ, স্থৈর্য্যং, গৌরবং, স্নেহঃ, স্তম্ভঃ, সুপ্তিঃ, ক্লেদঃ, উপদেহঃ, বন্ধঃ, মাধুর্য্যং, চিরকারিত্বং, মসৃণত্বম্, অন্নদ্বেষঃ, হৃদয়োৎক্লেদঃ, অবিপাকঃ, অঙ্গসাদঃ, ছর্দ্দিঃ, তন্দ্রা, নিদ্রা, সন্ধ্যস্থিবিশ্লেষশ্চেতি ॥১৫॥

শ্লেষ্মা কুপিত হইলে শরীরের শিথিলতা ও কৃশতা, আলস্য, ক্লীবতা, অজ্ঞানতা, মোহ, মুখ চক্ষু মল ও মূত্র প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা, দেহের শৈত্য, কণ্ডূ (চুলকানি), স্থৈর্য্য অর্থাৎ কাঠিন্য, শরীর ভারবোধ হওয়া, দেহে স্নিগ্ধতার আধিক্য, জড়তা, সুপ্তি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, ক্লেদাধিক্য, মুখের লিপ্ততা (চট্‌চটে ভাব), বন্ধ অর্থাৎ মলবদ্ধতা, মুখের মাধুর্য্য, চিরকারিতা অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রিতা, অথবা শ্লেষ্মজন্য রোগ ধীরে ধীরে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয়, দেহের মসৃণতা, আহারে অনিচ্ছা, উৎক্লেদ অর্থাৎ বমনভাব, পরিপাকশক্তির অল্পতা, অঙ্গের অবসাদ, বমন,

তন্দ্রাভাব, নিদ্রাধিক্য ও সন্ধিস্থানে অবস্থিত অস্থিসমূহের বিশ্লেষ অর্থাৎ শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার চাপে অস্থির সংযোগ শিথিল হইয়া যাওয়া, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৫॥

প্রকুপিতশ্লেষ্মণো লক্ষণান্তরম্।

বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মাঽগ্নিসদনপ্রসেকালস্যগৌরবম্।
শ্বৈত্য-শৈত্য-শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসকাসাতিনিদ্রতা ॥১৬॥

শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য, প্রসেক অর্থাৎ মুখ দিয়া জল উঠা, নাক দিয়া জল পড়া, আলস্য, দেহের গুরুত্ব, মুখ চক্ষু প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা, দেহের শীতলতা, অঙ্গশৈথিল্য, কাস, শ্বাস ও নিদ্রাধিক্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৬॥

প্রকুপিতশ্লেষ্মণো লক্ষণান্তরম্।

তৃপ্তিস্তন্দ্রা গুরুতা স্তৈমিত্যং কঠিনতা মলাধিক্যম্।
স্নেহাপক্ত্যুপলেপাঃ শৈত্যং কণ্ডূঃ প্রসেকশ্চ ॥
চিরকর্তৃত্বং শোথো নিদ্রাধিক্যং রসৌ পটুস্বাদূ।
বর্ণঃ শ্বেতোঽলসতা কর্ম্মাণি কফস্য জানীয়াৎ ॥১৭॥

তৃপ্তি অর্থাৎ উদর পূর্ণ থাকিলে যেমন আর আহারে ইচ্ছা থাকে না, কিছু না খাইলেও সেইরূপ বোধ হওয়া, তন্দ্রা, শরীরের গুরুত্ব, স্তৈমিত্য অর্থাৎ ভিজা কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাখিলে যে ভাব হয়, সেইরূপ বোধ হওয়া, দেহের কাঠিন্য, মলাধিক্য, দেহের স্নিগ্ধভাবের আধিক্য অর্থাৎ তৈলাদি মর্দ্দন না করিলেও দেহের চাকচিক্য, অপরিপাক, মুখ চক্ষু ইত্যাদির উপলেপ অর্থাৎ লিপ্ততা বা চট্‌চটে ভাব, দেহের শীতলতা, কণ্ডূ, নাক মুখ দিয়া জল পড়া, চিরকারিতা অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কোন কায সত্বর করিতে পারে না অথবা শ্লেষ্ম জন্য রোগের হ্রাসই হউক বা বৃদ্ধিই হউক, ধীরে ধীরে হয়, শোথ, নিদ্রাধিক্য ও আলস্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মার রস লবণ ও মধুর, শ্লেষ্মজন্য রোগেও মুখের আস্বাদ লবণ অথবা মধুর হয়। শ্লেষ্মার বর্ণ শ্বেত, এ জন্য এই রোগে মুখ চোখ প্রভৃতি শ্বেতবর্ণ হয় ॥১৭॥

কিঞ্চ—

মলমূত্রাদীনাং শ্বেতত্বমপি শ্লেষ্মণি বৃদ্ধে সঞ্জায়তে, তথা চোক্তং—

প্রকুপিতশ্লেষ্মণো লক্ষণান্তরম্।

বিড়াদিশৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা।
সন্ধিশৈথিল্যমুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে ॥১৮॥

শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পুরীষ মূত্র চক্ষু মুখ নখ ইত্যাদি শুক্লবর্ণ হয়, শরীর খুব শীতল হয়, দেহের গুরুত্ব, অতিরিক্ত নিদ্রা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, বমনভাব, মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥১৮॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রকুপিত শ্লেষ্মণঃ লক্ষণান্যুক্ত্বা শ্লেষ্মজানাং বিংশতি-রোগাণাং নামানি প্রদর্শ্যন্তে, তথা চ—

শ্লেষ্মজরোগাণাং নামানি।

তৃপ্তিঃ, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্যং, স্তৈমিত্যং, গুরুগাত্রতা, আলস্যং, মুখমাধুর্য্যং, মুখস্রাবঃ, শ্লেষ্মোদ্গিরণং, মলাধিক্যং, বলাসকঃ, হৃদয়োপলেপঃ, কণ্ঠোপলেপঃ, ধমনীপ্রতিচয়ঃ, গলগণ্ডঃ, অতিস্থৌল্যং, শীতাগ্নিতা, উদর্দ্দঃ, শ্বেতাবভাসতা, শ্বেতমূত্রনেত্রবর্চ্চস্ত্বঞ্চেতি ॥১॥

প্রকুপিত শ্লেষ্মা নিম্নলিখিতরূপ বিংশপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। তৃপ্তি, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য, স্তৈমিত্য, দেহের গুরুত্ব, আলস্য, মুখের মিষ্টতা, মুখ দিয়া জল উঠা অথবা লালাস্রাব, শ্লেষ্মবমন, মলাধিক্য, বলাসক অর্থাৎ বলহ্রাস, হৃদয়োপলেপ অর্থাৎ বুকে চাপ ধরিয়া থাকা, কণ্ঠোপলেপ (গলার মধ্যে শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকা), ধমনীপ্রতিচয় অর্থাৎ ধমনীসমূহের কফলিপ্ততা, গলগণ্ড, অতিরিক্ত স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, উদর্দ্দ, সর্ব্বদেহের শ্বেতাভতা, বিশেষ করিয়া মূত্র পুরীষ ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যদিও ইহা ছাড়াও কফজন্য অসংখ্য রোগ আছে, কিন্তু এইগুলিই সচরাচর হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কেবল ইহাদেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন ॥১॥

কিঞ্চ, অন্যেঽপি কেচিৎ শ্লেষ্মজা রোগাঃ তন্ত্রান্তরোক্তাঃ প্রদর্শ্যন্তে, তথা চ—

শ্লেষ্মজরোগাণাং নামানি

কফস্য বিংশতিঃ প্রোক্তা রোগাস্তন্দ্রাঽতিনিদ্রতা।
গৌরবং মুখমাধুর্য্যং মুখলেপঃ প্রসেকতা॥
শ্বেতাবলোকনং শ্বেতবিট্কত্বং শ্বেতমূত্রতা।
শ্বেতাঙ্গবর্ণতা শৈত্যমুষ্ণেচ্ছা তিক্তকামিতা॥
মলাধিক্যঞ্চ শুক্রস্য বাহুল্যং বহুমূত্রতা।
আলস্যং মন্দবুদ্ধিত্বং তৃপ্তির্ঘর্ঘরবাক্যতা॥
অচৈতন্যঞ্চ গদিতা বিংশতিঃ শ্লেষ্মজা গদাঃ॥২॥

তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য, দেহের ও মস্তকের গুরুত্ব, মুখের মিষ্টতা, মুখের মধ্যে শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ততা, অতিশয় লালানিঃসরণ, চক্ষুর শ্বেতবর্ণতা, দৃশ্য পদার্থমাত্রই শ্বেতবর্ণ দর্শন করা, শ্বেতবর্ণ মল ও শ্বেতবর্ণ মূত্রনির্গম, অঙ্গের শ্বেতবর্ণতা, দেহের শীতলতা, উষ্ণদ্রব্য ব্যবহারে অভিলাষ, তিক্ত ও কটু দ্রব্য ভোজনেচ্ছা, মলাধিক্য, শুক্রবাহুল্য, বহুমূত্রতা, আলস্য, বুদ্ধির অল্পতা, তৃপ্তি, ঘর্ঘরবাক্যতা অর্থাৎ কথা বলিবার সময় গলার মধ্যে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয় ও চেতনাভাব, এই যে কুড়িপ্রকার রোগের নাম লিখিত হইল, ইহারা কফ হইতে উৎপন্ন হয়॥২॥

ইদানীং সামস্য শ্লেষ্মণো লক্ষণং প্রদর্শ্যতে—

সামশ্লেষ্মলক্ষণম্।

আবিলস্তন্তুলঃস্ত্যানঃ কণ্ঠদেশেঽবতিষ্ঠতে।
সামো বলাসো দুর্গন্ধঃ ক্ষুদুদ্গারবিঘাতকৃৎ॥৩॥

সাম কফ আবিল (ঘোলা ঘোলা) তন্তুল (তারের ন্যায়, মাটী হইতে হাতে করিয়া তুলিলে সরু সুতার মত একটা সংযোগ থাকিয়া যায়) স্ত্যান, (ঘন) কণ্ঠদেশে জড়াইয়া থাকে, দুর্গন্ধ, ক্ষুধানাশক ও উদ্গারপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ উদ্গার উঠিতে পারে না॥৩॥

সামশ্লেষ্মবর্ণনপ্রসঙ্গাৎ নিরামস্যাপি লক্ষণং প্রদর্শ্যতে—

নিরাম-শ্লেষ্মলক্ষণম্।

ফেনবান্ পিণ্ডিতঃ পাণ্ডুর্নিঃসারোঽগন্ধ এব চ।
পক্কঃ স এব বিজ্ঞেয়ঃ ছেদবান্ বক্ত্রশুদ্ধিকৃৎ ॥৪॥

নিরাম বা পক্ক শ্লেষ্মা সফেন, পিণ্ডিত অর্থাৎ পিণ্ডাকার, পাণ্ডুবর্ণ, অসার (মাটিতে পড়িলে মাটির সঙ্গে জড়াইয়া যায় না, অথবা আটা নয়) নির্গন্ধ, ছেদবান্ (হাতে করিয়া তুলিলে তারের ন্যায় হয় না, যতটুকু তুলিবে, ততটুকুই উঠিয়া আসে) বক্ত্রশুদ্ধিকর (মুখের স্বাদ স্বাভাবিক থাকে) ॥৪॥

ইদানীং শ্লেষ্মণঃ ক্ষয়নিদানানি প্রদর্শ্যন্তে—

শ্লেষ্মক্ষয়স্য নিদানম্।

রূক্ষোষ্ণতীক্ষ্ণবিশদলঘুকটুতিক্তকষায়াণামত্যুপসেবনাৎ রাত্রিজাগরণব্যায়ামব্যবায়ায়াসানামতি-সেবনাৎ আতপ-সেবনাচ্চ শ্লেষ্মা ক্ষীণতামাপদ্যতে ॥৫॥

রূক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিশদ, স্থির, লঘু, কটু, তিক্ত ও কষায়-রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ ইত্যাদি কারণে শ্লেষ্মা ক্ষীণ হয় ॥৫॥

ক্ষীণশ্লেষ্মণো লক্ষণানি।

শ্লেষ্মক্ষয়ে রূক্ষতা, অন্তর্দ্দাহঃ, শ্লেষ্মাশয়ানাং বিশেষতশ্চ আমাশয়স্যশূন্যতা, সন্ধিশৈথিল্যং, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্যং, প্রজাগরণং, ভ্রমঃ, হৃদ্দ্রবঃ, মূর্চ্ছা, দাহ ইত্যাদীনি লক্ষণানি জায়ন্তে।

কিঞ্চ—

সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে।

অন্যচ্চ—

কফে ভ্রমঃ।
শ্লেষ্মাশয়ানাং শূন্যত্বং হৃদ্দ্রবঃ শ্লথসন্ধিতা ॥৬॥

শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে দেহের রূক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আমাশয় এবং শ্লেষ্মাশয় অর্থাৎ বক্ষঃস্থল সন্ধিস্থান, কণ্ঠদেশ ও মস্তকের শূন্যতা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, পিপাসা দৌর্ব্বল্য, নিদ্রানাশ, ভ্রম অর্থাৎ গা মাথা ঘোরা, হৃদ্দ্রব অর্থাৎ বুক ধড়্ফড়্ করা, মূর্চ্ছা ও দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥৬॥

ইদানীং প্রবৃদ্ধস্য শ্লেষ্মণঃ প্রশমনোপায়াঃ প্রদর্শ্যন্তে—

শ্লেষ্মপ্রশমনোপায়াঃ।

কটুতিক্তকষায়রূক্ষোষ্ণতীক্ষ্ণস্বেদবমনশিরোবিরেচন-ব্যায়ামাদিভিঃ শ্লেষ্মবিপরীতৈঃ আহারাচারৈঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মা শান্তিং যাতি। তেষু চ বমনং প্রধানতমং বিদ্যাৎ, তদ্ধি আদিত এব আমাশয়মনুপ্রবিশ্য কেবলং বৈকারিকং শ্লেষ্মমূলমপকর্ষতি, তত্র চ বিজিতে শ্লেষ্মণি শরীরান্তর্গতা অন্যেঽপি শ্লেষ্মবিকারাঃ প্রশমং যান্তি।

কিঞ্চ—

রূক্ষক্ষারকষায়তিক্তকটুকব্যায়ামনিষ্ঠীবনং
ধূমাত্যুষ্ণশিরোবিরেকবমনস্বেদোপবাসাদিকম্।
তৃড়্বাতাধ্বনিযুদ্ধজাগরজলক্রীড়াঽঙ্গনাসেবনং
পানাহারবিহারভেষজমিদং শ্লেষ্মাণমুগ্রং হরেৎ ॥৭॥

সম্প্রতি প্রকুপিত শ্লেষ্মার শান্তির উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, রূক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ব্যবহার; স্বেদ, বমন, শিরোবিরেচন, ব্যায়াম ইত্যাদি শ্লেষ্মবিপরীত আহার ব্যবহার, ক্ষারদ্রব্য সেবন, নিষ্ঠীবন (কবল বা কুলি) ধূমপান, উপবাস, পিপাসানিরোধ, নিবাত-স্থানে বাস, পথপর্য্যটন, বাহুযুদ্ধ (কুস্তি) রাত্রিজাগরণ, জলক্রীড়া, স্ত্রীসঙ্গ, এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা প্রকুপিত শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়। এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে বমনই শ্লেষ্মা শান্তির প্রধান উপায়, কারণ, বমনকারক ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ প্রথমেই আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া বৈকারিক শ্লেষ্মার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে।

আমাশয়ই শ্লেষ্মার প্রধান স্থান, ঐ আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার মূল বিনষ্ট হইলে শরীরস্থিত অন্যান্য শ্লেষ্মজ রোগসমূহও প্রশমিত হয় ॥৭॥

শ্লেষ্মপ্রশমনে উপায়ান্তরম্।

শ্লেষ্মণো বিধিনা যুক্তং তীক্ষ্ণং বমনরেচনম্।
অন্নং রূক্ষাল্পতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুতিক্তকষায়কম্ ॥
দীর্ঘকালস্থিতং মদ্যং রতিপ্রীতিপ্রজাগরঃ।
অনেকরূপো ব্যায়ামশ্চিন্তা রূক্ষং বিমর্দ্দনম্ ॥
বিশেষাৎ বমনং যূষঃ ক্ষৌদ্রং মেদোঘ্নমৌষধম্।
ধূমোপবাসগণ্ডূষা নিঃসুখত্বং সুখায় চ ॥৮॥

যথাবিধি তীক্ষ্ণ বমন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন, রূক্ষ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য অন্নভোজন, অল্পপরিমিত ভোজন, উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবন, কটু তিক্ত ও কষায় রস-বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, বহুকালের পুরাতন মদ্য, রতিপ্রীতিপ্রজাগর অর্থাৎ রাত্রিজাগরণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গ অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ ও রাত্রিজাগরণ, বিবিধপ্রকার ব্যায়াম, চিন্তা করা, রূক্ষক্রিয়া, শরীরমর্দ্দন, মুদ্গাদির যূষ, মধু, মেদোনাশক ঔষধ ব্যবহার, ধূমপান, উপবাস, শ্লেষ্মনাশক দ্রব্যের ক্বাথ বা কল্ক মুখে ধারণ, শারীরিক ক্লেশ, এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা কুপিত শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে একমাত্র বমনক্রিয়াই বিশেষরূপে শ্লেষ্মা নষ্ট করিতে সমর্থ ॥৮॥

ক্ষীণশ্লেষ্মণঃ বর্দ্ধনোপায়াঃ।

অথেদানীং ক্ষীণশ্লেষ্মণো বর্দ্ধনার্থম্ উপায়াঃ প্রদর্শ্যন্তে—তত্র সমাসাৎ যে তাবদাহারাচারাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধকাঃ তে এব শ্লেষ্মণি ক্ষীণে প্রযোজ্যাঃ। তে চ মধুরাম্লস্নিগ্ধ-শীতাব্যায়ামপূরণনিদ্রাতিপ্রসঙ্গাচিন্তনপিচ্ছিলান্নাদয়ঃ বোদ্ধব্যাঃ। উক্তঞ্চ তন্ত্রে—শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাম্ উপযোগঃ ॥৯॥

প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মার প্রশমোপায় বিবৃত করিয়া সম্প্রতি যে পরিমাণ শ্লেষ্মা দেহে থাকিলে দেহ সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ হইলে যাহাতে ঐ ক্ষীণতা

পূর্ত্তি লাভ করে, তাহাই বিবৃত হইতেছে। মধুর অম্ল রসবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল, শীতল ও স্নিগ্ধ অন্নসেবন, কোনরূপ পরিশ্রম না করা, উদর পূর্ণ করিয়া আহার, অতিরিক্ত নিদ্রা, কোনরূপ চিন্তা না করা, সংক্ষেপে এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে ক্ষীণ শ্লেষ্মা পূর্ণতা লাভ করে। তন্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে স্নিগ্ধ গুরু মধুর সান্দ্র ও পিচ্ছিল দ্রব্য ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মার ক্ষয় দূর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥৯॥

কিঞ্চ, ক্ষীণকফস্য নরস্য স্বভাবত এব মধুরাদি-কফসমানদ্রব্যোপযোগে কাঙ্‌ক্ষা জায়তে, পূর্ণায়াঞ্চ তস্যাং কাঙ্ক্ষায়াং ক্ষীণঃ কফোঽপি পূর্ণতাং লভতে।

যদুক্তং—

মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
দধি ক্ষীরং দিবাস্বপ্নং কফক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥১০॥

স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কফ ক্ষীণ হইলে সেই ক্ষীণকফ ব্যক্তির স্বভাবতই কফসমানগুণবিশিষ্ট মধুরাদি রস সেবনে অভিলাষ জন্মায়, সেই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই ক্ষীণতা দূর হয় ও ঐ কফ পূর্ণতা লাভ করে। শাস্ত্রে উক্তি আছে, ক্ষীণকফ ব্যক্তি মধুর স্নিগ্ধ শীতল লবণ অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ ও দিবানিদ্রা, এই সমস্ত বিষয়ে অভিলাষী হয়, কারণ, ঐ সমস্ত দ্রব্য কফের সহিত সমান-গুণসম্পন্ন; সমানগুণসম্পন্ন এই সমস্ত দ্রব্য আহার ও ক্রিয়া আচরণ করিলে কফের ক্ষীণতা পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥১০॥

কফক্ষীণস্য লক্ষণং চিকিৎসাঞ্চোক্ত্বা ইদানীং কফপ্রকোপে নাড্যা গতির্যাদৃশী ভবতি, তৎ প্রদর্শ্যতে।

কফজন্যনাড়ীলক্ষণম্।

স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া ॥১১॥

কফ বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর গতি স্থির অর্থাৎ নাড়ী অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় ॥১১॥

কিঞ্চ—

রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদিগতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা ॥১২॥

কফজন্য নাড়ীর গতি স্থির হয় বলা হইয়াছে, সেই স্থিরতা কিরূপ? তাহাই জানাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে—রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত ও কক্কুটাদি পক্ষীসমূহ চলিবার সময় যেরূপ গম্ভীরভাবে ও ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করে, কফজন্য নাড়ীও সেইরূপ ধীরে ধীরে ও গুরুত্ব সহকারে স্পন্দিত হয়। ইহাকে আরও একটু সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে—॥১২॥

ভুক্তস্য বান্তস্য চ মেদুরস্য নিদ্রারতস্যাপি তথা রিরংসোঃ।
কফাকুলস্যাতিসুখে রতস্য স্থৌল্যং দধানা শিথিলং প্রয়াতি ॥ ১৩॥

আহারান্তে, বমনান্তে, মেদোবহুল, নিদ্রিত, রমণেচ্ছু, কফাকুল অর্থাৎ অত্যন্ত কফ বৃদ্ধি হওয়ায় কাতর, এবং সর্ব্বদা সুখাসক্ত অর্থাৎ ক্লেশাসহিষ্ণু ব্যক্তির নাড়ী অতিশয় স্থূল হয় ও অত্যন্ত শিথিলভাবে প্রবাহিত হয় ॥১৩॥

শ্লেষ্মবিবৃতিঃ সমাপ্তা।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দোষাণাং পৃথক্ পৃথক্ বিবরণং প্রদর্শ্য সম্প্রতি দ্বন্দ্ব-সন্নিপাতয়োঃ বিবরণং দর্শয়িতুং চতুর্থখণ্ডঃ প্রারভ্যতে।

দ্বন্দ্বস্য স্বরূপম্।

যানি খলু পৃথক্ পৃথক্ বাত-পিত্ত-কফানাং নিদানানি প্রদর্শিতানি, তেষু দ্বয়োর্দ্বয়োঃ পৃথক্ পৃথক্ নিদানে যুগপৎ সেবিতে দোষদ্বয়জনকং বা নিদানং সেবিতং চেৎ তদা দ্বৌ দ্বৌ দোষৌ যুগপৎ ক্রুদ্ধৌ ভবতঃ, স চ কোপঃ ত্রিবিধঃ, বাত-পিত্তয়োঃ, বাত-কফয়োঃ, পিত্ত-কফয়োশ্চ; এবং প্রকুপিতাভ্যাং দোষাভ্যাং যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে স দ্বন্দ্বজ উচ্যতে। স চ দ্বন্দ্বজস্ত্রিবিধোঽপি হীনাধিক-সমতাভেদেন নবধা ভবতি। তদ্‌যথা—বৃদ্ধবাত-ক্ষীণ-কফজঃ, (১) বৃদ্ধকফ-ক্ষীণবাতজঃ, (২) বৃদ্ধবাত-ক্ষীণপিত্তজঃ, (৩) বৃদ্ধপিত্ত-ক্ষীণবাতজঃ, (৪) বৃদ্ধপিত্ত-ক্ষীণকফজঃ, (৫) বৃদ্ধকফ-ক্ষীণপিত্তজঃ, (৬) সমবৃদ্ধবাত-পিত্তজঃ, (৭) সম-বৃদ্ধবাত-কফজঃ, (৮) সমবৃদ্ধপিত্ত-কফজঃ, (৯) এবং দ্বন্দ্বজো নববিধো ভবতি। তথা চোক্তং—

সংসর্গে নব ষট্ তেভ্য একবৃদ্ধ্যা সমৈস্ত্রয়ঃ ইতি ॥১॥

দোষ সমূহের পৃথক্ পৃথক্ নিদান লক্ষণ প্রভৃতি বিবৃত করিয়া সম্প্রতি দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের নিদানাদি প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্থ খণ্ড আরম্ভ করা যাইতেছে।

বায়ু. পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইবার পৃথক্ পৃথক্ যে সমস্ত নিদান (কারণ) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইটি দুইটি দোষের পৃথক্ পৃথক নিদান (কারণ) যদি এক সময়েই হউক অথবা অগ্র পশ্চাতেই হউক ব্যবহার করা যায়, অথবা দুইটি দোষেরই প্রকোপক দ্রব্যবিশেষ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে দুইটি

দোষ এক সঙ্গেই কুপিত হয়। ঐ প্রকোপ তিন প্রকার, যথা বায়ু ও পিত্তের, বায়ু ও কফের এবং পিত্ত ও কফের। এইরূপে দুইটি দুইটি দোষ এক সময়েই ক্রুদ্ধ হইয়া যে ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ ব্যাধি বলে। এই দ্বন্দ্বজ ব্যাধি তিন প্রকার হইলেও হীন, অধিক ও সমতা ভেদে নয় প্রকার হয়। যথা—প্রবল বায়ু ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কফজন্য, (১) প্রবল কফ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বায়ুজন্য, (২) প্রবল বায়ু ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ পিত্তজন্য, (৩) প্রবল পিত্ত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বায়ুজন্য, (৪) প্রবল পিত্ত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কফজন্য, (৫) প্রবল কফ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ পিত্তজন্য, (৬) সমভাবে প্রবল বাত-পিত্তজন্য, (৭) সমভাবে প্রবল বাত-কফজন্য, (৮) সমভাবে প্রবল পিত্ত-কফজন্য, (৯) এই নয় প্রকার দ্বন্দ্বজ ব্যাধি। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, একটি দোষ প্রবল ও একটি দোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এই ভাবে ছয় প্রকার এবং সমভাবে প্রবল দুই দোষ-জন্য তিন প্রকার, এই নয় প্রকার দ্বন্দ্বজ ॥১॥

সন্নিপাতস্য স্বরূপম্।

যানি খলু পৃথক্ পৃথক্ বাত-পিত্ত-কফানাং নিদানানি প্রদর্শিতানি, তেষাং ত্রয়াণামেব দোষাণাং পৃথক্ পৃথক্ নিদানং যুগপৎ সেবিতং, ত্রিদোষকরং বা নিদানং সেবিতং চেৎ তদা ত্রয় এব দোষা যুগপৎ কুপিতা ভবন্তি। এবং প্রকুপিতৈস্তৈঃ যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে, স ত্রিদোষজঃ সন্নিপাত-জো বা উচ্যতে ইতি। স চ সন্নিপাতজঃ ত্রিদোষজত্ব-সামান্যাৎ একবিধোঽপি হীন-মধ্যাধিক-সমতাভেদেন ত্রয়ো-দশধা ভবতি। তদ্‌যথা—বৃদ্ধবাতপিত্ত-ক্ষীণকফজঃ, (১) বৃদ্ধ-পিত্তকফ-ক্ষীণবাতজঃ, (২) বৃদ্ধবাতকফ-ক্ষীণপিত্তজঃ, (৩) বৃদ্ধবাত-ক্ষীণপিত্তকফজঃ, (৪) বৃদ্ধপিত্ত-ক্ষীণবাতকফজঃ, (৫) বৃদ্ধকফ-ক্ষীণবাতপিত্তজঃ, (৬) হীনবাত-মধ্যপিত্তাধিক-কফজঃ, (৭) হীনপিত্ত-মধ্যবাতাধিককফজঃ, (৮) হীন-কফ-মধ্যবাতাধিকপিত্তজঃ, (৯) হীনকফ-মধ্যপিত্তাধিক-বাতজঃ, (১০) হীনপিত্ত-মধ্যকফাধিকবাতজঃ, (১১) হীন-

বাত-মধ্যকফাধিকপিত্তজঃ, (১২) সমবৃদ্ধবাত-পিত্ত-কফজঃ, (১৩) এবং সন্নিপাতস্ত্রয়োদশবিধো ভবতি। তথা চোক্তং—

দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্ স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্।
সমৈশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ ॥২॥

বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইবার পৃথক্ পৃথক্ যে সমস্ত নিদান (কারণ) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনটি দোষের নিদান অর্থাৎ তিন দোষের প্রকোপের কারণ এক সঙ্গে অথবা অগ্র পশ্চাতে ব্যবহার করিলে তিনটি দোষই এক সঙ্গে কুপিত হয়। এইরূপে তিনটি দোষের দ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অথবা সন্নিপাতজ ব্যাধি বলে। এই সন্নিপাতজ ব্যাধি এক প্রকার হইলেও হীন, মধ্য, অধিক ও সমতা ভেদে ত্রয়োদশ প্রকার হয়। যথা সমভাবে প্রবল বাত-পিত্ত ও অপেক্ষাকৃত হীন কফজন্য, (১) সমভাবে প্রবল পিত্ত-কফ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বাতজন্য, (২) সমভাবে প্রবল বাত-কফ ও অপেক্ষাকৃত হীন পিত্তজন্য, (৩) প্রবল বায়ু ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ পিত্ত-কফজন্য, (৪) প্রবল পিত্ত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বাত-কফজন্য, (৫) প্রবল কফ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বাত-পিত্তজন্য, (৬) ক্ষীণ বায়ু মধ্য পিত্ত ও প্রবল কফজন্য, (৭) ক্ষীণ পিত্ত মধ্য বায়ু ও প্রবল কফজন্য, (৮) ক্ষীণ কফ মধ্য বায়ু ও প্রবল পিত্তজন্য, (৯) ক্ষীণ কফ মধ্য পিত্ত ও প্রবল বায়ুজন্য, (১০) ক্ষীণ পিত্ত মধ্য কফ ও প্রবল বায়ুজন্য, (১১) ক্ষীণ বায়ু মধ্য কফ ও প্রবল পিত্তজন্য, (১২) আর সমভাবে প্রবল বাত-পিত্ত-কফজন্য, (১৩) এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ ব্যাধি। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, দুই দোষ প্রবল তিন প্রকার ও একদোষ প্রবল তিন প্রকার, আর একটি ক্ষীণ একটি মধ্য ও একটি প্রবল ছয় প্রকার, এবং সমভাবে প্রবল তিন দোষ জন্য এক প্রকার, এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ ব্যাধি ॥২॥

প্রকৃতি-সমসমবায়ারব্ধ-বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধভেদেন দ্বন্দ্বজ-সন্নিপাতজয়োর্লক্ষণম্।

দ্বন্দ্বসন্নিপাতয়োঃ স্বরূপং প্রদর্শ্য সম্প্রতি তজ্জন্য-রোগয়োর্লক্ষণমতিদেশেন প্রদর্শ্যতে।

দ্বন্দ্বজঃ সন্নিপাতজশ্চায়ং দ্বিবিধো ভবতি, একঃ প্রকৃতিসম-সমবায়ারব্ধঃ, অপরঃ বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধঃ

ইতি। অনয়োর্মধ্যে প্রকৃতিসম-সমবায়ারব্ধশব্দস্যায়মর্থঃ— কারণানুরূপং কার্য্যমিতি। যথা শুভ্রসূত্রসমবায়ারব্ধস্য পটস্য শুভ্রত্বম্।

বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধশব্দস্যায়মর্থঃ— কারণাননুরূপং কার্য্যমিতি। যথা হরিদ্রা-চূর্ণসংযোগে লৌহিত্যং, যথা বা রস-গন্ধকসংযোগে (কজ্জলী) কৃষ্ণতা। তত্র প্রকৃতিসম-সমবায়ারব্ধে বিকারে প্রকৃতিভূতয়োঃ বাত-পিত্তয়োঃ, বাত-কফয়োঃ, পিত্ত-কফয়োর্ব্বা, বাত-পিত্ত-কফানাং বা পৃথক্ পৃথক্ যানি লক্ষণানি জায়ন্তে, তান্যেব সমস্তানি কতিপয়ানি বা ভবন্তি, নাতিরিক্তংকিঞ্চিদপি।

বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধে তু বাত-পিত্তয়োঃ যানি পৃথক্ লক্ষণানি জায়ন্তে, মিলিতবাত-পিত্তজে তানি তদতিরিক্তান্যপি কানিচিৎ লক্ষণানি প্রকটীভবন্তি, যথা বাতজ্বরে পিত্তজ্বরে চ অরুচি-রোমহর্ষৌ লক্ষণে ন দৃশ্যেতে, কিন্তু বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধে বাত-পিত্তজে প্রোক্ত-লক্ষণদ্বয়ং প্রকাশীভবতি। বাতজ্বরে কফজ্বরে চ স্বেদ-সন্তাপাখ্যে লক্ষণে ন বিদ্যেতে, বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধে বাত-কফজে তু প্রোক্তলক্ষণদ্বয়ং প্রকাশীভবতি। পিত্তজ্বরে কফজ্বরে চ লিপ্ত-তিক্তাস্যতাঽনবস্থিতশীত-দাহরূপঞ্চ লক্ষণদ্বয়ং ন বিদ্যতে, বিকৃতিবিষম সমবায়ারব্ধে তু তস্মিন্ উক্তলক্ষণদ্বয়ং জায়তে। এবং পৃথক্ পৃথক্ দোষত্রয়োৎপন্নে জ্বরে লোচনয়োঃ কলুষতা-নির্ভুগ্নতে, জিহ্বায়াঃ পরিদগ্ধত্ব-খরস্পর্শত্বে, শিরোলোঠনত্বাদীনি চ লক্ষণানি ন দৃশ্যন্তে, বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধে তস্মিন্ জ্বরে তু তানি লক্ষণানি প্রকটীভবন্তি, এতত্তু কারণা-

নম্বরূপং কার্য্যং পরস্পরসংযোগেন প্রকৃতের্বিকৃতিবশাৎ সমুদ্ভবতীতি বোদ্ধব্যম্ ॥৩॥

দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি অতিদেশে দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ ব্যাধির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ দুই প্রকার, প্রকৃতিসম-সমবায়ারব্ধ ও বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-সম-সমবায়ারব্ধ শব্দের অর্থ কারণানুরূপ কার্য্য। কারণে যে সমস্ত গুণ আছে, কার্য্যেও যদি তাহাই থাকে তাহাকেই প্রকৃতিসম-সমবায় বা কারণানুরূপ কার্য্য বলে। যেমন শুক্লবর্ণ সূত্রসমূহের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র শুক্লবর্ণ-ই হয়, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় না, এস্থানে প্রকৃতি বা কারণ শুক্লবর্ণ সূত্র, তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন বস্ত্ররূপ কার্য্য শুক্লবর্ণ-ই হয়। আর বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ শব্দের অর্থ কারণের অননুরূপ কার্য্য; কারণে যে সমস্ত গুণ আছে, কার্য্যে যদি সেই সমস্ত ও তদতিরিক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বিকৃতিবিষমসমবায় বা কারণের অননুরূপ (বিসদৃশ) কার্য্য বলে, যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ (চূণ) উভয় দ্রব্যকে সংযুক্ত করিলে লোহিতবর্ণ হইয়া যায়, এস্থানে হরিদ্রাতেও লৌহিত্য নাই চূর্ণেও লৌহিত্য নাই, একটি হরিদ্রাবর্ণ অপরটি শ্বেতবর্ণ, উভয়ের সংমিশ্রণে অতিরিক্ত একটা বর্ণান্তর ঘটিয়া গেল। অথবা পারা ও গন্ধকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কজ্জলী, পারা শুভ্র, গন্ধক পীত, উভয়ের কোনটিতেই কৃষ্ণতা নাই, কিন্তু পরস্পর মিশ্রণে স্বাভাবিক বর্ণ বিকৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। প্রকৃতিসম-সমবায়ারব্ধ বাত-পিত্তজ, বাত-কফজ ও পিত্ত-কফজ এই সকল দ্বন্দ্বজ ব্যাধিতে অথবা মিলিত বাত-পিত্ত-কফজ এই ত্রিদোষজ ব্যাধিতে প্রত্যেক দোষজন্য ব্যাধিতে যে সমস্ত লক্ষণ থাকে, সেই সমস্ত লক্ষণেরই সমস্তগুলিই হউক, আর দুই তিন বা তাহার অধিক কতকগুলিই হউক, লক্ষণ প্রকাশ পায়; যেমন কেবল বাতজ রোগে ও কেবল পিত্তজ রোগে যে সমস্ত লক্ষণ থাকে, মিলিত বাত-পিত্তজ রোগেও সেই সমস্ত লক্ষণই সম্পূর্ণ ভাবেই হউক আর আংশিক ভাবেই হউক, প্রকাশিত হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছু হয় না। বাত-কফজ, পিত্ত-কফজ ও বাত-পিত্ত-কফজ ব্যাধিতেও এইরূপই হয় জানিতে হইবে। কিন্তু বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ ব্যাধিতে প্রত্যেক দোষের যে লক্ষণ তাহা-ত থাকেই, উপরন্তু পৃথক্ পৃথক্ দোষজ ঐ সমস্ত ব্যাধিতে যে সমস্ত লক্ষণ নাই এমন দুই একটি লক্ষণও প্রকাশিত হয়। যেমন বাতজ্বরে অথবা পিত্তজ্বরে অরুচি ও রোমহর্ষ এই দুইটি লক্ষণ নাই, কিন্তু বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ বাত-পিত্ত জ্বরে এই দুইটি অতিরিক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতজ্বর অথবা কফজ্বরে স্বেদ বা সন্তাপ এই দুইটি লক্ষণ নাই, কিন্তু বিকৃতি-বিষম-সমবায়ারব্ধ বাত-কফ জ্বরে এই দুইটি অতিরিক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্তজ্বর অথবা কফজ্বরে লিপ্ত-তিক্তাস্যতা ও অনবস্থিত শীতদাহ এই দুইটি লক্ষণ নাই, কিন্তু বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ ঐ জ্বরে ঐ দুইটি অতিরিক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাতাদি-দোষত্রয়সঞ্জাত জ্বরে চক্ষুর কলুষতা ও নির্ভুগ্নতা, অঙ্গারের ন্যায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা ও গোজিহ্বার ন্যায় খর-স্পর্শতা নাই, কিন্তু বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ ত্রিদোষজ জ্বরে ঐ সমস্ত অতিরিক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই যে কারণের অননুরূপ কার্য্য, ইহা দ্রব্যসমূহের পরস্পর সংযোগে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়া সম্ভাবিত হয় ॥৩॥

বাতাদীনাং পরস্পরমনুপঘাতকত্বে হেতুঃ।

পরস্পরবিরুদ্ধগুণানাং বাতাদীনাম্ একত্রাবস্থানং কথং সম্ভাব্যতে, তেষাং পরস্পরোপঘাতকধর্ম্মকত্বাৎ ? ইতি চেৎ পৃচ্ছ্যতে, তত্রায়ং সমাধিঃ শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ কৃতো যৎ—

বিরুদ্ধৈরপি ন ত্বেতে গুণৈর্ঘ্নন্তি পরস্পরম্।
দোষাঃ সহজসাত্ম্যত্বাৎ ঘোরং বিষমহীনিব ॥
দৈবাৎ দোষস্বভাবাদ্বা দোষাণাং সান্নিপাতিকে।
বিরুদ্ধৈশ্চ গুণৈঃ কশ্চিন্নোপঘাতঃ পরস্পরম্ ॥৪॥

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন—দোষসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট, অতএব বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন দোষত্রয়ের একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? শাস্ত্রকারগণ এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ পরস্পর বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন হইলেও পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে পারে না, কারণ উহারা একত্রই উৎপন্ন হইয়াছে ও একত্রে বাস করায় পরস্পর সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে। (যে দ্রব্য যাহার পক্ষে অনিষ্টকর না হইয়া উপকারী হয় তাহাকে সাত্ম্য বলে) জীব যখন গর্ভস্থ হয়, সেই সময়েই বায়ু পিত্ত কফও জীবের সহিতই উৎপন্ন হয়, এজন্য উহাদিগকে সহজ বলা যায়, আর উহারা পরস্পর সাত্ম্য এই কারণে যে, প্রত্যক্ষেই দেখা যায়, দেহের মধ্যে পরস্পর একত্রে অবস্থান করিতেছে, অথচ কেহ কাহাকে একেবারে বিনষ্ট করে না, সুতরাং উহারা সাত্ম্য এবং এই জন্যই উহাদের একত্রে অবস্থান সম্ভব হয়। বিষ

সকলের প্রাণনাশক, এই প্রাণনাশক বিষ সর্পদেহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, অথচ সর্প, বিষের দ্বারা বিনষ্ট হয় না, কারণ বিষ সর্পের সহজাত ও সাত্ম্য, দোষসমূহও এইরূপ সহজাত ও সাত্ম্য। অথবা উহারা সহজাত বলিয়াই সাত্ম্য, এই জন্যই উহারা যতক্ষণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ কেহ কাহারও অনিষ্ট করে না, পরন্তু সকলে মিলিয়া দেহকে অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়। তবে কারণবিশেষে কোন দোষ যদি প্রবল হয়, তখন সে অন্যকে দমিত করিয়া নিজের প্রভাব প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু বলহীন বা দমিত সেই দোষকে একেবারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তন্ত্রান্তরেও উক্তি আছে, পরস্পর বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট মিলিত দোষসমূহ দৈববশতঃই হউক, আর দোষের স্বভাববশতঃই হউক, কেহ কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না ॥৪॥

প্রকারান্তরেণ বাতাদীনাং পরস্পরবিরুদ্ধানামপি মিলিত্বাঽবস্থিতিপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে।

পরস্পরবিরুদ্ধগুণানামপি এষাং মিলিত্বা কার্য্যকারিত্বমনেনাপি প্রকারেণোপপন্নং ভবতি, তথা চ প্রকৃতিস্থো লঘুর্বায়ুঃ প্রকৃতিস্থং গুরুং শ্লেষ্মাণং তথা প্রকৃতিস্থো গুরুঃ শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থং লঘুং বায়ুং তথা বাধতে, যথা কশ্চিৎ প্রবলো ভবিতুং ন শক্নোতীতি। এবং রূক্ষো বায়ুঃ স্নিগ্ধং কফং, স্নিগ্ধঃ কফঃ রূক্ষং বায়ুং, চলো বায়ুঃ স্থিরং কফং, স্থিরঃ কফঃ চলং বায়ুং, বিশদো বায়ুঃ পিচ্ছিলং কফং, পিচ্ছিলঃ কফঃ বিশদং বায়ুং, খরো বায়ুঃ শ্লক্ষ্ণং কফং, শ্লক্ষ্ণঃ কফঃ খরং বায়ুম্, উষ্ণং পিত্তং শীতং বায়ুং কফঞ্চ, শীতো বায়ুঃ কফশ্চ উষ্ণং পিত্তং, তীক্ষ্ণং পিত্তং মৃদুং কফং, মৃদুঃ কফঃ তীক্ষ্ণং পিত্তং, দ্রবং পিত্তং সান্দ্রং শ্লেষ্মাণং, সান্দ্রঃ শ্লেষ্মা দ্রবং পিত্তং, কটু পিত্তং মধুরং কফং, মধুরঃ কফঃ কটু পিত্তং, লঘু পিত্তং গুরুং শ্লেষ্মাণং., গুরু শ্লেষ্মা লঘু পিত্তং, এবঞ্চ দোষাঃ পরস্পরং সমতাং রক্ষয়িত্বা দেহমিমং যথাযথং পালয়ন্তি। পরন্তু প্রকৃতিস্থা এব দোষা এবমন্যোঽন্যং সমতাং রক্ষন্তি, এষু

অন্যতমঃ কশ্চিৎ প্রবলশ্চেৎ স ইতরৌ অভিভূয় বিকারমুৎপাদয়তীতি মন্তব্যম্। শিক্ষার্থিনাং সুখাববোধায় অত্র পরস্পরবিরুদ্ধগুণেষু অপি দোষেষু যথা একঃ অন্যাবনুপহত্য স্বং স্বং সাম্যং রক্ষিতুং শক্নোতি, তজ্জ্ঞাপিকৈকা রেখা প্রদর্শ্যতে ॥৫॥

আরও দেখ, প্রকারান্তরেও উহাদের মিলিত ভাবে অবস্থান ও কার্য্যকারিতা সমর্থন করা যাইতে পারে। প্রকৃতিস্থ বায়ু লঘু ও প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা গুরু, বায়ুর লঘু গুণ শ্লেষ্মার গুরুত্বকে এবং শ্লেষ্মার গুরুত্ব বায়ুর লঘুত্বকে প্রবল হইতে দেয়না, উভয়েই উভয়ের সাম্য রক্ষা করিয়া চলে। এইরূপ বায়ুর রূক্ষতা কফের স্নিগ্ধতাকে, আর কফের স্নিগ্ধতা বায়ুর রূক্ষতাকে, বায়ুর চলত্ব কফের স্থিরত্বকে, আর কফের স্থিরত্ব বায়ুর চলত্বকে, বায়ুর বৈশদ্য কফের পিচ্ছিলতাকে, এবং কফের পিচ্ছিলতা বায়ুর বৈশদ্যকে, বায়ুর খরত্ব কফের শ্লক্ষ্ণতাকে, ও কফের শ্লক্ষ্ণতা বায়ুর খরত্বকে, পিত্তের উষ্ণতা বায়ু ও কফের শৈত্যকে, বায়ু ও কফের শৈত্য পিত্তের উষ্ণতাকে, পিত্তের তীক্ষ্ণতা কফের মৃদুতাকে, ও কফের মৃদুতা পিত্তের তীব্রতাকে, পিত্তের দ্রবতা কফের সান্দ্রতাকে, ও কফের সান্দ্রতা পিত্তের দ্রবতাকে, পিত্তের কটুতা কফের মাধুর্য্যকে, এবং কফের মাধুর্য্য পিত্তের কটুতাকে, পিত্তের লঘুতা কফের গুরুত্বকে, ও কফের গুরুত্ব পিত্তের লঘুতাকে প্রবল হইতে দেয়না, এইরূপে সকলেই সকলের সাম্য রক্ষা করিয়া এই দেহকে প্রতিপালন করিতেছে। কিন্তু এই বায়ু পিত্ত ও কফের মধ্যে যদি কোন একটি তাহার নিজের প্রকোপক কারণ দ্বারা প্রবল হয়, তাহা হইলে সে অন্য দুইটিকে অভিভূত করিয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া দোষ তিনটির পরস্পর বিরুদ্ধগুণসমূহ একে অন্যকে হীনবল না করিয়া পরস্পর বিরোধিতা দ্বারাই কিরূপে নিজ নিজ সাম্য রক্ষা করিতেছে তাহাও দেখান হইল ॥৫॥

বায়ু		কফ		পিত্ত
রূক্ষ		স্নিগ্ধ		স্নিগ্ধ
শীত		শীত		উষ্ণ
লঘু		গুরু		লঘু
সূক্ষ্ম		স্থূল		
চল		স্থির		সর
বিশদ		পিচ্ছিল		
খর		শ্লক্ষ্ণ		
দারুণ		মৃদু		তীক্ষ্ণ
		সান্দ্র		দ্রব
		মধুর		কটু

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপসংহারঃ।

যথা সত্ত্ব-রজস্তমঃসংজ্ঞকানাং গুণত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, এবং দেহজগত্যপি গুণত্রয়ানুকারিণাং পিত্ত-বাত-কফাখ্যানাং দোষত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, সা চ আরোগ্যং স্বস্থতা ইত্যাদি নাম্না অভিহিতা ভবতি। যথা চ উক্তগুণত্রয়াণাং বৈষম্যাবস্থা বিকৃতিঃ, তথাভূতবৈষম্যাচ্চ বিকারাত্মকজগতাং সৃষ্টিঃ, এবমুক্তদোষত্রয়াণামপি বৈষম্যাবস্থা বিকৃতিঃ, সা চ বিকারঃ অস্বস্থতা অনারোগ্যমিত্যাদি নাম্না অভিহিতা ভবতি। তথাভূতবৈষম্যাচ্চ জ্বরাদিরোগাণামপি সৃষ্টিঃ। যথা চ গুণত্রয়াণামল্প-মধ্যাধিকতারতম্যেন কর্ম্মবৈশিষ্ট্যাচ্চ সৃষ্টেরানন্ত্যম্, এবং দোষত্রয়াণামপি হীন-মধ্যাধিকতারতম্যেন সম্প্রাপ্তিবিশেষাৎ আহারাচারাদিরূপকর্ম্মবৈশিষ্ট্যাচ্চ রোগাণামপি প্রত্যেকশঃ চতুঃ-পঞ্চ-ষড়ষ্টাদিভেদাঃ উৎপদ্যন্তে। এবঞ্চ জগদ্ধিতার্থিনঃ ত্রিকালজ্ঞাঃ মহর্ষয়ঃ বহির্জগতি গুণত্রয়াণাং, দেহজগতি চ দোষত্রয়াণাং সাম্য-বৈষম্যাভ্যাং প্রকৃতি-বিকৃতিভাবং প্রদর্শিতবন্তঃ, যেন লোকাঃ বিকারপরিহারায় প্রকৃত্যনুবর্ত্তনায় চ শক্নুয়ুঃ, তথা চ দীর্ঘায়ুর্লব্ধ্বা চতুর্ব্বর্গং সাধয়িতুং প্রভবন্তি।

উক্তঞ্চ—

নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্ববহিতো ভবেৎ ॥১॥

যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমোনামক গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, দেহ-জগতেও সেইরূপ গুণত্রয়ের অনুকরণশীল পিত্ত বায়ু ও কফনামক দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এই প্রকৃতি আরোগ্য স্বাস্থ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। উক্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বৈষম্য যেমন বিকৃতি, এবং সেই বৈষম্যবশতঃই যেমন বিকারাত্মক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ বায়ু পিত্ত ও কফনামক দোষত্রয়ের বৈষম্যাবস্থাও বিকৃতি, এবং সেই বৈষম্য হইতেই জ্বরাদি বিবিধ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারাই বিকার, অস্বস্থতা, অনারোগ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। যেমন গুণত্রয়ের অল্পতা, মধ্যতা ও আধিক্যরূপ তারতম্যানুসারে ও বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুসারে এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই দোষত্রয়েরও অল্পতা, মধ্যতা ও আধিক্যরূপ তারতম্যবশতঃ সম্প্রাপ্তিভেদে ও আহারাচারাদিরূপ কর্ম্মবিশেষে প্রত্যেক রোগেরও চতুর্ব্বিধ পঞ্চবিধ ষড়্‌বিধ ইত্যাদি ভেদ উৎপন্ন হয়। জগতের হিতকামী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ এইরূপে বহির্জাগতিক গুণত্রয়ের এবং দেহরূপ অন্তর্জাগতিক দোষত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য-বশতঃ প্রকৃতি ও বিকৃতিভাব দেখাইয়া গিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই যে, জগতের লোকসমূহ ইহা আলোচনা করিয়া বিকারের কারণ পরিহার করিতে ও যাহাতে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে এরূপ আহার বিহার করিতে সমর্থ হয়। এবং তাহার ফলে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধন করিয়া ইহ-লোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে। নগররক্ষক যেমন নগরের রক্ষাবিষয়ে মনোযোগী থাকেন, রথী অর্থাৎ রথারূঢ় অথবা যোদ্ধা যেমন বিশেষ সাবধানে রথকে রক্ষা করেন, মেধাবী অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের শরীর যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে, বিশেষ মনোযোগ সহকারে এরূপ আহারাচারাদির অনুষ্ঠান করিবেন ॥১॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থাশুতোষ-সংস্কৃতাধ্যাপক—

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রিণামভিমতম্।

যৎ-সত্যং নূত্নোঽপ্যয়মায়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকর আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব-বুভুৎসূনাং ভূয়সে শ্রেয়সে সম্পৎস্যতে ইতি কো নু নাম প্রেক্ষাবতাং ন ব্রূয়ান্নির্ব্বিচিকিৎসম্। ন কেবলমতীতান্যেব, অপি তু স্বয়মনুভূতানি ভূয়াংসি প্রত্যুৎপন্নান্যপি তত্ত্বানি নিবদ্ধান্যত্র রচয়িত্রা। বায়ু পিত্ত কফমূলকমেব চিকিৎসিতমিত্যাহুরায়ুর্ব্বেদবিদঃ। তদেতৎ সুবিশদং বিবৃণ্বতা পুরঃসরেণানেনাগদঙ্কারাণাং প্রদর্শিত মাত্মনো ন কেবলং বৈদ্যকতন্ত্রনিষ্ণাতত্বমেবাতিগম্ভীরম্, অপি তু বৈদুষ্যমপ্যতিরমণীয়ঞ্চাতিমহনীয়ঞ্চেতি।

১৮৯৩ সং।
জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণা ষষ্ঠী

ভট্টাচার্য্যো বিধুশেখরঃ।

ভট্টপল্লী বাস্তব্য মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নমহোদয়ানামভিমতম্

শ্রীরামঃ শরণম্।

অথর্ব্ববেদমূলকমায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রং জগতঃ কল্যাণায় ভরদ্বাজাত্রেয়প্রভৃতিভির্মহর্ষিভিঃ পৃথিব্যাং প্রচারিতম্। তস্য চ মহতো বিদ্যাস্থানস্য পরিগণনা বিষ্ণুপুরাণে বর্ত্ততে, যথা—চতুর্দ্দশবিদ্যাগণনানন্তরম্ 'আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বমর্থশাসনম্' ইত্যেবং চতুর্ভিঃ প্রস্থানৈর্মিলিতাশ্চতুর্দ্দশবিদ্যাঃ 'বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তা' ইতি নির্ণীতম্।

তত্র চ ঋষিপ্রণীতা আচার্য্যপ্রণীতাশ্চ বহবোগ্রন্থা বিদ্যন্তে তেভ্যঃ সারমাকৃষ্য নানাশাস্ত্রপারদৃশ্বনা ব্রাহ্মণেনায়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্ররহস্য-বিদাং বরেণ্যেন রোগ-তন্নিদান-ভেষজতত্ত্ব-নির্ণয়নিপুণেন শ্রীমতা যোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ-দর্শনশাস্ত্রিণা নির্ম্মিত আয়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরো নাম প্রকরণ-গ্রন্থঃ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিনাং মহতে শ্রেয়সে কল্পতে। গ্রন্থোঽয়ং গীর্ব্বাণবাণ্যা প্রাঞ্জলয়া নিবদ্ধো বঙ্গভাষাময়-সরলানুবাদসমন্বিতশ্চেতি গীর্ব্বাণবাণীবিদুষাং তদবিদুষাঞ্চ সুপরিজ্ঞেয়প্রতিপাদ্যো গূঢ়ার্থপ্রকাশকশ্চেতি নিতরামস্মাভিঃ প্রশস্যতে।

বুদ্ধিমেধাদিসমুৎকর্ষদশায়াং সংক্ষিপ্তবাদিনাং সূত্র-কৃতামাশয়স্তু কালবৃত্ত্যা হ্রসমাণশক্তিষু মানবেষু সম্যগপ্রতিষ্ঠিতো নবীনেনানেন গ্রন্থেন সুপ্রতিষ্ঠিতো ভবিষ্যতীত্যাশাস্যতে। তথাহি, ত্রিকালদর্শিনাং মহর্ষীণা মুপদেশে শক্তিসম্পন্নানাং তদানীন্তন পুরুষাণাং রোগ-তন্নিদানতৎপ্রতীকারোপায়স্ত্বেব দুর্ব্বলানামপি সাম্প্রতিক-দেহে নবীনভাবেন রোগজনকানাং বহুশঃ প্রত্যক্ষতো-গৃহ্যমাণানাং প্রশমোপায়ঃ প্রাচীনশাস্ত্র পদ্ধতি মনুসৃত্যৈব সুস্পষ্টমুপদিষ্টঃ। তথাচায়ং গ্রন্থো দভ্রকলেবরোঽপি প্রাচীনায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রস্য সারভূতার্থ-প্রকাশকতয়া স্বল্পভারং মহামূল্যং রত্নমিব বিরাজতে। অতএব সার্থকনামায়ং গ্রন্থশ্চৈতন্নির্ম্মাতা চ দ্বয়োঃ সপ্রতিষ্ঠ শ্চিরস্থেমা ভূয়াৎ॥

ইত্যাশীঃ প্রশস্তিশ্চ।

ভট্টপল্লীবাস্তব্যস্য তর্করত্নোপাধিকস্য

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কলেজ

১২।৬।৩৬ ইং।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়স্য সংস্কৃতবিভাগীয়াধ্যক্ষ-
(প্রিন্সিপাল) মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-
মহোদয়ানামভিমতং।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো বিজয়তে।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরনামা গীর্ব্বাণবাণীময়ঃ সুললিতোগ্রন্থঃ সম্যগনুশীলিতঃ সহৃদয়ানাং প্রেক্ষাবতাং অনাবিলাং কামপি পরিতোষপরম্পরাং সমুল্লাসয়তি। সরল-বঙ্গভাষয়া বিহিতেনানুবাদেন সমলঙ্কৃতেঽস্মিন্ গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাধিগত-বাতপিত্তকফাখ্যানাং দোষাণাং দুরধিগমতত্ত্বাবধারণায় এতদ্‌গ্রন্থরচয়িতুঃ প্রাণাচার্য্য-প্রবরস্য বিদ্বৎকুলমণ্ডনস্য প্রথিতযশসঃ সুগৃহীতনাম্নঃ শ্রীমতস্তর্কদর্শনতীর্থোপাধিকস্য যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণোঽনন্যসাধারণঃ প্রয়াসঃ পরাং সাফল্যকোটিমধিগত ইত্যস্মিন্ নাস্তি মে কোঽপি সন্দেহঃ। আয়ুর্ব্বেদীয় সপরিকর-বাতপিত্তকফানাং নিঃসন্ধিগ্ধং তত্ত্ববুভুৎসুভির্ব্বিহায় পুরোভাগিতাং যদ্যয়ং গ্রন্থঃ সমাদরেণ সমালোচিতঃ স্যাৎ তর্হি-তেষাময়ং মহতে ফলায় প্রভবেদেব। আধুনিকবৈদ্যক-গ্রন্থালঙ্কারভূতোঽয়মায়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরঃ সর্ব্বথান্বর্থনামা অতঃ সর্ব্বৈরেবায়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিভিঃ লঘুশরীরস্যাপি অবশ্য-বিজ্ঞেয়বিপুলার্থ-জুষোঽস্য কালোচিতস্য গ্রন্থস্য সম্যগধ্যয়নং বৈজ্ঞানিকরীত্যা ত্রিধাতুতত্ত্বনির্ণয়ার্থমবশ্যং বিধেয়মিতি মন্যুতে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ শর্ম্মা।

নবদ্বীপ বাস্তব্য-মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ানামভিমতং।

সাঙ্খ্যবেদান্তন্যায়মীমাংসাদিবিবিধশাস্ত্রনিষ্ণাতেনায়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রপারদৃশ্বনা কবিরাজ-শ্রীযোগেন্দ্রনাথদর্শনশাস্ত্রিণা ভিষগ্-বরেণ প্রণীত আয়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরো নাম গ্রন্থোঽস্মাভিঃ প্রাপ্তঃ। বিপশ্চিদ্‌বরেণ গ্রন্থকৃতা দুরবগাহমগাধমায়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রজলধিং নির্ম্মথ্য ততঃ সমাহৃতানি বহূনি তত্ত্বরত্নান্যে-তস্মিন্ গ্রন্থে সুসন্নিবেশিতানি, তেনায়ং গ্রন্থো নাতিবৃহৎ কলেবরোঽপি বহুমূল্যং রত্নমিব নিতরামর্হত্তম ইত্যত্র নাস্তি সন্দেহলেশোঽপি।

অত্র চ প্রধানতয়া বায়ুপিত্তকফানাং প্রত্যেকশো লক্ষণ-স্বরূপকার্য্যাদয়ঃ প্রকারভেদাঃ হ্রাসবৃদ্ধ্যাদ্যুপায়াশ্চ স্বল্প-বুদ্ধীনামপি অনায়াসেন বোধোপযোগিতয়া প্রতিপাদিতাঃ।

গ্রন্থোঽয়ং সহৈব বিস্তৃত-বঙ্গানুবাদেন সরল সংস্কৃত ভাষয়া বিরচিততয়া ন কেবলং সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞানাং মহতে উপকারায় ভবতি তদনভিজ্ঞানামপীত্যস্য ভূয়ান্ প্রচারঃ কাম্যত ইতি।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

ভাগবত চতুষ্পাঠী।
২১।এ; গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড্,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ-মহোদয়ানামভিমতম্।

১৮৫৭ শকাব্দীয় সৌরজ্যৈষ্ঠস্য ১মঃ দিবসঃ।

প্রামাণিকতয়া প্রখ্যাতবিভবেষু নানাপ্রস্থান-ভিন্নেষু বিদ্যাস্থানেষু চিরন্তনৈরভ্যর্হিতত্বাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমপি স্বমহিম্নৈব প্রমাণপদবীমধিকৃত্য সমাদ্রিয়ত ইত্যকথিত-মপি বিজ্ঞায়তে সর্ব্বৈঃ। তচ্চ শাস্ত্রং যোগশাস্ত্রবৎ চতুর্ব্ব্যূহতয়া প্রসিদ্ধং। যোগশাস্ত্রং যথা হেয়ং, হেয়-হেতুঃ, হানোপায়ঃ, হানঞ্চেতি চতুর্ভিরবয়বৈরুপকল্পিতং, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমপি তথা রোগঃ রোগনিদানং, চিকিৎসা, আরোগ্যঞ্চেতি চতুর্ভিরঙ্গৈরুপশোভিতমিতি বিজ্ঞায়তে। তানি চ অঙ্গানি ভৈষজ্যবিদ্যাতিনিবিষ্টচেতোভির্ব্বিদ্যার্থি-ভিরন্যৈশ্চ তথাবিধৈরবশ্যবিজ্ঞেয়তয়াভিমতান্যপি নিতরামতি-গম্ভীরাদনল্পজল্পবহুলাদ্ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাদ্ গুরূপদেশমন্তরেণ স্বমনীষয়া স্বল্পীয়সা চ কালেন পরিগ্রহীতুং নৈব শক্যন্তে ইত্যতো মহানুভবেন নানাশাস্ত্রদর্শিনা ভিষগ্ বরেণ শ্রীমতা যোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রিণা মহতায়াসেন আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধশাস্ত্রসম্ভারতঃ সারভূতানি তত্ত্বানি সংকলয্য "আয়ু-র্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরো নাম কশ্চিদপূর্ব্বো গ্রন্থো নিরমায়ি। সোঽয়ং গ্রন্থো নবীনোঽপি নির্ম্মাণনৈপুণ্যেন পদার্থ সৌষ্ঠবেন চ প্রাচীন পদ্ধতিং নাতিবর্ত্ততে।

অত্র চ জিজ্ঞাসূনাং জ্ঞাতব্যতয়া নিতরামপেক্ষিতা নবীনাঃ প্রাচীনাশ্চ বহবো বিষয়া স্বরূপতঃ প্রমাণতশ্চ তথা সন্নিবেশিতাঃ, যে তাবদধিগতাঃ সন্তঃ সুধিয়াং সন্তোষসন্ততিমুপজনয়ন্তি। তেষাং সংজ্ঞার্থং কতিপয়া উদাহ্রিয়ন্তে-বায়ুপিত্তকফানাং স্বরূপ-স্থানবিভাগ-ক্রিয়াভেদাঃ, অন্ন পানাদীনাং পরিপাচন প্রক্রিয়া, শোণিতোচ্ছ্বাস-রোগস্যাবস্থাদিভেদাঃ, ধাতুনাং প্রকোপস্থান-প্রশমনোপায়াঃ, স্বাস্থ্যনিবাসতয়া প্রসিদ্ধানাং বৈদ্যনাথ-মধুপুরাদিস্থানানাং গুণদোষাদ্দিবিচারণা ইত্যাদ্যাঃ। বর্ত্তমানকালোপযোগিনা-মেবংবিধানাং বিষয়ানাং সন্নিবেশাৎ গ্রন্থকর্ত্তুর্ন কেবলং পাণ্ডিত্যমাত্রং চিন্তাপ্রকর্ষোঽপি স্ফুটীভবতি। গ্রন্থোঽয়ং সংস্কৃত ভাষয়া বিরচিতোঽপি বঙ্গভাষয়া তদর্থস্য বিশদী-কৃত্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞানামপি মহতে কল্যাণায় সম্পৎস্যতে। তদাশাস্মহে গ্রন্থোঽয়ং জিজ্ঞাসূ-নামপেক্ষিতার্থপ্রতিপাদকতয়া গাম্ভীর্য্যে সত্যপি সরল-ভাষোপনিবদ্ধতয়া চ স্বমহিম্নৈব সমাদৃতো ভবিষ্যতি, গ্রন্থ-কর্ত্তুশ্চ গৌরবমাবেদয়িষ্যতীতি।

সাংখ্যবেদান্ততীর্থোপনামক
শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মাণঃ।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচি
তর্কসাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ
অধ্যাপক
রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়,
কলিকাতা।

২৯নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা। জৈষ্ঠ্যশুক্লা ষষ্ঠী। ১৩৪৩

কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক
(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি
তর্কসাঙ্খ্য বেদান্ততীর্থ মহোদয়ানামভিমতম্।

ভিষকৃশিরোমনয়ঃ শ্রীমন্তো যোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শন-তীর্থ মহোদয়া ন কেবলং বৈদ্যকশাস্ত্রনিষ্ণাতাঃ কিন্তু ষট্‌স্বপি দর্শনপ্রস্থানেষ্বেতেষাং প্রাবীণ্যং প্রখ্যাতমেব। এতে ব্রাহ্মণবংশপ্ররোহা আবাল্যাৎ শাস্ত্র মর্ম্মদি-দৃক্ষবো বিদ্যাব্যসনিনঃ শান্তস্বভাবাঃ স্মিতপূর্ব্বাভি-ভাষিণো বিদ্বজ্জনানুরাগিণো বিশ্রুতকীর্ত্তয়োঽস্যাং মহান-গর্য্যাং সর্ব্বজনসমাদৃতা বর্ত্তন্তে। সজ্জনপরিচরণে দরিদ্র জনানুকম্পনে এতেষাং শীলমসমমিব প্রতিভাতি। এতৈ র্ব্বিদ্বদ্বরৈর্ব্বিরচিতোঽয়মায়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরনামধেয়ো গ্রন্থঃ খণ্ডত্রয়াত্মকো বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং চয়প্রকোপ প্রশমনাদিভিঃ-স্বরূপনিরূপণপরঃ ময়াঽংশতোঽবলোকিতঃ। স্বীয়বুদ্ধি-মন্দরেণাতলস্পর্শমায়ুর্ব্বিজ্ঞানরত্নাকরমুন্মথ্য রত্নাকররত্নজিঘৃক্ষুভিরেভির্যানি যানি মহার্হাণি রত্নানি সমুদ্ধৃতানি, তানি সচেতসাং বিদূষাং চেতাংসি হরন্ত্যেবেতি ন তত্র সন্দেহলেশাবসরঃ। আত্রেয়াদিভির্ম্মহর্ষিভিঃ প্রচারিতেঽস্মিন্ ত্রয়ীধাতুকে বাদে বহবো বিপ্রতিপন্না বহুবিদোঽপী-

দানীমুপলভ্যন্তে। বিদ্বদ্বরেণ্যৈঃ শ্রীমদ্ভি র্যোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ-মহোদয়ৈঃ কবিরিব রাজমানৈর্ব্বিরচিতেনানেন গ্রন্থেন তেষাংবিপ্রতিপন্নানাং বিপ্রতিপত্তিনিবৃত্তিঃ সম্প্রতিপত্তির্ব্বা যদি স্যাৎ, তর্হি অস্য ভরতখণ্ডস্য মহানুপকারঃ স্যাদিত্যস্মাকং সুদৃঢ়োবিশ্বাসঃ। কবিরাজ মহোদয়াঃ দীর্ঘায়ুষ্টং নৈরুজ্যঞ্চ লব্ধা এবমেবায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রতাৎপর্য্যপ্রচারৈর্লোকাননুগৃহ্নস্ত্বিতি সর্ব্বান্তর্যামিনং ভগবন্তং মুহুঃ প্রার্থয়াম ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মাণঃ